অপ্রকাশিত
রাজনৈতিক ইতিহাস

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

নবভারত পাবলিশার্স
১৫৩/১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

মুখবন্ধ

"অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস" ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আদ্যন্ত ইতিহাস নহে, লেখকের জ্ঞাত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ বৈপ্লবিক আন্দোলনের কার্যক্রমের লিপিবদ্ধ বিবরণী। এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলী ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের চূড়ান্ত ইতিবৃত্তও নহে। বিভিন্ন প্রদেশে অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রোত-ধারার দিক্-নির্দেশন বাহির হইতে করাও অসম্ভব। যেমন, মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত-সমিতির তথ্য "নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার" পূর্ব পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। সেইরূপ পঞ্জাবের অবস্থাও উদ্‌ঘাটিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লাহোরের কয়েকটি "ষড়যন্ত্র মামলায়"। এমনই একটি মামলায় ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হয়। সত্য ঘটনা বাহির হইতে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু এই সমস্ত মামলা আন্দোলনের গতির উপর আলোক-সম্পাত করে। তেমনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার প্রথম আলিপুর মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই-এর জবানবন্দীই বাঙ্গলার আন্দোলনের অবিসংবাদী সংবাদ নয়। বাঙ্গলার আন্দোলনের ব্যাপকতা ও দৃঢ়-ভিত্তির কথা সে যে কিছুই জানিত না; তাহার সাক্ষ্য পরবর্তীকালের বাঙ্গলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস।

বৈপ্লবিক আন্দোলন কখনো কোন দেশেই বিরাট দলরূপে আত্ম-প্রকাশ করে না। গোপনতা ও সীমাবদ্ধতাই তাহার কার্য পরিচালনার সহায়ক। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস", ব্রিটেনের "লেবার পার্টি", জার্মাণির "সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি" প্রভৃতির প্রকাশ্যভাবে কার্য করিবার ও বৃদ্ধি পাইবার যে সমস্ত সুবিধা ছিল, গুপ্ত সমিতির বা সন্ত্রাসবাদী সংস্থার তাহা কোন দেশে কখনই ছিল না। জাতীয়

কংগ্রেসের মধ্যেই তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতাদের দ্বারা একটি 'গরম দল' গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সুরাট কংগ্রেসের ভাঙ্গনে তাহা ব্যাহত হয়। অবশেষে অরবিন্দ বাঙ্গলা ত্যাগ করায় সেই কার্যে ভাঁটা পড়িয়া যায়। তবে, বৈপ্লবিকেরা বলেন যে, তাঁহারা একটা "ন্যাশনাল পার্টি" গঠন করিয়া প্রকাশ্যে নরমপন্থীয় কর্ম-পদ্ধতির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বা অন্য কোন কারণে তাহা দেশমধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। তদুপরি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-বাদের অমোঘ নিয়মে রাজনীতিক উত্তাপের উত্থান ও পতনানুযায়ী নেতৃত্বেরও উত্থান ও পতন হইতে থাকে। স্বাধীনতাকামী বৈপ্লবিকদের প্রচার ও বাস্তব কর্মের দ্বারা দেশের রাজনীতিক বাতাবরণও পরিবর্তিত হয়। লোকে বলে,—'কালে করে'। কিন্তু অশরীরি কাল কিছুই করে না। লোকের কর্ম ও তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে নূতন বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। বিপ্লববাদীদের বাস্তব কর্ম, যাহাকে "সন্ত্রাস-বাদ" বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা স্বাধীনতা আন্দোলনের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। পরাধীনতার গ্লানি যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সর্বদেশেই দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখা গিয়াছে সন্ত্রাসবাদে। সন্ত্রাসবাদ গণ-আন্দোলন নহে, কিন্তু ব্যর্থ-প্রাণের আবর্জনা পুড়াইয়া দেশপ্রেমের আগুণ জ্বালাইবার প্রতীক।

বৈপ্লবিকেরা দেশ-বিদেশের নানা প্রকার রাজনীতিক দলের সহিত কার্য করিয়াছেন। বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনার জন্য তাঁহারা নানা দেশের গভর্ণমেন্টের সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই তাঁহারা সাহায্য বা সহানুভূতির পরিবর্তে উপেক্ষিতই হইয়াছেন। তথাপি বৈদেশিকরা এতদ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতে স্বাধীনতাকামী একটি দল উদিত হইয়াছে।

এই কার্যে বিদেশস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এই সকল ছাত্রেরাই ভারতের স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রতীক হিসাবে বিদেশে

কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহারাই বৈদেশিকদের বুঝাইয়াছেন, ভারতে "জুলুম-শাহী" ইংরেজ শাসনের স্বরূপ কি এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন কেন? তাঁহারাই ইংলণ্ডের হাইণ্ডম্যান, ফ্রান্সের জয়রে এবং লংগে, জার্মাণিতে অধ্যাপক রুডলফ্ অটো, আমেরিকার রেভারেণ্ড সান্দারল্যাণ্ড এবং মাইরণ ফেল্প্স্, জর্জ ফ্রীম্যান প্রভৃতি নানা দেশের বড় বড় মনিষীদের সহানুভূতি এবং সাহায্য পাইয়াছিলেন। মাইরণ ফেল্প্স্ (Myron Phelps) নিউ ইয়র্কে "ইণ্ডিয়া হাউস" স্থাপন করেন। রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন লণ্ডনের বক্তৃতায় ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করেন তখন তিনি (মাইরণ ফেল্প্স) বহু খ্যাতনামা লোকের স্বাক্ষর সমন্বিত প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ইনি অবশেষে গেরুয়া কাপড় পরিয়া ভারতে আগমন করেন এবং সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়া ভারতের মাটিতেই দেহরক্ষা করেন। নিউইয়র্কের "Gaelic-American" নামক আইরিশ বৈপ্লবিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক জর্জ ফ্রীম্যান তাঁহার সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা-স্পৃহার কথা জগতকে জানাইয়াছেন। যুদ্ধাবসানের পর ইতালীর জাতীয় কবি দা'নুনশিও (D'annuncio) ভারতের স্বাধীনতার দাবী উত্থিত করেন। ইউরোপের বামপন্থীয় সোসালিষ্টগণ ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

এইরূপ পরিস্থিতিতেই ৺অ্যানী বেশান্তের নেতৃত্বে গরমদল "হোমরুল" আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের নামান্তর। বৈপ্লবিকেরা যখন দেশে ও বিদেশে দুর্জয় সাহসের সঙ্গে অস্ত্র হস্তে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরি-চালনা করিতেছিলেন, কিছুকালের জন্য যখন তাঁহারা সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়াছিলেন, ইরাকে কয়েদী ভারতীয় সিপাহীদের লইয়া যখন সশস্ত্র স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠিত করিয়াছিলেন, যখন বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা চলিতেছিল, লাহোর হইতে গৌহাটি পর্যন্ত যুগপৎ বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলিতেছিল, যখন কুতালামারার কয়েদী সিপাহীদের বৈপ্লবিক দলভুক্ত করিয়া ভারতে বৈপ্লবিক বাহিনী পরিচালিত করিবার উদ্যম চলিতেছিল, যখন আফ্‌গান আমীরের সাহায্যে আফগান সীমান্তে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা চলিতেছিল, যখন গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রাস দ্বারা দেশকে দাবাইয়া রাখিয়াছিল তখন দিশাহারা বুর্জোয়াদের লইয়া "হোমরুল" আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সাহায্যের পরিবর্তে ব্যাহতই করিয়াছে।

বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ৺অ্যানী বেশান্তের প্রকৃতরূপ সেই যুগের কর্মীদের অজানা নাই। বিদেশেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A. I. C. C.) দিল্লী অধিবেশনে তিনি সুবিখ্যাত "Independance Resolution"-এর বিপক্ষে বক্তৃতা করেন (লেখক সভ্যরূপে উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)। ইহা ছাড়াও, ভারতকে ইংলণ্ডের সহিত সংলগ্ন রাখিবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে নানাপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত করিয়া রাখেন।

এই পুস্তকখানি "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস" নামে প্রকাশিত হইলেও, ইহা লেখক প্রণীত "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডরূপেই পরিগণিত হইবে। এই পুস্তকে বিদেশে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কার্যের বিবরণই বিশেষ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। বার্লিন কমিটির সেক্রেটারীরূপে অধিকাংশ ঘটনাগুলির সহিত লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে কয়েকটি বিবৃতি দেওয়া হইল।

বিশিষ্ট কর্মী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিবৃতিতে আলিপুর মামলার পর হইতে প্রথম জগৎ-ব্যাপী যুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাঙ্গলার বৈপ্লবিক কর্মের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। লেখক তজ্জন্য তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী। "উত্তর-পশ্চিমে বিপ্লব কর্ম" সম্বন্ধে শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং "বিহারে স্বদেশী আন্দোলন" সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সিংহের

বিবৃতির জন্য লেখক তাঁহাদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ। এইসঙ্গে লেখকের প্রবাস কালীন সহকর্মী অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে আমেরিকায় "গদর পার্টির" একটি ইতিহাস এবং পশ্চিম-এসিয়ায় তাঁহাদের কর্মের একটি বিবৃতি দিয়া লেখককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশিষ্টের সর্বশেষে লেখকের ও অনেক বৈপ্লবিকের "মস্কো-যাত্রা" এবং তথাকার অভিজ্ঞতার বিবরণ অনেক চিন্তার পর বাধ্য হইয়া লেখক প্রকাশ করিতেছেন।

নবীন তারুণ্যের প্রত্যূষে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার রক্তিম অরুণোদয়ের স্বপ্নে আত্মহারা হইয়া, দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া লেখক যৌবনের প্রারম্ভে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিলক-অরবিন্দ-প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক সংঘে যোগদান করিয়া দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতাকল্পে ধর্মসাক্ষী করিয়া যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সমস্ত জীবন-ব্যাপী একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছেন। আজ স্বাধীন ডেমোক্রাটিক ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠায় সেই শপথ উৎযাপিত হইয়াছে। দেশমাতার স্বাধীনতাকামী একনিষ্ঠ সন্তানগণ, যাঁহারা বৈপ্লবিকের রূপ লইয়া আজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারই কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের গোচরীভূত করা লেখক তাঁহার জাতীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। এই কর্তব্য সম্পাদনার্থে এবং নিজেকে দেশমাতৃকার নিকট হইতে দায়মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই লেখক এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

পরিশেষে, যাঁহারা এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভবপর করিয়াছেন তাঁহাদের লেখক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব ব্রহ্মচারী অমর চৈতন্য গ্রহণ করেন। প্রুফ দেখা, প্রত্যেকটি আলোচনাকে পরিস্ফুট করিতে এবং সর্বোপরি বইখানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। লেখক তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

দিতেছেন। পুনঃ এই পুস্তক মুদ্রণের জন্য ভূতপূর্ব সহকর্মী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশের কার্যকে তিনি নিজের "মাতৃদায়" মনে করেন বলিয়া মুদ্রনার্থে সাহায্যের জন্য লেখক তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিভা দাস বি-এ, শ্রীসমর ঘোষ ও শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর কাছেও লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এই বিষয়ে নানাভাবে তাঁহাদের সাহায্যও অমূল্য।

৩, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩৬০

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সূচীপত্র

অপ্রকাশিত

রাজনীতিক ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের সময় ভারতের বাহিরে কার্য

ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্মের স্বরূপ গুপ্ত বলিয়া ইহা সাধারণতঃ লোকসমাজের নিকট অজ্ঞাত; কিন্তু 'রোলাট কমিশন রিপোর্টে' কিছু সংবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় দেশে ও বিদেশে ভারতবর্ষীয় বৈপ্লবিকেরা কি কি কর্ম করিয়াছিলেন, রোলাট রিপোর্টে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস! কিন্তু এই রিপোর্টে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" ও "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" করা হইয়াছে! এই পুস্তক পড়িয়া অনুভূতি হয় যে, ইংরেজের গোয়েন্দারা সব সংবাদ পায় নাই এবং যাহা পাইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ পাইয়াছে; অনেক সময়ে ভুল সংবাদ পাইয়াছে ও দিয়াছে। এই রিপোর্টে কোন কোন লোককে বড় বৈপ্লবিক (জাতীয় অথবা প্যান-ইস্‌লামিক) নেতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু অন্য গভর্ণমেন্টের গুপ্ত পুলিশ তাঁহাদের ইংরেজেরই চর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে! তৎপরে অনেক সংবাদ এমন প্রকারে ভুল বা উল্টাপাল্টা হইয়াছে যাহা ঐতিহাসিক সত্যের একেবারে বিপরীত। যাঁহারা ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবোদ্যমের ইতিহাস লিখিয়াছেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা উক্ত পুস্তকের ভুল সংবাদ ঐতিহাসিক বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়াছেন। বিগত যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা

বিদেশে বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট সত্য তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিলে ঐতিহাসিক ঘটনার মর্যাদা রক্ষা হইত।

বিগত যুদ্ধের সময় বিদেশে কি প্রকার বৈপ্লবিক কর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল নানা কারণে তাহার পূর্ণ সংবাদ জনসাধারণে প্রকাশ করিবার সুযোগ এখন আসিয়াছে। এস্থলে আমি বাহিরের কর্মের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি; কারণ তাহা না হইলে আমার পূর্ববর্ণিত "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসের" পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বাঙ্গলার সহিত বিদেশের বৈপ্লবিক কর্মের কি সম্বন্ধ এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাহার উত্তর এই যে, ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গের ও উত্তর ভারতের বিপ্লবোদ্যমের সহিত বাহিরের কর্মের বিশেষ সংযোগ ছিল। এই সময়ে বাহিরের বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকেরা দেশের সতীর্থদের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে কর্ম করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসের এক অধ্যায়; কিন্তু এই সময়ে (প্রকৃতপক্ষে সর্ব সময়েই) বাহিরে, বাঙালী ও অবাঙালীর পৃথক কর্ম ছিল না। এই সব কর্মীদের মধ্যে বেশীর ভাগই অবাঙালী ছিলেন। বঙ্গ-প্রদেশীয়দের কার্য অন্য প্রদেশীয়দের কার্য হইতে পৃথক করা যায় না বলিয়া সমগ্র ভারতীয় কর্মের একটা মোটামুটি বর্ণনা যথাসাধ্য এই স্থলে দিব।

ইউরোপস্থিত কোন কোন ভারতীয়-বৈপ্লবিক ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিলে ভারতের সুবিধা হইতে পারে এই ভাবে অগ্রে আশান্বিত হইতেন। এই আশা ফলবতী হয় নাই, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ অন্যদিক হইতে তাঁহারা আশার রেখা দেখিতে পাইলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ সকলে সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে জার্মাণির সহিত মিত্র-শক্তির (Entente) যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে! এই অসম্ভাবিত ঘটনায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কি কর্ম বিধেয় তাহা লইয়া অনেক আঁলোচনা হইতে লাগিল। সকলেই প্রত্যহ সংবাদপত্রে ভারতের সংবাদ পড়িতেন যদি কোন বিপ্লবের সংবাদ থাকে! এই মানসিক চাঞ্চল্যের

সময়ে আমেরিকাস্থিত উত্তর ভারতের কোন মাতব্বর ব্যক্তি, পণ্ডিত কেশব দেও শাস্ত্রী[১] বলিলেন যে, দেশের সমস্ত পরামর্শই নির্ধারিত আছে। লোকও আছে; তাঁহারা কেন বিপ্লব চেষ্টা আরম্ভ করিতেছেন না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ইত্যাদি। তৎপরই আমেরিকাস্থিত কতিপয় বৈপ্লবিক, জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের যুক্ত রাষ্ট্রস্থিত (United States of America) প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা ভারতীয়-লোক-গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকের পণ্টন, ভারতবাসীদের ইংরেজ বিদ্বেষ, ও তাহার শত্রু জার্মাণের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য জার্মাণিতে পাঠাইতে চাহেন। বৈপ্লবিকেরা সৈন্য, ডাক্তার ও এম্বুলেন্স-এর লোক নিজেরাই দিবেন, আর সব ভার জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের। যাঁহারা এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও খাঁনচাঁদ বর্মা[২] ছিলেন। এই বৈপ্লবিকেরা বুঝিয়াছিলেন যে, শ্বেতকায় জাতিদের নিজেদের মধ্যে যতই বোঝাপড়া থাকুক, যে কোন শ্বেতকায় জাতির বিরুদ্ধে "রঙ্গীন" বর্ণের সৈন্য প্রয়োগ করা হইবে না এই সংকল্প এক্ষেত্রে ভঙ্গ করা হইবে। এই বিষম যুদ্ধে ইংরেজ ইউরোপে জার্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সিপাহী নিশ্চয়ই আমদানী করিবে, ও জগতে ইহা ভারতবাসীর রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিবে। তাহার অগ্রেই ভারতবাসীর ইংরেজ-অপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ এই বৈপ্লবিক পণ্টন জার্মাণির পক্ষে গিয়া লড়িলে জগত বুঝিবে ভারতীয়দের কত ইংরেজ-ভক্তি! এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন। জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিও আনন্দে এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন ও বার্লিনে এই সংবাদ পাঠাইয়া দেন। তিনি বলিলেন যে, যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যের সরবরাহের ও জার্মাণিতে পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাঁহাদের উপর। এই কথা নিশ্চিত হইলে প্রস্তাবনাকারীরা

১। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ২। ঐ

কালিফোর্নিয়ার গদর দলের নেতা রামচন্দ্রকে লিখেন,—তিনি যেন গদর দলের শিখদের মধ্যে স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করেন। ডাক্তার ও এম্বুলেন্স কর্মের স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রদের মধ্যে হইতেই সংগ্রহ হইবে। তাহাতে কেহ কেহ রাজীও হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উত্তর দিলেন, "ইউরোপে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া লাভ কি? সাদা সিপাহীর সঙ্গে সাদা সিপাহীরা লড়াই করিবে, কালা সিপাহীর সহিত কালা সিপাহীর লড়াই হইবে। সকলে যেন দেশে ফিরিয়া যায়, তাহাদের কার্য সেইখানেই"; তিনি সেই সময় থেকে দেশে সব লোক পাঠাইতেছিলেন। তিনি এ প্রস্তাবের রাজনীতিক দূরদর্শিতা ও প্রয়োজনীয়তার মূল্য কিছুই বুঝিলেন না। কাজেই এ প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইতে হইল। তাহারই কিছুদিন পরে জার্মাণিস্থিত ভারতীয় বিপ্লববাদী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[৩] "জাপান এসিয়ার শত্রু" নাম দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকা জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাহার ফলে তিনি 'ফরেণ আফিসে' (Foreign Office) আহূত হন। যে কর্মচারীর হস্তে প্রাচ্যদেশসমূহ সম্পর্কীয় কর্মের ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহার খৃষ্টান মিসনারীদের পুস্তক পড়িয়া ভারতের উপর আস্থা ছিল না; কিন্তু রাজনীতিক প্রয়োজনীয়তাবশতঃ তিনি ভারতীয় বিপ্লব কর্মে সাহায্য করিতে রাজী হন। এই সময়ে প্রকাশ পায় যে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিপ্লববাদীদের কিছু সংবাদ রাখিতেন এবং প্রবাসস্থিত বৈপ্লবিকদের কে কোথায় আছেন তাহারও সন্ধান রাখিতেন। এই যোগাযোগের ফলে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের শীর্ষদেশ হইতে স্থির হইল যে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বাধীনতা সমরের সাহায্য করিতে হইবে।

এই অবসরে দৃঢ়তার সহিত বলি যে, রোলাট কমিশন রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, কোমাগাটা মারু জাহাজের ব্যাপার জার্মাণ সাহায্যে ঘটিত হইয়াছিল, আর বিগত যুদ্ধের সময় ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে জার্মাণ সেনাপতি বার্ণহার্ডি আমেরিকায় গদর পার্টির

নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগত যুদ্ধের আভাষ দিয়া আসিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের পূর্বে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত জার্মাণ গভর্ণমেন্টের কোন সংস্রবই ছিল না। কোমাগাটা মারু আমেরিকায় লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য—কানাডার অভিবাসন আইনকে (Immigration law) পরীক্ষা করা।

উপরোক্ত অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া বৈপ্লবিকেরা আশান্বিত হন এবং এই কয় সর্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন :—(১) বৈপ্লবিকেরা জার্মাণ গভর্ণমেন্টের নিকট একটা জাতীয় ঋণ (national loan) গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা এক দলিলে দস্তখত করিয়া দেন যে, বৈপ্লবিকেরা কৃতকার্য হইলে স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টে এই ঋণ প্রতিশোধ করিবে ; (২) জার্মাণেরা অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিবে ও তাহাদের দেশবিদেশে যত প্রতিনিধি (consuls) আছে সকলে বৈপ্লবিকদের কর্মের সহায়তা করিবে ; (৩) তুর্কি গভর্ণমেণ্ট—যাহা তখন নব্য তুর্কদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল তাহা—তখনও নিরপেক্ষ (neutral) থাকিলেও, জার্মাণের পক্ষ হইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং সুলতান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করিবেন। এই ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে ও তাহাতে ভারতে বিপ্লব চেষ্টার সুবিধাই হইবে।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সময়ে বৈপ্লবিকদের অবস্থা স্বাধীনতা-সমরের অনুকূল ছিল। বিপ্লবের সব উপকরণ জার্মাণের কাছ হইতে পাওয়া যাইবে, উপাদান দেশেই আছে, যথা বৈপ্লবিক দলসমূহ অস্ত্র পাইলে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিবে ; মুসলমানেরা জেহাদের আহ্বানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, এবং স্বাধীনতালাভের আশায় রাজার দলও সশস্ত্রে উত্থান করিবেন ও পরে অন্যান্য প্রকারের রাজনীতিক সুবিধারও সংযোগ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক বৈপ্লবিকের তখনকার মনের ভাব ছিল—একবার চেষ্টা করে দেখা

যাক, যাহা হয় তাহাই হইবে; বিপ্লবকর্ম কতকটা ত অগ্রসর হইবেই। এই মানসিক ও রাজনীতিক অবস্থার সমবায়ের ফলে ১৯১৪ খৃঃ শেষকালে ভারতীয় বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করা হয় ও বার্লিনে "ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি" (সরকারী নাম Indian Independence Committee) সংস্থাপিত হয়।

কয়েকজন বর্ষীয়াণ ব্যক্তি লইয়া এই কমিটি স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে অনেকেই অধ্যাপক ছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলের অধ্যাপকই বেশী ছিলেন। বাঙ্গালী নামের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত, অধ্যাপক ৺শ্রীশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ৺ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (অধ্যাপক ৺বিনয় সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ছিলেন। শ্রীশবাবু ১৯০২ খৃঃ হইতে বাঙ্গলার বৈপ্লবিক দলে ছিলেন। ইনি সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন। উভয়েই বৈপ্লবিক দলে ছিলেন। তবে শেষোক্ত ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কথিত হয়, শ্রীশ-বাবুই ভগ্নী নিবেদিতার কাছে তাঁহার রিভলবার ধার করিয়া লইতে যান। নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়া ফেলেন, ডাকাতির উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহৃত হবে। নিবেদিতা রিভলবার দেন নাই। শ্রীশবাবুর নিবাস পাবনা; তাঁহার মাসতুতো ভাই ৺সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং আত্মীয়েরাও বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন।

বর্তমানে শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ওরফে এম. এন. রায় বার্লিন কমিটি ও তাহার কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও মিথ্যা কথা সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছেন। তাহার প্রতিবাদে কমিটির কয়েকজন বাঙ্গালী সভ্য যথা শ্রীজীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম. এল. এ. এবং ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য "যুগান্তর" পত্রিকায় ১৭ই চৈত্র ১৩৫৮, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫২ তারিখের সংখ্যায় "বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির কথা" নামক প্রবন্ধে সুবিস্তৃতভাবে কমিটির উৎপত্তি ও প্রথম কালের সভ্যদের নামের তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: "যুদ্ধ ঘোষণার পরই আমরা

প্রবাসী জাপানীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, মিত্রশক্তি এবং জাপানও তখন যুদ্ধ ঘোষণা করায়, জাপানকেও তীব্র ভাষায় গালি দিয়া জার্মাণির প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপক এক ইস্তাহার প্রকাশ করি। তাহা বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে উচ্চভাষায় প্রশংসিত হইলেও গভর্ণমেন্ট হইতে কেহ আমাদিগকে ডাকিল না বা পত্রেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। তখন আমি আমার বন্ধু ষ্টেটিনের ডাঃ আর্নষ্ট ডেলব্রুকের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার খুল্লতাত প্রুসিয়ার স্বরাষ্ট্রসচিব ডক্টর ক্লেমেন্স ফন্ ডেলব্রুকের সঙ্গে জরুরী বিষয়ে সাক্ষাতের অনুমতি দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। উত্তরে তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে পররাষ্ট্র দপ্তরে যাইয়া ব্যারণ ফন্ বেয়ারর্থাইমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে টেলিগ্রামে নির্দেশ দিলে চট্টোপাধ্যায় চলিয়া যান। উক্ত ব্যারণ তাঁহার সঙ্গে সামান্য কথা বলিয়াই নিজ গাড়ী দিয়া একজন কুরিয়ার সহ তাঁহাকে ব্যারণ ওপেন্‌হাইমের নিকট পাঠাইয়া দেয়।*

এই ব্যারণ সাগ্রহে সকল কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায়কে ৫০০ মার্ক (তৎকালে এক মার্ক আমাদের দেশের বার আনার মত ছিল) দিয়া অতি সত্বর আমাকে লইয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিতে নির্দেশ দেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্যারণ প্রেরিত হ্যারণষম্যান নামক জনৈক ভারত প্রত্যাগত জার্মাণের সঙ্গে আমরা বার্লিনের সংলগ্ন সোয়েনেবেয়ার্গ পল্লীতে ফ্রাউ বেসলারের গৃহে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি এবং ১১টায় ব্যারণের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়। আমরা তাহার হাতে আমাদের রসদ সম্বলিত টাইপ করা কাগজ দিলে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেন ও জার্মাণির পক্ষ হইতে দুই একটি ব্যতীত সর্ত পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সন্ধ্যা

---

* চট্টোপাধ্যায় লেখককে বলিয়াছিলেন, পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী সচিবের মন ভারত বিষয়ে খৃষ্টান মিশনারীদের পুস্তক পড়িয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। রাজনীতির খাতিরে তিনি কার্যারম্ভ করিতে ব্যবস্থা করেন। ১৯১৭ খৃঃ ইহার সঙ্গে লেখকের আলাপ হয়, ইনি বলেন, "ভারত কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না"! লেখক কমিটির পুস্তকসমূহ তাঁহাকে পাঠান। তিনি তাহা পাঠ করিয়া পত্র দেন যে লেখকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করিবেন। কিন্তু কার্যে তাহা পরিণত করেন নাই।

৭টায় পুনরায় যাইতে উপদেশ দেন। আমরা তৎপরেই সহকর্মীর সন্ধানে বাহির হই। দাদা চানজী কেরসাস্প (ইনি পরে আফগানীস্থানে নিহত হন* বিনয় সরকারের ভ্রাতা ধীরেন সরকার, গোপাল, পরাঞ্জপে (বর্তমানে ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক), মারাঠে, ডক্টর সুক্তাঙ্কর, ডক্টর যোশী, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন, সদাশিব রাও, সতীশচন্দ্র রায়, সিদ্দিকি (ইনি পরে হায়দারাবাদের ওসমানিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন), কারাণ্ডকর, মানসুর আহমদ, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত,† রহমন, শোভান, সি· পদ্মনাভম পিলাই ‡ প্রভৃতি সত্বরই দলে যোগদান করেন।......ডাঃ দাশগুপ্ত ও পিলাই উভয়েই স্বাধীনভাবে বিপ্লব বাধাইবার সাহায্য চাহিয়া পররাষ্ট্রদপ্তরে পত্র দিয়াছিলেন। দাশগুপ্ত ছিলেন বাসেলে এবং পিলাই ছিলেন জুরিখে।......আমাদের কমিটির সংবাদ রাষ্ট্রদূতের মারফতে পাইয়া বার্লিনে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদেন...পিলাই জুরিখে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "প্রো-ইণ্ডিয়ান" সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট এবং উক্ত নামীয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আমরা

---

* কমিটির সংবাদ এবং যুদ্ধের পরেও পার্শী সম্প্রদায়ের অনুসন্ধানের ফল এই: আফগানীস্থানে মহেন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইরাণে প্রত্যাবর্তন করিলে সীমানাতেই ইংরেজ কর্তৃক ধৃত হন। পরে তিনি, বসন্তসিংহ এবং কেদার, সকলেই কমিটির সভ্য ইংরেজ দ্বারা নিহত হন।

† ইনি যাদবপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বিগত যুদ্ধের সময় I. N. A. আন্দোলনে ইনি যোগদান করেন।

‡ C. Champakaraman Pillai ও Padmanava Pillai নামক ট্রাভাঙ্কোরের দুইজন অধিবাসী। শুনিয়াছি Sir Walter Strickland তাঁহাদের প্রতিপালন করেন। চম্পকরমণ পিলাই জুরিখে পাড়তেন। পদ্মনাভ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ট্রাভাঙ্কোর গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করেন। যুদ্ধের শেষে তিনি আমেরিকায় যান। ফিরিবার কালে তিনি বন্ধুদের লিখিয়া পাঠান, তাঁহাকে চম্পকরমণ ভাবিয়া ইংরেজ গোয়েন্দা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। সিঙ্গাপুরে জাহাজ হইতে নামিয়া আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। Sir Walter ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াও এই অজ্ঞের ব্যাপারের কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। ডাঃ ভট্টাচার্য বোধ হয় দুই পিলাইয়ের নাম গোলমাল করিয়াছেন। চম্পকরমণ জুরিখ হইতে বার্লিনে আসেন।

ব্যারণ ওপেনহাইমএর পরামর্শমতে কমিটির নাম দিই, 'ভারতবন্ধু জার্মাণ সমিতি' (Deutscher Verein der Freunde Indien) এবং "হাম্‌বুর্গ-আমেরিকা ষ্টিমার কোম্পানীর" প্রধান পরিচালক কাইজারের অকৃত্রিম বন্ধু হার আলবার্ট বাললকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করি।...... ব্যারণ ওপেনহাইম ও স্কুক্কাঙ্কর হন সহ-সভাপতি এবং ধীরেন সরকার প্রথম সম্পাদক। স্কুক্কাঙ্কর ভারতে চলিয়া আসার কালে চট্টোপাধ্যায়কে একজন সহ-সভাপতি করা হয় এবং ধীরেন সরকারকে মারাঠে সহ আমেরিকা পাঠাইয়া দিবার কালে আমাদের এবং জার্মাণির মধ্যে যে লিয়াস্‌ন (Liaison) অফিসার ভাবে চীনভাষাবিদ্ ডক্টর মূলার ছিলেন, তাঁহাকে সম্পাদক করা হয়।...

ব্যারণের সাহায্যে আমরা কার্য আরম্ভ করার দুইদিন পর হইতে প্রত্যহ ট্যাক্সিযোগে বার্লিনের সন্নিকটে অবস্থিত স্প্যাণ্ডাও শিবিরস্থ বিস্ফোরণ কারখানায় যাইয়া বিস্ফোরণ প্রস্তুত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি এবং বোমা, হাত বোমা, টাইম বোমা, ল্যাণ্ড মাইন প্রভৃতি আমাদের মধ্যে রাসায়নিকগণ সত্বরই স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিলেন। বার্লিন অস্ত্রাগারে নিয়া সদস্যগণকে বিভিন্ন প্রকারের (তৎকালে) আধুনিকতম অস্ত্র দেখাইবার ব্যবস্থা হইল। চট্টোপাধ্যায় ও কেরসাস্প প্রাচ্যভাষাবিদ্ সদস্যগণকে লইয়া মধ্যপ্রাচ্য হইতে আগত (ফরাসী ও ইংরেজপক্ষের) বন্দী মুসলমান সৈনিকগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিভিন্ন বন্দীশিবিরে প্রচারকার্য চালাইলেন। এইভাবে নানাদিকেই কার্য চলিতে থাকে এবং ব্যারণ ও মূলার প্রভৃতি হিতৈষীগণ ভারত উপকূলে কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবেন তাহা নিয়া, লুডভিগ (Ludwig) ফিসার নামক নৌ-সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে বিস্তৃত মানচিত্র প্রভৃতি নিয়া গবেষণা করিতেন, আমরাও মাঝে মাঝে বার্লিনের ভবনে আলোচনায় যোগ দিতে আহূত হইতাম। প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বিরাম ছিল না।

ধীরেন সরকার ও মারাঠেকে পররাষ্ট্র দপ্তর ওয়াশিংটনে জার্মাণ

রাষ্ট্রদূতের নিকট যে সাঙ্কেতিক নির্দেশ দেন, সেইগুলি কোটের লাইনিংএর ভিতরে সেলাই করিয়া উক্ত সদস্যদ্বয় আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহারা তথা হইতে জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম, এস-সি (বর্তমানে এম. এল. এ.) লালা হরদয়াল* বিপ্লববাদী যুগান্তর পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাশ প্রভৃতিকে বার্লিনে এবং কেদারেশ্বর গুহ (বর্তমান শান্তিনিকেতনে কৃষিবিভাগেব অধ্যক্ষ), বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী† প্রভৃতিকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁহারাই গদর পার্টির সঙ্গে বার্লিনের যোগাযোগ স্থাপন করেন।...সদস্যগণ সকলেই 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করিয়াই এই কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন'।

পুনঃ শ্রীরায় বলিয়াছেন যে প্রলোভন দেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের কমিটির সদস্য করা হইয়াছিল, এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ডাঃ ভট্টাচার্য পুনঃ বলিতেছেন: "শ্রীরায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ বাধার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রগণকে বন্দী করা হয়, ইহা মোটেই সত্য নহে। অক্টোবর পর্যন্ত কেহই বন্দী হন নাই; জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী সম্প্রতিও বলিয়াছেন যে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। শ্রীবায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, চট্টোপাধ্যায় বন্দীদিগকে প্রলোভন দেখিয়ে বললেন যে, তাঁর দলে যোগ দিলে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন, এদের আরো লোভ দেখিয়ে বলা হল, পাঠ সাঙ্গ হওয়ার আগেই তা'হলে এদের ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হবে। এই হোল ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি স্থাপনের ইতিহাস'।

"এই অংশ পাঠ করিলে মনে হয় শ্রীরায় মেক্সিকো বা গুয়াটেমালার

* হরদয়ালের বিপক্ষে 'আনার্কিষ্ট' অভিযোগ দিয়া আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট এক মামলা খাড়া করেন। তিনি জামীনে খালাস হন, কিন্তু জামীন ভাঙ্গিয়া সুইজারল্যাণ্ডে পলাইয়া আসেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই তিনি ইউরোপে পলাইয়া আসেন। জেনেভা হইতে চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা তিনি বার্লিনে আহুত হন।

† ডাঃ ভট্টাচার্য বোধ হয় নামটির ভুল করিয়াছেন। ইঁহার নাম ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জী। ইনি নদীয়া জেলার লোক।

বিপ্লব কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন, যাহা সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত আর কেহ সাক্ষ্য দিতে পারেন না। বার্লিন কমিটির সদস্য আজ ৩৮ বৎসর পরেও ভারতে কয়েকজন জীবিত আছেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পূর্বে কেন, পরেই 'থিসিস' দাখিল করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রিত থিসিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করিতে সময় না পাওয়ায় ডক্টর স্বক্তাঙ্কর ডক্টরেটের ডিপ্লোমা নিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই। পরাঞ্জপে, মারাঠে, সতীশ চন্দ্র রায়, শম্ভাশিব রাও, শ্রীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি কেহই ডক্টরেটের জন্য ব্যাকুল হন নাই। সুপণ্ডিত ভূপেন্দ্র দত্তও যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে "ডক্টরেট" উপাধি লাভ করিয়াছেন। সদস্যগণ সকলের 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করিয়াই এই কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরায়ের 'ইতিহাস' সকল মুক্তিকামী উদারহৃদয় সদস্যকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চাতুরী মাত্র।

শ্রীরায় লালা হরদয়ালের বর্ণনাকালে তাঁহাকে সুপণ্ডিত, উদার ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রশংসাচ্ছলে চট্টোপাধ্যায়কেও প্রকারান্তরে 'জার্মাণির গোয়েন্দা' বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হরদয়ালের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, আমারও হয় নাই; তবে যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে যাইয়া হরদয়াল "জার্মাণিতে ৪৪ মাস" নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা কতিপয় অজ্ঞাত অখ্যাত সদস্য হরদয়ালকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। কমিটির সদস্যগণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট তৎকালে যাহা করিয়াছিল, তাহাতে জার্মাণির পরোক্ষ স্বার্থ থাকিলেও কমিটির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় জার্মাণ-দিগকে গালি দেওয়ার অধিকার 'সুপণ্ডিত' ও ভাবুক হরদয়ালের ছিল না। তিনি অকৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তক প্রকাশ না করিলেই শোভন হইত"।

এইস্থলে লেখকের বক্তব্য যে, তিনি যখন ছদ্মবেশে নানাস্থান হইতে ঘুরিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বার্লিনে উপনীত হন, তখন কমিটির অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তখন ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী সম্পর্কবিরহিত ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি, নাম—Indian Independence Committee (ভারত-স্বাধীনতা সমিতি)। শুনিয়াছি পূর্বে ইহার একজন সভাপতি ছিল। শ্রীমনস্থরই প্রথম সভাপতি হন। কিন্তু এই পদ্ধতি শীঘ্রই উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ডেমোক্রাটিক উপায়ে যৌথভাবে (Collectively) সর্বকর্ম সম্পাদন করা হইত। এতদ্বারা সর্বকর্মের দায়িত্ব থাকিত কমিটির। পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে কমিটি একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কমিটি লেখককে এবং মনস্থরকে একটি নিয়মপ্রণালী (Constitution) গঠন করিবার ভার দেন। এই নিয়মপ্রণালী গঠনকালে ডাঃ মনস্থরের সহিত লেখকের বিশেষ মতানৈক্য উপস্থিত হয়। কে কমিটির সভ্য হইতে পারে ইহাই হইল প্রশ্ন: নির্ধারিত হইল, যে নিজেকে "ভারতবাসী" বলে তাহারই সভ্য হইবার অধিকার। লেখক বলেন, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই কমিটির সভ্য হইবার অধিকারী; কিন্তু ডাঃ মনস্থর কিছুতেই তাহাতে রাজি হইলেন না, বলিলেন খৃষ্টানরা তো নিজেদের ভারতবাসী বলে না, কেবল হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজেদের "ভারতবাসী" বলে পরিচয় প্রদান করেন। কমিটি মনস্থরের আপত্তিই গ্রাহ্য করেন। এতদ্বারা খৃষ্টানের কমিটির সভ্য হইবার পথ রুদ্ধ হয়। নূতন কনষ্টিটুশানানুযায়ী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯১৫-১৯১৬ খৃঃ সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। পরের বৎসর হইতে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১৬-১৯১৮ খৃঃ পর্যন্ত সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। যতদিন কমিটি ছিল এই আপত্তির কারণ লেখক কিছুতেই বোধগম্য করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গলার লোকের কাছে ইহা অশ্রুতপূর্ব কথা। সেই দিন গিয়াছে, তখন জিন্নার "দুইজাতিতত্ত্ব" মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে নাই।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেখক ১৯১১ খৃষ্টাব্দের "ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্ট" পাঠ করে এই আপত্তির রহস্য বুঝিতে পারেন। সেন্সাস রিপোর্ট বলিতেছে: পঞ্জাবের খৃষ্টানেরা নিজেদের ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় প্রদান করে না, তাহারা নিজেদের "ইউরেশীয়" বলে। ৺সাধু স্বন্দর সিংহের স্বধর্মীয়দের এই মনোবৃত্তি!

এইস্থলে উভয়ের লোকতাত্বিক মনস্তত্বের (Volkspychology) পরিচয় প্রকাশ পায়। বাঙ্গলায় খৃষ্টানেরা খাঁটি বাঙ্গালী সর্ববিষয়ে। কাজেই লেখকের কাছে এই আপত্তি অদ্ভুত বলে মনে হয়*।

পুনরায় শ্রীরায়ের মিথ্যা মন্তব্যগুলির বিষয়ে লেখক ইহা অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে, শ্রীতারাচাঁদ রায় (পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট স্কলার) যিনি তখন লাইপসিক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পড়িতেন তিনি আজও ডক্টরেট ডিপ্লোমা-বিহীন হয়ে জার্মাণিতে আছেন। শ্রীমহারাজ নারায়ণ কৌল (দিল্লী নিবাস) যিনি বার্লিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পড়িতেন, তিনি যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে পাশ করিয়া ডিপ্লোমা পান। লেখক স্বয়ং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ খৃঃ পাশ করেন।

ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জার্মাণ সাহায্য গ্রহণ সমীচীন হইয়াছিল কিনা এই প্রশ্ন যুদ্ধের পরে উত্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বৈপ্লবিকেরা ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দেখান যে, পৃথিবীর সর্বত্রই নিপীড়িত জাতি শাসকের শত্রুর সাহায্য লাভ করিয়াছে। তাহাদের মতে রাজনৈতিক হিসাবে ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। এই স্বযোগ যদি তাহারা গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে তাহাদের মূর্খতা ও অনুপযোগিতারই পরিচয় প্রকাশ হইত। যুদ্ধ সময়ে মিত্রশক্তিসমূহের (Allied powers) শাসনে নিপীড়িত জাতিসকল

---

* সর্দার অর্জুন সিংহ (কর্পূরতলা মহারাজার আত্মীয়) বার্লিন কমিটির মেম্বারদের বলিয়াছিলেন: একবার লণ্ডনে 'হিন্দু ক্লাব' নামে একটা ক্লাব গঠিত করিবার প্রচেষ্টা চলে, তাহাতে 'হিন্দুকে' বলে যে সংজ্ঞা (term) স্থিরীকৃত হয়, তাহার মধ্যে ৺স্যার কে, জি, গুপ্তের মতে বাঙ্গলার খৃষ্টানেরাও গণ্য হন। অতএব 'হিন্দু ক্লাব' গঠিত হইল না।

জার্মাণির দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং মধ্য শক্তিসমূহের (Central powers) দ্বারা প্রপীড়িত জাতিরা মিত্রশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ তাঁহার "বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "জার্মাণির সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারে সকল বিপ্লববাদী সায় দেয় নাই।" একথা আমি যতদূর জানি ঠিক নহে। আশা করি, তিনি আমার এ উক্তির জন্য ক্ষমা করিবেন! জানিনা তিনি কোথা হইতে এ কথা শ্রবণ করিয়াছেন। জার্মাণ সাহায্য যখন অঙ্গীকৃত হইল তখন সেই সাহায্য ভারতের ও বাহিরের সকল বৈপ্লবিকেরাই সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, জার্মাণ সাম্রাজ্যের সাহায্য গ্রহণে দোষ হইয়াছে, ইহাতে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে ইত্যাদি। এই সব "বুজরুগি" কথা এখন বাহির হইতেছে, জার্মাণ সাহায্য গ্রহণের বেলা কেহই এ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। আর জার্মাণেরাও কখন ভারত-বিজয়ের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিত না। ভারতের স্বাধীনতা-স্পৃহার সহিত তাহাদের সহানুভূতি আছে বলিয়া অনেকবারই জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন। আর এক কথা, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা জার্মাণ বাদসাহী গভর্ণমেণ্টের সহিত কাজ করিয়াছে বা তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনেক ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট ও সোসালিষ্টরা তাঁহাদের প্রতি ঘৃণায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেন[৪]; কিন্তু ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা বুর্‌জোয়া-ন্যাশন্যালিষ্ট। ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ অন্য কিছু হইতে পারেন। তাঁহারা "সমাজ বৈপ্লবিক" নহেন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করা তাঁহারা রাজনীতি-সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে বিপ্লববাদের পবিত্রতার হানি হয় নাই বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাহাদের মতে কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করা রাজনীতির প্রধান মন্ত্র, নির্মল বৈপ্লবিকতার শুভ্রপতাকাধারী বলশেভিকেরাও কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলেন; কেবল দোষ

হইয়াছে ভারতবাসীদের, কারণ "Nothing suceeds like success" (কৃতকার্য হওয়ার চেয়ে কৃতকার্যতা আর নাই)।

এই অজ্ঞাত নগণ্য বিদেশস্থ বৈপ্লবিক যুবকদের কার্যের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। এ দেশের লোক যখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারে দ্বারবানের বা কেরাণীদের নিকট ধাক্কা খাওয়াকে বা "তথায় আবেদন ও নিবেদনের মালা" লইয়া অনুনয় বিনয় করাকে ভারতীয় রাজনীতির চূড়ান্ত মনে করিতেন, তখন এই নগণ্য যুবকেরা জাতির সম্মুখে দেখাইয়াছিল যে, ভারতীয়েরা অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের কাছে সমান ভাবে আদৃত হইতে পারে, ভারতের রাজনীতিকারেরা অন্য পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। যখন দেশের নেতারা কূপমণ্ডূকের ন্যায় ভারতীয় রাজনীতিকে কংগ্রেসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, সেই সময়ে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবকেরা ভারতের রাজনীতিকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের (foreign diplomacy) বৈদেশিক কুটনীতি স্থাপনের অগ্রদূত। ভবিষ্যৎ এই কার্যের ফলাফল বিচার করিবে।

এই কমিটির সর্বপ্রথম কর্ম হইল দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকদের সংবাদ দান করা ও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা। এই আহ্বান ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই আহ্বানে দেশ ও বিদেশে বৈপ্লবিকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। এ আহ্বান সেই প্রাচীন খৃষ্টীয় আহ্বানের অনুরূপ ছিল, যাহা থেসালোনিকার নব্য প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় মণ্ডলী ইপিসাসের মণ্ডলীকে লিখিয়াছিল, "মাসিডোনিয়ায় আসিয়া আমাদের সাহায্য কর"।

এইস্থলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে যে, যদি "বার্লিন ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি" প্রতিষ্ঠিত না হইত তাহা হইলে ভারতে ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বৈপ্লবিক চেষ্টা হইত না, বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশে কোন প্রচেষ্টাই

হইত না। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, যুদ্ধের সময়ে বাহিরের বৈপ্লবিক কর্মের সহিত বঙ্গের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

বার্লিন কমিটির আহ্বানে নানাদেশ হইতে অনেক বিপ্লবমত-বিশ্বাসী ছাত্র দেশে চলিয়া যান। তাঁহাদের কেহ কেহ দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে বার্লিন হইয়া যান। চারিদিক হইতে যুবকদের অর্থ দিয়া ভারতের চারিদিকে প্রেরণ করা হয়, যেন তাহারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের এই সংবাদ ও কর্মের জন্য অর্থ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত মারাঠে ও ৺ধীরেন্দ্রনাথ সরকার সংবাদ লইয়া আমেরিকায় যান।[৫] ইঁহারা কমিটি দ্বারা তথায় প্রেরিত হন। ভারতের চারিদিকে বৃদ্ধ হইতে যুবক পর্যন্ত বিভিন্ন ন্যাশন্যালিষ্ট ও বৈপ্লবিক নেতাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয় ও অস্ত্রাদি আমদানি ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিটি স্থাপনের প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় সমস্ত বৈপ্লবিক দলগুলিকে একত্রিত করিয়া কর্ম করিতে চেষ্টা করা হয়। বাহিরে আমেরিকার "গদর পার্টি" বার্লিন কমিটির সহিত সম্মিলিতভাবে কর্ম করিতে আরম্ভ করায় কমিটির বিশেষ লোকবল লাভ হয়। সেই সময়ে হাজার হাজার শিখ ভারতে গিয়াছিলেন; অনেক ছাত্র পৃথিবীর চারিদিকে কর্মের জন্য প্রেরিত হন।

সে এক সময় গিয়াছে! তখন বৈপ্লবিকদের হৃদয়াকাশে আশার অরুণ কিরণ উদীয়মান হইয়াছিল। কত কল্পনা, কত জল্পনাই না তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল! তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কি উৎসাহ কি সাহসই না ছিল! বাঙ্গলার বিপ্লববাদের বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কোন লেখক বঙ্গীয় কবির শিখ বীর্যের চরিত্রাঙ্কণ বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকদেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এই চরিত্রাঙ্কণ এ সময়ের নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিকদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়। তাই বলি, সে একদিন গিয়াছে। যিনি তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি জানেন সে কি উৎসাহ, আশা ও ভরসার দিন গিয়াছে। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারও ঋণ" বৈপ্লবিকদের পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়া দেশ-

বিদেশে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন; জিব্রাল্টারের পথ দিয়া ইউরোপে আসিয়াছেন। সে পথ বন্ধ হইলে ব্রিটেনের মাথা বেড়িয়া বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কুচপরোয়া নেই, ইহাই মনের ভাব। কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছে। আর মৃত্যু ভয়? সত্যই "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" তাঁহাদের ছিল। সুয়েজ খাল রাত্রে সন্তরণ করিয়া মিশরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে তৎক্ষণাৎ এক বাঙ্গালী ও এক মাদ্রাজি দুই তরুণ যুবক জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল![৬] মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু-বাঙ্গালী তরুণ যুবক যাইতে প্রস্তুত হইল[৭]। সুদূরপ্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত দেশসমূহে গিয়া অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে, অমনি বঙ্গভাষী ও পঞ্জাবী ভাষী যুবকের দল লাগিয়া গেল! ইরাণ ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি পার হইয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য যুবকের দল দৌড়িয়া যাইল! কাজে আগে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তারপর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কি হয়। মরিব কি বাঁচিব তাহা পরে দেখা যাইবে, ইহাই ছিল সেই সময়ের বৈপ্লবিক যুবকদের মনস্তত্ত্বের অবস্থা।

এই মানসিক শক্তি লইয়া বৈপ্লবিক যুবকের দল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের সর্বদিকে বিশিষ্ট লোকদের কাছে লোক পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণবশতঃ হউক, পঞ্জাব ও বঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৈপ্লবিকদের সাড়া পাওয়া যায় নাই ও উক্ত দুই প্রদেশের বৈপ্লবিকদের কর্ম সংক্রান্ত জায়গা ছাড়া আর কোন স্থানে বৈপ্লবিক সঙ্কেত পাওয়া যায় নাই।

বঙ্গে বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের ও জার্মাণ সাহায্যের বার্তা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরণ করা হয়। অর্থও লোক দ্বারা প্রেরিত হয় এবং সে অর্থ নিরাপদে পৌছায়।[৮] এই সংবাদের ফলে নাকি অনেক

বাদানুবাদের পর বিভিন্ন দল একত্রিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বার্লিন হইতে প্লান ঠিক ছিল যে বালেশ্বরে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য বাঙ্গলার বৈপ্লবিকেরা "হ্যারি এণ্ড সন্স" প্রতিষ্ঠিত "ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়াম" নামক কারবার তথায় খুলিলেন।

পঞ্জাবের কর্ম গদর দলের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই দলে ভারতের সমস্ত প্রদেশের ও ধর্মের লোক সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সাহস, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ জগতে অতুলনীয়। গদর দলের শিখ শ্রমজীবীদল দেশে প্রত্যাবৃত হইয়া যে বিপ্লবোদ্যম করেন তাহা ভারতীয় ইতিহাসের অন্তর্গত, এস্থলে উহা বর্ণনা করিবার অবসর নাই। বঙ্গের তৎকালের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ইতিহাসও সেইরূপ এস্থলে বর্ণনার অধিকার বহির্ভূত। কিন্তু ভারত সম্পর্কীয় বাহিরের কর্মের সংবাদ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুদূর প্রাচ্যের কার্য

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বার্লিন কমিটি ভিন্‌সেন্ট ক্রাফট্‌ নামক একজন জার্মাণকে যবদ্বীপের রাজধানী ব্যাটেভিয়াতে পাঠাইয়া দেন; উদ্দেশ্য তথা হইতে আয়োজন করিয়া আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ করিবে এবং রাজনীতিক কয়েদীদের মুক্ত করিয়া সন্নিকটবর্তী কোন নিরপেক্ষ দেশে পৌছান ও অস্ত্রাদি আমদানির সাহায্য করা। ইনি যথাসময়ে তৎস্থানে পৌছিয়া বার্লিনে সংবাদ দেন যে, ব্যাটেভিয়া হইতে একটি জাহাজ লইয়া আন্দামান আক্রমণ করা সহজ এবং সে চেষ্টাও তিনি করিতেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিলেন যে, হোটেলস্থিত জনকতক ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছে। ইঁহারাই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রেরিত ব্যক্তি।[১] কিন্তু মাসকতক বাদে শীতকালে বার্লিনে সংবাদ আসিল যে, ভিন্‌সেন্ট ক্রাফ্‌ট সিঙ্গাপুরে ইংরেজ কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। কাজেই আন্দামান আক্রমণের প্রচেষ্টা ঐ স্থানেই বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এই জার্মাণটির যবদ্বীপে অবস্থানকালে ইংরেজ গোয়েন্দা তাঁহার বিপক্ষে লাগিয়াছিল। আন্দামান আক্রমণের কথা ইংরেজ গভর্ণমেন্টের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কি? শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'তে উল্লিখিত আছে যে আন্দামানে রাজ-পুরুষদের একবার আতঙ্ক হইয়াছিল যে, জার্মাণ রণপোত 'এম্‌ডেন' নাকি ঐ দ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজনীতিক কয়েদীদের খালাস করিবার চেষ্টা করিবে। আমেরিকার কোন এক সংবাদপত্রের লেখক কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়া সেই কাগজে লিখিয়াছিলেন, কলিকাতায় তিনি এই জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়াছেন, বৈপ্লবিকরা আন্দামান আক্রমণ করিয়া রাজনীতিক কয়েদীদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। এই সব

জনশ্রুতি বাস্তব ঘটনার আভাষ পাইয়া গঠিত হইয়াছিল, কি সন্দেহেই গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল ?

আমেরিকাস্থিত কোনও ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, যখন সংবাদ আসিল জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুত তখন তথাকার কন্সাল দ্বারা তাড়িৎবিহীন টেলিগ্রাম দিয়া 'এমডেন'এর কাপ্তেনকে সংবাদ পাঠান হয় যেন তিনি আন্দামান আক্রমণ করেন। কিন্তু এই প্লান যে 'এমডেন'এর কাপ্তেনকে পাঠান হইয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই। তদুপরি 'এমডেন'-এর লেফ্টেনাণ্ট্ পরে কোন বৈপ্লবিকের সহিত সুমাত্রায় সাক্ষাতের পরে নাকি বলিয়াছিল যে, এই প্রকার সংবাদ তাহারা পায় নাই।

বার্লিন কমিটির সর্বপ্রধান কর্ম ছিল ভারতে অস্ত্রাদি প্রেরণ করা। এই কর্মের আড্ডাস্থল স্বভাবতই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরবর্তী স্থানসমূহ হইবে। সেইজন্য জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট ঐ দিককার কর্মের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য পিকিংএ 'এডমিরাল ভন্ হিনট্জ'কে রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করে, ও আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধির উপর অস্ত্রাদি ক্রয় করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করে। আমেরিকা হইতে ভারতে অস্ত্র আমদানির রাস্তা পরিষ্কারের জন্য অনেক যুবককে চীন, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয়।

ইহার পূর্বে বিদেশ হইতে প্রেরিত দূতেরা জার্মাণের সাহায্যের সংবাদ লইয়া বঙ্গে উপস্থিত হন। আমেরিকা হইতে যাহারা প্রত্যাবর্তন করেন তাঁহারা দেশে গিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাসবিহারী বসুর বিদেশ গমন করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণির সাহায্যর গ্রহণ করা। রাসবিহারী বসু জাপানে পৌছিয়া চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায়ের।[১০] নিকট সংবাদ পাঠান। তাহা অবগত হইয়া গিরিজাবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের সহিত যোগদান করে নাই। রাসবিহারী বসুর জাপান-যাত্রার উদ্দেশ্য যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের নিকট অজ্ঞাত ছিল না এবং রাসবিহারীর খবর না পাওয়াতে তিনি অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়কে[১১] জাপানে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে বলেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে তিনি গা-ঢাকা দেন এবং অস্ত্রাদি গ্রহণের জন্য উভয় কারণবশতঃ বালেশ্বরে যান। কিন্তু অস্ত্রাদি নিরূপিত সময়ে অবধারিত স্থানে উপস্থিত না হওয়ায় ও পুলিশের তাড়ার জন্য যতীন্দ্রনাথকে সহচরদের লইয়া বারীপাদার জঙ্গলের দিকে পলাইতে হইয়াছিল ও শেষে তাঁহাকে পুলিশের সঙ্গে বুড়িবালামের তীরে সম্মুখ রণে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অবনীনাথ জাপানে পৌছায় ও তথায় রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করে। অবনী, রাসবিহারী ও অন্যান্যদের সহিত নানা কার্যে লিপ্ত থাকিয়া উপদেশাদি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসবিহারীর সহিত সাংহাইতে আসেন। এই সময়ে রাসবিহারী দেশ হইতে পত্র পান যে, ডাকাতি আর চলে না, যে কোন প্রকারে হউক ভারতে টাকা যেন পাঠান হয়। সেইজন্য তিনি অবনীকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যতীন্দ্রনাথকে বলিতে বলেন, "যতীনবাবু অতি ক্ষুদ্র, তথাপি রাসবিহারী তাঁহাকে সমান নেতারূপে মানিয়া নিতে রাজী আছেন ; কিন্তু এরূপভাবে একেলা টাকা লইলে আর অন্য দলকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলে খুনখারাপি হইতে পারে। এভাবে মিলন সম্ভব নয়।" শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার "বন্দীজীবনের" একস্থলে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের দল বিপ্লবের পরামর্শের জন্য যতীন্দ্রনাথকে বানারসে আহ্বান করিয়াছিল," এবং অন্যত্র লিখিয়াছেন, "যতীন্দ্রের দল ঢাকার দলের সহিত মিলিত হয় নাই"। তৎপরে অবনীর নিকট রাসবিহারীর এই উক্তি পরস্পর পরস্পরকে প্রতিবাদ করিতেছে। তথাপি ইহাতে বোঝা যায় যে, অন্ততঃ নেতারা একযোগে কর্ম করিতেন।

অবনীকে দেশে পাঠাইবার সময় ৩৫ জন ভারতীয়

লোকের নাম ও ঠিকানা তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া দেন। অবনী প্রত্যাবর্তনকালে অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোটবুক সমেত ধরা পড়েন এবং পরে জেল হইতে পলায়ন করেন বলে কথিত হয়।[১২]

এই সময় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা অস্ত্র আমদানি ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব-এসিয়ায় তখন ভারত-বিপ্লব-উদ্যোগের ধূম পড়িয়া গিয়াছে! তৎকালে জাপান, চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বৈপ্লবিকদের কার্যের জন্য ঘাঁটি বসিয়াছে। জাপানে বৈপ্লবিকেরা কাউন্ট ওকুমা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতাপন্ন বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈপ্লবিকদের আশা দিয়াছিলেন যে ভারতে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইলে, জাপানবাহিনী যাহাতে তাহা দমনার্থে না যায় তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে তাঁহারা চীন বৈপ্লবিক-নেতা সুনিয়াৎ সেনেরও সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সব অনুকূল সমবায়ের ফলে বৈপ্লবিকরা ভারতীয় বিপ্লব চালাইবার জন্য আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অনেক জাপানী অভিজাত বংশীয় যুবক ভর্তি হইয়াছিল।

এই সময়ে প্রাচ্যের কর্মের জন্য শ্রীযুক্ত ভগবান সিং আমেরিকা হইতে আসিয়া ফিলিপাইন দ্বীপে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার রাষ্ট্রশক্তি তাঁহাকে বিতাড়িত করায় শ্রীযুক্ত দোস্ত মহম্মদের হস্তে কার্যভার দিয়া তিনি জাপানে আসেন। পরে তিনি চীনে গমন করেন ও তথাকার কার্যভার রাসবিহারী ও তিনি উভয়ে চালাইতেন। আত্মারাম, কাপুরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত চীন শহর সোয়াটো হইতে ব্যাঙ্ককে (Bangkok) পদব্রজে গমন করেন। শ্যামে তাঁহারা ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংকে কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্লান স্থির হইল যে, শ্যামস্থিত জার্মাণেরা ভারতীয়দের সহিত মিলিত হইয়া মৌলমেনের পথে ব্রহ্ম আক্রমণ করিবেন, আর চীনস্থিত জার্মাণেরা দুই

ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল শ্যামের দলের সহিত যোগদান করিবেন এবং অন্য দল ব্রহ্মের নির্বাসিত রাজবংশের উত্তরাধীকারীকে সম্মুখে রাখিয়া ভামোর (Bhamo) পথে উত্তর-ব্রহ্ম আক্রমণ করিবেন। ইহাও স্থির ছিল যে, তিনখানি অস্ত্র-জাহাজ, যাহাদের একখানিতে ৫০০ জার্মাণ অফিসার ও ১০০০ সৈন্য থাকিবে, তাহারা আন্দামান হইতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করিয়া কলিকাতায় আসিবে, এবং অন্য দুই-খানির একখানি বাংলার অন্যত্র ও শেষখানি পশ্চিম-ভারতের কাম্বেতে গিয়া বৈপ্লবিকদের কর্তৃক গৃহীত হইবে। শেষে ব্রহ্ম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পঞ্জাব ও বঙ্গে যুগপৎ বিপ্লব পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে এবং আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের দিক দিয়া ভারত আক্রমণের চেষ্টা হইবে। এই মানসিক পরিকল্পনা (theoretical plan)[১৩] বৈপ্লবিকরা ও জার্মাণেরা সম্মিলিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে গড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফলে ইহা কার্যকরী হয় নাই। ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে অনেকেই ধরা পড়েন ও জার্মাণেরা "চাচা আপন বাঁচা" করিয়া পলায়ন করে। কোন কোন ভারতবাসী বলেন যে, এই উপলক্ষে জার্মাণদের অনেকেই বিলক্ষণ ধনী হইয়াছিল। এই অঞ্চলের ভারতীয় কর্ম কি প্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল তাহা ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিতেছি।

সর্বপ্রথম সিঙ্গাপুরে শিখ-সিপাহী বিদ্রোহ হয়। বার্লিনে এই বিদ্রোহের রিপোর্ট আসে যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া সাত দিন শহর দখল করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে "অন্তরীণ" জার্মাণ অফিসারদের খালাস দেয়। সিপাহীরা ইহাদের বলেন যে, যুদ্ধ বিষয়ে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ কর এবং কি প্রকারে কামান প্রভৃতি দাগিতে হয় তাহা দেখাইয়া দাও। কিন্তু জার্মাণেরা বলে যে, ইংরেজের কাছে তাহারা অঙ্গীকৃত বাক্য (Parole) দিয়াছে যে অস্ত্রধারণ করিবে না। অতএব তাহারা সিপাহীদের সাহায্য করিতে পারিবে না। নেতৃত্ববিহীন হইয়া সিপাহীরা আর বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে

ইংরেজের মিত্রশক্তিদের জঙ্গী জাহাজ (ইউরোপীয় ও জাপানী) আসিয়া যুদ্ধ করিয়া সিপাহীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই রিপোর্ট আরও বলে যে, জাপানী নৌ-সৈনিকেরা ভারতীয় সিপাহীদের বিরুদ্ধে গুলি চালায় নাই। ইউরোপীয় নাবিকদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু অন্য জনরব বলে যে, জাপানীরা গুলি চালাইয়াছিল। অন্যপক্ষে ভারতীয়দের রিপোর্ট যে, সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহ "গদর দলের" কার্য। শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ এই কার্যের জন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরিত হন। তিনিই এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা। তিনি তথায় অবস্থিতিকালে জার্মাণ বন্দীদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হন। তাহাদের সহিত মূলচাঁদ এই সর্ত করেন যে, বিদ্রোহ পতাকা উড়াইয়া ভারতীয় সৈন্যেরা জার্মাণদের মুক্ত করিবে, পরে উভয়ে মিলিয়া মালয় উপদ্বীপ দখল করিয়া টিংটাউ-এর জার্মাণ রণপোত সিঙ্গাপুরে স্থাপিত করিয়া পূর্ব-এসিয়া হইতে ইংরেজকে বিতাড়িত করিবে ও তাহার পর ভারতের বিপ্লবের সাহায্য করিবে। এই পরামর্শের ফলে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। তাহারা সাতদিন সিঙ্গাপুর স্বহস্তে রাখিয়াছিল। তখন সিঙ্গাপুরে ইংরেজ সৈন্য ছিল না। গভর্ণমেণ্ট জাপানীদের সাহায্যে যুদ্ধ চালাইলেন। আব জার্মাণেরা মুক্ত হইয়া সুমাত্রায় পলাইয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া মূলচাঁদও চীনে পলাইল। আর বেচারা অজ্ঞ সিপাহীদল মাঠে মারা গেল।[১৪]

তৎপরে ব্যাটেভিয়া হইতে আন্দামান আক্রমণের প্রচেষ্টায় ভিন্‌সেণ্ট ক্রাফ্‌ট ধরা পড়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা অগ্রেই বলিয়াছি। ব্যাটেভিয়াতে একটি ভারতীয় আড্ডা স্থাপন করা হইয়াছিল। ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লোকেরা তৎস্থানে ক্রাফ্‌ট-এর সহিত মিলিত হয়। যতীন্দ্রনাথের সহিত রাসবিহারীর প্লানের গরমিল হওয়ায় তিনি জনৈক উকীলকে টাকা দিয়া ব্যাটেভিয়াতে পাঠাইয়া দেন। এই উকীল বর্মায় ওকালতী করিতেন। যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ৺ভোলানাথ চক্রবর্তী যখন বর্মায়

থাকেন তৎকালে তাঁহার বাসায় অবস্থান করেন। এই সম্পর্কে তিনিও বিপ্লববাদী। যাহাই হউক এই উকীলবাবু নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য-বশতঃ সিঙ্গাপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্টকে সব বলিয়া দেন। তিনি এই অঞ্চলের সমস্ত প্লান জানিতেন। যে জাহাজে অস্ত্র বোঝাই হইয়া বঙ্গোপ-সাগরে আসিতেছিল ও যে জাহাজে শ্যামের জার্মাণ কন্সাল্ যাইতেছিল তাহা সমস্তই তিনি জানিতেন। এই সমস্ত প্লান জানিতে পারিয়া ইংরেজের রণতরী H. M. S. Cornwall অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আন্দামান দ্বীপের নিকট ডুবাইয়া দেয় ও জার্মাণ কন্সালকে কয়েদ করে।

যখন পূর্ব-এসিয়ায় এই প্রকারে ভারতীয় বিপ্লব কর্ম চলিতেছিল, তখন আমেরিকা হইতে যাহারা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কূলে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের জনকতক কিছু করিতে না পারিয়া আমেরিকায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু আমেরিকা হইতে আগতদের মধ্যে যোধসিং, চিঞ্চিয়া ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হন ও তথাকার জার্মাণ কন্সালের সহিত দেখা করেন। জার্মাণ কন্সাল তাঁহার রিপোর্টে, যাহা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নানা রাস্তা ঘুরিয়া বার্লিনে পৌঁছায়, লেখেন যে তিনি ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কক নিবাসী এক শিখ শ্রমজীবীকে ভারতে বৈপ্লবিকদের কাছ হইতে সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া বৈপ্লবিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাঙ্ককে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তিন ব্যক্তির তথায় আগমন হয়। তাহাদের কথার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কন্সাল্ প্রীত হয় নাই। তাহার রিপোর্টে লেখে যে, "ইহাদের জমকালো আমেরিকান পোষাক দেখিয়া ও আমেরিকান চালে লম্বা কথা শুনিয়া আমার ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই। চিঞ্চিয়া আমায় বলিল. 'We have come to kick a system into the matter.' (বিষয়টির সুব্যবস্থার জন্য আমরা আসিয়াছি) ইত্যাদি। হঠাৎ তাহার দিনকতক পরে উপরোক্ত শিখ শ্রমজীবীটি ভয়ার্ত হইয়া কন্সালের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে পুলিশের ধরপাকড় হইতেছে। কন্সাল তাঁহাকে এক

নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেয়। তারপর শুনা গেল যে, ঐ তিন ব্যক্তিকে শ্যামদেশীয় পুলিশ ধরিয়া ইংরেজের হাতে সমর্পণ করিয়াছে। এই ব্যাপার আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুর্বল শ্যাম প্রতাপান্বিত ইংলণ্ডের খাতির অবহেলা করিতে পারিল না। ধরা পড়িবার পর ইহারা ইংরেজের নিকট সব একরার করে। কন্সাল রিপোর্টে বলে, "ধরা পড়িলে ইহারা সব গুপ্তকথা বলিয়া দেয়। এই সব ভারতীয় বৈপ্লবিকরা মুখে লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু গলায় ছুরি পড়িলে তোতা পাখীর মতন সব কথা বলিয়া ফেলে।" এই তিনজনের মধ্যে যোধসিং পঞ্জাবের অধিবাসী ও একজন পুরাতন বৈপ্লবিক। দেশে পুলিশের তাড়া খাইয়া ইউরোপ ঘুরিয়া ব্রেজিলে কর্ম করিতেছিলেন। তৎকালে কোন কর্মোপলক্ষে শ্রীমতী কামা কর্তৃক আমি তাঁহার সহিত পত্রালাপে পরিচিত হই। এই উপলক্ষে যোধসিং শ্রীমতী কামাকে গর্ব করিয়া লিখিয়াছিলেন, "I will show England how to make an egg stand." যখন বিদেশস্থ সর্ব বৈপ্লবিকদের কার্যের জন্য আহূত করা হয়, ব্রেজিল হইতে অজিতসিং যোধসিংকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া বার্লিনে পাঠাইয়া দেন। তথায় কোন কোন লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, যোধসিং ভীরু প্রকৃতির ব্যক্তি; কিন্তু হরদয়াল বলেন যে, যোধসিং মহাজন একজন পুরাতন উঁচুদরের বৈপ্লবিক, সেইজন্য তাঁহাকে প্রাচ্যে গিয়া কার্য করিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ায় পাঠান হয়। ধরা পড়িয়া যোধসিং রাজসাক্ষী হয় ও সিঙ্গাপুরে নীত হয়, এবং পরে লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেয়। লাহোর মোকদ্দমায় যোধসিং বার্লিন হইতে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত বৈপ্লবিক কর্মের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে বার্লিনে সেই সংবাদ পৌঁছায়। যোধসিং রাজসাক্ষী হইল, ইহা আশ্চর্যের কথা বটে কারণ যে অত লম্বা

লম্বা কথা কহিত, কেবল ধর্ম ও নীতির বড়াই করিত এবং পরের দোষ ও দুর্বলতা দেখাইয়া বেড়াইত, সেই সর্বপ্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ইহা ক্ষোভ ও বিস্ময়ের কথা বটে! পরে শুনা গেল, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ও রাজসাক্ষী হইয়াছিল কিন্তু মাদ্রাজবাসী চিঙ্কিয়ার মুখ থেকে একটি কথাও বাহির হয় নাই। সুকুমার চট্টোপাধ্যায় আমেরিকায় ছাত্র ছিল, তাঁহাকে বিপ্লববাদী বলিয়া কেহ কখন শুনে নাই। যখন জার্মাণের সাহায্যের কথা আমেরিকায় পৌঁছিল তখন অনেক ছাত্রই হুজুগে মাতিয়াছিল। ছদ্মবেশে পরের খরচায় এই সুযোগে চারিদিকে স্ফূর্তি করিয়া বেড়াইয়া লওয়া যাইবে ভাবিয়া বোধ হয় এই সব লোক বৈপ্লবিক কর্মে জুটিয়াছিল। আর বিপ্লব মন্ত্রে বিশ্বাস করা? সব ভারতবাসীই মুখে না হোক অন্ততঃ মনে মনে বিপ্লবী। যখন মনে ত্যাগের শক্তি নাই তখন এই প্রকারের লোক ধরা পড়িলেই যে গুপ্তকথা সব বলিয়া দিয়া সাফাই গাহিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? হেরম্বলাল গুপ্ত যিনি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যোগাড় করিয়াছিলেন, তিনি পরে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি লোক নির্বাচনে ভুল করেন না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুকুমারের বেলাতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল।

দক্ষিণ এসিয়ায় এই প্রকারের ধরপাকড় আরম্ভ হইলে বাংলা হইতে আগত বৈপ্লবিকরা চীনে পলায়ন করেন। ফণী চক্রবর্তী ওরফে পাইন সাংহাইতে ধরা পড়েন। সাংহাই ভারতে অস্ত্র রপ্তানির এক কেন্দ্রস্থান ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জার্মাণ গভর্ণমেন্টের একজন লোক বার্লিনে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন যে, পাইন নামে এক ভারতবাসীর সহিত তাঁহার দক্ষিণ এসিয়ায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি জার্মাণ কন্সালের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া কিছু বলিতে সাহস করেন নাই।

ইঁহার স্বপ্নাবিষ্ট লোকের ন্যায় মনের ভাব। পরে তিনি ও জার্মাণ এজেন্ট উভয়ে সাংহাইতে যান, কিন্তু পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও পাইন উক্ত শহরের ইংরেজাধিকৃত স্থানে গমন করেন ও ধরা পড়েন। পরে যখন জার্মাণ এজেন্ট ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের কালে জাহাজে কলোম্বোতে আসেন তখন ইংরেজ পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়াছিল ও পাইনের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বলে তুমি ইহাকে চেন কি না? তিনি স্বীকার করায় পুলিশ তাঁহাকে বলেন যে পাইনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। কিন্তু অবনী মুখোপাধ্যায় যখন সিঙ্গাপুরে বন্দী হন, তখন ফণী চক্রবর্তী ওরফে পাইনকেও সেই জেলে রাখা হয় ও তাহার কাছ হইতে গুপ্তকথা বাহির করিবার জন্য তাহাকে নির্যাতন করা হয়। অবনী বলে যে, এক বৎসর নির্যাতন ভোগের পর চক্রবর্তী যখন রক্তবমি আরম্ভ করে তখন নাকি তিনি বলেন, "আমি আর সহ্য করিতে পারি না, সব কথা বলিয়া দিব।" ইহার ফলে নাকি চক্রবর্তী খালাস পায়। এইসব ধরপাকড়ের পরে যাহারা বাকি ছিল তাহারা জাপানে চলিয়া যায়।[১৫]

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল যে রাসবিহারী বসু ভারত হইতে জাপানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে হেরম্বলাল গুপ্ত অস্ত্র আমদানির জন্য জাপানে যান। কিন্তু জাপানী গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় এই দুই ব্যক্তিকে শেষোক্ত গভর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জাপানী বন্ধুরা এই দুই বৈপ্লবিকদের নিজেদের গৃহে লুকাইয়া রাখেন।[১৬] রাসবিহারী ও হেরম্বকে টোকিওর বাহিরে একজনের গৃহে একটি ছোট ঘরে বহুদিন লুকাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু হেরম্ব এ প্রকারের জীবন আর সহ্য করিতে না পারায় একদিন জাপানী বেশে বরফের উপর দিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া টোকিওতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে ও তথা হইতে আমেরিকায় পলাইয়া যায়।

হেরম্ব গুপ্তের জাপানে আগমনের পূর্বে লালা লাজপৎ রায়ের সে দেশে আগমন হয়। রাসবিহারী ও হেরম্ব ধৃত হওয়ার ফলে লালা লাজপৎ রায় জাপান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু প্রধান সচিব কাউন্ট ওকুমা তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠায় ও বলে যে, ইহা নিম্নস্তরের কর্মচারীদের ভুলের জন্য সংঘটিত হইয়াছে, লালাজি যেন জাপান পরিত্যাগ না করেন। এই সময়ে ইউরোপীয় কাগজে প্রকাশ হয় যে, "সাতজন ভারতবাসী এক জাপানী জাহাজে আমেরিকা যাইতেছিল কিন্তু ইংরেজের এক রণপোত ঐ জাহাজ সমুদ্র মধ্যে ধরিয়া এই সাতজন ভারতবাসীকে কয়েদ করিয়া লইয়াছে"।

যখন পূর্বএসিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবের জন্য এই প্রকারের বিপুল আয়োজন হইতেছিল, সেই সময় উক্ত কর্মের আরও সহায়তা করিবার জন্য যবদ্বীপের ন্যাশনালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা ইউরেশীয়ান বংশীয় ডাক্তার দাউস দেক্কার-কে (Dr. Daus Dekkar) কমিটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ডাক্তার দাউস দেক্কার ইউরেশীয় বংশীয় হইলেও * একজন বড় স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের নেতা। ইনি রাজনীতিকক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের জন্য ডাচ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক যবদ্বীপ হইতে কিছুকালের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। ইউরোপে নির্বাসন কালে তিনি পণ্ডিত শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও কোন কোন ইউরোপস্থিত ভারতীয় বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন। তৎপরে সুইজারলণ্ডে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ করিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কর্মে সহায়তার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, যবদ্বীপের বৈপ্লবিকদলের সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সম্মিলন হইলে ভারতীয় কর্মে সুবিধা হইবে ভাবিয়া বার্লিন কমিটি তাঁহাকে কর্মে নিয়োজিত করিলেন। ইহার ফলে ডাঃ দাউস ও ইঁহার একজন

*যবদ্বীপের ইউরেশীয়ানরা শ্বেতাঙ্গ সমাজের সহিত সাম্যতা পায় না বলিয়া দেশীয়দের সহিত নিজেদের ভাগ্য নিয়োজিত করে।

যবদ্বীপী বন্ধু প্রিন্স সুরিয়ানিগ্রাট বার্লিনে আসেন[১৭]। শেষোক্ত ব্যক্তিটি মুসলমান ছিলেন এবং সেরাকত-উল-ইসলাম (Sherakat-ul-Islam) নামক ঐ অঞ্চলের একটি প্রকাণ্ড মুসলমান ন্যাশনালিষ্ট সমিতির সভ্য ছিলেন। কমিটির ইচ্ছা ছিল, দুই দলকেই ভারতীয় কর্মে নিয়োজিত করা। এই উদ্দেশ্যে ডাক্তার দাউস দেকারকে একটি প্লান দিয়া যবদ্বীপে পাঠান হয়। তাঁহার কর্ম নির্ধারিত হইল, ঐ অঞ্চলে যে ভারতীয় কর্ম হইতেছে তিনি তাহার সহায়তা করিবেন অর্থাৎ অস্ত্রাদি যবদ্বীপে আসিলে তাঁহার দল তাহা গ্রহণের জন্য গোপনে সহায়তা করিবে এবং ভারতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবে। তৎপরে তাঁহার দলের লোক ভারতে খবরাখবরের জন্য যাইবে ইত্যাদি। এই সব পরামর্শ এই দুই জন যবদ্বীপের বৈপ্লবিকদের সহিত স্থিরীকৃত হইলে দাউস দেক্কার আমেরিকা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে তিনি কালিফোর্ণিয়ায় গদর দলের সহিত আলাপ করিয়া চীন যাত্রা করেন। কিন্তু চীনে তিনি ইংরেজ কর্তৃক ধৃত হন। তাহারা তাঁহাকে কয়েদ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় আনয়ন করে। কমিটি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট দ্বারা যাহাতে তিনি ইংরেজের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন! কিন্তু তিনি হল্যাণ্ডে তাঁহার ভগ্নীকে লিখিয়া পাঠান, "ইংরেজেরা তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের রাগাইবার জন্য যেন কোন চেষ্টা করা না হয়"। ইহা শ্রবণ করিয়া কমিটি এই কার্যে বিরত হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত কমিটি তাঁহার ভগ্নীকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর মামলায় দাউস দেকারকে ইংরেজরা লইয়া আসে। তথায় এই বিখ্যাত বৈপ্লবিক রাজসাক্ষী হন। তিনি কোর্টে সমস্ত প্লান বলিয়া দেন। তিনি আরও বলেন "আমার টাকার দরকার ছিল, দেখিলাম, ভারতীয়েরা আহম্মক, তাহারা আমার ধাপ্পায় বিশ্বাস করিল। তাই আমিও টাকার জন্য তাহাদের

ভিতর ঢুকিলাম"। এই প্রকারে ইনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। দাউস দেক্কারের বিশ্বাসঘাতকতায় হল্যাণ্ড দেশীয় বৈপ্লবিকেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। একজন বৈপ্লবিক দলের নেতা বা সভ্য আর একটি সতীর্থ বৈপ্লবিক দলের বিপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা বৈপ্লবিক নীতি-বিরুদ্ধ। তজ্জন্য হল্যাণ্ডের অনেক বৈপ্লবিক দেক্কারের উপর বীতশ্রদ্ধ হন ও অবিশ্বাসের পাত্র বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হন।

আমেরিকায় যুদ্ধকালে বৈপ্লবিক কর্ম "গদর" দলের দ্বারাই বেশীর ভাগ চালিত হইত। ইহা বার্লিন কমিটি ও আমেরিকাস্থিত ঐ কমিটির প্রতিনিধির সহিত একযোগে কর্ম করিত। কমিটির প্রতিনিধি গদর দলের নেতা ৺রামচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ম সমাধান করিতেন। অস্ত্রাদি আমদানি ব্যাপারে ইঁহারা জার্মাণ অফিসারদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে বার্লিনে সংবাদ আসিল ভারতে অস্ত্র পাঠান হইয়াছে। তিনখানি জাহাজ প্রশান্ত মহাসমুদ্র বহিয়া পূর্বভারতের দিকে যাইতেছে, আর দুই কি একখানি জাহাজ (তাহা মনে নাই) সুয়েজ কানাল হইয়া যাইতেছে, করাচী তাহাদের গম্যস্থল এবং দুইজন শিখ বৈপ্লবিক সেই জাহাজে চড়িয়া যাইতেছে। আরও সংবাদ আসিল যে, একজন আমেরিকান ভারতস্থিত বৈপ্লবিকদের অর্থ প্রদান করিবার জন্য এবং প্রত্নতত্ত্বীয় দ্রব্য (antiquities) ক্রয় করিবার জন্য ভারতে যাইতেছেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে যে জাহাজে অস্ত্র যাইতেছিল সেই জাহাজেরই যাত্রী হইয়া তিনি রওনা হন। এই জাহাজ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় শেষে সেলিবিস্ (Celebes) দ্বীপে গিয়া ঢুকে ও ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট তাহা আটক করে। পরে যুদ্ধের শেষে এই জাহাজের পরিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য ডাচ্ সোসালিষ্ট নেতা ট্রুলেস্ট্রা (Troelstra) ডাচ্ পার্লামেণ্টে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় জাহাজটির নাম ছিল লারসেন (Larsen), তাহা কালিফোর্ণিয়ার উপকূলেই আমেরিকান

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এ জাহাজে অস্ত্র ছিল না, কারণ যে জার্মাণটি (Starhunt) ভারতীয়দের জন্য অস্ত্র ক্রয় করিয়াছিল তাহা সময় মতন ভারতীয়েরা গ্রহণ না করাতে সে মেক্সিকোর বৈপ্লবিক ভিলা-কে বিক্রয় করে। আর স্যুয়েজ কানাল দিয়া যে জাহাজ বা জাহাজদ্বয় যাইবার কথা ছিল তাহার সংবাদ বা পরিণাম আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।[১৮] ইহার সংবাদ লেখক ভারতে আসিয়া পাইয়াছিলেন। তৎপরে সাংহাই হইতে ভারতে অস্ত্রের রপ্তানি করা হইয়াছিল। ইহা দেশে পৌঁছিয়াছিল কি না তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু রপ্তানিকারীরা ধৃত ও জেলে নিক্ষিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে একজন ইউরেশীয়ান ছিল।

এই ভারতীয় কর্মের উপর পিকিং ও ব্যাঙ্ককের জার্মাণ রাজ্য প্রতিনিধিরা যে মন্তব্য বার্লিনে পাঠাইয়া দেয় ও যাহা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নানা রাস্তা ঘুরিয়া বার্লিনে উপস্থিত হয়; তাহাতে লেখা ছিল, "ভারতীয় বৈপ্লবিকদের দোষেই অস্ত্র আমদানি ব্যাপার সফল হয় নাই। এ ব্যাপার বড় সহজ ছিল, কিন্তু ভারতীয়েরা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া গ্রহণ করে নাই, আর ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের সাহায্য ব্যতীত কার্য করিতে অক্ষম। পূর্বএসিয়ার দিক দিয়া অস্ত্র আমদানির চেষ্টা আর সম্ভব নহে। এক্ষণে আফগানিস্থানের দিক দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে"। এই উপদেশ বার্লিন গভর্ণমেণ্টকে তাঁহারা প্রদান করেন। এই রিপোর্টে কোন এক বাঙালী বৈপ্লবিক—যিনি অস্ত্র আমদানির ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে লেখা ছিল যে, ইনি কেবল তাঁহাদের কাছ হইতে টাকা চাহিতেন।[১৯] ইহার ছদ্ম নাম ছিল জন্ মার্টিন। আর ভারতীয়েরা মুখে লম্বা লম্বা কথা কহে ও ধরা পড়িলে ভয়ে তৎক্ষণাৎ সব বলিয়া দেয়!

অর্থ সম্বন্ধে কোন বৈপ্লবিকের বিরুদ্ধে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের তাহাদের গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

বার্লিন গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহসী, কর্মকুশলী ও ত্যাগী বলিয়াই জানিত এবং সেই ধারণাও পোষণ করিত। কিন্তু এই বিপক্ষ রিপোর্ট পাইয়া কমিটি বড়ই লজ্জিত হয় ও তাহার উপর এই মন্তব্য লেখেন যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অনেক পুরাতন ও বিশ্বাসী বৈপ্লবিক কর্মী দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং লোকাভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলস্থিত জায়গায় কর্ম করিবার জন্য অজ্ঞাত চরিত্রের লোকদের কাজে লাগান হইয়াছিল,—সেইজন্যই এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতীয়েরা বলেন যে, জার্মাণদের দোষেই অস্ত্র আমদানি ব্যাপারটাতে অকৃতকার্যতা হয়। তাহাদের মন ইহাতে ছিল না বরং মতলব ছিল অস্ত্রাদি পূর্ব-আফ্রিকায় তাহাদের কলোনিতে পাঠাইয়া দেয়। বৈপ্লবিকরা আরও বলেন যে, অনেক জার্মাণ ভারতীয় বিপ্লব কর্মের নামে অনেক টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করিয়াছে। ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক সময়ে পিকিং হইতে বার্লিনে সংবাদ আসে যে, 'বক্সার ইন্‌ডেম্‌নিটি ফাণ্ড'-এর জার্মাণ-হিসাব হইতে সমস্ত টাকা ভারতীয় কর্মে নিয়োজিত হইতেছে এবং তাহার হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট বার্লিন কমিটির নিকট এই সংবাদ দেয়। কারণ সমস্ত খরচই বার্লিন কমিটির হিসাবে লিখিত হইত; কিন্তু যুদ্ধের পরে উপরোক্তস্থলে যে সব বৈপ্লবিকরা কর্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা যে রিপোর্ট দেন তাহার সহিত 'বক্সার ইন্‌ডেম্‌নিটি ফাণ্ড'-এর (Boxer Indemnity Fund) সমস্ত টাকাটারই খরচের হিসাবের সহিত বেশ গরমিল দেখা যায়। আর যে বৈপ্লবিকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আসিয়াছিল তিনি ইহা অস্বীকার করেন ও বলেন যে, জার্মাণেরা নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য উণ্টা চাপ দিয়াছে। যুদ্ধের পরে একজন জার্মাণ, যিনি সাংহাই হইতে এই ব্যাপারে ভারতবর্ষীয়দের সহিত লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "God knows it, somebody has made money out of it." কিন্তু কাহার দোষে

এ ব্যাপার অকৃতকার্য হইল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর প্রদান করেন, "নিশ্চয়ই জার্মাণদের দোষে"।

পূর্ব-এসিয়া হইতে যখন অস্ত্র আমদানির আয়োজন হইতেছে, সেই সময়ে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পিকিং জার্মাণ দূতাবাস (Embassy) হইতে বার্লিনে সংবাদ আসিল, ভারতের সমস্ত ন্যাশনালিস্ট নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে বাহির হইতে ভারতে লোক পাঠাও। কিন্তু বাহির হইতে তখন দেশে লোক পাঠান সম্ভবপর ছিল না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বড়ই সঙ্কটের সময় গিয়াছে! এই বৎসরের মধ্যকালে জার্মাণ নৌবেড়া ইংরেজের তড়িৎ-বিহীন এক তারের খবর ধরে। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ। এসিয়ায় ইংরেজের নৌবেড়া যেন সর্বদাই সতর্ক ও ভারতের গোলমাল থামাইবার জন্য সুসজ্জিত থাকে। এই সময়ে জার্মাণের কলিকাতাস্থিত এক চর বার্লিনে সংবাদ পাঠায় যে, কলিকাতায় বৈপ্লবিকরা তাহাকে বলিয়াছে, "জার্মাণেরা ক্রমাগতই বলিতেছে যে অস্ত্র পাঠাইব কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই পাঠাইল না"।

এই সময়ে ভারত হইতে বিতাড়িত চারিশত জার্মাণ খৃষ্টান মিশনারী বার্লিনে আসিয়া পৌঁছায়। তাহাদের নিকট হইতে ভারতের তৎকালের রাজনীতিক আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য এবং তাহাদের সংবাদ বিবৃত করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়; কিন্তু তাঁহারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন যে, ভিতরকার সংবাদ কাহাকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন না; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে ভবিষ্যতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন না। এইজন্য ভারত সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু একজন এই সংবাদ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় বৈপ্লবিকদের হস্তে অস্ত্রাদি আছে। তাঁহারা যখন হাওড়া স্টেশনে

গাড়িতে বসিয়াছিলেন তখন একজন বৈপ্লবিক ভিখারীর বেশে তাঁহাদের কাছে আসিয়া বলে, "তোমরা দেশে ফিরিয়া যাইতেছ, তাহা ভাল। আমরা জানি জার্মাণেরা আমাদের বন্ধু, কিন্তু যখন বিপ্লব আরম্ভ হইবে, তখন আমাদের লোক ইংরেজ হইতে জার্মাণকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে পারিবে না, সেইজন্য তোমাদের অনিষ্ট হইবে। অতএব তোমাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন মঙ্গলকর"। এই মিশনারীরা বলেন, আহ্‌মেদাবাদের "অন্তরীণ তাম্বুতে" ভারতবাসীরা লুকাইয়া তাঁহাদের খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিত ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি জানাইত।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিম-এসিয়ার কর্ম

বার্লিনে বৈপ্লবিকেরা ভারতীয় কমিটি সংস্থাপনের পর তাঁহারা দেখিলেন যে পশ্চিম-এসিয়ায় ভারতীয়দের কর্মক্ষেত্র প্রসার করা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ পশ্চিম-এসিয়া ভারতের দ্বারস্বরূপ। এইজন্য তাঁহারা পরিচিত ইরাণী বৈপ্লবিক নেতাদের সহিত একযোগে কর্ম করিবার জন্য জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের মাধ্যমে তাঁহাদের আহ্বান করিলেন। ফলে ভারতীয় কমিটির ন্যায় সৈয়দ টাকেজাদের নেতৃত্বে[২০] পারস্যবাসীদের একটি কমিটি স্থাপিত হইল। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ সময়ে জার্মাণ সাহায্যে পারস্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রুশ ও ইংরেজ-আধিপত্য দেশ হইতে বিনষ্ট করা। এই পরামর্শ অনুসারে বৈপ্লবিক যুবকদের তাঁহারা স্বদেশে পাঠাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় বৈপ্লবিককেও বার্লিন কমিটি পারস্যে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইরাণ দিয়া ভারতের রাস্তা পরিষ্কার করা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতীয়েরা তুর্কিতে আসিয়া পৌঁছান ও একদল ইরাণের পথে বাগ্‌দাদে ও অন্যদল সুয়েজ খালের পথে ডামাস্কাসে যাত্রা করেন।

যাঁহারা সিরিয়াতে গমন করিলেন তাঁহারা জেরুসালেম-এর হিন্দি তাকিয়ার (হাজিদের জন্য অতিথিশালা) অধ্যক্ষ আবদুর রহমান নামে একজন মুসলমান-ভারতবাসীকে সঙ্গে লইয়া মরুভূমির দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা কয়েক মাস ঐ অঞ্চলে অবস্থান করেন। ইহার অধিক আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, কারণ এইস্থলে সুয়েজ খালের কিনারায় চর আছে এবং ঐস্থানে ইংরেজ-সৈন্য পাহারা দিতেছে, মধ্যে মধ্যে গুলিও চলিতেছিল। বৈপ্লবিকদের এইস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বে এই ভারতীয় ইংরেজ

গভর্ণমেণ্টের দেশী সৈন্যশ্রেণীর মধ্য হইতে ১৯ জন মুসলমান-সিপাহী 'জেহাদের' ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুর্কির ছাউনিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তুর্কিরা তাহাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তথায় তাহারা সুলতানের শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়। বৈপ্লবিকেরা কান্তারায় যাইয়া সিপাহীদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করেন। কয়েকজন বেতুইন আরবদের দ্বারা খালের পরপারের সিপাহীদের সহিত আলাপ করিবার প্রচেষ্টা হয়। শেষে ঠিক হয় যে, পর-পারে অর্থাৎ মিশরে গিয়া ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে দেশভক্তির দ্বারা ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে 'জেহাদের' ঘোষণার দ্বারা বিপ্লব প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে কথায় কথায় গুলি চলিতেছে সেই শত্রুপুরীর মধ্যে এই অসীম সাহসিক কর্মে যাইবে কে? একজন তরুণ বাঙাল। তৎক্ষণাৎ এই কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। এই যুবক রাত্রে সুয়েজ খাল সন্তরণ করিয়া মিশরে উপস্থিত হইয়া তথায় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে ইচ্ছুক হয়। তাঁহার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া তামিলভাষী এক যুবকও তাঁহার সঙ্গে এই বিপদে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে মৃত্যু স্থির জানিয়া অন্য সঙ্গীদের নিষেধে ইহা স্থগিত হয় এবং সিপাহীদের সঙ্গে অন্য উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সিপাহীরা বলে যে, তাহারা সব ব্যাপারই বোঝে কিন্তু তাহারা নিরুপায়! হিন্দু সিপাহীরা মুসলমান-ধর্মীয় অজ্ঞাত পরিচয় তুর্কের দিকে পলায়নে অনিচ্ছুক অথচ সেইস্থানে কিছু করিবার সাহস নাই; মুসলমানেরাও সেই প্রকার নিরুৎসাহ, তাহাছাড়া যাহারা বিদ্রোহভাবাপন্ন তাহাদের পশ্চাতের দিকে পাঠাইয়া নজরে রাখা হইয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বৈপ্লবিকদের কান্তারা হইতে বাগ্‌দাদে প্রেরণ করা হয়, উদ্দেশ্য কুতালামারার (Kutalamara) আত্ম-সমর্পিত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করা।

যাঁহারা পারস্যে যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য অতি বিপদসঙ্কুল ছিল। তাঁহাদের পদে পদে ইংরেজের লোকের সহিত লড়িতে হইত।

কোন কোন স্থলে শত্রুরা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিত, কখন তাঁহাদেরও শত্রুর উপর আক্রমণ করিতে হইত। খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই হইত। ইঁহাদের ইরাণে আগমনের পূর্বে আমেরিকার গদর দলের প্রেরিত দুইজন বৈপ্লবিক, আগাসে ও পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে[২১] কারমাণে (Kerman) ছিলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে গিয়া অস্ত্রাদি ভারতের দিকে প্রেরণ করিতেছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত যুদ্ধের অগ্রেই যে সব, ভারতীয় বৈপ্লবিক সেই দেশে ছিলেন,[২২] * তাঁহারাও বার্লিন হইতে প্রেরিত বৈপ্লবিকদের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কর্ম করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ইরাণের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা ও সুবিধা হইলে একটী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যের দল গঠন করিয়া ভারত আক্রমণ করা। কিন্তু তাঁহাদের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল, শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য তাঁহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিতে হইত। ছদ্মবেশে ক্রমাগতই তাঁহাদের ঘুরিতে হইত। এক কথায় তাহাদের জীবন হাতে করিয়া চলিতে হইত। ইহাদের পারস্যে অবস্থানকালে সিরাজের ইংরেজ কন্‌সালেটের (consulate) ভারতীয় সিপাহীরা ইংরেজের খয়ের-খাঁ-গিরি করে এবং বৈপ্লবিকদের ভুলাইয়া ইংরেজের হস্তে ধরাইয়া দেয়। এই প্রকারে ২২ বৎসরের বালক কেদারনাথ শত্রুর হস্তে ধরা পড়েন। তিনি যে স্থলে ছিলেন সেইস্থলে ইরাণী ডাকাতের আক্রমণ হইলে তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করেন। রাস্তায় ভারতীয় সিপাহীদের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহারা তাঁহাকে তাহাদের শিবিরে অতিথি হইতে বলে। তখন কেদারনাথ মরুভূমি দিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিতেছেন। রাস্তায় স্বদেশী লোকদের বাক্যের প্ররোচনায় সেই পরামর্শ সমীচীন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে আসিলেন। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উচ্চ অফিসারের হস্তে তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। এই ব্যাপারে কেদারনাথ বলেন, "আশ্চর্যের বিষয় অর্থের লোভে তোমরা

* সুফী অম্বাপ্রসাদ, মির্জা আববাস প্রভৃতি।

আমার স্বদেশবাসী হইয়াও শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলে, অর্থের কথা আমায় বলিলে আমি কত অর্থই না তোমাদের দিতে পারিতাম" !

কেদারনাথ[২৩] ধৃত হইলে মেসিদে আনীত হন ও তথা হইতে কেরমাণে চালান হন এবং তথায় অন্যান্য বৈপ্লবিকদের সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃক নিহত হন। চৈতসিংহ বলিয়া আর একটি যুবক, যিনি বার্লিন হইতে বাগ্‌দাদ অঞ্চলে প্রেরিত হন ও পরে ইরাণে যান তিনিও এই সময় ইংরেজ কর্তৃক ধৃত হন। চৈতসিংহ যুদ্ধের অগ্রে জার্মাণিতে অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে কমিটি তাঁহাকে তুর্কিতে পাঠাইয়া দেয়। ইনি মেসোপো-টেমিয়াতে ইংরেজ বাহিনীর মুরচার (trench) নিকট যাইয়া সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক পুস্তিকা ইত্যাদি ছুঁড়িয়া বিতরণ করিতেন। তাঁহার তৎকালীন অসমসাহসিকতার জন্য সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলাতে ইঁহার নাম দেখা যায়। তথায় ইনি রাজ-সাক্ষীরূপে আনীত হইয়াছিলেন।

এই সময় বসন্তসিংহ, ও কেরসাপ্স (Kersasp) নামক অন্য দুইজন বৈপ্লবিক কেরমাণ-আফগানিস্থানের সীমানায় ধৃত হন। তাঁহারা কাবুলে ভারতীয় মিশনের সন্ধান ও অর্থ পৌঁছাইবার জন্য আফগানিস্থানে প্রেরিত হন। তাঁহারা আফগানিস্থান হইতে ফিরিবার কালে ধৃত হন। ইঁহারাও উক্ত প্রকার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। শুনা যায়, ইঁহাদের কাপড় দিয়া চক্ষু বাঁধিয়া গুলি মারা হইয়াছিল। কেদারনাথ ও বসন্তসিংহ দুইজন পঞ্জাব প্রদেশীয় তরুণ যুবক। আমেরিকা হইতে বার্লিনে বৈপ্লবিক কর্ম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কেদারনাথ ছাত্র ছিলেন; বসন্তসিংহ যদিও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না তবুও তিনি একজন অতি উচ্চদরের খাঁটি স্বদেশভক্ত কর্মী ছিলেন! আর কেরসাপ্সও একজন উৎসাহী ভারত-প্রেমিক ছিলেন এবং ইনিই প্রথম পার্শি যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য শহিদ হইয়াছেন। তৎপরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ অম্বাপ্রসাদকে পারস্য গভর্ণমেণ্ট সিরাজ হইতে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করে। তাহার ফলে

তাঁহার ফাঁসি হয়। ইনি অতি প্রাচীন কর্মী ছিলেন এবং পঞ্জাব ও পারস্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। আর বাকী যাঁহারা রহিলেন অর্থাৎ—প্রমথনাথ দত্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে[২৪] তাঁহারা যখন উত্তর হইতে রুশ ও দক্ষিণ হইতে ইংরেজের সৈন্য আক্রমণ করিল তখন পলায়ন করিয়া পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে ১৯০৬—১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লুকাইয়া ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তুর্কিতে কর্ম

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অধ্যাপক বরকাতুল্লা, কেরসাম্প, তারকনাথ দাস প্রভৃতি ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্তাম্বুলে আগমন হয়। তথায় তাঁহাদের একটি প্রতিনিধি দল (deputation) এন্‌ভার পাশা কর্তৃক গৃহীত হয়। জনশ্রুতি এই যে, নিয়োজিত প্রতিনিধিবর্গের সহিত করমর্দনের সময় প্রত্যেকেরই মুসলমান নাম শ্রবণ করিয়া এন্‌ভার পাশা বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ হিন্দু নাই?" উত্তরে যখন শুনিলেন, "আমাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই হিন্দু। পাশের সুবিধার জন্য মুসলমানী নাম লইয়াছি"। তখন তিনি খুসী হইয়া নাকি বলেন, "ইহা শুনিয়া আমি খুসী হইলাম, আমি আমার ধর্ম ও রাজনীতি বিভিন্ন পকেটে রাখি।" পরে যে দুই একজন ভারতীয় মুসলমানদের তিনি জানিতেন তাহাদের প্রতি অভক্তি জানাইয়া বলেন, "বাঙ্গলায় যে সব লোক বোমা ছুড়িতেছে তাহারাই কাজ করিবে"। পরে, ভারতীয়দের তুর্কিতে কর্মের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তুর্কির গভর্ণমেণ্ট হার্বিয়ার (সমর বিভাগের) অধীনে তসকিলাত-ই-মাকসুসার (প্রাচ্য সম্পর্কীয়) অফিসের আলিবে নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন। ভারতীয়দের মধ্যে দুই একজন স্তাম্বুলে থাকেন, বাকী সকলে সিরিয়া ও বাগ্‌দাদের দিকে যাত্রা করেন। সিরিয়ায় যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কর্ম পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। বাগ্‌দাদে যাঁহারা গমন করিলেন তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া মেসোপোটেমিয়া আক্রমণকারী ভারতীয় সৈন্যদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা পুস্তিকা, ম্যানিফেষ্টো, যুদ্ধের সংবাদের বুলেটিন ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়া ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। চৈতসিংহ, বসন্তসিংহ প্রভৃতিরা ইংরেজের মুরচার (trench) কাছে গিয়া কাগজাদি

ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। ফলে অনেক সিপাহী পল্টন হইতে পলাতক হইয়াছিলেন। এই প্রকারে ১০০ জন পলাতক সিপাহী একত্র করিয়া বৈপ্লবিকেরা একটি "ভারতীয় বৈপ্লবিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" গঠন করেন। ইহারা জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিত। কিন্তু এই প্রদেশের অধিবাসীদের বর্বরতার জন্য বেশী সিপাহী পলাতক হইতে পারে নাই। হিন্দু পলাতক সিপাহীদের রাস্তায় আরব বদ্যুরা "কাফের" বলিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে তুর্কির সর্বত্র তুর্ক অফিসারদের কর্মে অজ্ঞতা ও অকর্মণ্যতা ভারতীয় কর্মের অন্তরায় হইয়াছিল। পরে নানা কারণে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ভঙ্গ করিয়া দিতে হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কুতালামারার পতন হয়। ঐ স্থানে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বার্লিন কমিটি মনস্থ করিয়াছিল যে, এই ভারতীয় সৈন্যশ্রেণী কয়েদ হইলে তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া যে সব লোক বৈপ্লবিকদের দলে আসিবে তাহাদের লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক বৈপ্লবিক সৈন্য গঠন করা হইবে। তদুপরি মেসোপোটেমিয়ায় অনেক ভারতবাসী হাজী ও অন্যান্য প্রকারের লোকও আছে; আর জার্মাণিতে কয়েদীরূপে স্থিত ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারের ফলে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা অগ্রেই তুর্কিতে চলিয়া যায়, আর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়।

এই সব যুদ্ধের উপকরণ লইয়া একটি বৈপ্লবিক দল গঠন করিয়া ইরাণের মধ্য দিয়া ভারত আক্রমণের অভিযান করাই এই প্লানের উদ্দেশ্য ছিল। সিপাহীদের অনেক অফিসার বলিতেন, "বাবুজী, আমাদের ৫০০০ লোক দিয়া পাঠাইয়া দিন; আমরা কোয়েটা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত কুচ্ করিয়া যাইব আর রাস্তায় ৫০০০ ছাড়িয়া ৫০,০০০ লোক জুটিবে"। একথা অতি সত্য। কারণ প্রাচ্য দেশে কেহ সাহস করিয়া পতাকা হস্তে দাঁড়াইলে তাহার তলায় অনেকেই সমবেত হয়।

বিপ্লববাদীরা বলেন এই কার্যের জন্য সাহসী লোকের প্রয়োজন। সেই সময়ে আর সবই অনুকুল ছিল বলিয়া জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট এই প্লানে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিল।

কুতলামারার পতনের পূর্বেই কমিটি তাহার স্তাম্বুলস্থিত শাখা হইতে ডাঃ মনসুরের নেতৃত্বে জনকতক সভ্যকে উপরোক্ত কর্মের পূর্বারম্ভের জন্য বাগ্‌দাদে পাঠাইয়া দেয়। এই সময়ে জনকতক বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা কুতলামারার পার্শ্ববর্তী জায়গা পরিভ্রমণ করিয়াছেন*, কমিটির পরিচিত সভ্যদের বলেন যে, কুতলামারার আশেপাশের যায়গায় কেবল ঘাসই পাওয়া যায়, কোন শস্য তথায় উৎপন্ন হয় না ; খাদ্যদ্রব্য তথায় মিলে না। তোমাদের লোকেরা তুর্কিদের হাতে পড়িলে কি খাইবে? রসদের কি বন্দোবস্ত হইতেছে? কমিটি এই সংবাদে উদ্বিগ্নচিত্তে জার্মাণ ফরেণ অফিসে খবর পাঠাইতেই সেই অফিস উত্তর প্রদান করে যে উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি তথায় জমা করিয়াছে, ইংরেজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিলে রসদাদি তৎক্ষণাৎ যোগান হইবে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে স্তাম্বুলে ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম পাকাপাকিরূপে স্থায়ী করা হয়। তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কর্মের অনুকূলেই ছিল। শিক্ষিত তুর্কেরা ধর্ম বিষয়ে উদার অথবা নাস্তিক। তবে নিখিল মোস্লেমনীতি (Pan Islamism) তদানীন্তন নব্য তুর্কিয় গভর্ণমেণ্টের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের একটা আবরণ মাত্রই ছিল, এবং এই হুজুগে নিজেদের উপকার সাধন করিয়া লইত। সেই যুদ্ধের সময় তুর্কিতে 'প্যান-ইস্‌লামিজম্‌'-এর হুজুগের বড়ই সোরগোল উঠিয়াছিল এবং তাহা দ্বারা অনেকেই কিছু কিছু রোজগারও করিতেছিলেন। সেই সময় অনেক মুসলমান-ভারতবাসী স্তাম্বুলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা হাজী কেহ বা

* ইহাদের মধ্যে জর্জিয়ার বৈপ্লবিক নেতা প্রিন্স মাচাভেলি (Prince Machavelli), বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণ লুসান (Von Luschan) অন্যতম ছিলেন।

তুর্কি গুপ্ত-পুলিশের চর, কেহ বা ইংরেজের গুপ্তচর বলিয়া বদনামগ্রস্ত, কেহ বা ভবঘুরে কেহ বা Pan-Islamist অর্থাৎ তুর্কির খয়ের খাঁ।

বার্লিন কমিটির লোক স্তাম্বুলে উপস্থিত হইলে, এই প্রকারের লোক যখন শুনিল যে, ইহাদের পশ্চাতে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট আছে ও ইহাদের হস্তে টাকা আছে তখন তাহারা হঠাৎ বৈপ্লবিক হইয়া দাঁড়াইল, এবং ইহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ছিলেন তাঁহারা হিন্দুদের স্তাম্বুলে আগমনের ঘোর বিপক্ষ হইলেন। হিন্দু তুর্কিতে আসিয়া খাতির পাইবে ইহা ভারতীয়-মুসলমানদের নিকট অসহ্য, এরূপ ভাব তথায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। যাহাই হউক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকেই প্রথমে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তাহাদের সঙ্গে কর্ম্মও করিয়াছিলেন। শিক্ষিত দুই একজন ব্যক্তি যাঁহারা ভারতবর্ষকে তুর্কির হস্তে সমর্পণ করাকেই ইসলামের কর্তব্য পালন মনে করিতেন তাঁহারা বোধ হয় টাকার বখরা মারিবার জন্য ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সঙ্গে জুটিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন (দিল্লীর শ্রীআবদুল জাব্বার) বার্লিনেও আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া জার্মাণ ফরেণ অফিসে ডাঃ ভেসেণ্ডঙ্ক (Dr. Wesendonk,) যাঁহার হস্তে ভারতীয় কর্ম ন্যস্ত ছিল তাঁহার সহিত দেখা করিয়া হিন্দুদের গালি পাড়েন যে, তাহারা একটি নীচজাতি, মুসলমানেরা আবার ভারত শাসন করিবে। তিনি কেবল তুর্কির জন্য কাজ করেন, ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই ইত্যাদি। তাঁহার কথাবার্তায় বুঝা যাইত যে, যখন জার্মাণ তুর্কির বন্ধু, তখন 'প্যান-ইস্‌লামিজম্‌ ও তুর্কির ধ্বজা' উড়াইয়া টাকার বখরা লইবার তাঁহার বিশেষ হক্‌ আছে। কিন্তু জার্মাণ অফিসারটি উত্তরে বলেন, "হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ায় আমাদের কোন স্বার্থ নাই, জগতে কখনও নিখিল মোস্লেম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবেও না। ভারতে মুসলমানদের হিন্দুর সহিত মিলিত হওয়া ভিন্ন গতন্তর নাই, যাও হিন্দুদের সহিত মিলিয়া কর্ম কর"। ইনি জার্মাণদের নিকট হইতে দাবড়ি

খাইয়া অবশেষে কমিটির সহিত মিলিলেন কিন্তু বলিলেন, "বর্তমান সময়ে হিন্দুদের সহিত মিলিয়া ইংরেজ বিনাশ করিব, কিন্তু পরে হিন্দুকে কবরস্থ করিব"। হিন্দুরাও তাহাতে তথাস্তু বলেন, কিন্তু এই সব লোকের নজর ছিল টাকার উপর। স্তাম্বুলে ফিরিয়া গিয়া জার্মাণ-টাকার উপর 'আধা বখরা' মারিতে পারিলেন না বলিয়া তখন তিনি মুসলমানদের লইয়া দল পাকাইলেন। উদ্দেশ্য যাহারা মুসলমান নহে তাহাদের গালাগালি দেওয়া ; শেষে কমিটির বিরুদ্ধে ক্রমাগত কর্ম করায় ও কমিটির অন্যান্য মুসলমান সভ্যদের প্রস্তাবে কমিটির সভ্য শ্রেণীর তালিকা হইতে তাঁহার নাম বাতিল করা হয়। স্তাম্বুলে তুর্কি অফিসার ডাঃ ফুয়াদ বে (Dr Fuad Bey) যাঁহার জিম্মায় ভারতীয় কর্ম ছিল তিনি বলিতেন, "এই ব্যক্তি রাজনীতি বুঝেন না, কেবল অর্থলোলুপ (he is a greedy fellow)।" এই লোকটির স্বার্থপরতার জন্য স্তাম্বুলে ভারতীয় কর্মের অনেক ক্ষতি হয়। অনেক স্থলে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে, 'ব্যক্তিগত স্বার্থই' হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল ! এই দল তাঁহাদের কাগজে প্রচার করিতেন যে, "ভারত মুসলমানের দেশ। হিন্দুরা কৃষ্ণকায় জাতি ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছত্রভঙ্গ হইয়া বাস করে, আর সুলতান ৫ম মামুদ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট" ইত্যাদি। এই সব গোঁড়া মুসলমানদের কাজ ছিল তুর্কির টাকা খাইয়া তাহার গুনগান করা। এই প্রকারের লোকে-দের তুর্কি গভর্ণমেণ্টও এজেন্টরূপে হাতে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। কারণ যখন বড় আশার 'জেহাদ' ঘোষণাতে মুসলমান জগৎ কর্ণপাত করিল না, তখন বিভিন্ন দেশের গোটাকতক লোককে জেহাদের মুখ বাঁচাইবার জন্য হাতে রাখিতেই হইবে। ইহাদের মধ্যে উপরোক্ত হিন্দু-বিদ্বেষী লোকটি (আবদুল জাব্বার) এন্‌ভার পাশার কাছে অর্থপ্রার্থী হইয়া যায় ও দুঃখ করিয়া বলে যে, হিন্দুরা চারিদিকে কাজ করিতেছে তাহাকেও টাকা দেওয়া হউক সেও কাজ করিবে। এন্‌ভার পাশা উ বলেন, "হিন্দুরা এসিয়ার জন্য কাজ করিতেছে, ইহাতে আক্ষেপে

নাই। তুমিও ইস্‌লামের জন্য কাজ কর, উভয় কর্মের গন্তব্য এক"[২৫]। এনভার, তালাত, সুখরি, জাভিদ প্রভৃতি নব্য তুর্কির নেতারা নিখিল-মোস্লেমনীতির নামে কখন ভারতের উপর তুর্কির আধিপত্যের স্বপ্ন দেখিতেন না। কিন্তু জামালপাশা নাকি স্বপ্ন দেখিতেন যে, স্পেন হইতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এক নিখিল-মোস্লেম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার কেন্দ্রস্থান হইবে স্তাম্বুল। কিন্তু তিনি ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত হইতেই হইবে, ইহা সমস্ত তুর্কিকেই বলিতেন। ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যখন সিরিয়ায় কর্ম করিতে গিয়াছিলেন তখন একজন মিশরীয় যুবক তাঁহাদের কর্মের সহযোগী ছিলেন। জামালপাশা তাঁহাকে উপরোক্ত স্বপ্নের বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মক্কার বড় সেরিফ (যুদ্ধের পরে যনি রাজা হইয়াছিলেন) যুদ্ধের পূর্বে যখন তিনি তুর্কির বন্ধু ছিলেন, সেই সময়ে জামালপাশার কাছে বলিয়াছিলেন যে, 'মক্কামে কাবা' দলের যে সব ভারতীয়-মুসলমানেরা মক্কায় আসেন তাঁহারা ইংরেজের গুপ্তচর

যাহা হউক জনকতক ধর্মান্ধ ও স্বার্থপর লোকের জন্য স্তাম্বুলে ভারতীয়দের ক্ষতি হইয়াছিল। ইহারা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থের আবরণস্বরূপ করিয়াছিলেন। ইহাদের ধর্মান্ধতার দুইটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে বিবৃত করিব! স্তাম্বুলে কমিটির অফিস বাড়ীতে অনেক অস্ত্র থাকিত। একজন মুসলমান ভদ্রলোক, যিনি পাগলামীর জন্য কমিটির মুসলমান সভ্য দ্বারা কমিটি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তিনি পুলিশে গিয়া গুপ্তভাবে খবর দেন যে, অমুক জায়গায় হিন্দুরা বিনা হুকুমে অনেক অস্ত্র রাখিয়াছে। এই খবর পাইয়া পুলিশ কমিটির বাড়ীতে খানাতল্লাসি করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু ভারতীয় কার্য তস্‌কিলাত্‌-ই-মাকসুসার অধীনে থাকায়, তাহারা পুলিশকে সেই ফিসে খানাতল্লাসি করিতে মানা করে আর কমিটিকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন [illegible]া বলে যে, তোমাদের নিজের লোকই ইহা করিয়াছে; এক্ষণে তোমরা [illegible]র অফিসের মাধ্যমে পুলিশকে এক অস্ত্রের তালিকা প্রদান কর।

এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের বাহিরে মুসলমান জগৎ, হিন্দু ও মুসলমানের প্রভেদ করে না, তাহাদের নিকট উভয়েই এক জাতীয়। ভারতীয় মুসলমান মনে করেন, তিনি কোন মুসলমান দেশে যাইলে তথাকার বাসিন্দার ন্যায় সব কাজে তাঁহার সমান অধিকার হয় এবং তিনি সেখানে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে জানি এবং যে সব ভারতীয়-মুসলমানদের এই বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাঁহারাও সাক্ষ্য দিবেন যে, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ভারতের বাহিরে মুসলমান জগতে সর্বপ্রকারের ভারতবাসীই হিন্দি। মুসলমান হইলেই হিন্দু অপেক্ষা তাহার খাতির ও বিশিষ্ট অধিকার ভোগ করিবার স্থবিধা হয় না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : বার্লিনে বৈপ্লবিক প্রচারের ফলে চারিজন হিন্দু (তিনজন শিখ ও একজন ডোগরা সিপাহী) তুর্কিতে যায়। তাহাদের সেখানে ভারতীয় সিপাহীদের সহিত থাকিতে দেওয়া হয়। কিন্তু তথায় যে ভারতীয় মুসলমানটি কমিটির বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দিয়াছিলেন তিনি সেই ব্যারাকে গিয়া অন্যান্য সিপাহীদের (ভারতীয়-মুসলমান ও তুর্ক) মধ্যে প্রচার করেন যে, ইহারা হিন্দু, অতএব ইহাদের কেবল শুকনো রুটি খাইতে দিবে, ও অন্য সমস্ত দ্রব্য হইতে বঞ্চিত করিবে। এই ভদ্রলোকটি একজন জেহাদ ধর্ম যুদ্ধের মুজাহারিণ, খেলাফতে হিন্দুর আগমনের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন ; তন্নিমিত্ত খেলাফতের জন্য যে সব হিন্দুরা প্রাণ দিতে গিয়াছিল তাহাদের নির্যাতন করিয়া তিনি তাহার ধর্ম-বিশ্বাসের পবিত্রতা রক্ষা করেন[২৬]। কিছুদিন পরে এই চারিজন সিপাহী নিরুদ্দেশ হয়। অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাওয়া গেল যে পুলিশ তাহাদের কয়েদ করিয়াছে। তস্‌কিলাত্‌-ই-মাকসুসায় খবর করিলে উত্তর পাওয়া যায় যে, ইহারা ইংরেজের সিপাহী, অতএব তুর্কির শত্রু, সেইজন্য তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কেন তাহাদের ভরণপোষণ করিবে ? এবং আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, উপরোক্ত মুজাহারিণ মহাশয় ও প্রথমোক্ত ভারতীয় প্যান-ইস্‌লামিষ্টদের নেতা মহাশয় যিনি তুর্কির গভর্ণমেণ্টের নিকট এক

দরখাস্ত পাঠান যে, এই চারজন লোক হিন্দু ও ইংরেজের সিপাহী, ইহাদের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ ব্যারাকে থাকে ও খায়) তাহা হইতে যেন বঞ্চিত করা হয়। এই দরখাস্ত পাইবামাত্র তুর্কির পুলিশ ইহাদের কয়েদ করে। তস্‌কিলাতের বড়কর্তা বলেন যে ইহারা ইংরেজের সিপাহী, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কেন ইহাদের খাওয়াইবে? কিন্তু এ বিচার কেহ করিলেন না যে, যে ভাবে ভারতীয়-মুসলমান সিপাহীরা ইংরেজি পণ্টন হইতে পলাতক হইয়া তুর্কির দিকে আসিয়াছে, সেই ভাবে এই হিন্দু সিপাহীরাও তুর্কির হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু তুর্কিতে "হবু চন্দ্র রাজা ও গবু চন্দ্র মন্ত্রী" কাজেই এই প্রকারে, যাহারা খেলাফতের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের স্বদেশবাসীরা তাহাদের কয়েদ করাইয়া খেলাফতের পবিত্রতা রক্ষা করিল। তস্‌কিলাত্‌ খালাসের উপায় বলিল, যদি ভারতীয় কমিটি ইহাদের ভরণপোষণের ভার লন তবে ইহাদের মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। কমিটি তাহাতে স্বীকৃত হওয়ায় তাহারা মুক্ত হইল, ও পরে হিন্দুকে দিয়া খেলাফতের লড়াই করাইবার সখ মিটাইয়া তাহাদের বার্লিনে পুনরাগমন করা হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কুতালামারার পতন হয়। এই সংবাদ বার্লিনে পৌঁছাইলে ফরেণ অফিস তৎক্ষণাৎ তাহা কমিটিকে সানন্দে টেলিফোন দ্বারা জ্ঞাপন করেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় টেলিফোন আসিল—"Kutalamara ist gefallen" (কুতালামারার পতন হইয়াছে)। এই সংবাদে কমিটির সাধের আশা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎকালে আইরিশ বৈপ্লবিক স্যার রোজার কেসমেণ্ট আইরিশ সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়ার বোহেমিয়া ও ক্রোটিয়ান জাতীয় কয়েদী সৈন্যদের লইয়া রুষ এক স্বতন্ত্র সৈন্যশ্রেণী গঠন করিয়া তাহাদের স্বজাতি-শত্রু অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিয়োগ করিয়াছিল। আর ভারতীয় সৈন্যদের কেনই বা তাহাদের স্বদেশ মুক্তির চেষ্টায় প্রবর্তিত করা না যাইবে? ১৯১৫

খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতীয় কয়েদী-সিপাহীদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছা-সেবকদের লইয়া একটি সৈন্যবাহিণী গঠন করিয়া ভারতের দিকে পাঠাইবার উদ্যোগের ইচ্ছা ছিল। একবার যদি একটি সশস্ত্র বৈপ্লবিক সৈন্যদল ভারতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে বিপ্লববহ্নি আবার প্রকৃষ্টরূপে দেশে প্রজ্বলিত হইতে পারে এই আশা করা যাইত। কুতা-লামারার কয়েদীদের মধ্যে কর্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বার্লিন হইতে দুইজন বৈপ্লবিক স্তাম্বুলে যাত্রা করেন।

স্তাম্বুলে আসিয়া তাঁহারা শুনিলেন যে, কুতালামারার কয়েদীদের আনাতোলিয়াতে আনা হইতেছে, মুসলমান অফিসারদের এস্কি-সেহার নগরে ও হিন্দু অফিসারদের কোনিয়া নগরে আনা হইতেছে। ইহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য তিনজন বাঙালী যুবক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্তাম্বুল হইতে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তাঁহারা এস্কি-সেহারে পৌঁছিলে তথায় ৮০ জন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের তথায় বাসের বড়ই অসুবিধা হইতেছে এই সমস্ত কথা বৈপ্লবিকদের বলিলে তুর্কি অফিসার বলেন, "আমরা ইহাদের বহু সুবিধা দিতেছি, এক ধনী আর্মানিকে তাড়াইয়া তাহার বাড়ীতে ইহাদের রাখিয়াছি। প্রতি কথায় ইহারা বলে যে 'আমরা মুসলমান,' সেই জন্য সর্ব-প্রকারের আবদারের দাবী করে। কিন্তু ইহারা মুসলমান হইলে কি হয়, ইহারা ইংরেজের লোক এবং আমাদের বিপক্ষে লড়াই করিয়াছে। ইংরেজ যে প্রকার আমাদের লোককে ব্যবহার করিতেছে আমরাও তাহাদের লোককে সেই প্রকারের ব্যবহার প্রতিদান করিব। বৈপ্লবিকেরা তর্জমা করিয়া তাহা ভারতীয় অফিসারদের বুঝাইয়া দেয়। পরে কয়েদীরা বলেন, তাঁহারা স্তাম্বুলের "বাব"কে (খলিফা) দর্শন করিতে চান। তাহার জন্য দরখাস্ত করিতে বলা হয়। পরে তিন জন বৈপ্লবিক কোনিয়া সহরে উপস্থিত হন। তথায় শিখ, গুর্খা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অফিসারদের আনা হইতেছে। বৈপ্লবিকেরা তথাকার সর্বোচ্চ মিলিটারি অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে

তিনি তাহাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রাচ্যদেশীয় লোক, আর ইহারাও প্রাচ্য দেশীয় লোক, ইহাদের সাহায্যের জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এই স্থলের কয়েদীদের মধ্যে একজন ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজন কালা-ইংরেজ, পুরাতন কোনিয়া সহরে তিনি থাকিতে নারাজ, সেইজন্য স্তাম্বুলে যাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তুর্কি অফিসারেরা তাঁহাকে তথায় রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র, কারণ তুর্কিদের মধ্যে ডাক্তারের টানাটানি। কুতালামারায় যে কয়জন ভারতীয় ডাক্তার কয়েদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের তুর্কিরা ভারতীয় কয়েদীদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে তুর্কি কর্ণেল ও বৈপ্লবিকেরা অনেক বুঝাইয়া বলিলে, তিনি অবশেষে সেই হতভাগ্য সহরে থাকিতে রাজী হন। কোনিয়ার হিন্দু কয়েদীরা তুর্কির মধ্যদেশে হিন্দুর সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশা করে নাই। প্রথমে তাঁহারা মস্তকে ফেজশোভিত ব্যক্তিদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহাদের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। শেষে একজন ইংরেজি শিক্ষিত শিখ অফিসারের সহিত পরিচয় হইলে তিনি বলিলেন, তিনি বৈপ্লবিক অজিত সিংহের আত্মীয়, তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়াতে তিনি লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চান ও বলেন যে, "প্রথমে আপনাদের বুঝিতে পারি নাই"।

কুতালামারার কয়েদীদের কাছ হইতে অবরোধ কালের ভিতরকার অবস্থা কতকটা শুনিতে পাওয়া গেল। মেসোপোটেমিয়ায় যে সব মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদের নেতাদের সামরিক বিচারালয় হইতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং অবশিষ্টদের বসোরাতে পাঠান হয়। অবরোধকালে যখন ইংরেজের এরোপ্লেন দ্বারা উপর হইতে খাদ্যাদি তাহাদের জন্য নিক্ষিপ্ত হয়, তখনও খাদ্যাদি লইয়া ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের পৃথক আচরণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ যখন সকল সৈন্যই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যখন বাহিরে শত্রুর গোলা

ও অন্তরে জঠরজ্বালা, তখনও "সাদা ও কালার" তফাৎ হইয়াছিল এবং ভারতীয় সিপাহীরা খাদ্যাদি কম পরিমাণে পাইয়াছিল।

তৎপরে ইংরেজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিবার পর যখন সিপাহীদের মরুভূমির মধ্য দিয়া আনাতোলিয়ায় আনা হইতেছিল, তখন মুসলমানের মুল্লুকে পদার্পণ করিয়াছি অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি, এই ভাবিয়া ভারতীয় মুসলমান সিপাহীরা হিন্দুদের বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষেপাইবার চেষ্টা করে। তাহারা হিন্দু সিপাহীদের শুনাইয়া বলে, "আজ গোমাংস ভক্ষণ করিলাম, কিন্তু রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া মন্দ আস্বাদন হইয়াছিল" ইত্যাদি। এই কথা শুনিয়া হিন্দুরা রাগিয়া উঠিত এবং বলিত, এ কথা আমাদের সম্মুখে বলিও না। হিন্দু অফিসারেরা বলিত, "তুর্কিরা আমাদের সহিত অতি সৎব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু রাস্তায় আরব দস্যুরা সমস্ত কাপড় ও পৌটলাপুঁটলি চুরি করিয়াছে, আর আমাদের স্বদেশী লোকই আমাদের সহিত অসৎব্যবহার করিয়াছে"। তৎপরে শিখদের তুর্কির উপর অভিযোগ যে, মসুলে (Mosul) তুর্কিরা তাহাদের বার জনের জোর করিয়া কেশ কর্তন করিয়া দিয়াছে। ইহাতে শিখেরা তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, ইহারা টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছিল, কাজেই তুর্কি-ডাক্তার তাহাদের মাথার কেশ কাটিয়া দিয়াছে।

ইহাদের তত্ত্বাবধানে যে তুর্কি কর্ণেল নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, সিপাহীদের খাদ্যের জন্য যখন পাঁঠা বা ভেড়া দেওয়া হইবে তখন যেন তাহাদের জীবন্ত পশু দান করা হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বহস্তে "ঝট্‌কা" করিয়া হত্যা করিবে। আর হিন্দুদের বাচ-বিচারের আধ্যাত্মিকতার দুই চারি কথায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, যেন এমন কিছু করা না হয়, যাহাতে হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে গোলমাল হয়। তুর্কিরা এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। এই ভারতীয় অফিসারদের নিকট শুনা যায়

যে বেশীর ভাগ সিপাহীরা ইংরেজের দুর্ব্যবহারে চটিয়া গিয়াছে, এমন কি গুর্খারা পর্যন্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে। তবে কেহ কেহ খয়ের খাঁও আছে। এই সময়ে বৈপ্লবিকদের ইচ্ছা ছিল "বেঙ্গল এম্বুলেন্স্ কোর"-এর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু তাহাদের এদিকে আনা হয় নাই এবং বৈপ্লবিকদেরও বেশীদূর অগ্রসর হইবার সময় ও পাশ ছিল না। কাজেই তাহাদের কোনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। তবে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের ডাক্তারটি বলিলেন যে, এই সৈন্যবাহিনীর একটি ছেলে দলভঙ্গ হইয়া ধরা পড়ায় তুর্কিরা তাহাকে সিপাহী ভাবিয়া রসা-সা-লাইনে কাজ করিতে দিয়াছে। কিন্তু তিনি তুর্কি অফিসারদের বুঝাইয়া তাহাকে সেই কর্ম হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই কালে তুর্কিতে যত ভারতীয়-সিপাহী ও সর্দার-কয়েদী ছিল তাহাদের কাছ হইতে বাঙ্গালীদের বড়ই প্রশংসা শুনা গেল। তাহারা সকলেই "বেঙ্গল এম্বুলেন্স্ কোর"-এর কার্যের প্রশংসা করিল ও বলিল যে, বাঙ্গালীর ভিতর এক নূতন "জোস" (তেজ) আসিয়াছে। দেশী অফিসারদের মধ্যে বৈপ্লবিক কথা কহিলে কেহ কেহ সাড়া দেয়, তন্মধ্যে একজন মহারাষ্ট্র-যুবক অগ্রণী ছিলেন। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, জাতীয়-বিপ্লবে কাহারা কাহারা যোগদান করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, ইহা তিনি পল্টনে শুনিয়াছেন যে, জাতীয়-বিপ্লবে যদি তাহাদের নিয়োজিত করা হয় তাহা হইলে পাঞ্জাবীরা তাহাতে যোগদান করিবে না কিন্তু তাহারা নিরপেক্ষ থাকিবে।

সিপাহীদের বন্দোবস্ত করা হইলে তুর্কি কর্ণেল বলিলেন, "যখন তোমরা এখানে আসিয়াছ তখন আমার কর্তব্য তোমাদের সহিত গভর্ণর (Wali) ও সহরের সেনানায়কের সঙ্গে মিলিত করা"। সেনানায়কের কাছে যাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" প্রত্যুত্তরে যখন শুনিলেন, "আমরা ভারতীয় বৈপ্লবিক", তখন তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন, "তবে ভয়ানক ব্যক্তি"। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বিপ্লব, একথা আমরা এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছি"। ইহারা সকলেই

নব্য-তুর্কির বৈপ্লবিকদলের লোক। তৎপরে ওয়ালীর দরবারে বৈপ্লবিকেরা হাজির হন। তিনি "তোমরা কাহারা" একথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের সঙ্গে কোন কাগজ আছে?" উত্তরে তাহারা বলে, "তস্‌কিলাতের কাগজ আছে"। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, "তস্‌কিলাত্ কি এবং তাহার অধ্যক্ষই বা কে? বোধ হয় একজন আরব?" যখন শুনিলেন যে, তস্‌কিলাত হার্বিয়ার (সমর বিভাগ) অন্তর্গত তখন তিনি বলেন, "তবে তোমরা এখানে থাক, আমি হার্বিয়ায় তোমাদের বিষয় অনুসন্ধান করি"। অর্থাৎ তোমরা এখন এই সহরে কিছুদিন "অন্তরীণ" থাক, আর আমি আমার ওয়ালীত্বের জাঁদরেলী করি। তাহার অর্থ, তিনি তাঁহার বুরোক্রেটিক চালের গুরুত্ব দেখাইলেন। তুর্কি হইতেছে "মগের মুল্লুক", সেখানে "অন্ধেরি নগরী চৌপট রাজা"। স্তাম্বুল হইতে হাজার ছাড়পত্র বা সুপারিশ পত্র থাকুক, মফঃস্বলের প্রভুরা তাঁহাদের পদের মর্যাদার কদর জানাইবার জন্য উৎপাত করিবেনই করিবেন। যাহা হউক, সঙ্গী কর্ণেল বুঝাইয়া এই ব্যাপার মিটাইয়া দেন। তিনি বাহিরে আসিয়া বলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি এই সহরের সৈন্যাধ্যক্ষ। এইসব কাজ আমার অধীন, তোমরা নির্ভয়ে বিপ্লব প্রচার কর।"

কুতালামারার লোকদের ও তুর্কিদের সহিত কথাবার্তায় ইহা বুঝা গেল যে, ৮০০০ হিন্দু সিপাহীকে বাগ্‌দাদ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য মরুভূমিতে রসা-সা-লাইন নামক স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর ২০০০ মুসলমান সিপাহীকে তরাস পর্বতের শীতল ছায়ায় আরামে রাখা হইয়াছে। হিন্দু সিপাহীরা অনুযোগ করে, কোন দিন তাহারা রসদ পায়, কোন দিন পায় না। প্রচার কর্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বৈপ্লবিকেরা স্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় আসিয়া তস্‌কিলাতে তাঁহাদের অনুসন্ধানের রিপোর্ট পাঠান। তাহা পাঠ করিয়া সমর সচিব এণ্‌ভার পাশা তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান, যেন হিন্দু সিপাহীদের ধর্ম এবং

আচারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়। পুনঃ তস্‌কিলাতের সঙ্গে পরামর্শে ঠিক হয় যে, কাহাকে কোথায় প্রচার কর্মের জন্য পাঠান হইবে ইত্যাদি। এই কর্মের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মনে বৈপ্লবিক ভাব আনয়ন করিয়া একটি বৈপ্লবিক বাহিনী গঠন করা। এ বিষয়ে তুর্কি সমর-সচিব এণ্‌ভার পাশাও হুকুম দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা এই কার্যে কৃতকার্য হইতে পারে, তবে তাহাদের বাহিনী গঠন করিতে দাও। কিন্তু জার্মাণ সিফারৎ-খানাতে আসিয়া বৈপ্লবিকেরা যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল। জার্মাণ মাতব্বর অফিসারেরা বলিলেন, একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া ভারতে পাঠানর যুক্তি "বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রের বহির্ভূত। একটি জিনিষ সৃষ্টি করা সোজা, কিন্তু তাহা কার্যকরী করিবার ধাক্কা সামলান বড়ই মুস্কিল"। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তাহাদের ইরাণে পাঠান যাইতে পারে। এই সময়ে জার্মাণেরা বাগ্‌দাদ অঞ্চল হইতে ভারতীয় লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দল প্রস্তুত করিয়া ইরাণে যুদ্ধার্থে পাঠাইতেছিল। কুতালামারার পতনের পর তুর্কিসেনা ইরাণের দিকে যাইবার কথা ছিল। তুর্কিরা চায় যে, ভারতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যেরা তাহাদের বাহিনীর লেজুড় হইয়া সর্বত্র চলে।

ইহা কিন্তু বার্লিন কমিটির মনঃপূত নহে। তাঁহারা চাহেন বৈপ্লবিক-বাহিনীকে ভারতে পাঠাইতে। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, রাস্তায় অনেক লোক সংগ্রহ হইবে এবং তাহারা জার্মাণ অফিসারদের দ্বারা শিক্ষিত হইলে একটি সুন্দর কার্যকরী বাহিনী সংগঠিত হইবে। জার্মাণ মাতব্বরেরা প্রথমে বলেন যে, রসদের সুবিধার জন্যই বৈপ্লবিক বাহিনীকে তুর্কি সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে। কিন্তু শেষে জার্মাণেরা বলেন যে, এই চেষ্টা বাস্তব রাজনীতির কার্যকারীতার বহির্ভূত। পরে বোঝা গেল, জার্মাণরা নিজেদের কার্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করিতে চাহেন, আর তুর্কিরা সিপাহী-দের কয়েদ করিয়া মরুভূমিতে খাটাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কমিটি

হতাশ্বাস হইয়া বৈপ্লবিকবাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। কমিটির বড় সাধের আশা নিরাশ হইল।

কুতালামারার পতনে পূর্বেই স্তাম্বুল কমিটি হইতে জন কতক সভ্যকে বাগ্‌দাদে উপরোক্ত প্লানানুযায়ী কর্ম আরম্ভ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল কিন্তু তথায় এই দলের নেতার বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অসদাচরণের নালিশ হওয়ায় এবং বৈপ্লবিকবাহিনী গঠনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার ফলে তাহাদের উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার হুকুম দেওয়া হয়।

কোন্ গভর্ণমেন্টের প্ররোচনায় এই সংকল্প ব্যর্থ হইল তাহা নির্ধারণ করা সুকঠিন! প্রথমে জার্মাণ-গভর্ণমেন্টের এই পরামর্শে বিশেষ উৎসাহ ছিল! কুতালামারার পতনের অগ্রে বৈপ্লবিকদের একজন দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক বন্ধু মেজর ডিয়াজ্ (Major Diaz) উক্ত স্থানে এগার হাজার সিপাহীর অবরোধের কথা শ্রবণ করিয়া বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সামরিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় প্রথম জাতীয় সমরের ইতিহাস উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষিত অফিসারের অভাবেই ভারতবর্ষীয়েরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়, অতএব বৈপ্লবিকেরা বিদেশী অফিসারের শিক্ষা গ্রহণ করুক।

ইঁহারও উক্ত সিপাহীদের জন্য কমিটির ন্যায় প্লান ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই যে, সঙ্কল্পিত বাহিনীর নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। জার্মাণ "ফরেণ অফিস" তখন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলে এবং পুনরায় বলে যে, ইংরেজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিলে তখন এই প্লান লইয়া কার্য করা যাইবে। তদুপরি যে সব জার্মাণ অফিসার ভারত সংক্রান্ত কর্মের সংস্রবে ছিলেন তাঁহারা প্রথমে এই সঙ্কল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষে তুর্কিরা রসা-সা-লাইনে সিপাহীদের কুলীর কার্যে নিয়োজিত করিবার পর সকলকার উৎসাহ নির্বাপিত হইল। কোন্ দলের রাজনীতিক চালে এই সঙ্কল্প জলবুদ্বুদের ন্যায় শূন্যে উড়িয়া যাইল তাহা বুঝা গেল না। শেষে

তুর্কিতে কার্য করা বৃথা দেখিয়া কমিটি নিজের লোকদের সেই দেশ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

পরে শুনা গেল যে, হিন্দু-ভারতীয় সিপাহীরা মরুভূমিতে কার্য করিতে গিয়া ভয়ানক ভাবে মরিতেছে! কমিটি জার্মাণ গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে সাহায্যের কথা বলায় উক্ত গভর্ণমেণ্ট বলে, এই বিষয়ে তাহারা কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তুর্কি গভর্ণমেণ্টের কোন কর্মে তাহাদের অনধিকার চর্চা করার ক্ষমতা নাই। এইসব কারণে, যে প্রকারে জার্মাণিতে কয়েদী সিপাহীদের আদুরে লাড়ুগোপালরূপে রাখা হইয়াছিল, কুতালামারার কয়েদীদের ক্লেশের লাঘব করার প্রভূত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কমিটি কিছু করিতে পারে নাই। বাধ্য হইয়া অদৃষ্টের উপরই তাহাদের নিক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কষ্ট কেবল হিন্দু সিপাহীদেরই হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে কমিটির দুইজন সভ্য পারস্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে রসা-সা-লাইন দিয়া আসেন। তথায় তাঁহাদের সহিত একজন ভারতীয় ডাক্তারের সাক্ষাৎ হয়। কুতালামারায় যে ৭।৮ জন ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে ডাক্তার কয়েদী হন, সিপাহীদের চিকিৎসার্থে তাঁহাদের বিভিন্নস্থানে রাখা হইয়াছিল। এই ডাক্তারটি এই স্থানে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নাকি এই বৈপ্লবিকদ্বয়কে বলেন, "তোমাদের বার্লিন কমিটির খবর আমি জানি, তাহারা বদমাইস লোক। এই সব সিপাহীরা মরিয়া যাইতেছে আর তোমাদের কমিটি ইহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কিছু করিতেছে না"। কিন্তু সত্যই তাহাদের ক্লেশ লাঘব করিবার কোন উপায় বা রাস্তা কমিটির হাতে ছিল না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি কমিটি তুর্কিতে কার্য বন্ধ করে। তুর্কিতে কর্মের অসুবিধার একটি প্রধান কারণ, আসল তুর্কিরা এইসব কর্মের কোন খবর লইতেন না। যত মিশরী, আরব adventurer তথায় জুটিয়াছিল এবং প্যান্‌-ইস্‌লামিজম্‌-এর নামে স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতেছিল, তাহারাই

আবার অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে অভিষিক্ত ছিল ও প্রাচ্য দেশীয় কর্মের মোড়লি করিত। তাহাদের অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও ধর্মান্ধতার জন্য কর্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। আর যে সব মুসলমান-ভারতবাসীরা সেই সময়ে তুর্কির জয়-জয়কার করিতেন তাঁহারা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষকালে তুর্কির পতন (Capitulation) হইলে সেই দেশ হইতে পলায়ন করেন, ও তুর্কিদের গালাগালি দেন। কেহ কেহ মিশরীদের গালি দেন যে, ইহারা তুর্কিদের কোন সত্য ঘটনা জানাইত না এবং তাহাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছে। কোন কোন ভারতীয়-মুসলমান তুর্কির পতন হইলে তথা হইতে পলাইয়া প্যান্-ইস্‌লামিজম্-এর বুলি ছাড়িয়া রুষে যাইয়া কম্যুনিষ্ট সাজেন। উদ্দেশ্য—নূতন উপায়ে টাকা রোজগার করা।

পঞ্চম অধ্যায়

সুইডেনে কর্ম

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্টক্‌হলমে (Stockholm) হল্যাণ্ড ও সুইডিস্ দেশীয় সোসালিষ্ট পার্টিদ্বয় একটি আন্তর্জাতিক সোসালিষ্ট কন্‌ফারেন্স আহ্বান করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, যোদ্ধজাতিদের মধ্যে সখ্য ও জগতে শান্তি স্থাপন করা। এই কন্‌ফারেন্সে ভারতের স্বাধীনতার দাবী করিবার জন্য বার্লিন কমিটি দুইজন সভ্যকে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখেন যে, এই কন্‌ফারেন্স মিত্রশক্তিদেরই খয়ের খাঁ গিরি করিতেছে। আর মিত্রশক্তিদের দ্বারা প্রপীড়িত জাতি-সমূহের কথায় কর্ণপাত করিতে চায় না। এইজন্য তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া কমিটির লোকদের একটী পুস্তিকা প্রকাশ করিতে হয়। এই সময়ে জার্মাণির বাহির হইতে কর্ম করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তথায় কমিটির একটি শাখা স্থাপন করা হয়। স্টক্‌হলমে এই সময়ে ইউরোপের নানাদেশের বৈপ্লবিকদের সমাগম হয়। এইজন্য তথা হইতে প্রচার কর্মের সুবিধা হয়। এই বৎসর অক্টোবর মাসে ট্রয়ানোস্কি (Trojan-owsky) নামক একজন রুষ-বৈপ্লবিক উক্ত সহরে উপস্থিত হন। ইনি একজন রুষ-গভর্ণমেণ্টের সদস্য। প্রথমে গুজব উঠিল যে, জার্মাণির সহিত বৈপ্লবিক রুষ গভর্ণমেণ্ট পৃথক্‌ভাবে সন্ধি করিবার জন্য ইঁহাকে অগ্রগামী দূত করিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু পরে শুনা গেল যে, তিনি স্বীয় কর্মে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত ভারতীয়দের সৌহার্দ স্থাপিত হয়। এই সময়ে রুষে বলশেভিক বিপ্লব হয়। এই রুষীয় বৈপ্লবিক বন্ধু রুষে প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি "রুষো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" স্থাপন করেন ও ভারতের উপর রাশিয়ান ব্লু বুক, (Russian blue book) প্রকাশ করেন; পরে ইনি ট্রট্‌স্কির দপ্তরে কর্ম করেন ও তাঁহার সহিত ভারত সম্বন্ধীয় কথাবার্তা হয়। ট্রট্‌স্কি যখন ব্রেষ্টলিটোস্কে (Brest Litowsk)

জার্মাণির সহিত সন্ধির কথাবার্তা কহিতেছিলেন সেই সময়ে স্টক্‌হলম কমিটি হইতে এই কন্‌ফারেন্সে ট্রট্‌স্কির কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান হয় যে, যেন তিনি "ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহাকে আত্মশাসন নির্বাচনের (Self determination) অধিকার দেওয়া হউক" এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যে কোন প্ররোচনার দ্বারাই প্রেরিত হউক, ট্রট্‌স্কি এই কন্‌ফারেন্সে ভারত, আয়র্লণ্ড ও মিসরকে আত্মশাসন নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হউক এই প্রস্তাব করেন।[২৭] ইহার জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৎসর ইংলণ্ডে একটি সোসালিষ্ট কন্‌ফারেন্স হয়। তথায় ভারতের স্বাধীনতা দাবীর কথা উত্থাপন করিয়া একটি টেলিগ্রাম স্টক্‌হলম হইতে ফিলিপ্‌ স্নোডনকে (Phillip Snowdon) প্রেরণ করা হয়। এই বৎসর বলশেভিক বিপ্লবের অগ্রে রুষীয় তাতারেরা একটি কন্‌ফারেন্স করেন। তথায়ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ও ভারতে স্বাধীনতার জন্য স্বতন্ত্রতা প্রয়োজন, এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম স্টক্‌হলম হইতে প্রেরণ করা হয়। এই বৎসর আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের সভাপতি উইলসন্‌ তাঁহার বিখ্যাত '১৪ দফা প্রস্তাব' প্রচার করেন। তখন এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে বলিয়া কমিটি হইতে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়। আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে পরোলোকগত সুরেন্দ্রনাথ কর উইলসন্‌কে একটি টেলিগ্রাম পাঠান যে, ভারতীয় স্বাধীনতার বিষয় যেন তাঁহার প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে আমেরিকার পুলিশ তাঁহার উপর উৎপাত করে।

এই সময়ে বিভিন্ন নিরপেক্ষ-দেশে, ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন এবং ভারত স্বাধীন না হইলে জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে না, কমিটি এই মর্মে প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। কারণ এই সময় হইতে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কমিটি ভারতে বিপ্লবের আশা পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সন্ধির সময়ে যাহাতে ভারতের দাবী গ্রাহ্য হয় তাহার জন্য সর্বজনীন প্রচার করিয়া জমি প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছিল।

ইত্যবসরে রুষীয় বন্ধু ট্রয়ানোস্কি ট্রট্স্কিকে অনুরোধ করিয়া পেট্রো-গ্রাডে কমিটির দুই একজন সভ্যের আসিবার বন্দোবস্ত করান। ট্রট্স্কি স্টক্হলমস্থিত রুষীয় রাষ্ট্রদূত ভরব্স্কি-কে দুইজন ভারতীয় বৈপ্লবিকের পেট্রোগ্রাডে আসিবার জন্য পাশ দিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু তখন স্টক্হলমের কার্য ফেলিয়া রুষে যাওয়ার সুবিধা হয় নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ট্রয়ানোস্কি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রাচ্য বিভাগের নেতারূপে বার্লিন কমিটিকে আবার লিখিয়া পাঠান, যেন কোন লোককে পাঠান হয়, যিনি ভারত-বিষয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তখন পাশপোর্টের অভাবে জার্মাণির বাহিরে কোন বৈপ্লবিকের যাওয়ার সুবিধা ছিল না। সুইডেনে তখন ব্রাণ্টিং (Branting) গভর্ণমেণ্ট ছিল। এই গভর্ণমেণ্ট ইংরেজের সপক্ষে, ইহারা কোন ভারতীয় বৈপ্লবিককে সুইডেনের বাহির হইতে আসিতে দিত না এবং যাহারা সেখানে ছিল তাহারা বাহিরে যাইলে আর প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পাইত না। এইজন্য ভারতীয় কর্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই প্রকারে যখন বৈপ্লবিকেরা স্টক্হলম হইতে সতেজে প্রচার কর্ম করিতে লাগিলেন, তখন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। শেষে বৈপ্লবিক প্রচার কর্মের প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাদের খয়ের-খাঁ ইউসুফ আলীকে তথায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় গিয়া বৈপ্লবিকদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। বৈপ্লবিকেরাও তাঁহার কার্যের প্রত্যুত্তর দেন। ফলে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সুইডেন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কমিটি শ্রীযুক্ত হরদয়ালকে সুইডেনে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তথাকার কমিটির কার্যে সহায়তা করিবেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষকালে হরদয়ালকে কমিটির কার্য করিবার জন্য পুনরাহ্বান করা

হয়। আশা ছিল, তিনি আর কমিটির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিবেন না। তৎকালে তিনি পার্থেন কির্চেন স্যানাটোরিয়ামে (Parthen kirchen Sanatorium) বিহার করিতেছিলেন। কিন্তু সুইডেন গভর্ণমেণ্ট কোন ভারতীয় বৈপ্লবিককে সেই দেশে আসিবার অনুমতি প্রদান না করাতে তৎকালে তাঁহার সুইডেন যাত্রা হয় নাই। অন্য প্রকারে অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাকে ভিয়েনাতে পাঠান হয়। তথায় তিনি অনেকদিন অবস্থান করেন ও শেষে যখন সুইডেন যাইবার অনুমতি আসিল তখন তথা হইতে তাহাকে সুইডেনে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানে যাইয়া তিনি পুনরায় স্বীয় মূর্তি ধারণ করেন। অবশেষে সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে, হরদয়াল আমেরিকার পত্রে নিজের মত পরিবর্তনের কথা এবং জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের তাঁহার প্রতি আচরণের অলীক কথা লিখিয়াছেন। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট ইহা পড়িয়াই অবাক! একদিকে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টকে কমিটি লিকুইডেশন কালে স্বীয় অংশ লইবার জন্য ও নিজের বৈপ্লবিক কর্মের ভবিষ্যৎ প্লানও জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিতেছেন, আর অন্যদিকে সেই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অলীক কথা কাগজে লিখিতেছেন! এই প্রকারের ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যান!

হরদয়াল তাঁহার "জার্মাণিতে চার বৎসর" নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ অলীক কথা লিখিয়াছেন। যেদিন হইতে বৈপ্লবিকেরা তাঁহাকে একজন বড় বৈপ্লবিক বলিয়া জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, সেইদিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়াছে। কিন্তু কমিটিতে তাহার কার্য ছিল ষড়যন্ত্র করা, লোকের সঙ্গে লোকের লড়াই বাধাইয়া দেওয়া। পরে কমিটিও ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নিজে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়া খয়ের-খাঁ গিরি করিবেন। তাহার ষড়যন্ত্র ও নানাপ্রকারের নীচতা প্রকাশ পাইলে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু

তাহার ভরণপোষণের জন্য বরাবরই উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিনি জার্মাণির সর্বত্রই যথেচ্চাচারে বেড়াইতেন। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কমিটির অজ্ঞাতসারে জার্মাণ ফরেণ অফিসেরই সাহায্যে ছদ্মবেশে হল্যাণ্ডে যান। ১৯১৭-১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তিনি ভিয়েনা যান এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টেরই সাহায্যে সুইডেন যান। কিন্তু তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কয়েদী প্রায় রাখিয়াছিল, কোথাও তাঁহাকে যাইতে দেয় নাই।

মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য মত বদলায়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, অনেক বৈপ্লবিক বা রাজনীতিকেরা স্বার্থের জন্য স্বীয় মত বদলাইয়াছে।//সেইজন্য বৈপ্লবিক-এনার্কিষ্ট হরদয়ালও হঠাৎ কেন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ভক্ত হইল ইহা বোধগম্য করা যায়। কিন্তু তাহার পুস্তকে যে সব অলীক কথা লিখিত হইয়াছে তাহা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকায় কার্য

পূর্বেই বিবৃত করা হইয়াছে যে, আমেরিকার কার্য গদর দল ও তাহার সহিত বার্লিন কমিটির প্রতিনিধির সংযোগে সম্পাদিত হইত। কিন্তু যে সকল যুবক গদর দলের বাহিরে ছিল অথচ বৈপ্লবিক কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদের চালনা করিবার জন্য একটি কমিটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হইয়াছিল। আমেরিকায় সমগ্র বৈপ্লবিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা বিশেষ আবশ্যক ছিল। কিন্তু বার্লিন কমিটির সর্বপ্রথম প্রতিনিধি হেরম্বগুপ্ত যুদ্ধের পরে বলিয়াছিলেন যে, এই প্রকার কমিটি গঠন করিবার লোক আমেরিকায় ছিল না। সমস্ত কর্ম তিনি গদরের নেতা রামচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া করিয়াছেন। অন্যদিকে অন্য লোকেরা বলেন যে, এই প্রকার কমিটি গঠনের লোক আমেরিকায় মজুত ছিল, বার্লিনের প্রতিনিধি সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবার জন্য কমিটি গঠন করেন নাই। আবার গদর দলে শিখের সংখ্যা বেশী থাকায় তাহা যেন শিখ-পঞ্জাবী আন্দোলনে পরিণত হইল এবং তাঁহারা আর কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, এই ভাব তাঁহাদের সভ্যদের মনে জাগিত। শেষে গদরের দল বড়ই হুজুগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল "One thrill per day"। এইজন্য হুজুগে সংবাদ সত্য হউক অথবা মিথ্যাই হউক তাঁহারা তাহা কগজে প্রকাশ করিতেন। এই সব কারণে সমস্ত কর্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মাধীন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষকালে হঠাৎ নরওয়ের রাজধানী খৃষ্টিয়ানিয়া হইতে সংবাদ আসিল যে, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, হরদয়াল তাহাকে কমিটির অজ্ঞাতসারে বার্লিনে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সময়ে হরদয়ালকে সমস্ত সভ্যের সম্মতিক্রমে কমিটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত ইউরোপে

আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে বার্লিনে আনয়ন করা হইল। কমিটিও এই সময়ে একজন লোক খুঁজিতে ছিল, যে সমস্ত কর্মকে এক কেন্দ্রীভূত করিবার প্ল্যান লইয়া আমেরিকায় যায়। চন্দ্রকান্ত বার্লিনে আসিলে তাহাকে এই প্ল্যান দেওয়া হয়। সে যেন আমেরিকায় ফিরিয়া রামচন্দ্র ও অন্যান্য বৈপ্লবিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং সমস্ত কর্মীদের একত্রিত করিয়া একটি কার্য নির্বাহক কমিটি স্থাপন করে। তাহাকে এই গুরুতর কর্মের ভার দিবার পক্ষে কোন কোন সভ্যের আপত্তি থাকা সত্বেও অন্য লোকাভাবে তাহার দ্বারা এই প্ল্যান আমেরিকায় পাঠানোর সুযোগটি কমিটি গ্রহণ করে। অন্যান্য প্ল্যান ও আদেশের সঙ্গে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও বৈপ্লবিকের নাম তাহাকে দেওয়া হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, সেখানেও যেন সে বিপ্লব বহ্নি প্রজ্জলিত করার চেষ্টা করে। সে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বার্লিনে সংবাদ পাঠায় যে, তথায় প্ল্যান অনুসারে একটি কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ৫ জন সভ্য আর পণ্ডিত রামচন্দ্র এই কমিটির সভ্য হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গদরদলের অন্যান্য সভ্যেরা 'গদরের' স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহারা এই কমিটিতে আসিলেন না। কিন্তু তাঁহারা একযোগে কার্য করিতেছেন ও গদরদল তাহার মাসিক খরচা এই কমিটির কাছ হইতে লইতেছে। কারণ বার্লিন কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আমেরিকায় সঙ্কল্পিত কমিটি বার্লিন কমিটির একটি শাখা হইবে এবং আমেরিকার সমস্ত বৈপ্লবিক কর্ম ও তাহার ব্যয় এই নবপ্রতিষ্ঠিত কমিটির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। বার্লিন কমিটি এই সময় চেষ্টা করিতেছিল যে,ভারতের বাহিরে সমস্ত কর্ম যেন কেন্দ্রীভূত হয়। সেই জন্যই তুর্কিতে তাহার এক শাখা স্থাপিত হয়, আমেরিকাতেও তদ্রূপ করিবার চেষ্টা ছিল। আমেরিকায় চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমিটির উপর সমস্ত কর্মের ও টাকা ব্যয়ের ভার দেওয়া হয়। পরে আমেরিকাস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের নিকট হইতে বার্লিনে সংবাদ আসে যে, চক্রবর্তী অত্যন্ত জোরে কার্য চালাইতেছে। সমস্ত টাকা

খরচ হইয়া গিয়াছে, আরও টাকার দরকার। বার্লিন কমিটি আবার আমেরিকার কার্যের জন্য এক মোটা টাকা মঞ্জুর করে। পরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আবার সংবাদ আসে যে, পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের কোন এক দ্বীপের ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা বিপ্লব করিতে প্রস্তুত। তথাকার ভারতীয় ঔপনিবেশিক নেতার নাম চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রকান্তকে দিয়াছিলেন। তাহারা অস্ত্র ও অফিসার চাহে কিন্তু এই বিষয়ে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের কি মত? জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সহিত তখন আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের মিত্রতা ছিল। এই দ্বীপে বিপ্লব হইলে আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের সহিত জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের বিবাদ বাধিতে পারে এই ভয়ে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ এই বিপ্লবের চেষ্টা বন্ধ করিয়া দেয়।

এই সময়ে আমেরিকায় বৈপ্লবিকেরা বৈপ্লবিক কর্ম স্থায়ীরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। আমেরিকার কমিটির দ্বারা কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত ও সর্বসাধারণে বিতরিত হয়। ইহার ফলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও তাহার প্রত্যুত্তরে এক পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করে এবং পরে কমিটিও তাহার জবাব দিয়া এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমেরিকাস্থিত বৈপ্লবিকেরা আইরিশ ও চীনদেশীয় বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং একজন চৈনিক যুবককে ভারতীয় কর্মের জন্য চীনে প্রেরণ করেন। এই প্রকারে আমেরিকায় যখন কর্ম চলিতেছে, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বার্লিন কমিটি সুদূর চীনে ভারতীয় কর্ম দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসকে পিকিংএ প্রেরণ করেন। তিনি আমেরিকা হইয়া চীনে যান এবং এই কর্মোপলক্ষে চীন ও জাপান ভ্রমণ করেন। কিন্তু যে কর্মের উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গিয়াছিলেন তাহার কিছু হইতে পারে নাই। ইত্যবসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মাণির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার ফলে, যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় বৈপ্লবিকদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়। এই সময়ে জনকতক বৈপ্লবিক মেক্সিকো সহরে পলাইয়া যান, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন বৈপ্লবিককে

আমেরিকার পুলিশ কয়েদ করে। তাহাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা ও তদ্দেশ হইতে একটি মিত্র গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অপরাধের চার্জ দেওয়া হয়। এই মামলায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশের ডেনহাম নামক একজন কর্মচারী তথায় আগমন করে। এই মামলাটি কুৎসিৎ "হিন্দু ষড়যন্ত্রের মামলা" নামে আখ্যাত হয়। ইহাতে ভারতীয়দের সম্পর্কিত অনেক জার্মাণ কর্মচারীদেরও কয়েদ করা হয়। আমেরিকার পুলিশ এই মামলায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বাধীনতা সমরের চেষ্টার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া কুৎসিৎ আকারে ইহাকে সাধারণের সম্মুখে ধরে।

এই মামলা আরম্ভ হইবার অগ্রে এবং ধরপাকড়ের ঠিক পরেই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সমস্ত স্বীকার করিয়াছে।[২৮] পরে প্রকাশ পায় যে, সে সমস্ত কর্মের গুপ্ত-সংবাদ ও বার্লিন কমিটির পত্র লিখিবার গুপ্ত সঙ্কেত-প্রণালী এবং সেই কমিটির পত্রাদি, ও চীনদেশীয় বৈপ্লবিক নেতাদের নাম পর্যন্ত সমস্তই আমেরিকার পুলিশের হস্তে প্রদান করিয়াছে। সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে এই মামলার বিচার হয়।[২৯] এই মামলায় ব্যাংকক্ হইতে ধৃত ও "লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার" রাজসাক্ষী যোধসিংকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপরোক্ত সহরে আনা হয় এবং দক্ষিণ এসিয়ার কর্মের রাজসাক্ষী কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দীও নাকি এই মামলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। যোধসিংহ আদালতে বলিয়াছিল যে, পুলিশের নির্যাতনে ভারতে সে স্বদেশবাসীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু আমেরিকায় সে উক্ত দেশের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সে তাহার স্বজাতির বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না। এই অস্বীকারের ফলে আমেরিকার পুলিশ তাহার উপর এইরূপ নির্যাতন করে যে, সে উন্মাদ হইয়া যায় ও শেষে তাহাকে পুলিশ এক পাগ্‌লা গারদে পাঠাইয়া দেয়।

এই প্রকারে মোকদ্দমার ভীষণতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বীভৎস

ভাব-স্রোত যখন চলিতেছিল, সেই সময়ে সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর প্রকাশ্য আদালতে পণ্ডিত রামচন্দ্রকে একজন শিখ গুলি করিয়া হত্যা করে এবং হত্যাকারীকে আদালতের একজন আমেরিকার বেলিফ উত্তেজিত হইয়া গুলি করিয়া মারে! রামচন্দ্রের হত্যার অর্থ কি ও এই হত্যাকারীর পশ্চাতে কে ছিল তাহা আজ পর্যন্ত রহস্যপূর্ণ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি মত আছে, একটি মত এই যে, ইংরেজের গুপ্ত পুলিশ এই শিখটি দ্বারা রামচন্দ্রকে ইহজগৎ হইতে সরাইয়া দিল। পণ্ডিতজী একজন উচ্চদরের ব্যক্তি ও কর্মকুশল বৈপ্লবিক ছিলেন। আমেরিকাস্থিত পাঠান ও পঞ্জাববাসীদের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল ও তিনি গদর দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় করিয়া দিলে ঐ স্থানের ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় মত এই যে, পণ্ডিতজীর সঙ্গে গদরের শিখ সভ্যদের অনেকদিন যাবৎ অর্থের হিসাব লইয়া খুঁটিনাটি ঝগড়া চলিতেছিল।// তিনি নাকি সকলকে কর্মের ও টাকার হিসাব খুলিয়া বলিতেন না ও সমস্ত কর্মে সকলের কাছে দায়িত্বহীন হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন।// এইরূপ নানা কারণে একদল শিখ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। যাঁহারা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, উষ্ণ মস্তিষ্ক ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক হাওয়া প্রাপ্ত শিখদের সঙ্গে কর্ম করিয়াছেন, সেই ভুক্তভোগী পুরুষমাত্রই জানেন যে, এই প্রকারের লোকদের সঙ্গে গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্ম করা কি প্রকার দুরূহ! যাঁহারা পণ্ডিত রামচন্দ্রকে জানিতেন তাঁহারা পণ্ডিতজীকে একজন সৎ ও বৈরাগ্য-ব্রতধারী ব্যক্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা করিতেন! তাঁহার উপর অন্য প্রকারের দোষারোপ অবিশ্বাসের যোগ্য বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মতের বিশ্বাস যে, যে শিখের দল তাঁহার শত্রু হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাহাদের রাগের প্রতিশোধ লইল। তখন আমেরিকার পুলিশ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের নির্যাতন কর্মেই ব্যস্ত, কাজেই এই হত্যাকাণ্ডের কোন অনুসন্ধানই হইল না! পণ্ডিত রামচন্দ্রের শোচনীয় মৃত্যুতে বিপ্লববাদীদের ক্ষতিই

হইয়াছে। গদর দলের তিনিই নেতা ছিলেন ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের বিপ্লব চেষ্টা তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

এই মামলার বিচারে অনেক ভারতবাসীর চার বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই সময় এই মামলার সঙ্গে আর একটি মামলা আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট খাড়া করে। যথা, তারক নাথ দাস ও শৈলেন্দ্র-নাথ ঘোষ এই দুইজনে একটা "ভারতবর্ষীয় সাময়িক শাসন পরিষদ" (Indian Provisional Government) গঠন করিয়াছিলেন ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ভারতের স্বাধীনতার সাহায্যের জন্য লিখিয়াছিলেন। মামলা যখন আরম্ভ হয় তখন তারকনাথ জাপানে ছিলেন কিন্তু তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেই তাঁহাকে কয়েদ করা হয় ও বিচারে তাঁহার চারি বৎসর কারাদণ্ড হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে পলাইয়া ছদ্মবেশে ইউরোপ হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে কলিকাতার গুপ্ত সমিতি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে কোনও সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিল। আমেরিকায় যখন ভারতবাসীদের ধরপাকড় আরম্ভ হয় তখন তিনিও মেক্সিকোতে পলায়ন করেন। কিন্তু পরে একদিন তিনি শীতের রাত্রে রায়ো-ডি-জেনেরিওতে নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া আমেরিকায় গুপ্তভাবে প্রত্যাবর্তন করেন ও নিউইয়ার্কে পুলিশের হস্তে ধরা পড়েন।

এই প্রকারে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে সংবাদ আসিল যে, ক্রাফ্ট কারাগার হইতে দক্ষিণ এসিয়ায় পলায়ন করিয়া মেক্সিকো সহরে আসিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তথাকার সিফারৎ খানার আশ্রয়ে যে চারিজন* ভারতবাসী আছেন, তাহাদের বিষয়ে বার্লিনের কি

* হেরম্বলাল গুপ্ত, জন মার্টিন ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও জ্ঞান সান্ন্যাল।

অভিপ্রায় ? এই সংবাদ পাইয়া বার্লিন কমিটি মেক্সিকোতে বলিয়া পাঠায় যে, ইহাদের যেন সাহায্য করা হয়।[৩০] এই সময়ে বার্লিন কমিটি আমেরিকার কর্মের কেন্দ্র মেক্সিকোতে স্থাপন করেন এবং চীন ও জাপানে ভারতীয় কর্মের পুনরারম্ভ করিবার জন্য হিদেও নাকাও নামক একজন জাপানী ভদ্রলোককে * আমেরিকায় প্রেরণ করেন। ইনি মেক্সিকো হইয়া পূর্ব-এসিয়ায় গমন করিলে ইংরেজের পুলিশ তাঁহাকে বন্দী করিয়া সিঙ্গাপুরে আনায়ন করে, কিন্তু জাপান গভর্ণমেন্টের প্রতিবাদের ফলে তাঁহাকে খালাস দিতে বাধ্য হয়। তাঁহার কর্মের অভিপ্রায় ছিল যে, চীনে গিয়া দাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য করিবেন ও জাপানী সৈন্যদলের সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। কিন্তু তিনি বন্দী হওয়াতে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হিদেও নাকাও রুষী-তাতার রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য তুর্কিতে গিয়া মুসলমান হন এবং 'হিলমীবে' নামে তথায় থাকেন। বার্লিন কমিটি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং কার্যে লাগান।

* ইনি পূর্বে জাপানের Diplomatic Service-এর কর্মচারী ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

পশ্চিমের কার্য

যখন বার্লিনে কমিটি স্থাপিত হইয়াছে ও চারিদিকের বৈপ্লবিকদের তথায় সমাগম হইতেছে, তখন সুইজর্লণ্ডস্থিত শ্রীযুক্ত হরদয়ালকে বার্লিনে আসিয়া কর্মে যোগদান করিবার জন্য কমিটি পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করে। ইনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এনাকিষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত হন, তখন জামিন ভাঙ্গিয়া সুইজর্লণ্ডে পলাইয়া আসেন। পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্তাম্বুলে গমন করেন। তথাকার জার্মাণ দূতাবাসে তিনি ভারতীয় কর্মের প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ জার্মাণেরা তাঁহার প্রস্তাবনা উপেক্ষা করে। এইজন্যই ইনিও বার্লিন কমিটির নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে হাতরাসের কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ সুইজর্লণ্ডে উপস্থিত হইয়া হরদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও পরে উভয়ে বার্লিনে আসেন।

এই বৎসরের গোড়ার দিকে ইংরেজ সোসালিষ্ট নেতা এইচ. এম. হাইণ্ডম্যান (Hyndman) তাঁহার পরিচিত কমিটির সভ্য বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লোক দ্বারা খবর পাঠান যে, "তিনি বড়ই দুঃখিত যে ভারত বিপ্লব আরম্ভ করে নাই!" [৩১] (I am sorry that India has not moves)

এই বৎসরের শেষে কমিটির সভ্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে গুণ্ডা দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। [৩২] কিন্তু সুইস পুলিশ পূর্ব হইতেই সমস্ত খবর পাইয়া তাহারা উভয়কেই ধৃত করে এবং বার্ণের (Berne) আদালতে সমস্ত কথা প্রকাশ করে। লণ্ডন হইতে একজন গুণ্ডা চট্টোপাধ্যায়ের কোন পরিচিত বন্ধুর নাম করিয়া তাঁহাকে সুইজর্লণ্ডে আহ্বান করিয়া বলে যে, বড় দরকারী কাজ আছে। এই পরিচিত বন্ধু

একজন জার্মাণ মহিলা এবং ইংলণ্ডে ইনি অন্তরীণ ছিলেন। তাঁহাকে দিয়া নাকি এক পত্র লিখান হয় যে, জার্মাণিতে তাঁহার পিতামাতাকে কোন গুপ্ত দরকারী ব্যাপারের সংবাদ দিবার জন্য এই ইংরেজটি সুইজর্লণ্ডে যাইতেছেন, চট্টোপাধ্যায় ইহাকে যেন বিশ্বাস করেন। কিন্তু সুইজর্লণ্ডে আসিবার কালে এই লোকটির পাশপোর্টের গোলমাল থাকায় তাহার উপর সুইস পুলিশের নজর পড়ে। পরে চট্টোপাধ্যায়কে বার্লিনে ঘন ঘন টেলিগ্রাম পাঠানতে পুলিশ সুইজর্লণ্ডে তাঁহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চট্টোপাধ্যায় এই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে একটা আষাঢ়ে (Cock and bull) গল্প ফাঁদে। শেষে তাহার একটা রিভলভার ও কতকটা তুলার দরকার হয় এবং সেই জন্য সে চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া এক দোকানে ঢুকিতে চায়; কিন্তু এইস্থলে চট্টোপাধ্যায়ও রিভলভারের নাম শুনিয়া থমকিয়া যান ও তাহার সঙ্গে দোকানে প্রবেশ করেন নাই। ইত্যবসরে পুলিশ আসিয়া উভয়কে ধরিয়া ফেলে। পুলিশ চট্টোপাধ্যায়কে বলে, "এই লোকটার উপর আমরা অনেক দিনই নজর রাখিতেছিলাম, কিন্তু তোমার আগমনের প্রতিক্ষাতেই এতদিন ছিলাম"। সুইস পুলিশই চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণ বাঁচাইয়া দেয়। এই গুণ্ডার প্লান সম্বন্ধে অনেক জনরব লোকমধ্যে প্রকাশিত হয়। সে Scatland yard-এর লোক বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু ইংরেজ শক্তির প্রভাবের গুণে এই গুণ্ডার দোষ সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার কেবল যুদ্ধব্যাপী সময়ের জন্য সুইজর্লণ্ড হইতে নির্বাসনের হুকুম হইল। আর নিরপরাধী চট্টোপাধ্যায়েরও সেই দণ্ড হইল।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয়-জার্মাণ মিশন

মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন সুইজর্লণ্ডে আসেন তখন তিনি হরদয়ালকে জার্মাণির ভাব জিজ্ঞাসা করেন। কারণ তাঁহার একটা রাজনীতিক মিশন ছিল। কিন্তু হরদয়াল মহেন্দ্রপ্রতাপকে জার্মাণির ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের বিষয়ে অতি হতাশ ভাবে উত্তর প্রদান করেন ও তাঁহাকে জার্মাণিতে যাইতে মানা করেন। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের আগমনের সংবাদ বার্লিনে পৌছাইলে কমিটি তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করেন। পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বার্লিনে আনয়ন করেন। এই সময়ে কমিটি আফগান আমীরের কাছে একটি রাজনীতিক মিশন পাঠাইবার পরামর্শ করিতেছিল। কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপেরও সেই উদ্দেশ্য ছিল। উভয়পক্ষে এক মতের যোগাযোগ হওয়াতে মহেন্দ্রপ্রতাপ জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বার্লিনে সাদরে নিমন্ত্রিত হন! বার্লিনে আসিলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হন ও কাইজারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে প্রফেসার বরকাতুল্লা ও জনকতক জার্মাণ কর্তৃক ধৃত ইংরেজ ফৌজের পাঠান-সিপাহী ও আমেরিকা হইতে আগত দুইজন আফ্রিদি এই মিশনে যাত্রা করেন। ইহাদের সঙ্গে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট একজন প্রতিনিধি (Dr. Hentig) ও একজন ডাক্তার প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় "ইন্দো-জার্মাণ মিশন"। ইহার উদ্দেশ্য আফগান আমীরকে জার্মাণ-তুর্কির সহিত সংযুক্ত করাইয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা। মহেন্দ্রপ্রতাপকে নাকি উত্তরাখণ্ডের কোন কোন রাজারাজড়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশ (আফগানিস্থানের দিক) সুরক্ষিত থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ইংরেজের বিপক্ষে সম্মুখরণ করিতে সাহস করেন! আর ইহাও চিন্তাধারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যদি আমীর জার্মাণ-তুর্কের সহিত সম্মিলিত হইত তাহা

হইলে ভারতস্থিত ইংরেজ-সৈন্য সীমান্ত প্রদেশে কার্যে ব্যাপৃত থাকা বশতঃ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের উত্থান করার সুযোগ হইত; আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অস্ত্রাদিও ভারতে আনয়ন করা সম্ভব হইতে পারিত। আফগান আমীরকে (হবিবুল্লা খাঁ) ইংরেজ-বিপক্ষে আনয়ন করার জন্য তিনটি হেতু নিরূপিত হইয়াছিল :—(১) আমীর হবিবুল্লা খাঁ একজন নৈষ্ঠিক স্থন্নী মুসলমান এবং তুর্কির সুলতান স্থন্নীদের খলিফা ছিলেন; তিনি যখন ইংরেজের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন তখন আমীরেরও ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা অবশ্য কর্তব্য; (২) আমীর যদি জার্মাণ-তুর্কির দিকে সম্মিলিত হইতেন তাহা হইলে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানকে স্বাধীন দেশ ও আমীরকে সুলতানের মত বন্ধুপদবাচ্য স্বাধীন নরপতি বলিয়া গণ্য করিয়া লইত (এই সময়ে আফগান গভর্ণমেণ্ট বহিঃ রাজনীতিক বিষয়ে স্বাধীন ছিল না), এবং আফগান স্বাধীনতা সমরের জন্য অর্থ ও অস্ত্রাদি সাহায্যের জন্য রাজী ছিল। আমীরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য ডাঃ হেনটিগকে জার্মাণ প্রধান মন্ত্রী (Reichkanzler) বেথম্যান হলওয়েগ্ (Bethmann-Hollweg) রাজনীতিক পত্রাদি দিয়াছিলেন এবং কাইজার মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে আমীরের নামে এক স্বহস্তনামা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে জার্মাণ প্রধান সচিব ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন, অর্ধস্বাধীন ও করদ নরপতিদের ও নেপালের মহারাজার নামেও পত্রাদি মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সব রাজারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত আক্রমণ ও প্রতিরোধ মূলক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহাদের এই মিত্রতাসূত্র ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা ইংরেজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন ইহা পত্রে আভাষ দেওয়া হয় এবং ইহাতে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট নেপালের মহারাজকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া সম্ভাষণ করেন।

এই প্রকার রাজনীতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে

"ইন্দো-জার্মাণ-মিশন" যাত্রা আরম্ভ করে ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে স্তাম্বুলে পৌঁছায়। তথায় মহেন্দ্রপ্রতাপ এন্‌ভার পাশা কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন এবং সুলতান ও আমীরের নামে তাঁহার হস্তে এক স্বহস্তনামা পত্র প্রদান করেন। তুর্কি গভর্ণমেণ্ট ইহার অগ্রে আফগানিস্থানে কতিপয় রাজনীতিক মিশন পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কোনটাই ইরাণ ছাড়িয়া বেশী দূর যায় নাই। এন্‌ভার পাশা আশা প্রকাশ করেন যে, এই ভারতীয় জার্মাণ মিশনই কৃতকার্য হইবে। মৌলুবী বরকাতুল্লাও সেখ-উল-ইসলামের কাছ হইতে হিন্দু মুসলমানদের একযোগে কাজ করিবার জন্য এক ফতোয়া গ্রহণ করেন। এই ফতোয়া প্রকাশ্যে আয়াসোফিয়া মসজিদে প্রদত্ত হয়। পরে মিশন তুর্কির পূর্ব-সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় রৌফ বে (Rouf Bey) সীমান্তের প্রহরী ছিলেন। তাঁহার সহিত মহেন্দ্র প্রতাপের সাক্ষাৎ হইলে তিনি শেষোক্তকে ইরাণের পথের দুর্গমতা ও ইংরেজের আক্রমণের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন। নানা কারণে মিশনকে সীমান্তস্থানে একমাস দেরী করিতে হয়। ইহার ফলে জুন-জুলাই মাসে বার্লিনে হেনটিগ্ কর্তৃক প্রেরিত এক তার আসিয়া পৌঁছিল যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ রৌফ্ বে'র সহিত সাক্ষাতের পর আর অগ্রসর হইতে চান না! জার্মাণ ফরেণ অফিস চটিয়াই অস্থির, মহেন্দ্রপ্রতাপ কেন রৌফ্ বে'র সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, রৌফ্ বে ইংরেজের বন্ধু! আসল কথা, রোফ্ বে নাকি তুর্কির এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই প্রশস্ত ব্যবস্থা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই জার্মাণেরা তাহার উপর বিরক্ত! যুদ্ধের পরে এই দেরীর কারণ বোধগম্য হয়। তুর্কি-ইরাণ সীমান্তের সেনাপতি রৌফ্ বে। তাঁহার সঙ্গে আবদুররব পেশোয়ারী নামক একজন ভারতবাসী কর্মচারী ছিলেন। তিনিই ঘাঁটি আটক করিয়া বসিয়াছিলেন। রৌফ্ বে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, "তিনি মহেন্দ্র-প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ও তাঁহাকে বলিয়াছেন, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট রৌফ্ বে'কে আফগানিস্থানে রাজনীতিক মিশনে পাঠাইয়াছেন।

উভয় মিশনের গন্তব্য ও মন্তব্য একই। আর তুর্কি যখন এসিয়ার প্রধান শক্তিশালী দেশ (Paramount power) তখন এই "ইন্দো-জার্মাণ মিশন" তাহার নেতৃত্বাধীনে গমন করা উচিত। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকাতুল্লা এই মন্তব্যে কর্ণপাত করেন নাই, আপনি ইহাদের বুঝাইয়া বলুন"। এই ভারতীয় কর্মচারীই মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকাতুল্লাকে বুঝাইবার জন্য একমাস ঘাঁটি আটকাইয়া মিশনকে অগ্রসর হইতে দেন নাই। স্তাম্বুল হইতে হুকুম ছিল, যেন সীমানার কর্মচারীরা মিশনকে বিনা বাক্যব্যয়ে সীমানা পার হইতে দেয়। কিন্তু তুর্কির যে প্রকার বিশৃঙ্খল কাণ্ড, রাজধানীর হুকুম প্রাদেশিক কর্মচারীরা মানে না। রৌফ্ বে'ও তদ্রূপ হুকুম তামিল করেন নাই। এই অসম্ভব প্রস্তাব স্বভাবতই মিশনের দ্বারা অগ্রাহ্য হইল। ইহা ভারতীয়-জার্মাণ-তুর্কি সম্মিলিত মিশন। উপরোক্ত গভর্ণমেণ্টদ্বয় রাজনীতিক সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মিশনকে পাঠাইয়াছেন এবং এন্‌ভার পাশা কাজিম বে'কে তুর্কি গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি করিয়া সঙ্গে দিয়াছেন, রাস্তায় রৌফ্ বে ইঁহার সঙ্গে জুটিয়া সর্দারি করিতে চাহেন!

একমাস বিলম্বের পর মিশন ইরাণে যাত্রা করে। কিন্তু রাস্তা বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল! ইংরেজের চরেরা ও সৈন্যেরা রাস্তায় এই মিশনকে ধরিবার চেষ্টা করে। ইরাণি কাগজে প্রকাশিত হয় যে, একজন ভারতীয় রাজা ও প্রফেসর ইরাণের মধ্য দিয়া কাবুলে যাইতেছেন আর ইংরেজেরা তাঁহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যদেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। তুর্কি ও জার্মাণেরা চেষ্টা করিতেছেন পারস্য যেন তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। সেইজন্য ছোট ছোট দলে তাঁহারা পারস্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, আর ইংরেজের ফৌজ দক্ষিণ চাপিয়া বসিয়া তাঁহাদের বিপক্ষে ক্রমশঃ উত্তরে অগ্রসর হইতেছিল এবং অনেক জায়গায় খণ্ড যুদ্ধও হইতেছিল। উভয় দলই ইরাণি পার্বতীয় জাতিদের পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া নিজেদের কার্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাস্তায় মিশনের উপর ইরাণি ডাকাতেরা হানা দেয়। বস্তায়

যে সমস্ত মাল ও ভারতীয় রাজাদের নামে চিঠিপত্রাদি রক্ষিত ছিল তাহা তাহারা লুটিয়া লয়। তাহারা নাকি এই পত্রাদি হস্তগত করিবার জন্য ক্রমাগতই চেষ্টা করিতেছিল।

কিন্তু বিশেষ দরকারী রাজনীতিক পত্রাদি মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে থাকায় মিশনের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। শেষে মিশন কাবুলে নিরাপদে পৌঁছায়। ইহার পর আর এক বৎসর মিশনের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। এই মিশন লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কথা উত্থাপিত হয়। পার্লামেণ্টের কোন সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন ভারত সচিব বলেন যে,//মহেন্দ্রপ্রতাপ অযোধ্যার একজন সামান্য তালুকদার। তাঁহাকে বার্লিনস্থিত হিন্দু এনার্কিষ্টরা একজন রাজা বলিয়া কাইজারের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়াছে। তৎপরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হেন্‌টিগ্ চীন ও আমেরিকা হইয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। কাবুলে এই মিশনের অবস্থিতির সময় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নাকি ইহার বিপক্ষে লাগিয়াছিল। আমীরকে নাকি অনুরোধ করা হইয়াছিল, মিশনকে যেন আফগানিস্থান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়! কিন্তু এই বিষয়ে আফ্‌গান গভর্ণমেণ্ট শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) ও রুষ গভর্ণমেণ্ট হইতে অধিক পরিমাণে আতিথেয়তা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল। ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত হয় যে, আমীর মিশনের সভ্যদের কাবুলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ও পরে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মথুরা সিংহ ও একজন মুসলমান ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত এক পত্র বার্লিনে আসিয়া পৌঁছায়। তাহাতে লিখিত ছিল যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অন্যান্যেরা কাবুলে আমীর কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য একটি অট্টালিকা প্রদান করা হইয়াছে। এই ভারতবাসীদ্বয়কে মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষের জার-এর নিকট ভারতীয় বিপ্লব কর্মের সহায়তা প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্মারক-লিপি লিখিয়া রুষ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তুর্কিস্থানে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা মিশনের কুশল সংবাদ বার্লিনে

অবগত করাইবার জন্য তুর্কিস্থান ও চীনদেশের সীমান্তে ডাকে সমর্পণ করেন। এই পত্র পিকিং হইতে ওয়াশিংটন ও তথা হইতে বার্লিনে উপস্থিত হয়।

কিন্তু যে কর্মের জন্য মথুরা সিংহকে তুর্কিস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হওয়া দূরের কথা, রুষ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদের ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। মথুরা সিংহ সাংহাই হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও পরে কাবুলে যান। ইঁহাদের লাহোরে আনা হয় ও তথাকার সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, ডাক্তার মথুরা সিংহের ফাঁসি হয়। ইহার পর মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষ দিয়া জার্মাণিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। তৎপরে তিনি পামীর উপত্যকা হইয়া চীনের মধ্য দিয়া ফিরিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতেও বিফল মনোরথ হন। অবশেষে রুষে বলশেভিক বিপ্লবের পর পুনরায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্যও হন। বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ট্রট্স্কি (Trotsky), জফে (Joffe) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কাবুলে এই মিশনের সহিত আফ্গান গভর্ণমেণ্টের কি কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা জগতের নিকট আজ পর্যন্তও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমীর হবিবুল্লা খাঁ মহেন্দ্রপ্রতাপকে মিশনের নেতা এবং কাইজারও স্থলতানের সংবাদবহ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে কেন যোগদান করিলেন না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। হেন্‌টিগ্ বলেন যে, আমীরের ৬০,০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু তাঁহার সব অফিসার ষাটের উপর বয়সের বৃদ্ধ ও যুদ্ধোপযোগী সরঞ্জামের অভাব ছিল। আমীরের সৈন্য যুদ্ধে অক্ষম ছিল সেইজন্য তিনি ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। মহেন্দ্রপ্রতাপ বলেন যে, আমীর তাঁহাকে স্বহস্তে নোট লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য, অফিসার ও অস্ত্রাদি পাইলে যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারেন, আর হেন্‌টিগ্ সর্বকর্ম পণ্ড

করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন নিদারমেয়ার (Captain Niedermeyer) বলেন যে, আমীর কোন মতেই যুদ্ধে নামিতেন না। তিনি নিরপেক্ষ থাকিতেন, কোন ব্যক্তির দোষে কার্য পণ্ড হইয়াছে ইহা বলা অসঙ্গত। তিনি আরও বলেন যে, আমীরের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল। আমীর বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতের সংবাদ ভাল প্রকারেই জানেন, সর্বত্রই তাঁহার লোক আছে। ভারতবাসীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সমর করিবেন না। তিনি নিজে নিঃশঙ্কে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ও সে দেশের রাজারা যখন তাঁহাকে কোন সাহায্য করিবেন না তখন তিনি নিজে ইংরেজদের আক্রমণ করিয়া স্বীয় সিংহাসন কেন হারাইবেন। আর তুর্কি? মিশনের ভারতবাসী ও জার্মাণ সভ্যেরা সকলেই একমত হইয়া বলেন যে, আমীর তুর্কিদের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন, তুর্কিদের প্যান-ইস্‌লামিক্ প্রচারের উদ্দেশ্য কেবল মুসলমান জগতে তুর্কির আধিপত্য বিস্তার করা। তিনি স্বীয় দেশের স্বয়ং খলিফা, তুর্কিদের তিনি মানেন না।

সর্দার নসরুল্লা খাঁর কিন্তু অন্য মত ছিল। তিনি বলিতেন যে, ষোল বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মুসলমানদের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। একবার আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিলে তিনি ছয়মাসে ভারত বিজয় করিতে পারিবেন। তাঁহার ধারণা, এই ব্যাপারটা খুবই সহজসাধ্য ছিল। এইজন্যই তিনি বরাবর বলিতেন যে, আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধার জন্য তিনি সতত প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমীর বলিতেন, ইংরেজ ভারতে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে স্থানচ্যুত করা দুরূহ ব্যাপার।

আমীর যুদ্ধে যোগদান করিলেন না, কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে কাইজারের ও সুলতানের নামে দুইখানি স্বহস্তনামা পত্র প্রদান করেন। কাইজারের পত্রে লিখিত ছিল যে, তিনি কাইজারের বন্ধুত্ব কামনা করেন।

স্থলতানের নামে এই স্বহস্তনামা পত্র দিবার কালে মহেন্দ্রপ্রতাপকে বলেন, আফগানিস্থানের নরপতির কাছ হইতে ইহাই সর্বপ্রথম পত্র যাহা তুর্কির স্থলতানের নিকট প্রেরিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যসময়ে মথুরা সিংহের পত্র বার্লিনে পৌছিবার পর, পারস্য দিয়া উপরোক্ত মিশনের লোকের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, আমীর যুদ্ধে অবতরণ করিতে ইচ্ছুক ও জার্মাণির সহিত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে দুই দিক দিয়া কাবুলের সংবাদ আসায় বার্লিনে সাড়া পড়িয়া গেল। সেই সময়ে কুতালামারও পতন হইয়াছে এবং তুর্কির ফৌজ ইরাণের মধ্যে অভিযান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহাই "মহেন্দ্র-ক্ষণ"। জার্মাণ জেনারেল স্টাফ্ (General Staff) স্থির করিল যে, এই আক্রমণকারী তুর্কি ফৌজ পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানাস্থিত ইয়েজ্ (Yedz) সহরে অস্ত্রাদি পৌছাইয়া দিবে, তথা হইতে আফগানেরা সরঞ্জাম লইয়া যাইবে। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট আমীরের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য একটা খসড়া কাবুলে পাঠাইয়া দেন। পরে প্রকাশ যে, অধ্যাপক বরকাতুল্লা যিনি মিশনের অন্যান্য লোকেরা চলিয়া যাওয়াতে তাহার প্রতিনিধিরূপে কাবুলে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাঁহারই প্ররোচনায় এই সন্ধির প্রস্তাব হয়। কিন্তু খসড়া কাবুলে পৌছিলে আমীর তাহা স্বাক্ষর করেন নাই। আমীর ক্রমাগতই জার্মাণ-তুর্কি সম্পর্কীয় ব্যাপারে নিজকে তফাৎ রাখিতে লাগিলেন। সেইজন্য ঐ দিক হইতে বিপ্লবের সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইল।

আমীর যদি জার্মাণ-তুর্কির দিকে মিশিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে সেই যুদ্ধের পরিণাম কি হইত আজ তাহার জল্পনা কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা ধ্রুব ছিল যে, সেই সময়ে ভারতের উত্তরাখণ্ডে এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, তাহা লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলার ন্যায় মোকদ্দমা করিয়া নির্বাপিত করিবার চেষ্টা বৃথা হইত, এবং সেই বিপ্লবের তেজে সমস্ত উত্তর ভারত টলটলায়মান হইত। কিন্তু আমীর

হবিবুল্লা খাঁ যে কারণেই হউক এই যুদ্ধে যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় জীবন দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। জনরব যে, তাঁহার সর্দারেরা তাঁহাকে স্বদেশ-দ্রোহী বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল। যুদ্ধের পরে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে মধ্য-এসিয়ার আমীরদের সহিত বল্‌শেভিক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহার সহিত হবিবুল্লার যোগ ছিল বলিয়া কথিত হয়।

ভারত-জার্ম্মাণ মিশন যখন কাবুলে উপস্থিত হয় তাহার অব্যবহিত অগ্রে মৌলবী ওবায়তুল্লা ও আঞ্জুমান ইসলামিয়ার ছাত্রেরা কাবুলে পৌছিয়াছিল। // এই চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কিতে গিয়া জেহাদে যোগদান করা। সেই জন্য তাহারা কাবুলে যাত্রা করে এবং ভাবিয়াছিল যে তথাকার মুসলমান গভর্ণমেণ্ট তাহাদের তুর্কি গমনের সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমীর তাহাদের তুর্কিতে যাইতে দেন নাই। তাহাদের নজরবন্দীতে থাকিতে হইত।//

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বৈপ্লবিকদের আফগানিস্থানে আগমনের ফল ভারত পায় নাই, কিন্তু পূর্বোক্ত দেশ পাইয়াছে। মহেন্দ্রপ্রতাপ সেই দেশে থাকিবার কালে আমীরকে এসিয়ার স্বাধীন দেশসমূহে রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করিবার পরামর্শ দেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান স্বাধীন হইলে জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে যে রাজ-প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেয় এবং আজকাল ভারতবাসীদের এক কৌমের (গোত্রীয়) লোক বলিয়া খাতির করে তাহা এই মিশনের কাবুল আগমনের ফল।

নবম অধ্যায়

কমিটির শেষ কর্ম

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ জগতের অদৃষ্ট পরীক্ষার শেষ বৎসর! এই সঙ্গে কমিটিরও শেষকাল উপস্থিত হইল। এই বৎসরের প্রথম সময়ে কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ রুষ হইয়া আফগানিস্থান হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। রুষে বলশেভিকরা তাঁহাকে অতি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। মহেন্দ্রপ্রতাপ কাইজার ও সুলতানের স্বহস্তনামা পত্র আমীরের কাছে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে আমীর হবিবুল্লা উক্ত দুই নরপতির নামে স্বহস্তনামা পত্র প্রদান করেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ এই দুই পত্র যথোক্ত ব্যক্তিদের প্রদান করেন। কাইজারের নামে যে পত্র ছিল তাহাতে ফার্সী ভাষায় লেখা ছিল যে, "আমীর কাইজারের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন"। কাইজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহেন্দ্রপ্রতাপ স্তাম্বুলে সুলতানকে তাহার পত্র দিতে যান।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সন্ধির সময় সন্নিকটবর্তী হইতেছে, সর্ব কর্মের পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, এই প্রকারের ভাব জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রকাশ পায়। সন্ধির পরে, ভবিষ্যতের জন্য কমিটিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার বন্দোবস্তের চেষ্টা হয়। এই সময় শুনা যায় যে, সন্ধির কথাবার্তার স্থল হইবে প্যারিস সহর। কমিটির সভ্যেরা ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া সন্ধিস্থলে ভারতের দাবীর কথা উত্থাপন করিবেন মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ের উত্তরে, জার্মাণ 'ফরেণ অফিস' উত্তর দিয়াছিল যে, যদি ফরাসীরা তথায় যাইবার অনুমতি দেয় তবে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

ভবিতব্যকে খণ্ডন করিতে কে পারে! যদি জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পরিণাম অন্য আকার ধারণ করিত ও ভারসাইয়ের (Versailles) সন্ধি অন্য

প্রকারে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে যে সব খয়ের-খাঁ ভারতবাসীদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধির সময় চিড়িয়াখানার প্রদর্শনীস্বরূপ প্যারিসে আনিয়াছিল, সেই সকল সভ্যদের পরিবর্তে বার্লিনস্থ ভারতীয় বিপ্লব-কমিটির সভ্যেরা ভারতের আত্ম-শাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সন্ধিস্থলে গিয়া লড়িতেন ও তাঁহারা এই বিষয়ে মধ্য-ইউরোপীয় যুক্তশক্তি সমূহের সহানুভূতি পাইতেন!

এই সময়ে কমিটি সুইজর্লণ্ডে[৩৩] একটি শাখা অফিস স্থাপন করেন ও বার্লিন হইতে একটি বৈপ্লবিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই জার্মাণিতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই অসম্ভাবনীয় গোলমালে ভারতীয় কর্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জার্মাণিতে বিপ্লবের ফলে গভর্ণমেণ্ট সোসালিষ্টদের হাতে যায়। তাঁহারা কমিটির কাছে প্রতিশ্রুত হন যে, প্যারিসে সন্ধির সময় ভারতের আত্ম-শাসন নিয়ন্ত্রণের (Right of self-determination) অধিকারের কথা উত্থাপন করিবেন। বোধ হয় জার্মাণ-সোসালিষ্টরা তখনও 'বুঝাপড়া সন্ধির' (Understanding peace) আশায় ছিল। কারণ তখনকার সোসালিষ্ট প্রধান সচিব সাইডেমান (Scheidemann) সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্যারিসে প্রাচ্যদেশ সমূহের কথা উত্থাপন করিবেন। আর এই সময় 'ফরেণ অফিস'ও ভারতের তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থা অবগত হইবার জন্য কমিটিকে একটি রিপোর্ট লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে, যাহা পাঠ করিয়া জার্মাণ রাজনীতিবিদেরা প্যারিসে ভারতের বিষয় বলিতে পারেন। এইজন্য কমিটি 'ফরেণ অফিসে' একটা স্মারকলিপি পাঠান যাহাতে উক্ত গভর্ণমেণ্ট সন্ধির সময়ে ভারতের দাবীর কথা উত্থাপন করেন। এই স্মারকলিপিটি কমিটি একটি পুস্তিকাকারে * ইংরেজি, ফরাসি, ও জার্মাণ ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন।

* India's Demand for Freedom.

তারপরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সুইজর্লণ্ডের বার্ণনগরে একটি আন্ত-র্জাতিক সোসালিষ্ট সম্মেলনের অধিবেশন হয়। কমিটি তথায় ভারতের কথা উত্থাপন করিবার জন্য দুইজন সভ্যকে সুইজর্লণ্ডে প্রেরণ করেন ও একটি স্মারকলিপি পাঠান। কিন্তু ইংরেজ প্রভাবের কি মাহাত্ম্য, মানবের সর্বাঙ্গীন মুক্তেচ্ছুক ও প্রপীড়িত জাতিসমূহের রক্ষক সোসালিষ্ট সম্মেলনও এই স্মারকলিপি বেমালুম লুকাইয়া ফেলে।

দশম অধ্যায়

প্রচার-পদ্ধতি

বার্লিন বৈপ্লবিক কমিটি প্রথমে গুপ্ত-সমিতি ছিল। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ইহা ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট ভারতের স্বাধীনতার বিষয় প্রচার করিতে আরম্ভ করে। এই প্রচারের জন্য কমিটি নানা প্রকারের পুস্তিকা, ম্যানিফেষ্টো নানা ভাষায় লিখিয়া ইউরোপের সর্বত্র বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। তারপর যে সব ভারত-দ্বেষী প্রবন্ধ সংবাদপত্রে বাহির হইত তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রে প্রেরণ করা হইত। এইরূপে বহুবিধ পুস্তিকা ও পুস্তক প্রকাশ করা হয়।*

এই সব পুস্তক ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারতে আমদানি বন্ধ করিয়া দেয়। এই সব পুস্তকগুলির মধ্যে দুইখানির মজার ইতিহাস আছে। প্রথম খানিতে লেখা ছিল, ভারতের জাতীয় দল কর্তৃক প্রকাশিত এবং লণ্ডন হইতে মুদ্রিত (Published by the Indian Nationalist party)। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সুইস্ গভর্ণমেণ্ট "এনার্কিষ্ট-ষড়যন্ত্র" নামক একটি মামলা উত্থাপন করেন। সেই মামলায় জনকতক ভারতবাসীকে জড়িত করা হয়। এই মামলায় ডাঃ ব্রিস্ (Breis) নামক একজন অষ্ট্রীয়া-দেশীয় ইহুদি সাক্ষ্য দেয়। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আদালতে বলেন যে, যুদ্ধের বহুপূর্ব হইতে তিনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর হইয়া প্যারিসে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত মেলামেশা করিতেছেন এবং সেই কর্ম

* (1) "Is India loyal", (2) "British rule in India condemned by the British themselves", (3) "True Verdict of India", (4) "A History of ten years fight for Indian freedom", (5) "How England acquired India", (6) "Indias demand for freedom", (7) "Socialist conferences on British rule in India".

সংক্রান্তেই সুইজর্লণ্ডে আসেন। তথায় কোন বৈপ্লবিকের সঙ্গে আলাপ হয় ও তাঁহার দ্বারা অন্যান্য জনকতকের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পরিচিত হন। ইনি অনেক কথা এই মোকদ্দমায় বিবৃত করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন বৈপ্লবিকদের উপলব্ধি হইল যে, ইনি ইংরেজের গোয়েন্দা তখন এই ব্যক্তির নিকট হইতে সাবধান হইতে হইল। রোলাট-রিপোর্টে বার্লিন কমিটির উৎপত্তি এবং "অমুক সুইজর্লণ্ড হইতে বার্লিনে গিয়া ভারতীয় জাতীয় দল সংস্থাপন করিল," এই প্রকারের যে ভুল সংবাদ আছে তাহা বোধ হয় এই লোকটিরই দেওয়া এবং জাতীয় দলের খবর বোধ হয় উপরোক্ত পুস্তিকা হইতে সংগ্রহ করা হয়। যে লোকটি কমিটির সংস্থাপনকর্তা বলিয়া রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বার্লিনে কার্যারম্ভের বহু পরে আসেন, এবং এই গোয়েন্দাটি অগ্রে কেবল তাঁহাকেই চিনিত। বোধ হয় এই গোয়েন্দার খবর এবং উপরোক্ত পুস্তিকার প্রকাশকের নামের সংযোগেতে রোলাট রিপোর্ট বার্লিন কমিটির স্থাপনার গল্প সৃষ্টি করে *। পরে লোক মুখে (ইংরেজেরই গোয়েন্দার মুখে) শুনা গিয়াছে যে, লণ্ডন হইতে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে লেখা দেখিয়া, সেইস্থানে নাকি পুলিশ ইহার ছাপাখানা আবিষ্কারের জন্য অনেক বৃথা অনুসন্ধান করিয়াছিল। কমিটির ইউরোপময় প্রচারের পথ প্রতিরোধ করিবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টা করে। এই সময়ে স্যার বাওনাগ্রি (Bownagree) দ্বারা লিখিত "ট্রু ভারডিক্ট অব ইণ্ডিয়া" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল যে, ভারতীয়েরা রাজভক্ত, আর ইংরেজ-দ্বেষী বৈপ্লবিক-পুস্তকসমূহ ছদ্মবেশে জার্মাণদের দ্বারা লিখিত! তাহার এই পুস্তক বিভিন্ন ভাষায়

* ইংরেজ-পুলিশ বার্লিন কমিটির স্থাপন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, কারণ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সি. আই. ডি. কর্তা (Colson) ইলিসিয়ান রোডের অফিসে বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ইহার স্থাপয়িতা কে—চট্টোপাধ্যায়—কি দত্ত।

প্রকাশিত হয়। কিন্তু কমিটি এই পুস্তকের প্রত্যুত্তরে তাহার তৃতীয় পুস্তকটি "ট্রু ভারডিক্ট অফ ইণ্ডিয়া" নানা ভাষায় বিতরণ করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কমিটি তড়িৎ-বিহীন টেলিগ্রাফে ভারত বিষয়ে স্বীয় মন্তব্য চতুর্দিকে পাঠাইয়া দিত।*

কমিটির এই সকল মন্তব্য ইউরোপের নানা দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। এই সময়ে নূতন সুলতানের অভিষেক ও মিশরের খেদিবের জার্মাণিতে আগমন উপলক্ষে অভিনন্দন জানাইয়া কমিটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দেয়। খেদিবও ভারতের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া উত্তর প্রদান করেন। এই প্রকারে টেলিগ্রাম ও রেডিওগ্রাম দ্বারা চারিদিকে খবর প্রেরণ করা হইত। এই প্রকারে ভারতের স্বাধীনতাপন্থার কার্য ইউরোপময় প্রচার করা হইত। এতদ্ব্যতীত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত চম্পকরমণ পিলাই জার্মাণির সর্বত্র ভারত-বিষয়ক বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

---

* লয়েড জর্জ-এর ভারতের বিষয় মন্তব্যের প্রতিবাদ, মণ্টেগু রিফরমস্-এর প্রতিবাদ ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়

সুইজর্লণ্ডে চরদের আগমন

১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে শীতকালে মহেন্দ্রপ্রতাপের প্রাইভেট সেক্রেটারী হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ সুইজর্লণ্ডের জেনেভা সহরে উপস্থিত হইয়া জার্মাণ রাষ্ট্র-প্রতিনিধির বাসস্থানে হাজির হয়। সেখান হইতে কমিটিকে এক পত্রে লেখে, "রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ দেশে রাজা পৃথ্বিপাল সিংহকে [৩৪] পত্র লিখিয়াছিলেন; ফলে সেই রাজা তাঁহার বন্ধু রাজা খুসালপাল সিংহকে ইউরোপে পাঠাইয়াছেন। তিনি এক্ষণে প্যারিসে অবস্থান করিতেছেন। ইনি স্বয়ং রাজা খুসালপাল সিংহের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়া এইস্থলে আসিয়াছেন, কারণ এই পদে থাকিলে ইংরেজের সন্দেহ এড়াইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে সুবিধা হইবে"। তিনি আরও লেখেন, "দেশে অমুক অমুক রাজারা বিপ্লবারম্ভ করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা আশ্বাস চাহেন যে জার্মাণের ভারত-বিজয়ের কোন অভিলাষ নাই। তাঁহারা অর্থ-সাহায্যও চাহেন"। এই পত্র পাইয়া কমিটি ডাক্তার প্রভাকরকে [৩৫] তৎক্ষণাৎ জেনেভাতে প্রেরণ করেন ও একজন উচ্চপদস্থ জার্মাণ অফিসারও সেইসঙ্গে সেখানে গমন করেন। ইহারা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে সুখী হন।

হরিশ্চন্দ্রের রিপোর্টটা বড়ই জমকাল ছিল। কমিটি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! এবার খেতাবওয়ালা লোকেরা বিপ্লবে লাগিতেছে। কিন্তু কমিটির ইহা অবোধ্য রহিল যে, এই সব রাজারা বিপ্লব করিতে চায় অথচ অর্থের জন্য জার্মাণ গভর্ণমেন্টের দ্বারে হাজির! ইহা লজ্জার কথা বটে! যাহাই হউক হরিশ্চন্দ্রকে ৩০০০ পাউণ্ড তাহার মনিব রাজা খুসালপাল সিংহকে দিবার জন্য প্রদান করা হয়। আর জার্মাণ গভর্ণমেন্ট কমিটিকে এক পত্রে লেখে, "রাজা

পৃথ্বিপাল সিংহকে বল, ভারতবাসীরা যদি একটা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে, তাহা হইলে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে"। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই স্বীকৃত হইয়াছিল যে, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যদি একটি বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট ভারতে স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা এই গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয়-স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইয়া মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে।

এইসঙ্গে জার্মাণ প্রধান সচিব ভারতীয় মহারাজাদের যে পত্র মহেন্দ্রপ্রতাপের সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সকল পত্রের কতক-গুলির ফটোগ্রাফের নকল করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে দেওয়া হয়। কারণ এই তথাকথিত বৈপ্লবিক রাজারা এই পত্র পড়িতে চাহেন। কি প্রকারে বিপ্লব করিতে হইবে এবং কি আকারে অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে কমিটি তাহার জন্য একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেন। কমিটি তাহাতে বলেন যে, এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে যেন হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সমান ভাগ থাকে। আর এই গভর্ণমেণ্ট যেন অভিজাত-শ্রেণী ও জননায়কদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। এই সব উপদেশ ও অর্থ লইয়া হরিশ্চন্দ্র জেনেভা হইতে প্রস্থান করিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি আবার সেখানে হাজির হইয়া বলিলেন যে, কমিটির উপদেশানুযায়ী একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। নেতারা জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের পত্র পড়িয়া অত্যন্ত সুখী ও উৎসাহিত হইয়াছেন, এবং বসন্তকালে বিপ্লব আরম্ভ হইবে ইত্যাদি। তারপর নির্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইল, ভারতে প্রতিশ্রুত বিপ্লবের কোন চিহ্নই দেখা যাইল না এবং এই লোকটিরও আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ইনি শেষবার সুইজর্লণ্ডে আসিবারকালে কমিটিকে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, প্যারিসে ও লণ্ডনে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কার্য করিবার জন্য দুইটি কমিটি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই উভয় কমিটির অমুক অমুক

সভ্য। কিন্তু যাহাদের ইনি সভ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে সুইজর্লণ্ডে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিলেন। তখনই কমিটির মনে খট্‌কা লাগিল যে, হরিশ্চন্দ্রের 'রাজা রাজড়াই' গল্প ধাপ্‌পা মাত্র হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইনি উত্তরাখণ্ডের ভারত প্রসিদ্ধ ধর্মনেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহাকে প্রবঞ্চক বা ইংরেজের চররূপে প্রথমে সন্দেহ করিতে কেহ চাহে নাই। কিন্তু সে যে একটা বড় রকমের ধাপ্পাবাজি করিয়াছে তাহা কমিটি ক্রমশঃ বুঝিল। তথাপি 'অমুক মহাত্মার' পুত্র যাহার নামে 'গুরুকুলের' বার বৎসরের ব্রহ্মচর্যের দাগ ছাপা আছে, সে কি ইংরেজের চর হইতে পারে? এইকথা জার্মাণ ও ভারতীয়েরা কেহই মনে স্থান দিতে চাহে নাই। এমন সময়ে নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিল যে, হরিশ্চন্দ্র সেখানে পৌঁছিয়াছে এবং সেখানকার কর্মাধ্যক্ষ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। তখন সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য সেখানে টেলিগ্রাম করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি যে তাঁহার বৈপ্লবিক রাজা-মনিবের উল্লেখ করিয়াছিলেন তিনি প্যারিসের কোন্ হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং প্যারিস ও লণ্ডনে সিপাহীদের কার্য করিবার জন্য যে দুইটী মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের সঠিক নাম ও ঠিকানা কি? কারণ কমিটি ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও ভারতের উত্তর-প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের-সভ্য ও গভর্ণমেণ্টের একজন বড় খয়ের-খাঁ রাজা খুসালপাল সিংহের নাম ইউরোপ যাত্রীদের তালিকায় পান নাই। পরে যখন প্যারিসের হোটেলের ঠিকানা আসিল তখন যুদ্ধের সময়। তাহার আর অনুসন্ধান চলিল না।

আর যে দুইজন লোকের নাম ইনি সিপাহীদের মধ্যে কর্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহারাও ক্রমশঃ সুইজর্লণ্ডে আত্ম-প্রকাশ করেন।

প্রথমটি একজন যুবক, নিজেকে ডাক্তার ও "হরিশ্চন্দ্রের" সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জার্মাণদের নিকট পরিচয় দেন। তিনি বলেন যে, তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে সিপাহীদের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহার কার্য ছিল দ্বিতীয় লোকটিকে গালাগালি দেওয়া; যেমন, "ইহার নিজের টাকা নাই, সুইজর্লণ্ডে কি করে নবাবী চালে থাকে ও খায়, বোধ হয় জার্মাণেরা খাওয়ায়"! দ্বিতীয়টি বলেন যে, প্রথমটি মহাত্মাজির পুত্র নহে, ইনি সন্দেহজনক ব্যক্তি। সাধারণে জানেন না যে, গোয়েন্দারা পরস্পরকে প্রকাশ্যে গালাগালি দেয় এবং লোকের বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য নিজের সহযোগীকে 'শত্রুর চর' বলিয়াও গালাগালি করে; এই প্রকারের লোকদের agent-provocatour বলে। এই দুই ব্যক্তিও সুইজর্লণ্ডে সেই খেলা খেলিতে আসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি একটি বড় দরের জীব। ইনি একজন সূর্য-বংশীয়, ইঁহার নাম ৺ঠাকুর যশোরাজ সিংহজি শিশোদীয়া সর্দার।[৩৬] সেই সূত্রে নিজেকে সুইজর্লণ্ডে প্রিন্স বলিয়া পরিচয় দিতেন! ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইনি হঠাৎ সুইজর্লণ্ডে উপস্থিত হন। সেখানে একজন ইউক্রেনীয় লোকের সহিত জার্মাণ রাষ্ট্র-প্রতিনিধি ভবনে দর্শন দেন* এবং বলেন যে, রাজপুত প্রিন্সরা সবাই বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহারা বিদ্রোহ উন্মুখ, জার্মাণির সাহায্য চায়। এইজন্য অমুক মহারাজা, অমুক ঠাকুর ও অমুক রাওয়ালেরা তাঁহাকে জার্মাণির সঙ্গে কথাবার্তা স্থির করিতে পাঠাইয়াছেন। ইনি বিপ্লবের একটা লম্বা চওড়া প্লান দিলেন। তবে তাঁহার সব কথায় একটা বেশ চড়া সুরের মধ্যে শুনিতে পাওয়া গেল যে, "রাজপুতেরা ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ" আর ভারতের বাদসাহী সিংহাসনে শিশোদীয়া বংশীয়দেরই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ দাবী। তিনি নিজের গরিমা দেখাইবার জন্য একখানি ভাঙ্গা তলোয়ার ও পুরাতন মিরজাই (চাপকান) লোককে দেখাইতেন। তিনি বলেন যে, এই তলোয়ার খানি তাঁহার পূর্ব-পুরুষ শক্তসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে ব্যবহার করিতেন।

* ইঁহার সঙ্গে জার্মাণ দূতাবাসের সংশ্রব থাকিলেও অন্যসূত্রে পরে জানা যায় যে ইনি ইংরেজের চর।

অনেকদিন ধরিয়া তিনি আবোল তাবোল বকিলেন, সমস্ত 'ওয়ার রিলিফ ফাণ্ড' যাহা ভারত হইতে উঠিতেছে, তাহা লণ্ডনে মুসলমানদের (আমীর আলী ও আগাখাঁন) কর্তৃত্বাধীনে গভর্ণমেণ্ট দিতেছে বলিয়া রাজপুত রাজারা চটিয়াছেন। আর অমুক রাজার অমুক কেলেঙ্কারির উল্লেখ করিলেন; ইণ্ডিয়া অফিসের অনেক গুহ্য ব্যাপার বিবৃত করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, ভারতীয় রাজারা যুদ্ধে সাহায্য করার ফলে তাহার প্রতিদান স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রিন্সদের লইয়া একটা মন্ত্রণাসভা (council of notables) গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছে! এই গুহ্য সংবাদ তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দেন। যাহাই হউক, সেই সময়ে লেখক কমিটির প্রতিনিধিরূপে তাহার সহিত আলাপ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাথামুণ্ড গল্পগুলিকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এবং তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ (memorandum) লিখিয়া জার্মাণ গভর্ণমেণ্টকে পাঠাইতে বলিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন, "বিগত দশ বৎসর ধরিয়া ভারতে ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। আজ ভারত স্বাধীনতা চায়, আর জার্মাণ প্রিন্সদের রাজপুতানা পরিভ্রমণ উপলক্ষে রাজপুত রাজাদের যে ব্যয় হইয়াছে, আজ তাহাদের স্বাধীনতা সমরে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে তাহার এক চতুর্থাংশ পরিশোধ দেওয়া হইবে"! এই স্মারকলিপি পাঠাইয়া দিয়া তাহার লিখিত প্রত্যুত্তর চান! কিন্তু কমিটি তাহার উপর নিঃসন্দেহ না হওয়ায় তাহার হস্তে লিখিত কিছুই দেওয়া হয় নাই। কেবল মুখে উত্তর দেওয়া হইল যে, জার্মাণির সহিত ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, ভারতে রাজপুত রাজারা বিদ্রোহী হইলে তাহারা জার্মাণির সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে, ইনি বিপ্লবের উদ্যোগ করিবার জন্য দেশে যাইতেছেন বলাতে তাহাকে কোন বিশিষ্ট কার্যের জন্য ২০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক দেওয়া হয় এবং তিনিও তাহা রসিদ দিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন।[৩৭]

ইঁহাকে রাজা খুসালপালের প্যারিস আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করা

হইলে, তিনি বলেন, খুসালপাল সিংহ তাঁহার আত্মীয়, তিনি কখন ইউরোপে আসেননি। তিনি গভর্ণমেণ্টের ঘোর খয়ের-খাঁ, কোন গোয়েন্দা তাঁহার সর্বনাশ করিবার জন্য তাঁহার নাম কমিটির কাছে এই প্রকারে উল্লেখ করিয়াছে। যখন প্রশ্ন করা হইল, তিনি অমুক মহাত্মার পুত্রকে সন্দেহ করেন কিনা? উত্তর আসিল, অমুক সন্দেহের পাত্র নয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল, যদি বলা যায় যে, মহাত্মা-পুত্রই এই খবর দিয়াছে? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন না যে অমুক রাজা ইউরোপ আসিয়াছিল, একটা জুয়াচুরী নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে!

কমিটির প্রতিনিধিরূপে লেখক ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া ইহা ধারণা করিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি হয় একটা আহাম্মক না হয় একজন গুপ্তচর! এবং ইহাও বলিয়াছিলেন, যদি এই লোকটা গুপ্তচর হয় তবে অতি কাঁচা গুপ্তচর। যদি লোকটা গুপ্তচর হয় তবে যে টোপ একবার খাইয়াছে, তাহা খাইবার জন্য আবার নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে! যথার্থ তাহাই ঘটিয়াছিল! তিনমাস পরে হঠাৎ জার্মাণ রাষ্ট্র-প্রতিনিধি ভবনে কমিটির উক্ত প্রতিনিধির নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত, "বন্ধুবর, মাতৃভূমি দর্শন করিয়া এইস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্বক দর্শন দিন।" এইবার লোকটার উপর কড়া নজর রাখা গেল এবং তাহার কার্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা যাইতে লাগিল। ইনি এবার আসিয়া 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র কোন এক সংখ্যায় মুদ্রিত সংবাদ দেখাইলেন যাহাতে প্রমাণিত হইল যে, তিনি যথার্থই স্বদেশে গিয়াছিলেন। কারণ উক্তপত্রে লিখিত ছিল, "অমুক বহুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে ও উদয়পুরের মহারাজা প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে সম্মানার্থ একখানি পুরাতন তরবারি ও পরিচ্ছদ সন্মানের (robe of honour) খেলাতরূপে দিয়াছেন"। তিনি এই খেলাত সুইজর্লণ্ডে জার্মাণদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত দর্শন করান। কিন্তু ইহা তাঁহার সেই প্রথমবারের দর্শিত দ্রব্যগুলি! এইবারে পূর্বাপেক্ষা আরও অদ্ভুত গল্প ফাঁদিলেন। যেমন, তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গিয়াছিলেন।

তথায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সরোজিনী নাইডু ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কে. জি. গুপ্ত একটা জাতীয়-সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইন্দারের প্রতাপসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছে যে, তিনি কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন কিনা। প্রতাপসিংহ বৃদ্ধ বয়সে রাজদ্রোহী হইতে পারিবে না; কিন্তু তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সুইজর্লণ্ডে জার্মাণদের সহিত কথাবার্তা কহিবার জন্য পাঠাইবে। আর সালার জঙ্গ ও অমুক মহারাজা তাহাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীদের পাঠাইয়াছেন; তিনি তাঁহাদের একজন অগ্রগামী দূত মাত্র। ভারতীয় রাজারা জার্মাণ গভর্ণমেন্টের মিশর অভিযানের জন্য কি প্লান আছে তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র।

লোকটার গল্পগুলি এতই অসম্ভব ও অসংলগ্ন যে, প্রথম হইতেই লোকটার উপর সন্দেহ হইল ইনি একজন ইংরেজের গুপ্তচর। জার্মাণ অফিসারেরা ইঁহার সহিত কথা কহিয়া বলিল, এই লোকটা যে ইংরেজের গুপ্তচর তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহারা আরও বলিলেন, এই লোকটা উদয়পুরের মহারাজার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে অথচ ইংরেজের গোয়েন্দাগিরির কার্যে মহারাজার নাম অম্লানবদনে ব্যবহার করিতেছে; লোকটা প্রথম নম্বরের বদ্‌মায়েস। ইহাতে মহারাজার যে সর্বনাশ হইবে, স্বার্থসাধনের জন্য ইহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! লোকটি এইবারে আসিয়া জার্মাণদের কাছ হইতে ৮০,০০০ ফ্রাঙ্ক খরচা দাবী করিয়া বলেন যে, তিনি জার্মাণদের জন্য ভারতের চারিদিকে ঘুরিয়াছেন ও তাহাতে তাঁহার উক্ত পয়সা ব্যয় হইয়াছে। জার্মাণদের তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে! লোকটাকে জার্মাণেরা কিছুদিন নজরে রাখিল, তাহার প্রতিশ্রুত সেক্রেটারীরদল সুইজর্লণ্ডে হাজির হইল না। শেষে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে খবর আসিল যে, ইনি জার্মাণ গুপ্তচরের কাছে কথার প্যাঁচে ধরা পড়িয়া নিজ মুখে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তিনি একজন ইংরেজের গুপ্তচর। যাহাই

হউক, লোকটা দুই দিকেই টাকা খাইবার চেষ্টা করিতেছিল। জার্মাণেরা বলিল, লোকটা ইংরেজের বন্ধু ত নয়ই, জার্মাণেরও বন্ধু নয়। যুদ্ধের সময়ে কমিটির বিরুদ্ধে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যত গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিল তাহারা সকলেই ধরা পড়ে। জন কতককে কয়েদেও দেওয়া হয়। আসল ব্যাপার এই যে, যুদ্ধ যত দীর্ঘ ব্যাপী হইতে চলিল, বৈপ্লবিকদের প্লানও ততই ইংরেজের বোধগম্য হইতে লাগিল, আর অন্যপক্ষে তাহাদের চরেরাও কমিটির হাতে ক্রমে ধরা পড়িতে লাগিল! এই গুপ্তচরেরা মূর্খ ও অকর্মণ্য ছিল। লণ্ডনের যত ভবঘুরেরা অর্থলোভে এই কর্মে লিপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ের বিশেষ প্রশ্ন ছিল, মহাত্মাজির পুত্রের ব্যাপারটা কি? যথার্থই কি সে ইংরেজের গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত হইয়াছে অথবা আর কিছু? উপরোক্ত রাজপুত বীর বলিয়াছেন, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই যুবক যখন লণ্ডনে যায় তখন পুলিশ তাহাকে ধরে এবং বলে যে, সে এত টাকা কোথা হইতে পাইল। ইহা নিশ্চয় জার্মাণ প্রদত্ত টাকা। তৎপর ইনি প্রথমবার আমেরিকা যান, পরে ফিরিয়া পূর্বকথিত অদ্ভুত গল্প লইয়া স্থইজর্লণ্ডে উপস্থিত হন। সেই সময়ে কমিটির কোন কোন মুসলমান সভ্যেরা বলিয়াছিলেন যে, এই যুবকের ইউরোপ ও আমেরিকা নিঃসঙ্কোচে ভ্রমণের কোন গুপ্ত-রহস্য আছে। ইহা হইতে সাবধান হওয়া উচিত, কারণ মহেন্দ্রপ্রতাপ স্থইজর্লণ্ড হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইল। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভাল ভাবেই জানে যে, সে আফগানিস্থানে গিয়াছে আর তাহার সঙ্গী ও সেক্রেটারী কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চারিদিকে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছে অথচ ইংরেজ পুলিশ তাহাকে ধরিতেছে না। ইহার গূঢ় অর্থ নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু অন্য সকলে বিশ্বাস করিতে রাজী হন নাই যে, এই যুবকের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা সাধিত হইতে পারে? যুদ্ধের পরে শুনা গেল যে, দ্বিতীয়বারে এই যুবক যখন আমেরিকায় যায় তখন গদরদলে নানাপ্রকারের গোলমাল সৃষ্টি করে। ক্রমে উপরোক্ত নানা কারণে এই

ধারণা সকলের মনে উদয় হইল যে, মহাত্মাপুত্র কমিটির উপর একটা বড় ধাপ্পাবাজি করিয়াছে! প্রথমে অনেকে ধারণা করিয়াছিলেন যে, হয়ত সে একদল জুয়াচোর ও গোয়েন্দার হাতে পড়ে, তাহারা কমিটির কাছ হইতে টাকা লইবার জন্য পূর্বকথিত রাজার গল্প বানাইয়া তাহাকে সুইজর্লণ্ডে পাঠায়। কিন্তু শেষে যখন দেখা গেল, তাহার সমস্ত গল্পই মিথ্যা ও তাহার কথিত ব্যক্তিরা সব চর ও সে নিজে চারিদিকে নির্ভয়ে ঘুরিতেছে তখন তাহার উপর অনেকের নানা প্রকারের সন্দেহ হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট একবার সংবাদপত্রে খবর দেয় যে, তাহারা বার্লিন কমিটির সকল খবর তাহাদের চর দ্বারা অবগত আছে (grandiloquent plans were drawn on paper, but our agents kept us well informed on everything); ইহা লর্ড কার্জনের উক্তি। অনেকে সন্দেহ করেন যে, এই বিশ্বাসঘাতকতাই কি সেই যুবকের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে? ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, যাহারা ধর্মনীতি ও উচ্চাদর্শে শিক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির দ্বারাই স্বার্থের জন্য স্বদেশ-দ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সাধিত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হইতে এই যুবক ভারতীয়দের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত হইয়াছে!

দ্বাদশ অধ্যায়

সিপাহিদের মধ্যে কর্ম

ভারতীয় সিপাহীরা বলেন যে, ইংরেজরা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে লইয়া যায়। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের হয়ত আফ্রিকাতে লইয়া যাইবে কিন্তু তাঁহারা নামিলেন মারসাইর (Marsailles) বন্দরে। যুদ্ধক্ষেত্রে, শীতে ও নানাপ্রকার অসুবিধায় তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই প্রকার যুদ্ধ কখন তাঁহারা দেখেন নাই এবং ধারণাতেও আনিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেন, অনেক সময় জার্মাণির মোরচা আক্রমণের (trench attack) সময়ে তাঁহাদেরই অগ্রে যাইতে হইত। এই যুদ্ধে অনেকেরই প্রাণ পরিত্রাহি হইয়াছিল। তৎপরে মৃত্যুক্ষেত্রেও 'সাদায় ও কালোয়' তফাৎ হইত। কোন সিপাহী শ্বেতাঙ্গিনীর সহিত বাক্যালাপ করিলে শাস্তি হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। একজন ৩৮ জমাদার এক ধোপানীকে কাপড় ধুইতে দিবার জন্য কথা কহার অপরাধে তাহার পদচ্যুতি হইয়াছিল। সিপাহীরা বলিত যদি তাহারা জার্মাণের দিকে কোন ভারতবাসীকে দেখিত ও জার্মাণেরা তাহাদের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের আশা প্রদান করিত, তাহা হইলে অনেকেই জার্মাণির দিকে পলাইত। কিন্তু জার্মাণেরা এই প্রকারের পলায়নের বিরুদ্ধে ছিল। তত্রাচ অনেকে পলায়ণ করে। পরে কমিটি এরোপ্লেন দ্বারা ম্যানিফেষ্টো সিপাহীদের মধ্যে ফেলিয়া দিত। ইহাতে মুসলমানদের জেহাদের সংবাদ ও সিপাহীদের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে বলা হইত। অনেক পাঠান সিপাহী পলায়ন করে ও পরে তুর্কিতে গমন করে।

ভারতীয় সিপাহীদের সহিত জার্মাণ মোরচার (trench) লোকদের সহিত নানা কৌশলে কথা চলিত। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জার্মাণদের দিক

হইতে শব্দ আসিত "তুমি ইংরাজিতে কথা কহিতে পার" যখন উত্তর আসিত "হাঁ" তখন তাহারা বলিত, "জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছে"।

একজন আফ্রিদি সুবাদার বলিয়াছিলেন, "যখন শুনিলাম তুর্কি জার্মাণি দলের সামিল হইয়াছে তখন আমার মন ভাঙ্গিয়া যায়"। ইনি জার্মাণির দিকে চলিয়া আসেন এবং পরে মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে কাবুলে যান।

সিপাহীরা জার্মাণের হাতে কয়েদ হইলে তাহাদের অফিসারদের প্রথমে ইংরেজ অফিসারদের ন্যায় অধিকার দেওয়া হইত ও একস্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু ইহাতে বন্দী ইংরেজ অফিসারেরা আপত্তি করিয়া বলে, "এই কালা ব্যক্তিরা অফিসার নহেন"। জার্মাণেরা ভারতীয় অফিসারদের পদোচিত ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদের পদের সহিত ইউরোপীয় পদের মিল বাহির করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষে দেখেন যে হাবিলদার, জমাদার, সুবাদার প্রভৃতি পদের সহিত সমান ইউরোপীয় কোন পদ নাই। জার্মাণ অফিসারেরা বলেন যে, এই সব পদ সিপাহীদের 'ধাপ্পাবাজি' (humbuggism) করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

কয়েদী সিপাহীদের ভাষা কেহ বুঝে নাই বলিয়া প্রথমে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। শেষে কমিটি তাহাদের তত্ত্বাবধানের ও তাহাদের মধ্যে প্রচারের ভার গ্রহণ করিলে তাহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হয়।

প্রচারের সুবিধার জন্য তাহাদের ইউরোপীয় তাঁবু হইতে পৃথক্ করা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে, ইহা রংয়ের তফাতের জন্য করা হয়।

যাহাই হউক, তাঁহাদের সোসেন্ (Zossen)-এর নিকট উয়েন্‌ডরফ (Wuensdorf) নামক স্থানে রাখা হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য জনকতক বৈপ্লবিক প্রত্যহ তাঁহাদের খবরাখবর লইতেন। তাঁহাদের একটা

হারমোনিয়াম কিনিয়া উপহার দেওয়া হয়। মুসলমানদের সর্বদেশীয় মুসলমানেরা এই স্থলে থাকিতেন) জন্য জার্মাণ গভর্ণমেন্ট একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। রাজপুতেরা (ঠাকুরেরা) একস্থলে হনুমানজি ও অন্যান্য ঠাকুরের ছবি দেয়ালে লাগাইয়া সেই স্থলটি তাহাদের পূজার স্থান করেন। শিখেরা এক জায়গায় তাঁহাদের গুরুদ্বার স্থাপন করেন।

বৈপ্লবিকেরা ভারতে এক-জাতীয়ত্ব ও স্বাধীনতার যে প্রয়োজন সেই বিষয়ে সিপাহীদের মধ্যে প্রচার করিতেন ও তাহাদের মধ্যে পাঠশালা স্থাপন করেন। রাজপুত ও শিখেরা বৈপ্লবিকদের 'বন্দেমাতরম্' শব্দে সম্ভাষণ করিতেন। শ্রীতারকনাথ দাস এই কর্মে প্রথমে নিযুক্ত ছিলেন। প্রচারের ফলে হিন্দুদের হোলি পার্বণের সময় মুসলমানেরা আসিয়া নাচ গান করিতেন ও খাইতেন এবং মুসলমানদের পার্বণে হিন্দুরা (রাজপুত, শিখ ও গুর্খা) আসিয়া এক টেবিলে ফলাদি খাইতেন।

জার্মাণিতে ছয়শত সিপাহী কয়েদ হন। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষয়কাশ রোগে প্রায় ৫০।৬০ জনের মৃত্যু হয়। শেষে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের গরম দেশে পাঠাইবার জন্য রুমানীয়াতে পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধাবসানে তথা হইতে তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের দেশে না পাঠাইয়া আফ্রিকাতে পাঠান হইয়াছিল)। জার্মাণিতে ভারতীয় সিপাহীরা যত আদরে ও বিনা পরিশ্রমে থাকিতেন, কোন জাতির কয়েদী সিপাহীদের এতপ্রকার সুবিধা হয় নাই। কমিটির জন্য তাঁহারা আদুরে নাড়ুগোপালরূপে জার্মাণিতে ছিলেন।

স্বাধীনতা-মন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতার আহ্বানে বেশীর ভাগ হিন্দুই সাড়া দিতেন। অনেক গুর্খাও এ বিষয়ে সাড়া দিতেন! কিন্তু পঞ্জাবের মুসলমান সিপাহীরা জেহাদ বা স্বাধীনতা-মন্ত্রের আহ্বানে প্রত্যুত্তর দেন নাই। প্রায় একশত পাঠান সিপাহী তুর্কিতে গিয়াছিল কিন্তু পঞ্জাবী মুসলমান সিপাহীদের একজনও এ বিষয়ে প্রত্যুত্তর দেন নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি

ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সমরের প্রচেষ্টা দেশ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই বিলুপ্ত হয়; কিন্তু বাহিরে তাহার তেজ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। বার্লিন কমিটির কর্ম বন্ধ হওয়াতে বাহিরের কার্যও সমাপ্ত হইল। কর্ম বিলোপ প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই চেষ্টা কি একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছে? এই মুক্তি-চেষ্টার প্রভাব কি সমাজে প্রতিফলিত হয় নাই ও সমাজ কি এই আত্মত্যাগের ফলভোগ করে নাই বা করিবে না? ইহা কি ঐতিহাসিক সত্য নহে যে, ভারতে তিল তিল করিয়া যে রাজনীতিক সংস্কার প্রাপ্তি হইতেছে তাহা বৈপ্লবিকদের আত্মত্যাগেরই ফলে মিলিয়াছে? ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ইহার সত্যাসত্যের বিচার করিবেন।

১৯১৫ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব-চেষ্টা ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক প্রদর্শনকারী চিহ্ন-স্বরূপ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের উভয় ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের গতি নির্দেশ করিয়া দেয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সামন্ততন্ত্র (feudalism) ভারতে স্বীয় ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া বিপ্লব ঘোষণা করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত (Bourgeoisie) বৈপ্লবিকের দল জন্মভূমির স্বাধীনতার নামে বিপ্লবের চেষ্টা করেন কিন্তু পূর্বাহ্ণেই তাহা বিনষ্ট হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নিষ্ফলতার শেষে ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকারে বিপ্লববাদের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল। কোথাও ব্যষ্টিভাবে কোথাও বা ক্ষুদ্র সমষ্টিভাবে ইহা ধারাবাহিকরূপে চলিতেছিল। ভারত স্বাধীনতার স্বপ্ন কখনও ভুলে নাই। বিগত বিশ বৎসরে নিখিল-ভারতকে

বিপ্লববাদের এক মন্ত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা হইতেছিল। স্থান ও পাত্রভেদে বিশেষ বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল এবং অবসর পাইলে ইহা সমগ্র ভারতেই পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইত। ভারতের বিপ্লবপন্থা গঠনের আদর্শ কি ছিল? প্রথম ভাগেই বিবৃত করিয়াছি যে, একটা নিয়মতন্ত্রানুযায়ী স্বদেশী শাসনযন্ত্র স্থাপনই (constitutional form of Government) বাঙ্‌লার রাজনীতিক আদর্শ ছিল; জানি না পরে সে আদর্শের পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা। বার্লিন কমিটি ভারতের বিপ্লবোদ্যমকারীদের নিকট বিপ্লবের সময়ে যে অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার জন্য খসড়া পাঠাইয়াছিলেন তাহাও উপরোক্ত আদর্শের বেশী যায় নাই। সেই সময়ে সকলকার মত ছিল যে, ভারত একটা যুক্তদেশ (Federated States) হইবে। অর্থাৎ জার্মাণি ও আমেরিকার মাঝামাঝি একটা শাসনযন্ত্র হইবে। বস্তুতঃ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র হইয়াছেও সেই প্রকারে। কথা এই যে, বুরজোয়া ন্যাশনালিস্‌মের পদ্ধতি অনুসারে জনসাধারণই গভর্ণমেণ্টের আকার গঠন করিবার অধিকারী। দেশের শাসনকার্য কি প্রকারের হইবে এবং কি ধারানুসারে তাহা চালিত হইবে, তাহা জনসাধারণের মতামত অনুসারেই নির্ধারিত হইবে। এইজন্য ভারতে জাতীয়-বিপ্লববাদ-আন্দোলন অন্য প্রকার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

এই বিপ্লববাদের নেতা কে বা কাহারা ছিলেন? আজ অনেকেই নানা প্রকারে ব্যক্ত করেন, 'আমিই সারথি'! ভ্রান্ত অহমিকাপূর্ণমানব, নিজেকে 'অতিমানব' বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু বাস্তবিক বৈপ্লবিক কার্যের ফলে কোন অতিমানবের উদ্ভব হয় নাই। ভারতীয় স্বাধীনতা পন্থা যেন জগন্নাথের রথ, রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা আদর্শের দিকে ধাবিত হইয়াছে; যে ইহার রজ্জুতে হাত লাগাইয়াছে সেই পুণ্যবান হইয়াছে, ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাই। তাই বলি, ইহার ব্যক্তিগত সারথি ছিল না। ভারতবাসীর মুক্তির স্পৃহাই ইহাকে চালিত করিয়াছিল।

আজ ভারতে বিপ্লববহ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, সমাজে নিরুপদ্রবতা অবলম্বিত হইয়াছে ; তাই নিজেদের কর্মের হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে ; কারণ সমাজতত্ত্বীয় বিচার কর্মের সময় প্রয়োগ হয় না, পরে হয়। যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সমাজের ক্রমবিকাশের গতি নিরীক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের চেষ্টা কেনই বা নিস্ফল হইল এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের চেষ্টা কেনই ,বা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল ? এই দুই প্রশ্নের উত্তরই ভবিষ্যৎ গতির দিক নির্ণয় করিয়া দিবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন-চ্যুত রাজারা নিজেদের অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তুমুল বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, 'টোটার গোলমাল' একটা গৌণ কারণ এবং নেতাদের দ্বারা ইহা সিপাহীদের ধর্মান্ধতা প্রজ্বলিত করিবার একটি বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব অভিজাত-শ্রেণীর চেষ্টা। ইহাতে মধ্যবিত্ত ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কোনটাই যোগদান করে নাই। কিন্তু অযোধ্যার বিপ্লবকে পূর্ণভাবে 'জাতীয়' বলা যায় ; কারণ তথায় সর্বশ্রেণীর ও সর্বধর্মের লোক বিপ্লবে আসিয়াছিলেন কিন্তু সমগ্র ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এইকার্যে নির্লিপ্ত ছিলেন ! তাঁহারাই সেই সময়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র। তাঁহারা এই বিপ্লবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গের তৎকালের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে এই চিন্তা উদয় হইয়াছিল যে, তাঁহারা বিদ্রোহে যোগদান করিবেন কি না ! তাঁহারা নাকি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বিপ্লব বুদ্ধিবলের অভাবে অর্থাৎ শিক্ষিত নেতার অভাবে পণ্ড হইতেছে। যদি তাঁহারা ইহাতে যোগদান করেন তবে হয়ত বিপ্লব একটা ভাল গতিতে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিলেন, ইহা সামন্ততন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র। ইহাতে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে না। সেকালের এই শিক্ষিত ব্যক্তিরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক বলিয়া বুরজোয়া সাম্যতার ভাবে

অনুপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই প্রতিদ্বন্দী অভিজাত-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি ছিল না !

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লববহ্নি নির্বাপিত হইলে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়ই পুরাতন ও নূতন ভারতের সন্ধিস্থল। অতীত সমাজে অভিজাত-শ্রেণীর প্রাধান্য, বর্তমানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ বিপ্লবের রক্ত-নদীতে ভাসিয়া যাইল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের সেই শূন্য-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া বর্তমান যুগের অবতারণা করিল। আর রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতার স্তম্ভ-স্বরূপ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'জাতীয় কংগ্রেস' সংগঠিত হইল। তদবধি এই শ্রেণী ভারতের রাজনীতি পরিচালনা করিতেছে। আজ অর্থনীতিক কারণ সমূহের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এই শ্রেণী গভর্ণমেণ্টের 'আমলাতন্ত্রের' বিপক্ষে নানা ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন। আর পূর্বের আত্মগরিমাপূর্ণ অভিজাতশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী বুরজোয়া সাম্যতার আড়ম্বরে ভীত ও স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া পূর্ব শত্রু বিজাতীয় শাসনকর্তার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। আজ উভয়ের স্বার্থ এক, আজ ভারতীয় অভিজাতবর্গ বিদেশী শাসনকর্তার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলি !

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সমাজে ও রাজনীতিতে আধিপত্য করিতেছে। এই শ্রেণীর ক্রমশঃ ধারণা হইতেছিল যে, ইহা সর্ব বিষয়ে ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সমকক্ষ; অতএব তাহার ভারত শাসনে উপযুক্ততা আছে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর দ্বারাই শাসিত হইতেছে। কাজেই, ইতিহাসের অর্থনীতিক কারণসমূহের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উভয় দেশের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে বিগত ৪০ বৎসর নানাপ্রকারে ভারত শাসনের জন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের আজ নাম হইয়াছে "বিদেশী আমলা দলের বিপক্ষে ঝগড়া !" এই দ্বন্দ্বকে "জাতীয়-মুক্তি", "এক-জাতীয়তার প্রয়াস" ইত্যাদি নামে অভিষিক্ত করা

হইয়াছে। কারণ, জগতে জাতীয়তা হইতেছে বুরজোয়া শ্রেণীর রাজনীতিক অস্ত্র। সেইজন্যই 'জাতীয়তাকে' ব্যবসায়জীবিদের স্বদেশভক্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়। এক কথায় বর্তমান কালের ভারতীয়-রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটেনের monied man Esqr-এর সহিত ভারতের Jaborjee Esqr Bar-at-law দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কংগ্রেসের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত, আর যে সব দল ইহার বাহিরে আছে সকলেই এই বিপক্ষতার সাক্ষ্য দিতেছে। যিনি এই সমাজতত্ত্বীয় ব্যাপারকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তিনি ভারতীয় রাজনীতির মূলে আজ পর্যন্ত যান নাই।

ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় হইতে তথাকার মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ধীরে ধীরে শাসনযন্ত্রটি স্বীয় করায়ত্ত করিয়াছে। এই বিপ্লব ইংলণ্ডে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের নির্বাণ প্রাপ্তি করাইয়াছে! আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ বুরজোয়াশ্রেণী দ্বারা শাসিত ও এই শ্রেণীর স্বার্থের দিকে চালিত হইতেছে। ব্রিটিশ বুরজোয়াশ্রেণী ভারতকে তাহাদের কামধেনু করিয়াছিল। তাহারা ভারতকে স্বীয় স্বার্থের জন্য শোষণ করিয়াছে অর্থাৎ ভারতকে স্বীয় শ্রেণীস্বার্থের বেদীতে বলি দিয়াছে। ইহারই নাম সাম্রাজ্যবাদ। আর এই শোষণ-নীতির কুৎসিত আকার আবরিত করিবার জন্য নানা প্রকার সমাজতত্ত্বীয় প্রতারণার সৃষ্টি করা হয় যথা: "control of the tropics", "white-man's burden", "mission of civilisation", "Imperial federation" ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতে নব শিক্ষার গুণে মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতে এক নব্য-দল উঠিয়াছেন, যাঁহারা সর্ববিষয়ে ব্রিটিশ বুরজোয়ার সমকক্ষ বলিয়া নিজেদের ধারণা করেন। তাঁহারা বলেন, "বিদেশী বুরজোয়ারা কেন আমাদের দেশ শোষণ করিবে? আমাদের দেশে আমরাই রাজা"। ইহাদের উল্টাদাবীর নাম "জাতীয়তা"; আর তাহা সমর্থন করিবার জন্য যে বিবাদ বাধিল তাহার নাম করণ হইয়াছে "বিদেশী আমলা

তন্ত্রের বিরুদ্ধবাদ"। লিবারেল পার্টিই হউক বা অসহযোগী আন্দোলনকারীই হউক বা স্বরাজ পার্টিই হউক আর বৈপ্লবিক দলই হউক, সকলেই এই একই ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার প্রেরণায় চালিত হইতেছেন।

জগতের ইতিহাসে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়তাতন্ত্রের সমাজনীতির মধ্যে গরীবের অর্থাৎ অর্থহীন গণ-শ্রেণীর স্থান নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয়তা হইতেছে ব্যবসায়ীর স্বদেশ ভক্তি। তাহারা এক দিকে যে প্রকারে অভিজাতবর্গের হস্ত হইতে সমাজের শাসন ভার কাড়িয়া লয়, অন্যদিকে সেই প্রকারে ধনহীন গণসমূহকে নিষ্পীড়ন করে। ইহাকে বলে শ্রেণীর-শাসন (Class-rule)। কিন্তু পরে নিষ্পীড়িত গণশ্রেণী যখন জাগরিত হয় ও স্বীয় স্বার্থ বুঝে তখন তাহাদের শ্রেণীজ্ঞান (Class-consciousness) প্রবুদ্ধিত হয়। তাহার ফলে গণশ্রেণী নিজেদের ন্যায্য অধিকার পাইবার জন্য দাবী করে। তাহাতে পীড়ক ও পীড়িত, শোষক ও শোষিতের যে বিবাদ বাধে তাহাকে শ্রেণী-বিবাদ (Class-Struggle) বলে। এই শ্রেণী-বিবাদ পৃথিবীতে আজ নানাপ্রকারে সাধিত হইতেছে। শ্রেণী-বিবাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, সমাজ হইতে অর্থনীতিক অসাম্যতা দূরীভূত করা। কারণ যতদিন সমাজে আর্থিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন সমাজে অত্যাচার, শোষণ ও অসাম্যতা বিরাজ করিবে। গণশ্রেণীর কোন বনিয়াদি স্বার্থ নাই। তাঁহারা সম্পত্তিবিহীন, বরং পরিবর্তনে তাঁহাদের লাভ আছে; আর সমাজকে অর্থনীতিক সাম্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাঁহাদেরও মুক্তি নাই। সেইজন্যই তাঁহারা সহজে বৈপ্লবিক হন। যাহাদের কোন প্রকার প্রাচীন প্রথা, রীতি, স্বার্থ ইত্যাদির বন্ধন নাই তাহারাই নবভাবে বৈপ্লবিক হইতে পারে। শ্রমজীবী শ্রেণীই এই গুণের পাত্র। সেইজন্যই তাহারা শীঘ্র বৈপ্লবিক হন। তাহারা বিপ্লব সাধন করিয়া যতদিন পর্যন্ত সমাজ নূতন প্রকারে গঠিত না হয় ততদিন রাষ্ট্র-শক্তি নিজেদের হস্তে রাখিবে। পরে সমাজে

শ্রেণী-বিভাগ অন্তর্হিত হইলে, যখন সমাজ নিজে নিজকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে তখন শ্রমজীবী-শ্রেণীর কার্য সম্পন্ন হইবে।

ইহাই হইল গণশ্রেণীর রাজনীতিক দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু ভারতে আজ কি হইতেছে? ভারতীয় বুরজোয়াশ্রেণী তথাকথিত নিয়মতন্ত্রানুযায়ী আন্দোলনের দ্বারা শাসনযন্ত্রটা স্বীয় হস্তে লইতে চান। যাঁহারা সেই পন্থা ফলকারী নহে বলিয়া অস্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাঁহারই "বৈপ্লবিক" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের বৈপ্লবিকেরা বুরজোয়া-ন্যাশনালিষ্ট. তাঁহাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক আদর্শের সহিত অন্য বুরজোয়া দল সমূহের কোন বিরোধ নাই। এই বৈপ্লবিকেরা অস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লব করিয়া শাসন যন্ত্রটি অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল। এইখানে বিচার্য, কেন এই চেষ্টা বিনষ্ট হইল!

পূর্বে বিপ্লবপন্থার উৎপত্তি, কার্য প্রণালী ও মতবাদের বর্ণনাকালে উল্লেখ করিয়াছি যে. বৈপ্লবিকেরা গণশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সভ্য ব্যতীত তাঁহারা সাধারণের হৃদয়ে নিজেদের স্থান করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহাদের ভিত্তিহীন করিয়াছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম হইতে মায় বার্লিন কমিটি পর্যন্ত সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, একবার সাহস করিয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইলে অনেকেই তাহার পাদমূলে আসিবে এবং এইরূপে বাহিনী বাড়িবে। কারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিপ্লব বা আক্রমণ বা রাজনীতিক ধ্বংস এই প্রকারেই সম্পাদিত হয়। বিপ্লবের প্রথম যুগে কর্তাদের কাছ হইতে শুনা যাইত যে, অমুক অমুক মহারাজা সুবিধা পাইলে বিপ্লবে যোগদান করিবে, আর বিপ্লব আরম্ভ হইলে জনসাধারণ হুড় হুড় করিয়া জুটিবে! ইহা বিপ্লববাদের প্রাচীন পরিকল্পনা। কিন্তু জগৎ-ব্যাপী যুদ্ধের সময়ে যে সুবিধা বৈপ্লবিকদের সম্মুখে আসিল, এই প্রকার সুবিধা সচরাচর ঘটে না, কিংবা শতাব্দীতে একবার আসে।// জার্মাণেরা অস্ত্র, অর্থ, প্রয়োজন হইলে সামরিক

অফিসার প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। তুর্কির সুলতান, যিনি মুসলমান জগতের খলিফা, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। আর তুর্কির সেখ-উল-ইসলাম হিন্দু-মুসলমানদের একযোগে জাতীয় সংগ্রাম করিতে বলিলেন। চতুর্দিকে অন্যান্য দেশীয় বৈপ্লবিক ও ভারতবন্ধুরা সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এই প্রকার সুযোগ কে কবে পায়? উক্ত সময়ের সমস্ত বিবরণ পড়িয়া উপলব্ধি হইবে যে, আয়োজন বড় সামান্য হয় নাই। অন্য দেশের বিপ্লবে এত আয়োজন হয় না ও সুবিধা পাওয়া যায় না! কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না কেন? এইখানেই আমাদের হিসাব নিকাশ করিতে হইবে।

যুদ্ধকালে ভারত বিপ্লব-চেষ্টার প্রশস্ত ভূমি ছিল। ইংরেজ ও দেশী সেনা-বাহিনী প্রায় বেশীর ভাগই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বৈপ্লবিকেরা অস্ত্রহস্তে চেষ্টা করিলে দেশ মধ্যে তুমুল ব্যাপার করিতে পারিতেন। বাহির হইতে অস্ত্র না হয় পৌঁছাইল না, কিন্তু দেশে ত অস্ত্র ছিল! তাহাছাড়া দেশের জনসাধারণ কোন্ দিকে ছিল?

বৈপ্লবিকদের চিরকালের সাধের বিশ্বাস যে, ঝাণ্ডা উঠাইলেই জাতীয়তার নামে সকলে তাহার তলে আসিবে; কিন্তু সেই বিশ্বাস ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! আর এক বিশ্বাস যে, "জেহাদ" ঘোষিত হইলেই পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান অস্ত্রহস্তে "কাফের" বিনাশ করিবে, এই বিশ্বাসও জগত হইতে চলিয়া গিয়াছে! ইহার দ্বারা জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিকদের প্রধান দুই তাশ হাত হইতে বাহির হইয়া গেল! যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল, রাজার দল "সাম্রাজ্য" বাঁচাইতে ইংরেজের সঙ্গে মিলিল, আর বুরজোয়ার দল, যাঁহারা এতদিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত "খেও-খেয়ি" করিতেছিলেন, তাঁহারা এক রাজনীতিক চাল চালিলেন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা মুখেই কেবল ভারত উদ্ধার করেন, স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের বেলায় তাঁহারা পশ্চাৎ পদ হন; কাজেই যুদ্ধের সময় তাঁহারা বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন না করিয়া "রাজভক্ত"

সাজিয়া গভর্ণমেণ্টের সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। জাতীয়তা-বাদীদের প্রধান নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকও গভর্ণমেণ্টের সহিত ঝগড়া মিটাইলেন অর্থাৎ বহি-শত্রুর সম্মুখে ইংরেজ "স্ব-শ্রেণীর" সহিত "আত্মকলহ" ধামাচাপা রাখিলেন। বুরজোয়া শ্রেণী আশা করিয়াছিল যে, এই খয়ের-খাঁগিরির বিনিময়ে "স্বায়ত্ত-শাসন" পাইবেন। হঠাৎ এই রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে উপরোক্ত দুইশ্রেণী গণশ্রেণীসমূহের উপর চাপ দিলেন। এই চির হতভাগ্য নির্বাক দাসের দলকে "সাম্রাজ্য রক্ষার" জন্য নানাবিধ উপায়ে তাহাদের সৈন্যদলে ভর্তি করা হইত; এবং খয়ের-খাঁর দল গরীবদের নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া নিজেদের খেতাব লাভ জনিত আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলেন! জার্মাণেরা সিপাহীরূপী এই হতভাগ্যদের "কামানের খাদ্য" (Canonen Futter) বলিত! যাঁহারা ইউরোপ ও তুর্কিতে এই দুর্ভাগ্যদের দেখিয়াছেন ও তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাহাদের দুর্দশার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই এই হতভাগ্যদের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন (জার্মাণ ডাক্তারেরা বলিত, ঈশ্বরের রাজ্যে এ যে ঘোর অবিচার!) ও বুঝিবেন, শ্রেণী-স্বার্থ কাহাকে বলে। এই হতভাগ্যেরা ইংরেজ ও ভারতীয় সম্মিলিত শ্রেণী-স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হইল।

ইহাই হইল যুদ্ধকালে জাতীয় ইচ্ছার পরিস্ফূর্তি। তবে বিপ্লব করিতে বাকি রহিলেন বাঙলার যুবকেরা ও পঞ্জাবের আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখ-মজুরের দল। বাকী 'কাকস্য পরিবেদনা'! অমন সুযোগের মাহেন্দ্রক্ষণে দেশ জাতীয়-স্বাধীনতা চাহিল না, কেবল দেশের জনকতক ব্যক্তি যাঁহারা দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির সভ্য, তাঁহারাই স্বাধীনতার নামে উঠিলেন; কিন্তু তাঁহারা দেশ হইতে কোন সাহায্য পান নাই। ভারতীয় বিপ্লববাদের এইখানেই প্রধান সমস্যা এবং খটকাও এইখানে উঠিতেছে যে, দেশ কেন তাঁহাদের সাহায্য করিল না? এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপ্লববাদ জনসাধারণের হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই! দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতাবাদের মর্মও বুঝে নাই এবং তদনুযায়ী কর্মের সহিত সহানুভূতি দেখায় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ লিখিয়াছেন, "বিপ্লববাদীরা কোথাও বড় সহানুভূতি পায় নাই" এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সান্যাল লিখিয়াছেন, "ভারতের বিপ্লবদল ভারতবাসীর নিকট চির-উপেক্ষিত হইয়াছে! এই উপেক্ষা ভারতীয় বিপ্লবদলের বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মত নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষণ করিত। এত অবজ্ঞা তাঁহারা আর কাহারও নিকট হইতে পান নাই"। এই উভয় উক্তিই ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। যতদূর জানি ও শুনিয়াছি, পৃথিবীর প্রপীড়িত জাতিদের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াসীরা সাধারণের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছে। যে দেশের জনসাধারণ এই প্রয়াসে সাহায্য না করে, সে দেশে মুক্তিরও উপায় হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে জাতি-কর্ম-বিভাগ রীতি বর্তমান বলিয়া রাজনীতি যেন এক প্রকার কর্ম-বিভাগ এবং ইহা একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্তব্যে পরিণত হইয়াছে! ইহার মধ্যে বিপ্লব পন্থা আরও অস্পৃশ্য ব্যাপার। রাজনীতিক্ষেত্রে ছুঁৎমার্গের দলের ছুঁৎছাতের মধ্যে আসিয়া পড়ে! এইজন্যই সমাজ ইহাদের সহানুভূতি দেখায় নাই।

আসল কথা এই, আমাদের দেশ মনুষ্যত্ব হিসাবে যত অধঃপতিত, পৃথিবীর সভ্যপদ বাচ্য কোন দেশে এই প্রকার হয় নাই। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা যত মনুষ্যত্ববিহীন হইয়াছে অন্যান্য দেশ তদ্রূপ হয় নাই। ভারতের জনসাধারণ কখনও স্বাধীনতা ভোগ করে নাই, কাজেই তাহারা স্বাধীনতার নামে কিরূপে অকস্মাৎ চেতনাশক্তি প্রদর্শন করিবে! হিন্দু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গোলাম। তাহার জীবনের সর্বদিকই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কি প্রকারে সে স্বাধীনতার মর্ম আস্বাদন করিবে? তৎপরে হিন্দুর জীবন কর্ম বিভাগ জনিত জাতিভেদ দ্বারা কঠোরভাবে বিভক্ত।

এক শ্রেণীর বা বিভাগের বা জাতির লোক তাহার গণ্ডীর বাহিরের লোকের সহিত সাদৃশ্য দেখে না বা সতার্থতা উপলব্ধিই করে না বা তাহার এক জাতীয়ত্বের ধারণা নাই। এইজন্যই সাধারণের মনের ভাব, "বিপ্লববাদ ওই যুবকেরা জানে আর পুলিশ জানে, যাহার যাহা কর্ম সেই তাহা জানে"। তাহার পর, স্বীয় সর্বনাশের ভয় আছে। এইজন্যই বিপ্লবপন্থীদের প্রতি জনসাধারণ সহানুভূতি দেখায় নাই। // তবে অনেক মুরব্বিরা অন্তরালে বলিতেন, "ছোকরারা করিয়াছিল বেশ তবে শেষ রাখিতে পারিল না"। // কিন্তু এই পরোক্ষ-সহানুভূতিতে দেশে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার হয় নাই। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং জনসাধারণ নানা কারণে স্বাধীনতা পন্থায় আসিতে পারেন নাই বা পারেন না বলিয়াই বিপ্লববাদ সমাজের মধ্যে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ,—বিপ্লব পন্থা গুপ্ত-সমিতিতে আবদ্ধ। জনসাধারণ বা গণসংঘকে কখন কেহ স্বাধীনতার বার্তা দেয় নাই। কেহ কখনও তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয় নাই। এইজন্যই তাহারাও বিপ্লববাদের চেষ্টায় নির্গুণ অবস্থায় ছিল।

মনুষ্য সমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের স্বার্থও বিভিন্ন এবং এই বিভিন্ন স্বার্থের দর্পণে তাহারা জগৎকে দেখে। এইজন্য "জাতীয়তা" কথাটার আজ এত কদর্থ হইয়াছে! //আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, রাজরাজড়ার দলের স্বার্থ আজ ভারতের স্বাধীনতার দিকে নয়; কারণ তাহারা জানিতে চায় স্বাধীন-ভারতে তাহাদের স্থান কোথায় হইবে? বুরজোয়া শ্রেণীর ভারতের স্বাধীনতাতে স্বার্থ আছে। তবে এই শ্রেণীর লোক কখন সিপাহী হইয়া লড়াই করে না বা আত্মত্যাগও করে না; তাহারা মনে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে নিজেদের বনিয়াদি স্বার্থ হানি করিতে রাজী নয়। যদি বৈপ্লবিকেরা 'কৃতকার্য হইতেন তাহা হইলে সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে আসিতেন।

কিন্তু ভারতীয় বুরজোয়াশ্রেণী বিনা ক্লেশে ও ত্যাগে স্বাধীনতা পাইতে চান, কাজেই তাহারা রাজভক্তির রাজনীতিক চাল চালিলেন, আশা যুদ্ধাবসানে "স্বরাজ" মিলিবে ! বাকী রহিল গণশ্রেণী। তাঁহারাও বৈপ্লবিকদের কর্মে সহায়তা করেন নাই। কারণ অতি সোজা কথায় পাওয়া যায়; বৈপ্লবিকেরা তাঁহাদের কখনও চান নাই। বৈপ্লবিকেরা চিরকাল বাবুর দলকেই ভজাইয়াছেন। গণশ্রেণী অর্থাৎ তথাকথিত কুলি, মজুর, চাষার দলকে বাবু বৈপ্লবিকেরা কখনও ডাকেন নাই, কখন চানও নাই। অতএব তাঁহারাও আসেন নাই। এইজন্যই বাবু বৈপ্লবিকেরা যখন "অন্তরীণ" হইলেন তখন অন্ততঃ বঙ্গে সবই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আর পঞ্জাবের গদর দলের লোক, যাঁহারা ভারতীয় বিপ্লব-পন্থার একমাত্র গণশ্রেণীর লোক, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অব্যবহিত পরেই "অন্তরীণ" হইতে লাগিলেন! তাঁহারা যদি বাহিরে মুক্ত থাকিতেন তবে হয়ত চাষা ভুষাদের ডাকিতে পারিতেন, কিন্তু এই বিষয়ে বিধি বিমুখ হইল! পঞ্জাবের এই গদর দল গণশ্রেণীর লোক বলিয়াই গভর্ণমেণ্টকে বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ইহাই হইল ১৯১৫ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব-চেষ্টার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। বাহির হইতে অস্ত্রাদি আসিতে পারে নাই বলিয়াই বিপ্লব চেষ্টা নিষ্ফল হইল, ইহা ঐতিহাসিক কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সমাজ-তত্ত্বিক কারণ নহে। আসল কারণ, দেশের জনসাধারণ এই বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিল, বিপ্লব-চেষ্টা তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছিল। দেশের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের অনেকে এতদিন তরুণ যুবকদের পশ্চাৎ হইতে "তুক্ক" মারিয়া উসকাইয়া কার্যে আগাইয়া দিতেন; কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা উল্টা সুর গাহিতে লাগিলেন! দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, শ্রদ্ধেয় ৺লোকমান্য তিলক, জনসাধারণের উপর তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে তিনি গভর্ণমেণ্টের সুরে সুর দিলেন। বার্লিন কমিটি তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করেন

নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি লণ্ডনে আসেন তখন জনকতক লোক তাঁহার সঙ্গে উক্তস্থানে সাক্ষাৎ করেন ও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলেন, "তিলক মহারাজ, কমিটি বলিতেছেন এক্ষণে কাজ খুব জোরে চালান"। তিনি উত্তরে বলেন, "দেখ কমিটির প্রেরিত লোক আমার কাছে আসিয়াছিল, বার্লিনের কে কোথায় আছে, তাহাদের বল ইহাই এখন সময়, কারণ "Strike the iron while it is hot"। পর বৎসর মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক শ্রীখানখোজে ছদ্মবেশে ইরাণ হইতে ভারতে গিয়া বন্ধুর মারফৎ তাঁহার সহিত খবরাখবর করে। তিনি বলেন, "এক্ষণে রুষে গিয়া অস্ত্রাদি সাহায্য প্রার্থনার চেষ্টা কর"! আবার কংগ্রেসের কোন বড় পাণ্ডার কাছ হইতে শুনিয়াছি, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিলক মহারাজ নাকি বলিতেন, যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ যে এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি যদি পূর্বে জানিতেন তাহা হইলে কখনও তিনি ও চাল চালিতেন না। ইহাকেই বলে "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"! কাজের বেলায় নেতারা সরিয়া পড়িলেন, কেবল মারা গেল মুষ্টিমেয় ছাত্র ও মজুর বৈপ্লবিকের দল।

যুদ্ধাবসানে স্বায়ত্ব-শাসন মিলিল না বলিয়া ক্ষোভে ও অভিমানে বুরজোয়ার দল "অসহযোগী আন্দোলন" করিতে লাগিলেন, কারণ হঠাৎ তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন যে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট একটা "শয়তান গভর্ণমেণ্ট"।

// এইজন্যই বলি ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে বুরজোয়ারা আসিবেন না। তাঁহারা "আধ্যাত্মিক স্বরাজ","দায়ীত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট","হোমরুল" প্রভৃতির দাবী করিবেন, কিন্তু স্বাধীনতার দাবী করিবেন না। কারণ তাহার জন্য যে কাঠ-খড় দরকার তাহা তাঁহারা জোগাইবেন না। আর আজ যে ইংরেজ স্ব-শ্রেণীর সহিত "আত্মকলহ" ঘোষণা করিয়াছেন তাহা একদিন আপোষে মিটাইবেন। এইজন্যই তাঁহাদের রাজনীতিক আদর্শ হইতেছে

"গোলটেবিল বৈঠক" ! একটা গোলটেবিলের চারিদিকে ইংরেজী বুরজোয়াতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সহিত উপবেশন করিয়া প্রাণ মন খুলিঁয়া কথাবার্তা কহিয়া ভারতের ধন-সম্পত্তির উপর উভয় দলের সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারার বন্দোবস্ত করাই হইতেছে আমাদের দেশীয় বুরজোয়া-শ্রেণীর গন্তব্য। যে সবের সমবায়ে কোন দেশে একটা বিপ্লব হয়, তাহার অনেক দ্রব্যের অভাবেই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। ভারতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বুরজোয়াশ্রেণী সমাজে আজ ক্ষমতাশালী ও নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বৈপ্লবিক নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এককালে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পাণ্ডাগিরি করিতেন তাঁহারা আজ "মডারেটদল" "অসহযোগী আন্দোলনকারী", "রক্তহীন বিপ্লবদল" প্রভৃতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন ! আর বুরজোয়া শ্রেণীর শুদ্ধ মুষ্টিমেয় তরুণ যুবকের দল বৈপ্লবিক হইয়া কতদিক ঠেকাইবে ; অতএব উদ্যম বিফল হইল।

ভারতের রাজনীতিতে গণশ্রেণী পূর্বে কখনও আসে নাই। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে তাহারা সাড়া দিয়াছিল, এবং আন্দোলনে যে দেশশুদ্ধ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা গণশ্রেণীর জাগরণের ফলে। কিন্তু গণশ্রেণীকে তাহাদের অধিকার গ্রহণের জন্য ডাকা হয় নাই, তাহাদের ধর্মের নামে আহ্বান করা হইয়াছিল। ধর্মপ্রবণ ভারতীয় গণসমূহের ধর্মান্ধতায় উত্তেজিত করা হইয়াছিল। তাহাদের নির্দিষ্ট দিনে স্বরাজের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সকলেই ভাবিল "হাতে মাকাল ফল" পাইলাম। এই লোকদের মনুষ্যের অধিকারসমূহ প্রত্যর্পণের আশ্বাস না দিয়া, স্বরাজে তাহাদের কি উন্নতি ও কোন স্থান নির্দিষ্ট হইবে তাহা না বলিয়া, সমাজে তাহাদের ন্যায্য দাবী পূরণের অঙ্গীকার না করিয়া, বুরজোয়া দল গণশ্রেণীর কেবল ধর্মান্ধতা ক্ষেপাইয়া বিদেশী আমলাদের শাসন ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন ! যত প্রকারে পারেন অজ্ঞ লোকদের ক্ষেপাইয়া দেশী আমলাতন্ত্র বিদেশী-আমলাতন্ত্রের হাত হইতে

শাসন যন্ত্রটা কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। এই উপায়কে Sadistic method বলে। নিরক্ষর প্রাচ্যদেশের গণসমূহের মধ্যে ইহার কার্যকারিতা কিছুক্ষণের জন্য প্রকট হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে ও ভবিষ্যতে বিষম অবসাদ আসে। জেহাদের নামে মুসলমান জাতি সাড়া দেয় নাই; আর ভারতে রাজনীতির নামে ধর্মের উৎপাতের ঢাক ঢোল আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে। এই ধর্মান্ধতার দ্বারা রাজনীতিক কার্য উদ্ধার করার বিষময় ফল সমাজ আজ বিশেষভাবে ভোগ করিতেছে। অন্যপক্ষে ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকিস্তানরূপ দাবী পরে উদ্ভব হয়।

হুজুগে জাতীয় মুক্তি সাধন হয় না। নানাপ্রকার সমাজতত্ত্বীয় ও অর্থনীতিক কারণসমূহের সমবায়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহারই উপযুক্ত পরিচালনায় মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। আমাদের বুঝা উচিত যে, ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনকে সমাজ ও অর্থনীতিক বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চেঁচাইলে স্বাধীনতা আসে না। বিপ্লব বলিয়া ঢাক ঢোল পিটাইলেই বিপ্লব আসে না! মহাত্মা লেনিন সত্য কথাই বলিয়াছেন যে, বিপ্লবকে সৃষ্টি করিতে হয় না—বিপ্লব আপনি আসে। হিন্দু বাস্তব চিন্তা করিতে পারে না, সবই জটিল ও অস্পষ্টরূপে ভাবে করে। বিপ্লববাদ অথবা স্বাধীনতাম তবাদ এই দোষে দুষ্ট, এইজন্যই কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিশ বৎসর পূর্বে বৈপ্লবিকদের সম্মুখে যে সমস্যার উদয় হইয়াছিল আজও তাহাই বর্তমান আছে!

বঙ্গপ্রদেশে এবং নিখিল ভারতের বিপ্লব পন্থার রোমান্টিক যুগের অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর রোমান্সের প্রতি ছত্রের তালে তালে বঙ্গের তরুণ যুবক আর নাচিয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিবে না। তাঁহারা অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য উপলব্ধি করিবেন যে, পুরাতনের কাল গিয়াছে। রাস্তায় ব্যারিকেড্ ফাইট, বোমা, গুপ্ত-সমিতি, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি দ্বারা বিপ্লব করিবার যুগ জগত হইতে চলিয়া গিয়াছে! ভারতে এবং বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশের রাজনীতিক

ক্রমবিকাশের পর্যায়ে গুপ্ত-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার প্রয়োজনীয়তা তৎকালে ছিল, কারণ মানব প্রকাশ্যে কর্ম করিতে বাধা পাইলে গোপনে তাহা সম্পন্ন করে ; কিন্তু আজ গুপ্ত-সমিতি পন্থার বাহিরে দেশে সহস্র সহস্র লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাতে বিশ্বাস করেন। আজ তরুণ যুবকের কার্য হইতেছে সকলকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করা। প্রভূততম লোকের প্রচুরতম উপকার করাই মানবের লক্ষ্য। সেই-জন্যই পুরাতন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্যে সাধারণের মধ্যে কর্ম করিতে হইবে।

১৮৫৭ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পরিণামে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতীয় রাজনীতিক কেন্দ্র সামন্ত-তন্ত্র হইতে সরিয়া ক্রমশঃ 'বাম দিকে' যাইতেছে অর্থাৎ ক্রমশঃ নির্ধন-শ্রেণীর দিকে যাইতেছে! ইহা বেশ প্রত্যক্ষ করা যায় যে, গণশ্রেণীর হস্তে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে! তাহারা সমাজে অন্ততঃ শত করা ৯০—৯৫ জন। বেশীরভাগ ভারতবাসী বলিতে এই গণশ্রেণীকেই বুঝায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রমজীবিরাই স্বাধীনতাপন্থার প্রকৃত পাত্র। আজ তরুণ যুবকদের কর্তব্য তাহাদের মধ্যে কর্ম করা। সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের শ্রেণীজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা! ভারতের এই সময়কার স্বাধীনতাপন্থার ইতিহাসের সহিত রুষের সৌসাদৃশ্য আছে! নেপোলিয়ণীয় যুদ্ধের সময়ে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন আক্রমণকারী রুষসৈন্য ফ্রান্সে যায়, তৎকালে ফরাশীদের সংশ্রবে আসিয়া অনেক রুষ অফিসার সাম্যবাদাবলম্বী হন এবং তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহাই রুষে জারের বিপক্ষে সর্বপ্রথম আন্দোলন। তৎপরে ইহা গুপ্ত-সমিতিতে পরিণত হয় এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ধরা পড়ে। ইহার নাম 'ডিসেম্বর রিভলিউসন্' (December revolution); বিখ্যাত লেখক ডসটোয়স্কি ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন। সেই সময় হইতে রুষীয় ছাত্রদল ক্রমাগতই গুপ্ত-সমিতি করিত ও পুলিশ তাহা ভাঙ্গিয়া দিত।

শেষে তাহাদের জ্ঞান আসিল যে, কেবল ছাত্র ও বাবু ভজিয়ে বিপ্লব হয় না। রুষ কৃষক প্রধান দেশ, তাহাদের মুজিকদের (কৃষকদের) স্বীয় দলভুক্ত করিতে হইবে। তখন এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্রের দল কৃষকদের মধ্যে প্রচারে যাইল। কিন্তু মুজিকেরা তাহাদের কথা শুনিল না। কারণ তাহারা মুজিকদের কাছে কৃষকের মনোভাব লইয়া যায় নাই। তাহারা ভারতে যে প্রকারে আজকাল বাবুর দল শ্রমজীবিদের মুরুব্বিচালে পিঠ চাপড়ান, তদ্রূপ কৃষকদের কাছে সহুরে বাবুর চালে মুরুব্বিয়ানা করিত! শেষে ঠেকিয়া শিখিয়া চাষার মন লইয়া হাজার হাজার যুবক আবার মুজিকদের মধ্যে কার্য করিতে গেল। সেইবারে তাহারা কৃষকদের বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিল। পরে এই কর্মের ছায়ায় যে সব দল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারা কিন্তু বিপ্লবের বেলায় কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কারণ বাস্তব রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাহারা কৃষকের দাবী দাওয়া ভুলিয়া গেল। ফলে, লেনিনের অধীনে শ্রমজীবিদল এই অব্যবস্থিত আদর্শের দলকে ঠেলিয়া শাসনযন্ত্র কাড়িয়া লইল!

বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীনতাবাদীদের সম্মুখে এক প্রশ্ন আসিয়াছে, তাঁহারা কি পুরাতন গৎ গাহিবেন অথবা এক নূতন আদর্শে কার্য করিবেন? অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গে বিপ্লববাদ তরুণ যুবকদের সামাজিক উত্তরাধিকার (Social heredity) হইয়াছে। এই ভাব ধ্বংস করিতে কেহ সক্ষম হইবে না। তৎপরে যতদিন রাজশক্তির সন্ত্রাসবাদ থাকিবে ততদিন বিক্ষুব্ধ ও প্রপীড়িত প্রজাশক্তি হইতেও প্রত্যুত্তরে সন্ত্রাসবাদই অনিবার্য।

কিন্তু কথা হইতেছে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস হইতে আমরা কি কিছু শিক্ষা লাভ করিব না? ভারতের রাজনীতির আদর্শ—স্বাধীনতা। তাহা কে না চায়? কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য প্রদান করিতে হয়; এই অভিলষিত বস্তুকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে হইবে ইহাই হইতেছে আমাদের সমস্যা। এই আকাঙ্খাপূর্ণ করিতে হইলে আমাদের নূতন

আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই পন্থানুযায়ী কর্ম করিতে হইবে। ভারতের মুক্তি চেষ্টার শেষ আশ্রয় ভারতের গণশ্রেণী। আজ আমাদের কর্তব্য তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা! ভারতের এই নির্বাক, নিরক্ষর, শোষিত, প্রপীড়িত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের জাগাইতে হইবে। তাহাদের অধিকারের কথা বলিতে হইবে, তাহাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক দাবী পূরণ করিতে হইবে, তাহাদের শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধিত করিতে হইবে, বুঝাইতে হইবে যে, স্বরাজ তাহাদেরই জন্য।

গণশ্রেণী বাবুদের জন্য প্রাণ দিবে না। ধর্মের ক্ষেপামিও চিরকাল থাকিবে না। গণশ্রেণীর সহানুভূতি পাইতে হইলে তাহাদের স্বার্থ দেখিতে হইবে। ভারতের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীসমূহ অতি প্রাচীনকাল হইতে মনুষ্যের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা গোলামীর অশেষ বন্ধনে নিবদ্ধ; তাহার ফলে, 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' মনস্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে। //একতা বোধ কোথা হইতে আসিবে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে, যাহার মূলমন্ত্র, "বারো হিন্দু তেরো চুল্লা"! যে সমাজে দুইটা লোকের একসঙ্গে মিলিবার স্থান নাই, তথায় এক-জাতীয়ত্ববোধ কোথা হইতে আসিবে?//

ভারতের স্বাধীনতাবাদের অর্থ ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া, আর তাহাকে কোন প্রকারে জাহাজে চাপাইয়া দেওয়া! কিন্তু এই অর্থ ভুলিয়া যাইতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর সমস্যা হইতেছে, শোষক ও শোষিতের ঝগড়ার মিমাংসা করা। ভারতের বেশীরভাগ লোক শোষিত; ইংরেজ বুরজোয়ারা তাহাদের শোষণ করে। এই শোষণ কার্যে দেশীয় অভিজাত ও বুরজোয়া শ্রেণীরাও ক্রমশঃ মিলিবে; এই শোষণের জাল ছিন্ন করিয়া কি প্রকারে ভারতবাসীর মুক্তি হইবে, ইহাই আমাদের সমস্যা।

সর্বপ্রকারের অধীনতার মূল এক, আকার বিভিন্ন মাত্র। আমাদের কেবল একপ্রকার অধীনতার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেই চলিবে না।

ভারতের স্বাধীনতা চেষ্টার জের অর্থনীতিক বিপ্লবে যাইয়া মিটিবে। যতদিন ভারতীয় সমাজ অর্থনীতিক সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন সমাজে প্রকৃত সাম্যতাও আসিবে না; ভারতীয় সমাজ সাম্যতার অভাবেই চিরকাল ভুগিতেছে এবং এইজন্যই ভারত চিরপরাধীন। তরুণ ভারতের এই রোগ নিরাকরণেরই চেষ্টা করা উচিত। বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিপক্ষে বিবাদ করিয়া দেশী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলে এই রোগের নিরাকরণ হইবে না। ধর্মের দ্বারা সমাজে সাম্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সমাজে সাম্যতা স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু অর্থনীতিক সাম্যতার অভাবে তাহাদের মধ্যেও অসাম্যতা ও অসামঞ্জস্য আসিয়াছে। সেইজন্যই জগতে আজ রব উঠিয়াছে অর্থনীতিক সাম্যবাদের দ্বারা সমাজে সাম্যতা আনয়ন করিতে হইবে। ইংলণ্ডের ফেবিয়ান সিডনি ওয়েব হইতে বলশেভিক লেনিন পর্যন্ত এই নূতন আদর্শেরই কথা বলিয়াছেন।

আমাদের বিশেষতঃ হিন্দুর সমবায় শক্তি ও সমষ্টিভাবের অত্যন্ত অভাব। হিন্দুর কোন কালেই এই শক্তি নাই। তাহার ফলে সে সংখ্যায় বেশী হইলেও চিরকাল সংহত শক্তির নিকট পরাজিত। আর মুসলমান সমাজ সাম্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমানে অর্থনীতিক কারণসমূহের ফলে তাহার মধ্যেও অসাম্যতা ও অসামঞ্জস্য আসিয়াছে। মুসলমান গণশ্রেণী ধনীদের দ্বারা পদদলিত হইতেছে।

হিন্দুরা চিরকালই আত্মকলহ করিয়া মরিয়াছে এবং তাহার নিবারণেও কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। এইসব কারণে হিন্দুস্থান ক্রমশঃ অহিন্দু-প্রধান স্থান হইতে চলিতেছে! হিন্দুর এই রোগের ঔষধ হয় নাই। এমন কি বৈপ্লবিকেরা যাঁহারা দেশবাসীকে স্বাধীন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা নাকি মরণের পথেও দলাদলি করিয়াছিলেন। এইজন্যই আমাদের সর্বপ্রকার ভারতবাসীর সমবায় শক্তির সাধন করিতে হইবে। সমাজেতে সমষ্টিবাদ আনিতে হইবে। সমাজে নানাপ্রকার

সমবায় অনুষ্ঠানের দ্বারা সংহত শক্তি অর্জন করিতে হইবে।

ধর্ম দিয়া লোক ক্ষেপাইয়া ভারতের মুক্তি লাভ হইবে না, বরং তাহার অবসাদের পরিণাম অতি ভীষণ হইবে। বর্তমানে তাহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে ; পাকিস্তানই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত!

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব চেষ্টার নিষ্ফলতার ফলেই এই ধর্মবাতিকতারূপ অবসাদ আসিয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যদি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সঙ্গীরা বা পঞ্জাবের গদর দলের লোক অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ভারতের এক টুকরা জমি সশস্ত্রে দখল করিতে পারিতেন, তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে এত অবসাদ আসিত না এবং স্বরাজ লাভের নামে ধর্মের উৎপাত হইত না! অধঃপতিত জাতিরা যখন নিজেদের শৃঙ্খল বন্ধনের কোন উপায় দেখিতে পায় না তখন ধর্মের নামের মোহতে নিজেদের প্রবঞ্চনা করে। যেমন প্রাচীনকালের ইহুদি জাতি ও গ্রীসের ষ্টোয়িকরা ও তৎপরবর্তী খৃষ্টানেরা ইত্যাদি। ইহা কোন জাতির শক্তির পরিচায়ক নহে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রপ্রতাপকে মহাত্মা লেনিন বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে টলষ্টয় প্রভৃতিরা ধর্ম প্রচার করিয়া লোকমুক্তির চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল কিছুই হয় নাই। ভারতে ফিরিয়া গিয়া শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচার কর, মুক্তির রাস্তা পরিষ্কার হইবে"। কথাটা ঠিক! ভারতের বেশীরভাগ লোক যাহাদের গণশ্রেণী বলে, তাহাদের সংহত শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতি পদে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে সমাজে যে শক্তি সৃষ্টি ও সঞ্চিত হইবে, তাহাতেই ভারতের মুক্তির পথ পরিষ্কার হইবে!

বিপ্লব বলিয়া চাৎকার করিলেই দেশের স্বাধীন হইবার রাস্তা পরিষ্কার হয় না। বিপ্লবকে নিজের মনে উপলব্ধি করিতে হইবে। অগ্রে চিন্তা-ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে হইবে, তবে সমাজে ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব উপলব্ধি হইবে। ভারতে স্বাধীনতাবাদের পুরাতন আদর্শ পরিবর্তনের প্রয়োজন। স্বাধীনতাবাদকে হিন্দু-গোঁড়ামি ও প্যান-ইসলামিসমের গণ্ডীর

বাহিরে লইতে হইবে। আজ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রয়োজন। সর্বদেশেই জাতীয় উত্থানের পূর্বে এক প্রখর চিন্তার বিপ্লব ঘটিয়াছে। ভাবরাজ্যে ঘোর পরিবর্তন হইয়াছে। মনের এই পরিবর্তনের শেষ জের রাজনীতিতে আবির্ভূত হইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতাপন্থার কোন একটা দর্শন শাস্ত্র নাই, একটা স্বাধীন চিন্তা নাই, আছে কেবল বুলি "ধর আর মার"। আমাদের আশু কর্তব্য হইতেছে, নূতন ভারত গড়িতে হইলে নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে; নূতন চিন্তাস্রোত বহাইতে হইবে।

অবশ্য আদর্শ লইয়া মতভেদ ও দলাদলি হইবে, কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী। বরং ইহাতে মত ও চিন্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করিবে। আমাদের চাই বাস্তব চিন্তা। কি চাই, কেন চাই, কাহার জন্য চাই এই সমস্যার নিরাকরণ করিয়া কার্য করিতে হইবে। যাঁহারা নানাপ্রকারে দেশের লোককে ক্ষেপাইয়া কোন রকমে ইংরেজকে জাহাজে চড়াইয়া দিতে চান তাঁহারাই জানেন কি প্রকারে তাহা করিতে হয়! কিন্তু যাঁহারা ভারতের জনসাধারণের মুক্তি চান, তাঁহাদের নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। আজ জগতের শ্রমজীবি সম্প্রদায় পূর্ব মহাদেশের গণশ্রেণীর চিন্তা ও কার্যের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, প্রাচ্যের গণশ্রেণীর মুক্তি হইলে তবে পাশ্চাত্যের গণসমূহের মুক্তির ভরসা হইবে। সেইজন্যই আজ পৃথিবীর শ্রকজীবিশ্রেণী এক বন্ধুতাসূত্রে গ্রথিত হইতে চায়।

ভারতের উত্থানের জন্য গণশ্রেণীকে জাগরিত করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। চিন্তাশীল রাজনীতিকদের একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু একদিকে গভর্ণমেন্টের সোভিয়েট ভীতি আর অন্যদিকে এ্যাংলো-আমেরিকান ভীতি ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর মধ্যে সত্য প্রকাশ পাইতে অশক্ত হইতেছে! তথাপি সাধারণের সম্মুখে সত্য কথা বলিতে হইবে। ভারতের নবীন যুবকদেরই এই নূতন বাণীর দূত হইতে হইবে। তাঁহাদের

সম্মুখে এই কার্য রহিয়াছে। নূতন ভাবে মাতোয়ারা হইবার তাঁহারাই অধিকারী, কিন্তু তাঁহাদের de-classed অর্থাৎ শ্রেণীচ্যুত হইতে হইবে। গণশ্রেণীর কাছে পিঠ চাপড়াইয়া মুরুব্বিয়ানা করিলে তাহারা কথা শুনিবে না। তাহাদের সঙ্গে কার্য করিতে হইলে তাহাদের চিন্তা প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব ছাড়িতে হইবে, অর্থাৎ সকলেরই বাল্যকাল হইতে কি প্রকারে নাম হয় ও কি প্রকারে একটা বড় "নেতা" হইতে পারি, এই যে মনের ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গভাষী যুবকদের ইহাই বিশেষ দোষ।

ভারতবাসীর মুক্তি তাহার নিজের উপর নির্ভর করে। বিদেশীরা কখন ভারতবাসীকে মুক্ত করিবে না। কাবুল হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার উপর দিয়া একটা ঋজু রেখা যদি টোকিও পর্যন্ত টানা যায়, তাহার মধ্যে যত বিশিষ্ট দেশ আছে তাহাদের সকলকারই কাছে বৈপ্লবিকেরা তাঁহাদের কর্মে সাহায্য পাইবার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়াছেন ; কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। এ মায়া মরীচিকায় আর ঘুরা কেন ? আত্মশক্তির উপর নিভর করা হইতেছে একমাত্র উপায়।

দেশের পদদলিত লোকদের উন্নতিকল্পে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে ! নানাপ্রকারের সমবায় সমিতি চারিদিকে স্থাপন করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতি করিতে হইবে। কৃষকদের জমির সমস্যা মিটাইতে হইবে। গণশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার দাবী করিবার জন্য তাঁহাদের রাজনীতিক দলবদ্ধ করিতে হইবে ও তাঁহাদের সাম্যতার আদর্শ দিতে হইবে। তাঁহাদের অনুভব করাইতে হইবে যে স্বরাজ তাঁহাদেরই জন্য ! তখন তাঁহারা স্বরাজের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবেন এবং মুক্তিও তৎসঙ্গে নিকটবর্তী হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতীয় পর্যবেক্ষণ

সমগ্র ভারতের বিপ্লব কর্মের উপর দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, আর্যাবর্তেই বিপ্লবান্দোলন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের আন্দোলন বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে।

পঞ্জাবের কর্মের বিবরণ

পঞ্জাবের আম্বালাস্থিত হরিচরণবাবুর সহকর্মীরা ক্ষেত্রী-বংশীয় ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দুঃখ করিয়া লেখককে বলেন, "সব কর্মীই ম'রে গিয়েছে, আমি এখন একা"! পুনঃ দুইজন গতায়ু কর্মীর নামোল্লেখ-কালে তিনি বলেন, "তাহারা বীর ছিল"। ইঁহার দুইজন বয়স্ক শিষ্য লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসে কার্য করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহার কারণ তাঁহারা বলিলেন যে, অনেক কংগ্রেস নেতার চরিত্রে তাঁহারা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন! আম্বালার কংগ্রেস নেতা লালা দুনিচাঁদ তরুণাবস্থায় হরিচরণবাবুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহা তিনি স্বয়ং লেখককে বলেন।

অনুমান হয় যে, পঞ্জাবের বৈপ্লবিক নেতা সুফী অম্বাপ্রসাদের সহিত হরিচরণবাবুর যোগাযোগ ছিল। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী লেখককে আমেরি-কাতে বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা হইতে পলাইয়া তিনি হরিচরণবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্দার অজিত সিংহ সেখানে রাত্রিকালে আসিতেন। হরিচরণবাবুর দলই চন্দ্রকান্তকে গোপনে বোম্বাইতে জাহাজে উঠাইয়া দেন এবং আমেরিকাতেও কয়েকবার অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু ঠিকানার গোলমাল বশতঃ সেই টাকা পোষ্ট অফিসেই মারা যাইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সুফী তাঁহার কয়েকজন শিষ্য এবং অজিত সিংহ সমেত ইরাণে পলাইয়া যান। সেখানে যুদ্ধের সময় ইংরেজ তাঁহাকে ফাঁসি দেয়।

এই বৈপ্লবিক দলে ছিলেন পেশোয়ারের আমীন চাঁদ এবং কবি

'ফলক'। আমীন চাঁদ গাড়ী চড়িয়া পাঠানদের এলাকায় যাইয়া বৈপ্লবিক হ্যাণ্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ করিতেন। তিনি একবার জেলে নিক্ষিপ্ত হন। 'ফলক' কবি ছিলেন। তিনি জাতীয় কবিতা লিখিতেন। তরুণ পিণ্ডিদাসও এই দলে ছিলেন। ইহাছাড়া লালা গিরিধারীলাল, জহুরীজি, ডাঃ খানচাঁদ বর্মাও এই দলে ছিলেন। বোধ হয় ভাই পরমানন্দের সহিত ইঁহাদের যোগ ছিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখক যখন লাহোরে যান তখন ইঁহারা কংগ্রেসের স্বরাজ পার্টির দলের সভ্য। ইঁহারা লেখককে সংবর্ধনা করেন এবং এক ভোজ প্রদান করেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হরিচরণবাবু কলিকাতায় আসিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুগান্তর অফিসে আমাদের বলিয়াছিলেন, "লালা লাজপৎ রায়কে সম্মুখীন করিয়া আমরা কার্য করিতেছি"। ঐ সময়ে পঞ্জাবের একস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁহারা সদল বলে সেখানে কার্য করিতে যান। ইহার পর 'যুগান্তরের' অর্থাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া হরিচরণবাবু বলেন যে, তাঁহাদের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সব টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। সুরাট কংগ্রেসে বিবাদকালে হরিচরণবাবু গরম দলের সঙ্গে থাকেন, যদিও লালাজী নরম দলের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন নাই। এই সময়ে ভারতের সর্বত্রই বৈপ্লবিক কর্মীদের চরিত্র অতি উচ্চসুরে বাঁধা ছিল ; এইজন্যই তাঁহাদের পরের যুগের রাজনীতিক কর্মীদের সহিত খাপ খাইত না।

গদর আন্দোলনের ফলে, শিখ গণশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে একদল অতি উত্তপ্ত মস্তিকের লোক, "বাব্বার আকালী" নাম ধারণ করিয়া গোয়েন্দা নিহত করিতে থাকে। ইহাদের লক্ষ করিয়াই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে মহম্মদ আলী জিন্না লেখকদের বলিয়াছিলেন, "দেখ বাব্বার আকালীরা কি করিতেছে, ঐ প্রকার কর্ম করা প্রয়োজন"। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গৌহাটি কংগ্রেসে মৌলানা মহম্মদ আলীর সহিত সাক্ষাৎকালে লেখক এই কথোপকথনের

কথা বলেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব উত্তর দেন, "হাঁ, জিন্না কিন্তু এই বাব্বার আকালীদের মামলার ব্রিফ্ (Brief) লইতে রাজী হন নাই; কারণ যে টাকা তিনি চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহারা দিতে অক্ষম ছিল"।

গাঙ্গেয় উপত্যকার বিবরণ

বাঙ্গলা, বিহার এবং সংযুক্ত-প্রদেশের (বর্তমান উত্তর-প্রদেশ) বৈপ্লবিক কর্মের বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রদেশদ্বয় বিষয়ে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

গুজরাটের বৈপ্লবিকদের কর্ম

গুজরাটের অভ্যন্তরে কিছু বৈপ্লবিক আন্দোলন হইয়াছিল কি না তাহা লেখকের অজ্ঞাত। প্যারিসে আমীনকে পাওয়া গিয়াছিল। হরদয়াল লেখককে একবার লেখেন, "আমীনের মৃত্যুতে আমরা একজন ভাল কর্মীকে হারাইয়াছি"। আমীন প্যারিসে রিভলবার তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিলেন। আমীনের দুইজন মাসতুতো ভাই, নায়ক ও দেশাই যুদ্ধের পূর্বে জার্মাণিতে কোন এক চায়ের কোম্পানীতে চাকরী করিতে ছিলেন। ইংরেজ প্রজা বলিয়া তাঁহারা অন্তরীণ হন। নায়ক কমিটির সহিত কর্ম করিতে ইচ্ছুক হন। সেইজন্য তিনি মুক্তি লাভ করিয়া কমিটি দ্বারা হৃষিকেশ লাট্টা, আমীন শর্মা প্রভৃতির সহিত তুর্কি ও ইরাণে প্রেরিত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা বার্লিনে ফিরিয়া আসেন।

প্যারিসের ভারতীয় ঔপনিবেশের মধ্যে গুজরাটের শ্রীরাণা, শ্রীবর্মা ও মাদাম কামাকে পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীরাণা গুজরাটের লিমড়ীর রাজবংশীয় ছিলেন। তিনি বিদেশে একজন জার্মাণ মহিলাকে বিবাহ করিয়া ব্যবসা করিতেছিলেন। যুদ্ধের সময় ইংরেজ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া রাণা সপরিবারে মার্টিনিক দ্বীপে নির্বাসিত হন। পথি মধ্যে তাঁহার মৃত হিন্দু স্ত্রীর গর্ভজাত চৌদ্দ বৎসরের পুত্র রণজিতের

মৃত্যু হয়। যুদ্ধের পরে লেখকেরা যখন পুনরায় কার্য চালু করিতেছিলেন, তখন লেখক তাঁহাকে পুনরায় কার্যে অবতরণ করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি বিপ্লববাদকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন এবং বলেন যে, তিনি "অহিংসাবাদী" হইয়াছেন। মাদাম কামাও নির্বাসিত হন। কিন্তু কার্লমার্ক্সের দৌহিত্র ব্যারিষ্টার লংগের (Longuet) উপরোধে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দক্ষিণে ভিসি (vichy) নামক স্থানের নিকট অন্তরীণ করিয়া রাখেন। বর্মাজী পঞ্জাবের লোক ছিলেন, তিনি সস্ত্রীক প্যারিসে বাস করেন এবং যুদ্ধকালে তাঁহার পুত্র পল্টনে ভর্তি হয়।

// ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল জেল হইতে বাহির হইলে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা (গুজরাটের লোক) তাঁহাকে প্যারিসে আমন্ত্রণ করেন এবং অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।// কিন্তু প্যারিসে উপস্থিত হইলে মতভেদের জন্য কৃষ্ণবর্মা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। লোকমুখে শুনিয়াছি, বিপিনচন্দ্র প্যারিসে উপনীত হইবার পূর্বেই কৃষ্ণবর্মাকে তার পাঠাইয়া দেন, "যদি ভগবান ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অমুক সময়ে আমি প্যারিসে উপনীত হইতেছি"। ইহাতে কৃষ্ণবর্মা চটিয়া ভারতীয়দের বলেন, "দেখ লোকটা এই তার পাঠিয়েছে, বলে ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, লোকটা ভগবান বিশ্বাস করে, (You see the fellow believes in God; he says if God willing I am coming) এইভাবে আমার টাকাগুলো নষ্ট করে ইত্যাদি"!// তারপর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্যারিসে উপনীত হইলে ভারতীয়-মণ্ডলী মধ্যে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যের নিন্দা করেন। ইহাতে কৃষ্ণবর্মা চটিয়া যান এবং বলেন, "তুমি শহীদদের নিন্দা কর?" ইহার ফলে কৃষ্ণবর্মা বিপিনচন্দ্রকে আর কোনও প্রকার অর্থ সাহায্য প্রদান করেন নাই! অবশেষে রাণা মহোদয় বিপিনচন্দ্রকে এক হাজার ফ্রাঙ্ক প্রদান করেন এবং তিনি লণ্ডনে চলিয়া যান। ইহার পর রাজনীতিক পলাতক চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্যারিসে উপনীত হন! পরে তিনি যখন আমেরিকায়

উপনীত হন তখন তাঁহার নিকট হইতে লেখক এই কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ও প্যারিসের কর্ম

লণ্ডনে যাইয়া বিপিনচন্দ্র একটি বাসা স্থাপন করেন এবং একটি কাগজও প্রকাশ করেন। সেই সময়ে প্রেমতোষ বসুর সঙ্গী বাসুদেব ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ সেখানে উপনীত হন। ইঁহারা এবং লণ্ডনস্থিত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপিনচন্দ্রের আশেপাশে ঘুরিতেন। তৎপর চন্দ্রকান্ত লণ্ডনে উপস্থিত হন এবং বিপিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভূপেন কোথায়"? তাহাতে তিনি চটিয়া বলেন, "দেখ সে কোথায়, আমেরিকায় খাটিয়া খাইতেছে; যদি ছোঁড়াদের না চিনিতাম তাহা হইলে আমি তাহাদের ইংরেজের চর বলিতাম; আমার সমস্ত কর্ম ইহারা পণ্ড করিয়া দিল"।* এই সময়ে লণ্ডনে সাভারকার সক্রিয় ছিলেন এবং একদল যুবক তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রিমূল আচারিয়া কোরগার-কার, মদনপাল ধিংড়া প্রভৃতি যুবকগণ তাঁহার সহিত কার্য করিতেন। মাদাম কামাও তাঁহাদের মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। ইণ্ডিয়া হাউস্ নামক একটি বাটীতে বক্তৃতা হইত। কামা একবার সেখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, "যে জাতীয় পতাকা আমি উড্ডান করিতেছি, সেই পতাকাতলেই শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল প্রাণত্যাগ করিয়াছে"। সাভারকার অনেককে তাঁহার "অভিনব ভারত সঙ্ঘের" গুপ্ত-সভ্য করিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লেখক যখন গুপ্তভাবে আমেরিকায় গিয়া মাইরণ ফেলেপস্ (Myron Phelps) স্থাপিত "ইণ্ডিয়া হাউসে" অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন লণ্ডন হইতে কোরগারকার আমেরিকা ভ্রমণার্থে তথায়

*এই ঘটনা লেখক চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর নিকট শুনিয়াছিলেন।

উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার সহিত লেখকের পরিচয় হয়। তিনি একটি যুবককে অভিনব ভারত সংঘের গুপ্ত-সভ্য করিয়া লন এবং লেখককে সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু লেখক বলেন, এইরূপ একটি দল যাহার মূল মহারাষ্ট্রে আছে, তাহার তিনি সভ্য। সেইজন্য তিনি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছেন।

সাভারকার যখন ধরা পড়িয়া ভারতে বিচারাধীন হন, তখন এই কোরগারকারই তাঁহার বিপক্ষে রাজসাক্ষী হন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহা লেখককে বার্লিনে জানান। তাঁহারা এই মামলার রিপোর্ট লণ্ডনে আনাইয়া পাঠ করেন। কোরগারকার চট্টোপাধ্যায়ের বিপক্ষেও সাক্ষী দিয়াছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ধিংড়া লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। ইঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া পার্শী ডাঃ লালকাকাও নিহত হন। ইহার ফলে লণ্ডনে সাভারকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতে আনয়ন করার জন্য সাভারকারকে কয়েদে রাখা হইলে বিপ্লবীরা জেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহার উপর এই ভার ছিল তিনি বলেন, গুণ্ডারা রাস্তায় তাহাকে আহত করিয়া অর্থ লুটিয়া লইয়াছিল। ফলে, সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর ভারতে আনীত হইবার কালে সাভারকার মারসাই বন্দরে পলাইয়া যান এবং রাজনীতিক বিপ্লবী বলিয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট আশ্রয় চাহেন। কিন্তু ফরাসী পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ পুলিশের হস্তে প্রত্যর্পণ করে। ইহার ফলে, যে আন্দোলন হয়, তাহাতে সাভারকারের মামলা হেগ ট্রাইবুনালে (Hague Tribunal) আনীত হয়। কিন্তু এই বিচারালয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রায় দেয়। ইহাতে ভারতে সাভারকারের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। পরে তিনি অন্তরীণ হইয়া স্বদেশে থাকিতেন।

এই ধরপাকড়ের সময়ে বীরেন্দ্রনাথ, রাও এবং ত্রিমূল আচারিয়া প্যারিস পলাইয়া আসেন। মাদাম কামা এবং কৃষ্ণবর্মা স্থায়ীভাবে

তথায় বসবাস করিতে থাকেন। এইস্থান হইতে যুবক বিপ্লবীরা 'তলওয়ার' নামক একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিতে থাকেন। তাহাতে মাদাম কামা দ্বারা সৃষ্ট জাতীয় পতাকার চিত্র থাকিত।* এই সময়ে কোন ভারতীয় ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ভারতীয় পুলিশ কর্তৃক তিনি নির্যাতিত হইতেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লেখক অনেকের কাছে এই গল্প শ্রবণ করিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল লণ্ডনে তাঁহার 'স্বরাজ' নামক পত্রিকাতে "বোমার উৎপত্তির কারণ" (Etiology of bomb) নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। ইহার বহু পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে এই প্রবন্ধের জন্য পুলিশ তাঁহাকে ধরে এবং ক্ষমা প্রার্থনা সত্ত্বেও তাঁহার এক মাসের জেল হয়।

প্যারিসে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের আশ্রয় গ্রহণ উপলক্ষে আমেরিকান সোসালিষ্ট নেতা মিলম্যান (Millman) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রুষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিউইয়র্কের সোসালিষ্ট কেন্দ্রে (Rand School of Social Science) এক বক্তৃতা দেন। তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "লণ্ডনে পৃথিবীর সর্বদেশের বৈপ্লবিকদের স্থান হইল, কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণবর্মার তথায় স্থান হয় নাই"। উপস্থিত দর্শকদের মধ্য হইতে কোন এক ভারতীয়ের প্রশ্নের উত্তরে মিলম্যান বলেন যে, প্যারিসে কৃষ্ণবর্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে প্যারিসের সোসালিষ্ট নেতা জয়রে (Jaures), কার্লমার্ক্সের দৌহিত্র লংগে প্রভৃতি অনেকে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের বন্ধু হইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই সাহায্যে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এক রুষ বিপ্লবীর নিকট হইতে বিস্ফোরণ অস্ত্র তৈয়ারী শিক্ষা করিয়া ছিলেন; আমীন রিভলবার প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রমথনাথ দত্ত নাম ও জাতি গোপন করিয়া ফরাসী বৈদেশিক পল্টনে (Legion d'

---

*এই পতাকার বিষয়ে লেখকের প্রণীত "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

etrangers) ভর্তি হইয়াছিলেন। বরোদার খাসিরাও যাদবও অস্ত্রাদি শিক্ষায় সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। আলীপুর মামলায় নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিহত হইলে, জয়রে তাঁহার সম্পাদিত "ল হিউম্যানিটে" (L' Humanite) নামক কাগজে লিখিয়াছিলেন, "ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা জেলের মধ্যে থাকিয়া যে প্রকারে আততায়ীকে হত্যা করিয়াছে, ইহা ইউরোপের বৈপ্লবিক ইতিহাসে ঘটে নাই"। তিনি তাঁহার পত্রিকায় সাভারকারের মামলার সময়ে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া লিখিতেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণবর্মা, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী এবং সাভারকারের নামে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কতকগুলি বৃত্তি প্রদান করেন। কয়েক ক্ষেপে ১৫০ ডলার দান দ্বারা বৃত্তি পূরণ করা হয়। আমেরিকায় লেখক, শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু (মেদিনীপুরের শহীদ সত্যেন্দ্র বসুর ভ্রাতা) ও শ্রীতারকনাথ দাস এই বৃত্তি পান। "গেলিক আমেরিকান" নামক আইরিশ জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভারতবন্ধু জর্জ ফ্রিম্যান ইহাদের জন্য কৃষ্ণবর্মার নিকট সুপারিশ করেন। এই সঙ্গে সংবাদপত্রে সাভারকারের কয়েদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য ফরাসী সোসালিষ্ট নেতা জয়রেকে তাঁহার নির্বাচনী খরচ দেন। ইংরেজ পুলিশের উৎপাতে কৃষ্ণবর্মা প্যারিস পলাইয়া বাসা গ্রহণ করেন। তাঁহার উপর ইংরেজ পুলিশের এতই রাগ ছিল যে, তাঁহার স্ত্রীর সাহায্যকারিণী যে ইংরেজ পরিচারিকা ছিল, তাহাকে প্যারিসে ভয় দেখাইয়া চাকরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। ইহাতে ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞা শ্রীমতী কৃষ্ণবর্মার প্যারিসে বিশেষ অসুবিধা হয়।

প্রথম জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় যখন প্যারিস হইতে ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা বিতাড়িত হইতেছিলেন, তখন কৃষ্ণবর্মা সুইজর্লণ্ডের লোসান (Lausanne) নগরে বাস করিতে থাকেন এবং বাকী জীবন সেখানে অতিবাহিত করেন। ভারতে ইংরেজদের জুলুম ও অন্যায় আচরণের অনেক তথ্য তাঁহার কাছে ছিল। বার্লিনের ভারতীয় কমিটি তাহা

প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কৃষ্ণবর্মার নিকট তাহা চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি উত্তর দেন, "আমি সুইস গভর্ণমেণ্টের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি যে, তাহার নিরপেক্ষতা কোন প্রকারেই ভঙ্গ করিব না, অতএব আমি তাহা দিতে পারিব না"। যুদ্ধের শেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বরকাতুল্লা সুইজর্লণ্ডে যাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন এবং লেখককে আনিয়া তথায় সংবাদ পত্রাদি দ্বারা প্রচার কর্মের কথা স্থির করেন। এই সম্পর্কে বরকাতুল্লার এক পত্র লেখক পান। তাহাতে লেখা ছিল যে, লেখকের সেখানে থাকিবার ও খাইবার ভার কৃষ্ণবর্মা বহন করিবেন। কিন্তু তাঁহার জীবন ধারণের মান অতি নিম্ন এবং তাহা প্রাচীন মীড ও পারসিকদের ন্যায় অপরিবর্তনীয়। এইসঙ্গে লেখক কৃষ্ণবর্মারও এক পত্র পান। তাহাতে তিনি বলেন, "আমি বরকাতুল্লার কাছ হইতে তোমার বার্লিনের কর্মের কথা শুনিয়াছি, তোমাকে কর্ম করিবার জন্য এইস্থলে আহ্বান করিতেছি"। ইহাতে লেখক উত্তর প্রদান করেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছেন, তাহা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সুইজর্লণ্ডে যাইবার অসুবিধা আছে। ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার উপদেশ যে, তুমি যেখানে আছ সেখানেই অবস্থান কর"। এতদ্বারা তাঁহার কোন কর্ম করিবার আন্তরিকতা ছিল না বলিয়াই লেখক মনে করিলেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণবর্মাজী লোসানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ছিল (ত্রিশ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক)। তাঁহার স্ত্রী তাহা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন*। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিতেন যে, কৃষ্ণবর্মা কোন বিপ্লবীকে বা কোনও বৈপ্লবিক কর্মে কিছু সাহায্য প্রদান করেন নাই।

* সংবাদ পত্রে প্রাপ্ত।

যুদ্ধোত্তর ইউরোপে কর্ম

অধ্যাপক বরকাতুল্লা সুইজর্লণ্ড হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া, কালিফোর্ণিয়াতে দেহত্যাগ করেন। লেখক জার্মাণি ত্যাগ করিবার কালে এক পত্র দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি লেখেন, "আমি শুনিলাম, আপনি অমুকের (লেখকের এক মুসলমান বন্ধু) উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমার বন্ধু, অতএব এই বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি হিন্দু ন্যাশনালিষ্টের কাছে "জাতীয়তাবাদী", মুসলমানের কাছে "প্যান-ইস্‌লামিষ্ট," মস্কোতে "কোরআনে বলশেভিকবাদ" আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইংরেজ বন্ধু ইউসুফ আলীর* সংস্পর্শে একজন "কংগ্রেসে খিলাফৎ" (Khilafat in a Congress) মতবাদী। আপনার দুর্বলতার জন্যই বিপদ হয়।" বোধ হয়, লোসানে ইউসুফ আলীর সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাদের দলের জন্য এই মর্মে একটি পুস্তক তিনি রচনা করেন। ইহার এক কপি লেখককে বার্লিনে পাঠাইয়া দেন। মস্কোতে অবস্থানকালে একটি পুস্তক তিনি বলশেভিকদের জন্য লিখিয়া দিয়াছিলেন। জেনেভায় রুষ-বলশেভিক গভর্ণমেন্টের সহিত মিত্রশক্তির সন্ধিকালে ইংরেজ তরফের অনেক ভারতবাসী, ইজিপ্টের জাতীয়তাবাদী, ভারতীয় বৈপ্লবিক বরকাতুল্লা এবং সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে তুর্কি গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট রুষের সাহায্য পাইয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়িতে সক্ষম হইলেও সন্ধির আলোচনাকালে মিত্রশক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাতে সোভিয়েট-রুষের বিশেষ অসুবিধা হয়। সেই সময়ে রুষ-প্রতিনিধিদলের নেতা চিচেরিণ (Tchicherine) ভারতীয় বৈপ্লবিকদের

* অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এবং ইংরেজ গভর্ণমেন্টের প্রচারক। ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহলমে গিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিকদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন।

ডাকিয়া বলেন, "তুর্কিরা বিগড়াইয়া মিত্রশক্তির দিকে চলিয়া যাইতেছে, তোমরা তাহাদের বুঝাইয়া বলিয়া আমাদের বিপদ হইতে রক্ষা কর"। ভারতীয়রা তাহাদের বন্ধু মিশরীয় বৈপ্লবিকদের এবং অন্যান্য প্রাচ্য-দেশীয় বন্ধুদের ডাকিয়া এক মিটিং করে এবং তুর্কি প্রতিনিধিদের বলে, "যদি তোমরা মিত্রশক্তির দলে ভিড়, তাহা হইলে প্রাচ্যদেশসমূহ তোমাদের বিপক্ষে যাইবে"। ইহাতে তুর্কি প্রতিনিধিদের অন্য দলে যাইবার মত স্থগিত হয়। এই প্রকারে বরকাতুল্লার সহিত চিচেরিণের পূর্বাপেক্ষা বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়।

৩ ইতিপূর্বে বার্লিনে কয়েকজন বৈপ্লবিক সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিতে-ছিলেন এবং অধ্যাপক বরকাতুল্লার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিচেরিণের সঙ্গে মস্কোতে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। চিচেরিণ বার্লিনস্থিত সফির (রাজদূত) ক্রেটিনস্কির (Kretinsky) সহিত বরকাতুল্লার আলাপ করাইয়া দেন এবং বলেন যে, রুষের সঙ্গে তাঁহার দলের যাহা কিছু রাজনীতিক বক্তব্য আছে, তাহা যেন রুষ সফিরের দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

এই সময়ে এই দল লেখকের সম্পাদকত্বে "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" (Indian Independence) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বার্লিন হইতে বাহির করিতেন।* তাহাতে অবশ্য সোভিয়েট রুষ এবং কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইত। ইহাতে বরকাতুল্লা রাগান্বিত হইয়া জেনেভা হইতে লেখককে লিখেন, "আমরা সোভিয়েট রুষের অনেক সাহায্য করিয়াছি, রুষ আমাদিগকে কোনও সাহায্য করে নাই; তোমরা কেন রুষের তরফদারি করিয়া লিখিতেছ?" এই লেখায় অবশ্য কোন তরফদারি ছিল না, ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যক্ত হইত। অন্যপক্ষে, বরকাতুল্লার এই উক্তিতে সংঘের অন্যতম সভ্য এবং পত্রিকার সহকারী

* এই পত্রিকা প্রধানতঃ জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের তাড়নায় বন্ধ হয়। জার্মাণ বিদেশীয়-বিভাগ তাহার সম্পাদককে ডাকিয়া তাঁহাকে জার্মাণি হইতে তাড়াইবার ভয় দেখায়; পুলিশও উৎপাত করে; তৎপর অর্থাভাব হয়। নানা কারণে পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়।

পরিচালক সুরেন্দ্রনাথ কর চটিয়া অস্থির। আসল কথা এই যে, সোভিয়েট-রুষ কখনও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য প্রদান করে নাই।

জেনেভার এই কনফারেন্সের পর, ওয়াহেদকে চিচেরিণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বার্লিনে গিয়া দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইতি পূর্বে, মিত্রশক্তি ও রুষের প্রথম কনফারেন্সের পর ওয়াহেদের মধ্যবর্তীতায় বার্লিনে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। চিচেরিণ ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে এবং বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারত এসিয়ার মধ্যে একমাত্র সভ্যদেশ, কারণ বর্তমান যুগের সমস্ত সমস্যাই সেখানে আছে। জাতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়া-প্রতিষ্ঠান, তাহা কেবল স্বায়ত্ত-শাসন (Home Rule) চায়। লেখক তাঁহাকে নিজের মস্কোর অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলেন, "তোমাদের তৃতীয় অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক একটি শ্বেত-জাতির আন্তর্জাতিক (Your Third International is a white man's International)। ইহার উত্তরে চিচেরিণ কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারী লেখককে জানান যে, সমায়াভাব বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম বলিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত।

ভারতাভ্যন্তরের কর্ম

ভারতের অভ্যন্তরের বৈপ্লবিক কার্য বিষয়ে পর্যবেক্ষণকালে প্রাদেশিক বৈপ্লবিকদের প্রসঙ্গে আমরা বিদেশস্থিত বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বিষয়ে আলোচনা করিলাম ; কারণ বিভিন্ন প্রদেশের লোক বিদেশে সম্মিলিতভাবে কার্য করিয়াছেন। এক্ষণে স্বদেশের আলোচনা করা যাউক। উড়িষ্যার কথা পূর্বেই* বলিয়াছি, সেখানে ছাত্র সমাজ হইতে কিছুটা সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই স্থানীয় বাঙ্গালী। সেখানে

* লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

প্রথমে দেবব্রত বসু ও পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং শেষে লেখক দুইবার যান। লেখক কটকে ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে যে আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন চাকরী দিল তখন বেশীরভাগ আখড়ার ছাত্রই সাব-ডেপুটি, সাব-জেলার, মুনসেফগিরি ইত্যাদি পদ পাইয়া বৈপ্লবিক সংসর্গ ত্যাগ করেন। অন্যদিকে পরের যুগে, গান্ধী প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলনে উড়িয়্যার যিনি নেতা ছিলেন তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তি*। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, এই আন্দোলন সেখানে বৃথায় যায় নাই।

দক্ষিণের বৈপ্লবিক কর্মের বিবরণ

দক্ষিণে কর্মক্ষেত্র ছিল সুদূর টিউটিকোরিণ (Tuticorin)। সেখানকার উকিল চিদাম্বরম পিলাই, তারকনাথ দাস কর্তৃক বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার ফলে, স্বদেশী ষ্টীম নেভিগেশান কোং'র (Swadeshi Steam Navigation Company) স্থাপিত হয়। চিদাম্বরম পিলাই ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কলিকাতায় আসেন এবং "আমাদের পার্টির সংবাদ পত্র" বলিয়া যুগান্তরে এবং বন্দেমাতরম পত্রিকাতে তাঁহার স্বদেশী কোম্পানীর বিজ্ঞাপন দেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ তারকনাথ দাস যখন কলিকাতায় লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন তখন তিনি বলেন, "চিদাম্বরম আমার শিষ্য"।

পরবর্তীকালে সুব্রহ্মণ্য 'ভারতী' নামক যুবক কবি স্বদেশী কবিতা দ্বারা দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতেন। কিন্তু পুলিশের তাড়নায় তাঁহাকে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বৈপ্লবিক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, দক্ষিণে তাঁহার পর্যটনকালে অনেক তরুণদলের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, যাঁহারা

* লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ভারতীর কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইউরোপের চম্পকরমণ পিলাই এবং ত্রিমূল আচারিয়াকে যে কর্ম করিবার জন্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ইউরোপীয় বাতাবরণ দ্বারাই সংঘটিত হয়। আচারিয়া সাভারকারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন ; পিলাই কিন্তু জেনেভাতে স্বয়ম্ভু-রূপেই উদিত হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে কর্মের বিবরণ

মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালী কর্মীরা যান নাই, কারণ তাহা নাকি বিপ্লবের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে "প্রফেসর ছত্রের সার্কাস" বিদেশ হইতে কলিকাতায় আসে এবং কর্মকর্তারা "মহৎ-আশ্রম" পান্থ-নিবাসে বাসা লন। লোক মুখে গুজব রটিয়া গেল যে, এইসঙ্গে একজন মহারাষ্ট্রীয় রাজকুমার তথায় আসিয়াছেন—তাঁহারা বৈপ্লবিক। লেখক তথায় দুইবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। দ্বিতীয় দিন, সার্কাসের ম্যানেজার লেখককে লইয়া নারিকেলডাঙ্গায় যাইবার কালে রাস্তায় অনেক কথা বলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাকে এই কাজের প্রোগ্রাম দিতেছি, পরে আরও দেবো"। ৺অন্নদা কবিরাজ প্রভৃতিও ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শুনিলেন, ইংরেজকে পাল্লা দিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দের নিকটও কামান প্রভৃতি আছে।

পরে, বারীন্দ্র দ্বিতীয়বার বরোদা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে, এই কথা শুনিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার সিংহাসনচ্যুত মলহার রাওয়ের পুত্র। তাঁহারা উচ্চদরের কর্মী। বাঙ্গলার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীদের কথায় হতাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া বাঙ্গলার বিপক্ষে রিপোর্ট দিয়াছে"।

আসল কথা, মহারাষ্ট্রের কোন সাড়া শব্দ যুদ্ধকালে পাওয়া যায় নাই। উপরোক্ত দলের যাঁহার সহিত লেখকের আলাপ হইয়াছিল, তিনিই পুনার চিত্রশালা প্রেসের মালীক "বাসুকাকা"। ইনিই লেখককে গৌহাটীতে

বলিয়াছিলেন, "আমাদের শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে"। অরবিন্দের বরোদার সহকারী ব্যারিষ্টার দেশপাণ্ডে প্রভৃতি অরবিন্দের ন্যায় পরে আশ্রমবাসী হইয়া ধর্মজীবন যাপন করিতেন। খাপার্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিলকের "সক্রিয় সহযোগ" (Responsive Co-operation) নীতি প্রণোদিত হইয়া নাগপুর গভর্ণমেণ্টের একজন মন্ত্রী হন। ডাঃ মুঞ্জে কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা উভয় দলেই ছিলেন। তাঁহার গোষ্ঠী এক্ষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক (R.S.S.) দলে সাহায্য করেন বলিয়া কথিত হয়। আসল কথা, মহারাষ্ট্র বুর্জোয়া-শ্রেণী, অভিজাত হিন্দু জাতীয়তাবাদ মনোভাবের বাহিরে এখনও যাইতে পারিতেছেন না। ০

আসল বৈপ্লবিক কর্ম যাহা সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই যে, মহারাষ্ট্রে রাণ্ড ও আয়ারষ্ট (Rand and Ayrst) এবং পরে ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসনের (Jackson) হত্যা, তিলকের গণপতি উৎসব, সাভারকারের "অভিনব ভারত" এবং বাঙ্গলার স্বদেশীযুগের সমকালীন কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের জেল-প্রাপ্তি ব্যতীত বৈপ্লবিক আন্দোলন ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবে প্রকট হয় নাই। তবে, মধ্যে-প্রদেশের ইওটমল স্থানের দলের অন্তর্গত পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে আমেরিকায় পাঠ করিতে যান এবং পরে তুর্কি ও ইরাণে বৈপ্লবিক কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করেন (খানখোজের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। এইসঙ্গে আর একটি লোকের কথা উল্লেখযোগ্য ঃ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লেখক নিউইয়র্কে চন্দ্রকান্তের নিকট শুনিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক দল একজন তরুণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইরাণে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সেখানকার নাগরীক হইয়া ওয়েষ্ট পয়েণ্ট (West Point) সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার জন্য আমেরিকায় আসিয়াছেন ও প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে সেই বিষয়ে সফলকাম হন নাই। ইঁহার নাম আগাসে, মুসলমানী নাম "মহম্মদ আলী"। ইনি খানখোজের সঙ্গে আমেরিকা হইতে প্রাচ্যে যান এবং ইরাণে বৈপ্লবিক

কর্মে নিযুক্ত থাকেন (ইঁহার বিষয়ে খানখোজের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। ইনি এখন ইরাণে বসবাস করিতেছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে লেখক নান্দেদকার (Nandedkar) এবং সেউড়ে (Shewade) নামক দুইটি মহারাষ্ট্রীয় তরুণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁহারা ইন্দোরবাসী ছাত্র এবং স্বদেশী কর্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অভিভাবকেরা তাঁহাদের আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন। নান্দেদকার কেমিষ্ট্রিতে ডিপ্লোমা পাইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কিউবা দ্বীপে চাকরি লইয়া যান। তথা হইতে চিকাগোতে অবস্থিত লেখককে কিউবার ভারতবাসীদের দুর্দশার কথা লিখেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন কমিটির কার্যে সহযোগীতা করিবার জন্য লেখক তাঁহাকে কিউবা হইতে আমেরিকায় আসিতে পরামর্শ দেন এবং পরে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেউড়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধারম্ভের সময় ভারতই উপযুক্ত কর্মস্থল বলিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখকের একজন পঞ্জাববাসী বন্ধু কলিকাতায় তাঁহাকে বলেন, "এই স্থানের পঞ্জাবী হোটেলে বিদেশ হইতে একজন আসিয়াছিলেন। তিনি তোমার বন্ধু, তোমার ঠিকানা খোঁজ করিতে-ছিলেন"। ইনি কিন্তু লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় সবরমতি আশ্রমভুক্ত শ্রীজহুরীজি লেখককে বলেন যে, একজন লোক একটি আমেরিকান মহিলাকে লইয়া আশ্রম দর্শনে আসেন। তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহাকে ছদ্মবেশী মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া ধরিয়া ফেলেন। লেখক তাঁহাকে চিনেন কিনা জহুরীজি এই প্রশ্ন করেন। অনুমান হয় যে, এই উভয় লোকই শ্রীনান্দেদকার। তাঁহার বিষয়ে আর কোন সংবাদ লেখকের অজ্ঞাত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত নান্দেদকারের

বিষয়ে আলাপ হইলে তিনি বলেন, "কেন তাঁহাকে দেশে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন? তাহার সহোদর ভ্রাতা তাহার সম্পত্তি ঠকাইয়া লইয়াছে, তাহার স্ত্রী দুঃখে মরিতেছে আর সেও আসিয়া অনাহারে মরিবে"।*

পশ্চিম ভারতের বিবরণ

ইহার পর আসে সিন্ধু-প্রদেশ। সেইস্থানের মৌলবী ওবায়দুল্লা সাহেব† উত্তর-প্রদেশের দেওবন্দের মুসলমান ধর্ম শিক্ষালয়ের একজন মৌলবী। যুদ্ধ বাধিলে তিনি একদল প্যান-ইসলামীয় ভাবে অনুপ্রাণিত তরুণ মুসলমান ছাত্র লইয়া আফগানিস্থান যাত্রা করেন, উদ্দেশ্য তথা হইতে সাহায্য পাইয়া তুর্কির "জেহাদ" আহ্বানে যোগদান করিবেন। ছাত্রেরা ভারতীয় সীমানা অতিক্রম করিলেই ভারতীয় ও পাঠান এই দুই দলে বিভক্ত হয় এবং কলহ হয়। ওসমান নামক একটি পার্বত্য অঞ্চলের পাঠান যুবক বার্লিনে লেখককে সবিস্তারে এই সব ঘটনা বলেন। পাঠান ছাত্রেরা মৌলবী ওবায়দুল্লার উপর সন্দেহযুক্ত ছিল। ওসমান বলে যে, একটি পুকুরে মৌলবী সাহেব যখন স্নান করিতেছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে খুন করিতে যায়, কিন্তু তিনি পলাইয়া যান। দুই দলের মতের বিভিন্নতার জন্য যে কলহ হয়, তাহা এই অভিযানের একজন তরুণ সদস্য সওকেত ওসমানীর গ্রন্থে বিবৃত আছে (from Delhi to Taskent দ্রষ্টব্য)। যাহাই হউক, এই ছাত্রের দল কাবুলে আসিলে আমীর হবিবুল্লা তাহাদের এক প্রকার নজরবন্দী করেন। রুষ বিপ্লবের পর

---

* এবম্প্রকারের দুর্ঘটনা অনেক বৈপ্লবিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

† মৌলবী ওবায়দুল্লা আসলে পঞ্জাববাসী শিখ ছিলেন। যৌবনে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সিন্ধু-প্রদেশ তাঁহার কর্ম ক্ষেত্র ছিল। তাঁহার কাবুল গমন উদ্যমে দেওবন্দের মৌলবীরা সহায় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন একজন মৌলানা যিনি আচার্য কৃপালিনীর ধর্মান্তরিত জ্ঞাতি ভ্রাতা। এই বিষয়ে এলাহাবাদের হিন্দি পত্রিকা "বিশ্ববাণী" দ্রষ্টব্য।

তাহারা লুকাইয়া হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া রুষ-তুর্কিস্থানের তাসকেণ্ট সহরে উপনীত হয়! মৌলবী ওবায়দুল্লা কাবুলে অবস্থান করেন ও কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা একটি "অস্থায়ী ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট" গঠন করিয়া ভারতীয় বিশিষ্ট লোকদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত সীমান্তের পরপারে পর্বতোপরি ভারতীয় ওয়াহাবী দলের সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রপ্রতাপের নিকট হইতে লেখক ইহা শুনিয়াছিলেন।

যুদ্ধের পরে মৌলবী ওবায়দুল্লা কাবুলে নিখিল ভারত কংগ্রেসের শাখারূপে একটি কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করেন। পরে বোধ হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মস্কো হইয়া তুর্কিতে আসেন এবং তথা হইতে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে যখন মুসলীম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী স্থাপিত হয় তখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হন!

রাজপুতানার বিবরণ

রাজপুতানায় যুদ্ধের পূর্বে যে কার্য হইয়াছিল তাহা অর্জুনলাল সেঠী এবং খারওয়া রাষ্ট্রের ঠাকুর গোলাপ সিংহরাঠোর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলে প্রকাশ পায়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কেশরীসিংহ বারহট ধৃত হইয়া বিচারাধীন হন। তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ "দিল্লী বম মামলায়" বিজড়িত হন এবং জেলেই মারা যান। কেশরীসিংহের ভ্রাতা জোয়াহর সিংহও এই মামলার সহিত জড়িত হন। ইহারা সকলেই মারা গিয়াছেন। এইস্থলের কার্য বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব-এসিয়া

ভারতের বাহিরে বর্মাতেও ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা গিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে একটি মামলায় একজন মুসলমানের সাজা হয়। সিঙ্গাপুরে

শিখ সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া সাতদিন সহর দখলে রাখিয়াছিল। সাংহাইতে 'ভারতে অস্ত্র আমদানি মামলা' উপলক্ষে একজন ইউরেশীয় সাজা পান। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, জাপানে ভারতে মুক্তি ইচ্ছুক বাহিনী গঠিত হয় এবং চৈনিকনেতা সুন-ইয়াৎ-সেন ভারতীয়দের সাহায্য করেন।

জাতীয়-আত্মপরীক্ষা

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই প্রচেষ্টার স্বরূপ কি এবং ভারতের ইতিহাসে তাহার স্থান কোথায়? ইহা সত্য যে, এই আন্দোলনের বেশীরভাগই ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই মধ্যশ্রেণীর তরুণদের কার্যের পরিণতি এইরূপই হয়। তরুণের ষড়যন্ত্র একটি লক্ষণ (symptom) মাত্র। সমাজ দেহের মধ্যে যে আলোড়ন চলিতেছে ইহা তাহারই বাহ্য প্রকাশ। এই আন্দোলন যখন সমাজের অধঃস্থলে প্রবেশ করে, তখন তাহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর আন্দোলন অধঃস্থলে যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যে দেশে জমিদারী প্রথার স্তর আছে। যে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবান্দোলন সফল হয় নাই, সেই কারণেই ভারতের বিপ্লবোদ্যমও ফলবতী হয় নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত সত্য তথ্যটি আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া নির্ধারিত করি। ১৯০২-১৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ভারতের যুবকশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন উদ্ভুত হইয়াছিল। সেই সময়ের অনেক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার পশ্চাতে ছিলেন। যুবকেরা অশেষ কষ্টবরণ, ত্যাগ স্বীকার ও আত্মোৎ-সর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে ধনী যুবকের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত অনেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য গৃহত্যাগ, সর্বস্ব ত্যাগ ও আত্ম-বলিদান করিয়া জাতীয় জীবনধারার মধ্যে একটি অঙ্ক স্থাপন করা

একমাত্র বৈপ্লবিকদেরই দান। তাঁহাদের কর্ম ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের একটি নূতন ও অমূল্য অধ্যায়।

তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের পরেও ভারত স্বাধীনতার স্বপ্ন ভুলে নাই। তাঁতীয়া ভীল, ফাড়কের বিদ্রোহ, শিখদের মধ্যে নেতা কুকার বৈপ্লবিক আন্দোলন, সিংহভূমের কোলদের (হোজাতি) স্বাধীনতার জন্য বীরসা "ভগবানের" নেতৃত্বে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ, সাঁওতালদের পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন প্রভৃতি প্রচেষ্টা* খণ্ড খণ্ড ভাবে চলিয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে বিদ্রোহ-বহ্নি অন্তঃসলীলারূপে ধুমায়িত হইতেছিল! গোয়েন্দা বিভাগের ৩৩ খণ্ড সম্বলিত পুস্তকের লিপিবদ্ধ রিপোর্ট পাঠ করিয়া হিউম্ মহোদয় ভয়-কাতর হন। এই রিপোর্ট বলিতেছেঃ "দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন-স্থানে অসন্তুষ্ট জনগণ নানাভাবে জমায়েৎ হইতেছে, তাহারা কেবল শিক্ষিত নেতাদের প্রতীক্ষায় আছে। অসন্তুষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিসকল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেই ভারত মধ্যে বিপ্লব-বহ্নি ভীষণ ভাবে প্রজ্জলিত হইবে"। ইহা পাঠ করিয়া হিউম্ তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডাফরিণের নিকট যান। উদ্দেশ্য ছিল এই পরিস্থিতির প্রতিরোধ করা! ডাফরিণ তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, যদি শিক্ষিত ভারতীয়েরা একটি সমিতি করিয়া তাহাদের অভাব ও অভিযোগ ব্যক্ত করে তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এই কথোপকথনের ফলে হিউমের সহিত ভারতীয় নেতাদের পরামর্শ হয় এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" স্থাপিত হয়†।

জাতীয় কংগ্রেস ভারতের অভাব জানাইবার পক্ষে একটি বাষ্প-যন্ত্রের (safety valve) কার্য করে বটে; কিন্তু ইহা স্বাধীনতার প্রকৃত

---

* O'donell-এর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† ওয়েডারবার্ণ প্রণীত "হিউমের জীবনী" দ্রষ্টব্য।

ক্ষুধা মিটাইতে পারে নাই। শুনা যায়, সিপাহী-বিদ্রোহের বহুলোক সাধুবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে পূর্ব আকাঙ্খা জাগাইয়া রাখেন। বৈপ্লবিক দলের একজন বয়স্থ ব্যক্তি লেখককে বলিয়াছিলেন যে, একবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে অনেক সন্ন্যাসী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা সিপাহী-বিদ্রোহের লোক ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লেখকদের বলিয়াছিলেন যে, দশ হাজার নাগা সাধু বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে এই কর্মের নেতারূপে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই তাঁহাদের নিরস্ত করেন; কারণ, ইহাতে তাঁহাদের উপর পুলিশের নজর পড়িবে। পুরীর জগতগুরু শঙ্করাচার্য বৈপ্লবিকদের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। লেখক কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং পরে কটকে দলের নেতৃস্থানীয় বিশ্বনাথ কর ও ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সাহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেন। কটকে নাগা সম্প্রদায়ের মহন্তের সহিত বৈপ্লবিকদের আলাপ হইয়াছিল। লেখক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে তাঁহার নিকট লইয়া যান। মহন্তজী বলিলেন, "হামলোগ তৈয়ার হ্যায়"। কিন্তু উভয় মহন্তের কথায় বুঝা যাইত যে, তাঁহারা গৃহস্থ দিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক; কারণ সিপাহী বিদ্রোহে সাধারণের উপেক্ষার কথা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। এই উপেক্ষা তৎকালীন ও বর্তমান এই উতয় যুগের বৈপ্লবিকদের বুকে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে।

জাতীয়তাবাদী সম্প্রদায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে "প্রথম স্বাধীনতা সমর" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহার পর ১৯০২-১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে স্বাধীনতা সমরের প্রচেষ্টা হয় তাহাকে "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সমর প্রচেষ্টা" বলিয়া অভিহিত করিলে ইতিহাসের মর্যাদা সম্যক রক্ষা করা হইবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের প্রচেষ্টা "তৃতীয় স্বাধীনতা সমর প্রচেষ্টা" হিসাবে গণ্য করা কর্তব্য।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে এই যে, ভারতের স্বাধীনতায় কত লোক 'কোরবানি' করিয়াছেন? অনুমান হয় যে ইটালি, পোলাণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা এদেশের সংখ্যা বেশীই হইবে। ট্রট্‌স্কী তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, একশত বৎসরের বিপ্লবোদ্যমে রুষে (জারের সাম্রাজ্যে) আটলক্ষ নরনারী জীবন দান করিয়াছেন। জানি না তিনি এই সংখ্যা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন! কিন্তু ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সমর হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গণনা করিলে, সর্বস্বান্ত হওয়া, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, পুলিশী জুলুমে বিড়ম্বিত হওয়া, কারাবরণ করা ও প্রাণদান করার সংখ্যা বড় কম হইবে না। সন্ত্রাসবাদীয় কর্মও ভারতে কম হয় নাই। উক্ত দেশসমূহ অপেক্ষা ভারতে অত্যাচারও ভীষণভাবে হইয়াছে। ইহা হইতেছে "চেঙ্গিস্‌খানী অত্যাচার" অর্থাৎ গ্রামের উপর দিয়া নানাপ্রকারের বিভৎস অত্যাচারের স্রোত বহাইয়া দেওয়া। পুলিশ ও পল্টন দিয়া এই প্রকারের অত্যাচার ইউরোপের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস আন্দোলন উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের কারাবরণও ইউরোপের ইতিহাসে ঘটে নাই। তথাকার শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive resistance) নীতি ভারতে বিশেষভাবে কংগ্রেস দ্বারা প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শেষকথা

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের অকস্মাৎ জাতীয়-স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যবনিকা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে পতিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার পার্লামেণ্টে ঘোষণা করে: "১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট 'ভারতীয় স্বাধীনতা' আইনের ধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডীকৃত দুইটি পৃথক ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। ইহার মধ্যে মুসলমান অধ্যুষিত অংশ "পাকিস্তান" রূপে বিবর্তিত হইবে"। পরে ভারতীয় গণ-পরিষদ ভারতকে সাধারণ-তন্ত্রীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে বিবর্তিত করে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময়েই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল। দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলন দেশ মধ্যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। মেদিনীপুর, বালিয়া, সাতারা প্রভৃতি স্থানে পূর্ণোদ্যমে বিপ্লব সংসাধিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর ও সাতারাতে কিছুদিনের জন্য ইংরেজ শাসনের অবসান করিয়া তথায় সমান্তরল-শাসন (Parallel Government) স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত ও ব্যর্থ করিবার জন্য মেদিনীপুরের জনসাধারণ হইতে গঠিত "ঝটিকা-বাহিনী," "বিদ্যুৎ-বাহিনী" প্রভৃতির দ্বারা শাসকবর্গের সন্ত্রাসের পাল্টা উত্তর প্রদান করা হইয়াছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বার্লিন কমিটির উদ্যমের জের স্বরূপ জগদ্ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে জাপান ও জার্মাণির সাহায্যে বিদেশস্থিত ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা "ভারতীয়-জাতীয়-বাহিনী" (Indian National Army) সংগঠন করেন। যুদ্ধকালীন সিঙ্গাপুরের ইংরেজ দ্বারা পরিত্যক্ত ভারতীয় বাহিনী হইতেই সৈন্যদল ও অফিসার সংগৃহীত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে "ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ" (Indian Indepen-

dence League) স্থাপিত হয়। জাতি, ধর্ম ও প্রদেশ নিরপেক্ষ হইয়া ভারতবাসীরা এই সংঘে অর্থ প্রদান করেন। এই সংঘ ও সৈন্যদল গঠন হইলে, প্রথমে জাপানে প্রবাসস্থিত বৈপ্লবিক নেতা রাসবিহারী বসু ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানি হইতে জাপানে যাইয়া এই সব সংস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ একটি সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। এই গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের মধ্য হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা জাপান হইতে অস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া নিজের সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করেন।* অবশেষে, ভারতীয় স্বাধীনতা বাহিনী জাপানী বাহিনীর সহযোগে ভারতের মণিপুরে প্রবেশ করে এবং মণিপুর রাজ্যস্থিত ভারতের একাংশ গ্রহণ করিয়া তথায় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উড্ডীন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং উপযুক্ত অস্ত্রাদির অভাবে জাতীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ইংরেজ বর্মাতে পুনরায় প্রবেশ করিলে এই ভারতীয় বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইংরেজ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের কয়েদ করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসে এবং বিচার করিয়া দণ্ড প্রদান করে। ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যদেরও কয়েদ করিয়া আনিয়া অবশেষে তাহাদের ছাড়িয়া দেয়।

যুদ্ধের পরে বোম্বাই ও করাচী বন্দরস্থিত ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হয়। তীরস্থ ভারতীয়েরা তাহাদের খাদ্যাদি প্রেরণ করেন। এই প্রকারে পূর্ণ বিপ্লবের পূর্বাভাষ চারিদিক হইতে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই বাতাবরণের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে দুইটি "ডোমিনিয়ন" দ্বারা দ্বিখণ্ডীকৃত করিয়া বিদায় গ্রহণ করে।

ইংরেজের ভারত ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য গত্যন্তর ছিল না।† এই বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভুতপূর্ব সদস্য ব্রেল্‌সফোর্ড (Brailsford),

* সুভাষচন্দ্রের সাইগন রেডিও বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত।

† লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সেক্রেটারী অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের ডাইরী দ্রষ্টব্য।

ওয়াট (Wyatt) এবং অন্যান্যেরা বলিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারত ত্যাগের তিনটী কারণ আছে: প্রথমতঃ, যুদ্ধে ব্রিটেন বিশেষভাবে দুর্বল হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ আরও কিছুদিন বসিয়া থাকিলে ভারতব্যাপী বিদ্রোহ হইত এবং সেই বিদ্রোহ দমন করিবার শক্তি গভর্ণমেণ্টের আর নাই; তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের ভয়। যদি আরও কিছুদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে চাপিয়া বসিয়া থাকিত তাহা হইলে ভারতীয় "গেরিলা-বাহিনী" সর্বত্র সমুত্থিত হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়িল।

ভারত দ্বিখণ্ডীকৃত হইল ইহা কখনও ভুলিবার নয়। গান্ধার, উদ্যান, বহ্লিক প্রভৃতি স্থান আজ "আফগানিস্থান" এবং সিন্ধুর একাংশ (লাসবেলা) "বেলুচিস্থান" হইয়াছে। ধর্মের প্রাচীর দিয়াই পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তান সংস্থাপিত হইল। কিন্তু ভারতের সীমানা বহুবার খণ্ডীকৃত এবং পুনঃ সংযোজিত হইয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে অর্থনীতিক সংযোগ স্থাপিত হইয়া বর্তমানের অসুবিধাসমূহ দূরীভূত হইবে।

ভারত খণ্ডীকৃতের মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আছে। তাহাই সাম্প্রদায়িকতা উস্কাইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা প্রজ্বলিত রাখিয়াছে।* ভারতীয় মুসলমান বুরজোয়াশ্রেণী হিন্দু-সমশ্রেণীর সহিত একযোগে দেশ ভোগে ইচ্ছুক হয় নাই।† অন্যপক্ষে, হিন্দু-বুরজোয়াশ্রেণী গণশ্রেণীসমূহকে স্বীয়দলে টানিবার কোন উপায় বাহির করেন নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের বীজ রোপিত হয়। পরে গণশ্রেণীদের অর্থনীতিক দুর্দশা মোচনের জন্য 'চরখা', 'খদ্দর' প্রভৃতি বুলি তাহাদের উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করা হয়। বেশীরভাগ মুসলমান গরীব এবং

* পাটনার ৺সচ্চিদানন্দ সিংহের "অনুসন্ধান" দ্রষ্টব্য।

† আমেরিকান অধ্যাপক কান্টওয়েল স্মিথের "Islam in Modern India" দ্রষ্টব্য।

কৃষিজীবী। তাহারা জমিদার এবং মহাজনের শোষণের বিপক্ষে কোন কার্য করিতে যাইলে বুরজোয়া প্রতিষ্ঠানগুলির অসন্তোষ সৃষ্টি হইত। জাতীয় কংগ্রেস ধনীশ্রেণী অধ্যুষিত সংস্থা। অন্যান্য বুরজোয়া প্রতিষ্ঠান-গুলিও তাহাই। কংগ্রেসের বুলি হইতেছে, চারি আনায় কংগ্রেসের সভ্য হইয়া ভাই ভাই গলাগলি করিয়া ইংরেজ তাড়াও। পরে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। উপস্থিত চরখা চালাও, খদ্দর পর। এইসব আদর্শ গরীব গণসমূহের নাগালের বাহিরে। তারপর গণসমূহ যতই উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল ততই ধেঁায়াটে আধ্যাত্মিক অর্থনীতিবাদের সৃষ্টি হইল: "ধনীরা গরীবের ধনের অছি" (The rich are the trustees of the wealth of the poor)। কিন্তু এই মর জগতে ইহা কখন সম্ভবপর হয় নাই। শোষিত ও প্রপীড়িত গরীবের এই আধ্যাত্মিক-খাদ্য দ্বারা কখন পেটের ক্ষুধা দূর হয় নাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী "মোসলেম-লীগ," কংগ্রেসের বুলী ধার করিয়া মুসলমান গণসমূহকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার উপর হিন্দুর বিপক্ষে ধর্মের নামে তাহাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় করিতে লাগিল। ইসলামই হইতেছে সোসালিস্‌ম, ইসলামই কম্যুনিস্‌মের অর্ধ পথ, মুসলমান ধনীই মুসলমান গরীবের ধনের অছি।* শেষে "দুই জাতিতত্ত্ব" উদ্ভূত হইল। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, কখন এক সঙ্গে বাস করিতে পারে না। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ পৃথকীকৃত হওয়ার আশু প্রয়োজন। হিন্দু বুরজোয়া শ্রেণীর উন্নতির জন্য তাহাদের স্বাধীনতার সঙ্কল্প যতই দৃঢ়ীভূত হইল, "গরজ বড় বালাই" দেখিয়া মোসলেম লীগের দাবীও ততই চড়িতে লাগিল। অবশেষে "প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে" হিন্দুর নিকট হইতে লীগ তাহার দাবী আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সন্ধিক্ষণেই মাউন্ট-

* কাণ্টওয়েল স্মীথ দ্রষ্টব্য।

ব্যাটন আসিয়া ভারতকে দ্বি-খণ্ডীকৃত করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কংগ্রেস নেতারাও আপদের শান্তিরূপে এই দ্বি-খণ্ডীকরণ স্বীকার করিয়া লইলেন। এই প্রকারেই "ভারতীয় ইউনিয়ন" এবং "পাকিস্তান" সৃষ্টি হয়। জাতীয় নেতারা ইহার ব্যাখ্যা দিতেছেন, ভারতবর্ষ অটুট আছে, কেবল মুসলমান অধ্যুষিত অংশ সংযুক্ত-রাষ্ট্রের বাহিরে গিয়াছে। কংগ্রেস নেতাদের অভিমত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সাম্প্রদায়ীকতা সৃষ্ট ও পুষ্ট। ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতার বিপক্ষে সাম্রাজ্য-বাদ বরাবর এই ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ অংশের ক্রমোন্নতি কেন এই আটক দ্বারা ব্যাহত হইবে? অতএব দ্বি-খণ্ডীকরণ গ্রহণ করিয়া জাতীয় শাসন প্রবর্তনের দ্বারা দেশকে অগ্র গমনশীল করা যাউক।

এক্ষণে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইতেছে বুরজোয়া-ডেমোক্রেটিক বিপ্লবের সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন করা। ইহার অর্থ, ভারতবর্ষকে মধ্যযুগীয় সভ্যতা হইতে বাহির করিয়া বর্তমানের শ্রমশিল্প সভ্যতার পদে স্থাপন করা। এইজন্য সামন্ততন্ত্রের সমস্ত সংস্কার উচ্ছেদ করিয়া সর্ব মানবকে রাজনীতিক-সাম্য প্রদান করা (Political equality), সকলকে জীবনে উন্নতি করিবার জন্য সমান সুযোগ প্রদান করা (Career should be open to talent), অর্থনীতিক্ষেত্রে গুণানুসারে অধিকার (Industrial democracy), গুণানুযায়ী পদ প্রদান (Path should be open to merit), জমিদারী প্রথার ধ্বংশ সাধন (Abolition of Land-lordism), কৃষিজীবীকে তাহার ভূমিতে স্বাধিকার প্রদান করা (Peasant Proprietorship), সামন্ততান্ত্রিক পদসমূহের উচ্ছেদ (Abolition of feudal hierarchy), সকল নাগরিককে এক দায়াধিকার (Uniform Civil law) ইত্যাদি।

বর্তমানের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এই বুরজোয়া-ডেমোক্রেটিক বিপ্লব সংসাধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে দোষে ভারতের পুনঃ

পুনঃ পতন হইয়াছে, তাহা এই সংকল্প গ্রহণে বুরজোয়াশ্রেণীর মধ্য হইতেই অন্তরায় সমুত্থিত হইতেছে। এইজন্য ডেমোক্রেসীর পরিবর্তে প্লুটোক্রেসী অর্থাৎ গণতন্ত্র-শাসনের নামে ধনীতন্ত্র-শাসনের উদ্ভব হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

বুরজোয়া-ডেমোক্রেসীর বাহিরেও একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা হইতেছে ভারতীয়দের জন্য একটা সর্বজনীন ভাষা (Lingua franca) প্রচলন করা। যাহাতে ভারতবাসীরা পরস্পরের মধ্যে এক ভাষায় কথোপ-কথন করিতে পারেন তজ্জন্য একটি ভাষার প্রচলন করা। এইজন্য শৌর-সেনীর অপভ্রংস হইতে উদ্ভূত "খড়ীবোলী" যাহাতে ফার্সী ও আরবী মিশ্রিত হইয়া "রেখতা" বা "উর্দু" ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইতে বিজাতীয় শব্দসমূহ বাদ দিয়া সেই ভাষাকে সংস্কৃত বহুল করিয়া "হিন্দি" নামে প্রচলন করা হইতেছে। এই সংস্কৃত বহুল হিন্দি এক্ষণে বাল্যাবস্থা হইতে পাঠ করান হইতেছে। কিন্তু ইহা ইংরেজির স্থান গ্রহণ করিয়া সর্ব ভারতীয়ের কথার ও চিন্তার বাহন হইতে পারিবে কিনা তাহা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশই ভবিষ্যতে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

এই প্রচেষ্টার মূল তথ্য হইতেছে, ভারত যখন এক নেশন তখন এক ভাষার প্রয়োজন। ইহাতে শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে একযোগসূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু এক-কৃষ্টি উদ্ভাবনার জন্য "একভাষা" প্রচলন করাই যথেষ্ট নয়। এক-কৃষ্টি সৃষ্টি করিতে হইলে সর্ব বিষয়ে একত্বের বিশেষ প্রয়োজন।

যখন ভারত শ্রমশিল্প সঞ্জাত সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে তখন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কৌমগত আইনের স্তর হইতে বিনির্গত হওয়া আশু প্রয়োজন। মধ্যযুগের শেষে বিদেশীয় মুসলমান আক্রমণের পূর্বে একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর আর্য্য ব্যবহার প্রথা দ্বি-খণ্ডীকৃত হইয়া মহারাষ্ট্রে বিজ্ঞানেশ্বরের "মীতাক্ষরা" এবং বাঙ্গলায় জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" প্রবর্তিত হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীর হইা

একটি দুঃখের কারণ। তাহাছাড়া মুসলমানদের সরিয়ৎ-আইনে দায়াধিকার বিষয়ে সম্প্রদায়গত প্রভেদ আছে। পঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসীদের "প্রথাগত-আইন" (Customary Law) আছে। সুদূর দক্ষিণে অনার্য্য এবং স্থানীয় আইন আছে। রাজবংশসমূহে "বংশগত-আইন" (Family custom) আছে। আবার খৃষ্টান, পারসী প্রভৃতিদের গভর্ণমেণ্ট আইন (Statute Laws) আছে। এইসব বিভিন্নতার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ আরও বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ভারতে একজাতীয়তা বিবর্তনের পূর্ণতা লাভের জন্য সমস্ত নাগরিকে এক আইনাধীনে বাস করা প্রয়োজন। একজাতীয়তার প্রধান ভি হইতেছে "একমন"। এইজন্য এক দায়াধিকার প্রচলন করা ি ওথ কর্তব্য। মনে

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের দেশসমূহে সমাজ বিপ্লবাত্মক য়া অথবা রাজনীতিক বিপ্লব করিয়া যখন বর্তমানের নেশনসমূহে বিবর্তিত হইতে লাগিল তখন সেই সব দেশ মধ্যযুগীয় আইন পরিবর্তন করিয়া তাহাদের বর্তমানের আইন প্রণয়ন করে। ভারতেও তদ্রূপ কৌমগত ও মধ্যযুগীয় আইন পরিবর্তন করিয়া জাতীয় এবং ডেমোক্রেটিক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

শেষের কথা, সর্ব ভারতবাসীকে "একমন" (Common-mind) দ্বারা গ্রথিত করা। এইজন্য সম-শিক্ষা ও সম-সংস্থাসমূহ স্থাপন করা প্রয়োজন। এক রাজনীতিক-ঐতিহাসিক চাকার মধ্যে সমভাগ্য ও সম স্বার্থের লোকেরা তাহা হইতে বিবর্তিত হইয়া বাহির হইলেই তাহারা সম-কৃষ্টি সম্পন্ন একজাতীয়তা প্রাপ্ত জাতিতে প্রবর্তিত হইবে। ইহাই বর্তমানের কাম্য ও আদর্শ।

আজ ভারত ধর্ম বিভিন্নতার অজুহাতে দ্বি-খণ্ডিত হইয়া দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই পার্থক্য রাখিবার জন্য উভয় রাষ্ট্রের

নেতারা নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। পাকিস্তান হইতে "হিন্দু বিতাড়ন" এই পন্থার একটি প্রণালী। অন্যপক্ষে, ভারতীয় সংযুক্ত-রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট সন্ধির দ্বারা প্রতিশ্রুত যে, পুনঃ মিলনের কোন চেষ্টা তাঁহাদের এলাকায় করিতে দিবেন না এবং পুনঃ পুনঃ বিবৃতি দিতেছেন, "পুনঃ মিলনের কথা ভুলিয়া যাও"। কিন্তু এই কথা তাঁহারা আমলই দিতে চাহেন না যে, দুই জাতিতত্ত্ব প্রসূত বিভাগের মূলে আছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক কারণে পুনরায় একটা অর্থনৈতিক সংযোগ (Federation) হওয়া ভবিষ্যতে [illegible]িবার্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে খণ্ডিত জার্মাণ রাষ্ট্রগুলি এই [illegible]রেরই "শুল্ক-সংযোগ" (Zollverein) সংস্থা গঠন করিয়াছিল। পুনঃ [illegible] জার্মাণ সংযুক্ত-রাষ্ট্রসমূহ' (North German Federation) [illegible]রিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিস্মার্ক অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া [illegible]সমূহকে একত্রীত করিয়া জার্মাণ-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু [illegible]হিরে রহিল অষ্ট্রিয়া, সুইজর্লণ্ড, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম। ইতিহাসের দ্বন্দভাবের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রাজনৈতিক কারণে এইসব রাষ্ট্রের জার্মাণরা মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরীকে পরিণত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে জার্মাণ স্বদেশপ্রেমিকের মনে যে দাগা লাগিয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত জল্ জল্ করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের জার্মাণ-স্বদেশপ্রেমিকদের জাতীয় সংগীতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। একটি সংগীতে বলা হইয়াছে, জার্মাণি কোথায়? তাহা কি অষ্ট্রিয়াতে? না, তাহা কি প্রুসিয়াতে? না, ইত্যাদি। অবশেষে কবি বলিলেন, "যেখানে একজনও জার্মাণ বাস করে তথায়ই জার্মাণি"। এইজন্য তাঁহারা "জার্মাণিত্ব" (Germandom) রূপ রাজনৈতিক মত উদ্ভাবন করিলেন। এই কারণেই তাঁহারা "একজাতিত্ব" গঠন মতবাদ, ভাষা ও কৃষ্টির একত্বরূপ ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। সোসালিষ্ট মত স্থাপয়িতা কার্লমার্ক্স এবং বর্তমান যুগের বিশিষ্ট সোসালিষ্ট দার্শনিক হুগো কুনোও এই মতবাদ গ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রীকদের

"হেলেনত্ব" এবং ভারতীয় মনীষীদের "আর্য্যত্ব" এই প্রকারেই উদ্ভূত হয়।

রাজনীতিক কারণে আলসাস্ ও লোরেন্ প্রদেশদ্বয় ফ্রান্সের বাহির হইয়া যাইলে ফ্রান্স তাহা কখন ভুলে নাই। প্যারিসে এই দুই প্রদেশের প্রতিমূর্তিকে কাল ঘেরাটোপে ঢাকা রাখা হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলপূর্বক পোলাণ্ড বিভাগকালে তাহার যে অংশ বিভক্ত হইয়া "পূর্ব-প্রুসিয়া" রূপে পরিণত হয় তাহাকে পোলাণ্ড কখন ভুলে নাই; প্রুসিয়ার সিলিসিয়া অঞ্চলের লোকদের সহিত কথাবার্তায় তাহা প্রকাশিত হয়। রুষ সংলগ্ন পোলাণ্ডের অংশ নিজের পৃথক অস্তিত্ব কখনও ভুলে নাই; গোপনে মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখিত।

ভারতবাসী যখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কাম্বোজ, কপিশা ও গান্ধার দেশসমূহের কথা পাঠ করে তখন ভারতের পূর্বরূপ তাহার মনে জল্ জল্ করিয়া জাগ্রত হয়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যের রাজনীতিক ও সামাজিক দুর্বলতা বশতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা "আফগানিস্থান" নামক দেশে পরিণত হয়। আজ যখন বর্তমানকালের শিক্ষাপ্রাপ্ত আফগান-যুবক ইউরোপীয় পুস্তকে তাহার দেশের পূর্ব বিবরণ পাঠ করে এবং দেশের চারিদিকে প্রাচীন গান্ধার চারুশিল্পের চিহ্ন-স্বরূপ ভাঙ্গা-মূর্তি, খোদিত-লিপি, শিল্পকার্য প্রভৃতি দেখে তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের এই কীর্তি "আমারই পিতৃ-পুরুষ দ্বারা নির্মিত" বলিয়া গৌরব বোধ করে। মৌলবীদের সৃষ্ট কাল্পনিক গল্প যে, "আফগানেরা ইহুদি জাতি প্রসূত," ইহা আজ আর কেহই বিশ্বাস করে না। এই গল্প একাদশ শতাব্দীতে তুর্কি-বংশীয় গজনীর সুলতানদের সাম্রাজ্যবাদীয় নীতির দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা পুষ্ট হয়। এইজন্যই প্রাচীনকালের এই সব স্মারকচিহ্ন আফগান গভর্ণমেন্ট সযত্নে কাবুলে এক মিউজিয়ামে রক্ষা করিতেছে। স্মৃতির এই পুনঃ জাগরণের জন্যই প্যান-ইসলামীয় আন্দোলনের স্রষ্টা জেলালুদ্দিন

আফগানি হইতে আজ পর্যন্ত শিক্ষিত আফগান নিজেকে "ইন্দো-আরিয়ান" বলে।

এই প্রকারে আত্ম-বিস্মৃত কাই-খসরু এবং দারাউসের বংশধরদের দেশ আর ক্ষুদ্র পারস্য (ফারস্) না হইয়া বৃহৎ "ইরাণ" নাম ধারণ করিয়াছে। তাহারা ফারসী ভাষা হইতে আরবী বিতাড়ন করিয়াছে। নিজেদের আরবী নাম পরিবর্তন করিয়া প্রাচীন ইরাণী নাম গ্রহণ করিতেছে। নব্য-তুর্কিও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

একটা জাতি সম্বৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইলে তাহার বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে পুনঃ স্বীয় অঙ্গাভিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে। যেরূপে সোভিয়েট-রুষ ও নূতন চীন হইয়াছে। জার্মাণ নাৎসীদেরও এইরূপ করার প্রচেষ্টা ছিল। পূর্ব-ইউরোপের ভাষা, ধর্ম ও রাষ্ট্র দ্বারা শতধা বিচ্ছিন্ন মূল স্লাভ জাতিকে একছত্রাধীন করার আন্তরিক ইচ্ছা মস্কোর জার গভর্ণমেণ্টের ছিল। এই উদ্দেশ্যেই নিখিল স্লাভিক আন্দোলন উত্থাপিত করা হয়, কিন্তু কার্লমার্ক্স তাহাকে অতি ব্যঙ্গ করেন।* আজ অ-রুষ বংশ সম্ভূত ষ্টালিনের নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়া ব্যতীত সর্ব জাতীয় স্লাভেরা সকলেই পারস্পরিক সংযোগ করিয়াছে। আজ তাহারা আর পূর্বেকার মত দুর্বল নহে। অবশ্য তাহাদের একতার-স্থায়ীত্ব ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গর্ভেই নিহিত আছে।

কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইল। ভারত যে "এক এবং অবিভাজ্য" ইহা নেতারা বলিতেন। কিন্তু ভাবুকতার দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হয় না, অর্থনীতিই তাহার ভিত্তি। এই সত্য তথ্যটি আমাদের বুরজোয়া নেতারা ক্রমাগতই অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধর্মের ক্ষাপামি কিয়ৎকালের জন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু অর্থনীতি এবং শিক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে একটি লোক-সমষ্টি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী প্রাপ্ত হইয়া তাহার

* কার্লমার্ক্স প্রণীত : "Revolution and Counter-Revolution" দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসের প্রতি সিংহাবলোকন করিয়া তাহার ধারা বুঝিতে পারে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যতকেও বুঝিতে সক্ষম হয়। এইজন্যই নব্য-তুর্কিরা "প্যান-তুরাণীয়" আন্দোলন করিয়া আজ খাঁটি তুরাণী-তুর্ক হইয়াছে। তাহার ভাষা, আচার-ব্যবহার, নাম ইত্যাদি হইতে আরবী সংস্কার বাদ দিতেছে।

কিন্তু ভারতে ইহার সর্ব বিষয়েই বিপরীত স্রোত চলিতেছে। যখন মুসলমান দেশসমূহে জাতীয়তার তীব্র আন্দোলন চলিতেছে, যখন তাহারা নিজেদের জাতীয় পূর্ব-স্মৃতি জাগাইতেছে তখন ভারতীয় মুসলমান প্যান-ইস্‌লামের ধূয়া ধরিয়া আত্মবিস্মৃত হইবার চেষ্টা ক্রমাগত করিতেছেন। এই জন্যই খণ্ডিত ভারতাংশে নিজেদের স্বাধীন-রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া তথাকার ভাষাসমূহ পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষ যে, ইণ্ডো-আর্য্যভাষী এবং সেই জাতি সম্ভূত, ইহা ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন। এই ধর্মের ধূয়ার ফলে, বৈদিক পক্ত, শিবি, কেকয়, যদু, দ্রুহ, অনু প্রভৃতি জাতিদের বংশধরেরা আজ ভারতীয় নহেন, তাঁহারা "পাকিস্তানী"। অথচ দেশ বিভাগের পূর্বেও তাঁহারা যদু-বংশীয় ভট্টি রাজপুত বলিয়া অহংকার করিতেন (ভট্টি নাম তাঁহাদের 'ভূটো', 'ভট' প্রভৃতি নামে ধরা পড়ে)। কিন্তু সংস্কৃতমূলক পঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধি প্রভৃতি ভাষা তাঁহারা ভুলিবেন কি প্রকারে? 'রেখতা' বা উর্দু ও সংস্কৃতমূলক ভাষা, ইহা অপলাপ করিবার চেষ্টা বৃথা। আজ আফগান শিক্ষার্থী সংস্কৃত শিখিতেছেন, কারণ পুস্ত সংস্কৃত বহুল ভাষা। ভারতীয় ভাষার সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য আছে।

এইসব রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতা এবং কৃষ্টির একীকরণ সমস্তই ইতিহাসের দ্বন্দ-ভাবের গতির উপর নির্ভর করে। ঐতিহাসিক বস্তু-তান্ত্রিক দ্বন্দ-ভাবের জন্যই যদি পার্থক্যের উদ্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ-ভাবের সমাধান হইলেই সম্মেলনও সম্ভবপর হইবে। এই সম্মেলন প্রচেষ্টারূপ ঐতিহাসিক ভার ভারতবাসীর হস্তেই অর্পিত

হইয়াছে। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিয়া পিতৃপুরুষের পূর্ব কীর্তির পদাঙ্ক স্মরণ দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নতির চেষ্টা করা বর্তমান ভারতবাসীর আশু কর্তব্য। ইহারই উপর সম্মেলন (synthesis) নির্ভর করে।

বিচ্ছিন্ন ইণ্ডো-আর্য্য জাতিকে একত্রীত করা এবং প্রাচীনকালে যতদূর ভারত বিস্তৃত হইয়াছিল ততদূর ভারতের প্রভাব বিস্তার করা ভবিষ্যৎ বংশের কর্ম। দুর্বল বা নির্ধন জ্ঞাতিকে কেহ স্মরণে রাখে না। আজ বাঙ্গলার অনেক জাতিই নিজেদের "বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন; কিন্তু তাঁহাদের নাম ও পরিচয় বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার সেই প্রাচীন "পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" নামও নাই; আর গৌড়ীয়রা "নর-রাক্ষস সদৃশা-বীরা"*, "ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করে"†, প্রভৃতি বলিয়া আর কেহ গালাগালি করে না। "বাঙ্গালী-কাপুরুষ, বাঙ্গালী দুর্বল", বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, বাঙ্গালী জাতি ইংরেজের সৃষ্ট"‡ এইগুলিই ইংরেজি শাসন ও তাহার শিক্ষার ফলস্বরূপ বাঙ্গালী পাইয়াছে এবং বিশ্বাস করিয়াছে। এইজন্যই বাঙ্গালী কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন, "কোন মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল, কোন ইতিহাস তব নাম করে, ভূতলে কেবল ছিছি ছিছি রব"। এই কলঙ্ক মুছিবার জন্যই বাঙ্গালী তরুণ বিপ্লব-বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছিল। আজ বাঙ্গলা এবং ভারত সেই জীবনাহুতির কথা ভুলিয়া গিয়াছে; বরং বাঙ্গলাকে ভুগোলের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিবার কথাও মধ্যে মধ্যে কোন কোন অবাঙ্গালী নেতা উপস্থাপিত করিয়াছেন। কোথায় কনৌজে বাঙ্গলার ভারতের সার্বভৌমত্ব পদ গ্রহণ আর কোথায় এইরূপ প্রলাপ! ইতিহাসের দ্বন্দনীতির দ্বারাই গৌড়ের এই পরিবর্তন।

* রাজতরঙ্গিনী দ্রষ্টব্য। † কাশ্মিরী ক্ষেমেন্দ্রের পুস্তক দ্রষ্টব্য।

‡ সিডনী লোর পুস্তক দ্রষ্টব্য।

আজ বঙ্গভাষীকে জগতপৃষ্ঠে নিজের অস্তিত্ব রাখিবার জন্য সম্যক-প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি বঙ্গভাষী পুনরায় জাতীয়তাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতের সম্মুখে নিজেকে স্থাপিত করিতে পারে, যদি সে নূতন কৃষ্টির গরিমায় নিজেকে উদ্ভাসিত করিতে পারে, তাহা হইলে যাহারা বাঙ্গালী বলিতে অনিচ্ছুক তাহারাও নিজেদের "বাঙ্গালী" বলিতে লজ্জা বোধ করিবে না। সকলেই জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করিবে। তদ্রূপ, ভারত যদি পুনরায় অর্থনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেকে উচ্চাসনে স্থাপিত করিতে পারে, যদি এই সকলের সমন্বয়ে ভারত নিজেকে প্রবল রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে এবং আত্মীয়তা স্বীকার করিয়া লইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—উপনিষদের এই বাণী ধ্রুব সত্য।

মহাত্মা গান্ধী শেষকালে বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দু যদি বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে "জাত-বিহীন ও শ্রেণী-বিহীন হইয়া বিবর্তিত হইতে হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ পন্থা মহাত্মাজীর এই কথার মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু তাহার জন্য সাধনা চাই, বাক-বিতণ্ডায় দেশ অগ্রগামী হয় না। সমাজের আমূল পরিবর্তন চাই, স্বীয় মস্তক হইতে প্রাচীন সংস্কারের "হিমালয়ের চাপ" সরাইতে হইবে। দীর্ঘ পরাধীনতার জন্য যে সমাজ-শরীর পঙ্গু হইয়াছে, তাহার নিরাময় লাভ প্রয়োজন। পুরাতন খোলস্‌টা একেবারেই ফেলিতে হইবে।

অন্য জাতিকে বিজিত করিয়া শাসন ও শোষণ করার যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদও তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। আজ সর্বজাতিই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতেছে। সমগ্র এসিয়া আজ জাগ্রত হইতেছে। যাযাবরত্ব এবং সামন্তসাহী সমাজ পরিবর্তন করিয়া এসিয়া আজ সাম্যবাদীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তৎপর। আজ এসিয়ার দাস-কৃষক স্বাধীন কৃষিজীবীরূপে নিজেকে বিবর্তিত করিতে চাহিতেছে। ইহাই ইহতেছে এসিয়ার বর্তমানের সমস্যা।

এই সন্ধিক্ষণে স্বাধীন ভারত কি সাধনায় নিমগ্ন হইবে, ইহাই ভারতের প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদ এখন অচল, পর জাতির উপর শাসন ও শোষণ অসম্ভব। তাহা হইলে ভারত কি সাধনা গ্রহণ করিবে! প্রাচীনকালের ন্যায় খোটান হইতে দক্ষিণে যবদ্বীপ, পশ্চিমে পূর্ব-আফ্রিকা ও পূর্বে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হিন্দু উপনিবেশ ও রাষ্ট্র স্থাপন এই যুগে সম্ভব নহে। কিন্তু অতীতের উত্তরাধিকারী এবং বর্তমানের বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি গ্রহণকারী ভারতবাসী জাতিবিহীন ও শ্রেণীবিহীন হইয়া এসিয়া এবং আফ্রিকার সর্বত্র জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং কৃষ্টির সম্বন্ধে সর্বদেশের সহিত সখ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন; পতিতের ও দুর্বলের সহায়তায় অগ্রসর হইতে পারেন, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধ্বজা লইয়া সর্বত্র গমন করিতে পারেন। গৌতম বুদ্ধের সেই বাণী,—"বহুজন হিতায় চ, বহুজন সুখায় চ" এই মন্ত্র সমগ্র জগতে পুনঃ প্রচার করিতে পারেন।

এই প্রকার সাধনার ফলে, বিচ্ছিন্ন ভারত পুনঃ একটা সম্মিলিত সংঘের দ্বারা একত্রীত হইতে পারে; এই সাধনা দ্বারাই ভারত এসিয়াকে সম্মিলিত করিতে সক্ষম হইবে। এইস্থলে আর একটি কথা বলিয়া ভবিষ্যতের সম্ভবপর গতির দিক নির্দেশ করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব-তুর্কিস্থানে (বর্তমান সিংকিয়াং) বিলুপ্ত বৌদ্ধ-ইউচি জাতির কৃষ্টির নিদর্শনসমূহ যাহা জার্মাণ পণ্ডিতেরা বার্লিনে আনিয়াছিলেন তাহা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শন করিবার সময় অধ্যাপক লিকক্ (Prof. Lecoq) লেখককে বলিয়াছিলেন, "এসিয়ার সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছে"। তরুণ ভারতবাসী এই উক্তি স্মরণ রাখিয়া স্বীয় দেশকে পুনঃ সংগঠন করিবার কার্যের সাধনায় নিযুক্ত হউন।

জয় হিন্দ

ষোড়শ অধ্যায়

বিদেশে প্রাথমিক বিপ্লব আন্দোলন

(১৯০৭ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে লণ্ডনে অনেক বহির্ভারতীয় মনীষীর সমাগম হয়। দাদাভাই নৌরজী তৎপূর্বেই পার্লামেণ্টের সদস্য হন। তিনি নানা পুস্তক লিখিয়া ভারতের দুর্দশার বিষয় জগতকে জানান। তাঁহার কয়েক খানি পুস্তক লেখক বার্লিনস্থ কার্ল কাউটস্কি নামক বিখ্যাত সোসালিষ্ট নেতার লাইব্রেরীতে দেখিয়াছেন। নৌরজী মহোদয় অনেকদিন ইংলণ্ডে অবস্থান করেন এবং মহামান্য হাইণ্ডম্যান নামক ইংরেজ সোসালিষ্ট নেতা প্রভৃতির সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। তিনি ১৯০৩ বা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামে আহূত সোসালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সে ভারতের বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

নৌরজীর সেখানে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দের তথায় আগমন হয়। পরে, রমেশচন্দ্র দত্তেরও তথায় আগমন হয়। এই সমন্বয়ের ফলে, একদল চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লোক ভারতীয় সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। এডমণ্ড রাসেল (Edmund Russel) নামক একজন আমেরিকান কবি তাঁহার 'Lay of Ind' নামক কবিতা পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, তিনি উপরোক্ত মহোদয়দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই এই কাব্য লিখিয়াছেন।

এই সময়ে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা মহাশয় লণ্ডন হইতে দেশে ফিরিয়া ছিলেন। কথিত হয় যে, তিলক মহোদয়ের কারাদণ্ডে তিনি মর্মাহত হইয়া বলেন, এই দেশে স্বাধীন মত ব্যক্ত করা অসম্ভব হইয়াছে, অতএব এই দেশে আর স্বাধীনচেতা ব্যক্তির বাস করা সম্ভব নয়। এই বলিয়া তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিদেশে আন্দোলন আরম্ভ

কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'ইণ্ডিয়ান-সোসিয়োলজিষ্ট' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পত্রিকা কলিকাতায় আসিতে থাকে। ইহা তিনি সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন।

এই সময় বাঙ্গলায় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সতেজে চলিতেছিল এবং ভারতের সর্বত্রই চরমপন্থীয় আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের "অতিবৃদ্ধ" দাদাভাই নৌরজী সভাপতির অভিভাষণে ঘোষণা করেন, "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার"। এই ঘোষণার পর, ইহার অর্থ লইয়া নানা দলের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বৈপ্লবিকেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। আমরা যুগান্তর পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম ভারতের অতিবৃদ্ধের কি স্বাধীনতাকল্পে ইহার বেশী কিছু বলিবার নাই? যাই হোক, দেশে যখন এইরূপ চরমপন্থীয় আলোড়ন চলিতেছিল, তখন বিদেশস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই হইয়াছিল। এই সময়ে নিউইয়র্কস্থিত আইরিশ জাতীয়তাবাদী পত্রিকা "Goelic American" ভারতের পক্ষাবলম্বন করিয়া লিখিতে থাকে। ইহার সহকারী সম্পাদক ফ্রীম্যান মহোদয় ভারতবন্ধু ছিলেন। তথাকার ভারতীয় ছাত্রেরা আইরিশ "ক্লান-না-গেল" নামক সমিতির সঙ্গে মেশামিশি করিতে থাকেন। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মাধ্যমে ঘোষণা পত্রসমূহ ভারতে প্রেরিত হইলে পঞ্জাবের তরুণ কর্মী লালাপিণ্ডীদাসের দ্বারা রাওয়ালপিণ্ডিতে তাহা বিতরিত হয়। ইহার ফলে পিণ্ডীদাসের কয়েক বৎসরের জন্য কারাবাস হয়।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে সাভারকার ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাধব রাও এবং ত্রিমূল আচারিয়া। এই সময়ে কৃষ্ণবর্মার দ্বারা "ইণ্ডিয়া হাউস্" স্থাপিত হয়। এইস্থলে শ্রীমতী কামা সম্মিলিত হন। এই প্রকারে বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে একটি সাড়া পড়িয়া যায়।

এই সময়ে কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে ভারতীয় "হোমরুল সমিতি" স্থাপন করেন। তিনি ইহার সভাপতি হন এবং আবদুল্লা সোহাবর্দী একজন সহকারী সভাপতি হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি স্থাপিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ভারতীয়দের আন্দোলনের ফলে মদন ধীঙ্গড়া নামক একজন তরুণ দ্বারা কার্জন ওয়াইলি নিহত হন এবং তাঁহাকে বাঁচাইতে যাইয়া ডাঃ লাল কাকাও নিহত হন। ইহার ফলে লণ্ডনের জনগণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

ইহার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণবর্মাও সাভারকার লণ্ডন হইতে তাঁহাদের ব্যারিষ্টারের সনদচ্যুত হন এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মাধব রাও এই দুইজন ছাত্রের নাম কাটিয়া তাহাদের আইন কলেজ (Inn of court) হইতে বিতাড়িত করা হয়। শেষোক্ত দুইজন পরে প্যারিসে পলাইয়া আসেন। রাও এখনও প্যারিসে আছেন।

প্যারিসে আন্দোলন

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) ভারত হইতে প্যারিসে যান। প্যারিস হইতে তিনি লেখককে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, জেনেভায় তিনি একজন মহারাষ্ট্র-ভাষী যুবকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নাম খাসী রাও তিনি হেমদাসকে বলেন, "তিনি গোপনে ফ্রান্সে সামরিক দ্রব্য নির্মাণ কৌশল শিক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু প্যারিসে ভারতীয়দের হৈ-চৈ এর ফলে তিনি তাঁহার কর্মস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। অরবিন্দের পত্র লইয়া হেমদাস তাঁহার সহিত আলাপ করেন।

এই সময়ে কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে থাকা নিরাপদ নয় বলিয়া প্যারিসে বাসস্থান স্থাপন করেন। মাডাম কামাও প্যারিসে আসেন। পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সাভারকার গ্রেপ্তার হন। ইহার ফলে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রিমূল আচারিয়া, রাও ও আমীন প্যারিসে পলাইয়া আসেন। আমীন গুজরাট বাসী ছিলেন এবং পরে আত্মহত্যা করেন। এই সময়ে মাডাম কামাও

"বন্দেমাতরম্" নামক ইংরেজিতে এক পত্রিকা বাহির করেন। পরে "তলোয়ার" নামক একটি পত্রিকাও যুবকেরা বাহির করিয়াছিলেন। এই সব যোগাযোগের ফলে প্যারিসে ভারতীয় বৈপ্লবিক বা স্বাধীনতাকামীদের আড্ডা স্থাপিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের ভারতীয়েরা প্রমথনাথ দত্ত নামক একজন কলিকাতার যুবককে ছদ্মবেশে ফরাসীদের "বিদেশী সৈন্যদলে (Legion d'etranger) ভর্তি করিতে সমর্থ হন। প্রমথ বাঙ্গলার বৈপ্লবিকদলের অন্যতম কর্মী ছিলেন। এই সময়ে মাডাম কামাও সর্বত্র ত্রিরঙের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সর্ব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের পক্ষে বক্তৃতা করিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টুটগার্টে তিনি সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ভারতের বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

আমেরিকায় প্রচেষ্টা

আমেরিকাস্থিত ভারতীয় ছাত্রেরা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের আলোচনা করিয়া স্বদেশীয়ানার সখ মিটাইতেন। পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুস্থান ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন" নামে ছাত্রদের মধ্যে নিখিল আমেরিকা সংঘ গঠন করা হয়। এই সংঘের পক্ষ হইতে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করা হইয়াছিল। ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ বসু ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন এবং প্রত্যেক ষ্টেটে ইহার শাখা গঠিত হয়। এই সংঘ কেবল ছাত্রদের ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত। রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সময়ে ১৯১২ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৺সুরেন্দ্রনাথ বসু, ৺বসন্তকুমার রায়, ডাঃ ৺সুধীন্দ্রনাথ বসু ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তিনজনই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের রোষে পতিত হন এবং এক প্রকারের নির্যাতন ভোগ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ দাস এবং ফকিরচন্দ্র পাল ভারমণ্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করেন। কিন্তু এক বৎসর পরে

তারকনাথ দাস ব্রিটিশ রাজদূতের প্ররোচনায় তথা হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি স্থানীয় একটি কলেজের পত্রিকায় জগতের লোককে ভারতের স্বাধীনতা কর্মে সাহায্য প্রদান করিবার জন্য আবেদন জানাইয়া লিখিয়াছেন। ফকিরচন্দ্র চার বৎসর তথায় ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

ইতিমধ্যে, বোধ হয় ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে "গদর পার্টি" নামক একটি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয়। ৺লালা হরদয়াল, ৺রামচন্দ্র, ৺মৌলবী বরকাতুল্লা প্রভৃতি এই কর্মে অগ্রণী ছিলেন (অধ্যাপক খানখোজের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। এই সময়ে বিদেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় বাস করিয়া ভারতীয় শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছিল যে, মৌলবীসাহেব মুসলমানদের মস্‌জিদ নির্মাণকল্পে শিখদের নিকট এক প্রকাশ্য সভায় অনুরোধ জানান এবং শিখ শ্রমিকেরাও ইহাতে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করেন। একজন শিখ-শ্রমিক তাঁহার যাহা কিছু পুঁজি ছিল (৯০০ ডলার) তাহা তৎক্ষণাৎ দান করেন। ইহা মৌলবী সাহেবের নিকট লেখক শুনিয়াছেন। আজকালকার দুই জাতিতত্ত্বওয়ালারা এই বিষয়ে কি বলেন?

যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টা

বিদেশস্থিত বৈপ্লবিক ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা যুদ্ধকালীন যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহা বিশদভাবে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে সংযুক্ত-রাষ্ট্রের পশ্চিমদিক হইতে (বোধ হয় অরিগন ষ্টেটে) সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি 'ম্যানিফেষ্টো' বাহির করেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ কর মার্কামারা হন এবং আমেরিকা

যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সহিত সম্মিলিত হইলে অন্যান্য বৈপ্লবিকদের ন্যায় কয়েক বৎসর কয়েদ খানায় নিক্ষিপ্ত হন। তথায় তাঁহার যক্ষ্মারোগ হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক ছাত্র ইউরোপ হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। হেরম্বলাল গুপ্ত বার্লিন কমিটি দ্বারা ভারপ্রাপ্ত হইয়া জাপানে যান এবং রাসবিহারী বসুর সহিত মিলিত হন। সেই সময়ে লালা লাজপত রায় সেখানে আসেন। তাঁহাকে জাপানী সাংবাদিকদের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য হেরম্ব ঘটা করিয়া একটি ভোজ এবং রাসবিহারীর খরচার জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। শেষে জাপানী পুলিশের তাড়নায় তথা হইতে পলাইয়া আমেরিকাতে আসেন এবং আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিলে, তিনি নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ওরফে জন মার্টিন ওরফে এম, এন, রায়, জ্ঞান সান্যাল ও ধীরেন্দ্রনাথ সেন মেক্সিকোতে পলাইয়া যান। হেরম্ব লেখককে বলিয়াছিলেন যে, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু এখানে আসিয়া শুনিলেন, হেরম্ব বৈপ্লবিক কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া অধ্যাপক বসু বলেন, "যে লেখাপড়া করে না সে দেশের কাজ কি প্রকারে করিবে?" ইহার পর হেরম্ব কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং বি. এ. কোর্স শেষ করেন। তাঁহার উপর পুলিশ রাজনীতিক চার্জ দেওয়ায় তিনি ডিপ্লোমা পান নাই। যুদ্ধের পরেও দরখাস্ত করিয়া ডিপ্লোমা পাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু প্রত্যাখ্যান হন। অন্যান্যেরা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিদেশে যুদ্ধপরোত্তর কার্য

জার্মাণিতে বিপ্লব হইবার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিকের পুনঃ অধিবেশন সুইজর্লণ্ডের বারণ নগরে হয়। বার্লিন কমিটি ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক দলের নেতাদের একটি করিয়া স্মারক-লিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু এইসব সোসালিষ্ট নেতারা তাহা বেমালুম হজম করিয়া ফেলেন। ভারত বিষয়ে কোন শব্দই উত্থিত হয় নাই।

পর বৎসর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লুটসানে যখন সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক পুনরুত্থিত হয় তখন তথায়ও বৈপ্লবিকরা একটি স্মারক-লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহার এক খণ্ড প্রতিলিপি লেখক কার্ল কাউটস্কিকে স্বহস্তে প্রদান করেন। কিন্তু সোসালিষ্টরা যেন ইংরেজ ভয়ে ভীত বলে মনে হইত; অন্ততঃ তাহারা ইংরেজকে চটাইতে চাহিত না। এইজন্যই এই অধিবেশনে ভারতের জন্য "হোমরুল" এবং কোরিয়ার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গ্রহণ করা হয়। এই অধিবেশনে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ নামক দুইজন বৈপ্লবিক যোগদান করেন। তাঁহাদের কোন সোসালিষ্ট দলের মানডেট নাই বলিয়া র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি প্রথমে আপত্তি জানান। কিন্তু ভারতীয়েরা La Feuille নামক দৈনিক পত্রিকায় ইংরেজদের প্রকাশ্যে আক্রমণ করিবার ফলে, অবশেষে ইংরেজ ডেলিগেট্‌রা ইঁহাদের সম্মেলনে যোগদান করিবার অনুমতি দেন। এই আক্রমণের পর, সোসালিষ্ট নেতা হেণ্ডারসন্ ইঁহাদের বলিয়াছিলেন, "তোমরা এইস্থলে গোলমাল করিতেছ কেন, ইংলণ্ডে যাইয়া বল।" তথায় তোমাদেরই নেতা শ্রীমতী বেসান্ট বক্তৃতা করেন, আমি ভারতের স্বাধীনতা চাই না, আমি 'সোসালিষ্ট ফেডারেশন অফ ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথ্' চাই

(Socialist Federation of British Common Wealth)। কমন্‌ওয়েলথ্ পরিকল্পনা তখনই শ্রমিকদল স্থির করিয়াছিলেন।" ওয়াহিদ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন।" আর বিদেশী কমরেডদের চাপে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ভারত সম্বন্ধে বিল পার্লামেণ্টে আনীত হইলে তাঁহারা সেই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

ইতিমধ্যে, ইউরোপের ভাগ্য বিপর্যয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার বিপ্লবের ফলে, প্রবাসস্থিত কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী বোলশেভিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মস্কোতে রওনা হন।

যুদ্ধের পরে বার্লিনস্থ কমিটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ বিপ্লবের পরে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। কমিটির কয়েকজন ভূতপূর্ব সভ্য নবাগত ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্যার্থে "ভারতীয় নিউজ্ ও ইন্‌ফরমেশন্ ব্যুরো" (Indian News and Information Bureau) স্থাপন করেন।

মৌলবী বরকাতুল্লা বার্লিনে ফিরিয়া আসিলে জনকতক বৈপ্লবিক একটি নূতন কমিটি স্থাপন করেন এবং "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" (Indian Independence) নামক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রথমে ইহা কর্তারামের নাম সম্পাদকরূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু পরে তিনি ইহাতে আপত্তি করায় লেখক নিজে ইহার সম্পাদনার দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ কর এই সম্পাদনায় সাহায্য করিতেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইহা ইংলণ্ডে ও ভারতে প্রবেশ করিতে দিত না।

এই সময়ে এই নূতন কমিটির সভ্য সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ যিনি ইটালিতে যাতায়াত করিতেন এবং মুসোলিনী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলে তাহার সহিত ভাব করেন। মুসোলিনী ভারতীয়দের কর্মে সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি "সেই প্রাচীন ভারতের" সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। তজ্জন্য উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য

স্থাপন কল্পে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন। একটি Italian-Indian Syndicate স্থাপিত হয়; উভয় দেশের লোকেরা অর্থ দ্বারা ইহার মূলধন সংগ্রহ করিবেন। এই কর্মের জন্য মুসোলিনী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডিরেক্টাররূপে নিয়োজিত করেন। ইহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া লেখক শ্রবণ করেন যে, এই যোগাযোগের ফলে ওয়াহেদের সাহায্যে ঢাকা অনুশীলন সমিতির দুইজন যুবক ইটালিয় ফ্যাসিষ্ট নাবিকদের জাহাজে বিনা পাশপোর্টে ও বিনা টিকিটে ইউরোপে গুপ্তভাবে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ৺সুরেন্দ্রনাথ হালদার (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শ্যালক এবং বিপ্লবদলের প্রথমাবস্থা হইতেই দলে ছিলেন) লেখককে জানাইয়াছিলেন। ওয়াহেদ লেখকের নিকট হইতে পত্র লইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ভ্রমণ করিয়া যান।

কিন্তু ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনে লেখক শ্রীসোয়েব খোরেসীর (উপস্থিত পাকিস্তানের মন্ত্রী) নিকট হইতে শ্রবণ করেন যে, এই উদ্যম সফল হয় নাই, কারণ, ইটালিয়েরা বলিল: ভারতীয়েরা এই ব্যবসায়ে অর্থ আনয়ন করুক; তাহারা টাকা দিতে পারিবে না। এই সময়ে ওয়াহেদের অন্য কর্ম ছিল, যে সব ভারতীয় নেতারা রোমে আসিতেন তাঁহাদের সহিত ইটালিয় নেতাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। মহম্মদ আলীর সহিত সোসালিষ্ট নেতা টুরাটির (Turatti) সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। পরে ডাঃ আনসারী তথায় আসেন। তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে ওয়াহেদকে অবগত করান। তিনি বলেন, "অসহযোগ আন্দোলনের পরে, একটা সমান্তরাল-শাসন (Parallel Government) স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কলহ চালাইয়া যাইবার পরিকল্পনা কংগ্রেসের আছে। খিলাফৎ আন্দোলনের পরে হিন্দু-মুসলমান একতা অটুট রাখিবার জন্য "জেজিরাত-উল-আরব" (Zezirat-ul-Arab) আন্দোলন আরম্ভ করিবেন" ইত্যাদি। পরে,

তিনি এই বিষয়ে কাগজে লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ আর ধর্মের নূতন ক্ষাপামিতে কর্ণপাত করে নাই।

অন্যদিকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে শ্রীতারকনাথ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, আগনেস স্মেডলী প্রভৃতি জেল হইতে বাহির হইয়া আমেরিকার বন্ধুদের সহযোগে "ভারতীয় স্বাধীনতার বন্ধু" (Friends of Indian Freedom) নামক এক সমিতি স্থাপন করেন এবং আমেরিকার জনসাধারণকে ভারতের অবস্থা জানাইতে থাকেন। বসন্তকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতিও এই সংঘে ছিলেন। "গদর পার্টি"ও পুনরায় সংগঠিত হয়। এই সময়ে ইহা প্রকৃতভাবে একটি শ্রমিক সংস্থায় বিবর্তিত হয়। সন্তোষ সিংহ ইহার সম্পাদক হন। সুরেন্দ্রনাথ কর কালিফোর্ণিয়াতে যাইয়া গদর পার্টিতে কর্ম করেন। তথা হইতে পরে তিনি বার্লিনে আসেন এবং ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

যুদ্ধের পরে, ভারতীয় ছাত্রদের লইয়া জার্মাণিতে একটি ছাত্র সংঘ স্থাপন করা হয়। এই সব ছাত্র সংঘগুলি কিছুদিন চলিয়াছিল, কিন্তু কণ্টিনেণ্টে ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা অল্প বলিয়া এবং যাহারা প্রথম উদ্যোগী ছিল তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে এইসব সংঘের স্বাভাবিক অবসান ঘটে।

পরিশিষ্ট

অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস

পরিশিষ্ট ঃ প্রথম

পাদটীকা

১। পণ্ডিত কেশব দেও শাস্ত্রী আর্য্য সমাজের সভ্য ছিলেন। ইনি আমেরিকা হইতে ডক্টর উপাধি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লীতে অবস্থান করিতেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ডাঃ শাস্ত্রী নিখিল ভারতীয় যুব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ইনি এক্ষণে গতায়ু হইয়াছেন।

২। ডাঃ খানচাঁদ বর্মা লাহোরে অবস্থান করিতেন এবং তথাকার কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইনি ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 'অন্তরীণ' হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর গভর্ণমেন্টের অনুযোগ, যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি সুয়েজ কানালের মধ্য দিয়া করাচীতে আসিতেছিল, তাহা ডেরা-ইসমাইল-খাঁ জেলায় তাঁহার ভবনে রক্ষিত হইবে। ইহাই গদর পার্টির প্ল্যান ছিল, কিন্তু এই জাহাজ করাচী বন্দরে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ডাঃ বর্মা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখককে এই সংবাদ দেন।

৩। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি বি.এ. পাশ করিয়া লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যান। সেই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পরে, লণ্ডনের একটি "ইন অফ কোর্টে" ব্যারিষ্টারী পড়িতে থাকেন। সেই সময়ে ইনি ব্যারিষ্টার সাভারকারের সহিত বৈপ্লবিক কর্মে যোগদান করেন। এইসঙ্গে ৺ধীঙ্গড়া, ত্রিমূল আচারিয়া, রাও, মাডাম কামা প্রভৃতিও ছিলেন। এই বৈপ্লবিক কর্মের ফলে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি এবং রাও "ইন অফ কোর্ট" হইতে বিতাড়িত হন। সাভারকারের এবং শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার ব্যারিষ্টারী

সার্টিফিকেট কাড়িয়া লওয়া হয়। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সরোজনী নাইডু গভর্ণমেণ্টকে এক পত্রে লেখেন যে, "বীরেন্দ্রর সহিত তাঁহার বাড়ীর কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা তাঁহাকে অনেকদিন হইতেই অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন ইত্যাদি"। ইনি বার্লিন কমিটির একজন প্রধান স্রষ্টা ও প্রথম সেক্রেটারী। ইনি শেষে রুষে ছিলেন। মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের সংবাদ যে, তিনি তথাকার নাগরিক হইয়াছিলেন এবং সেখানেই অসুখে মারা গিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকার ট্রট্স্কিপন্থীরা বলেন, ষ্টালিন তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। ইনি আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক মহলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। "League against Imperialism" সংস্থা গঠনে একজন অগ্রগামী এবং তাহার অফিস সেক্রেটারী ছিলেন।

৪। ট্রট্স্কির "In defence of Terrorism" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। ইনি বলেন, ভারতীয় ও ইজিপ্টীয় জাতীয়তাবাদীরা জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করায় ভুল করিয়াছে। ইহাতে তাহারা জার্মাণ Militarism বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু নিজেদের বেলায় কি? এই বিষয়ে বিপক্ষ-দলের অনেক পুস্তকে বাদানুবাদ আছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কার্ল লিবক্নেষ্ট যখন জার্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টি স্থাপন করেন তখন লেখক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "আমরা জাতীয়তাবাদী, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের শত্রু, তাহাদের শত্রু—আমাদের মিত্র"। ইহাতে তিনি বলেন, "ইহা আমি বুঝি"। লেখক তাঁহাকে বলেন, "আপনারা জার্মাণ Militarism ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন; কিন্তু এতদ্বারা আপনারা ইংরেজ ও ফরাসী Militarism বাড়াইয়া দিয়াছেন। এখন আমাদের দশা কি হইবে, তাহা কি ভাবিয়াছেন"। লেখক তাঁহাকে খুব দৃঢ়ভাবেই এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু লিবক্নেষ্ট নির্বাক হইয়া রহিলেন।

৫। মারাঠে পুণার লোক। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে কলিকাতায় অন্তরীণ হন। পরে পুণাতে কংগ্রেসের কর্মে যোগদান করেন। বীরেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি আমেরিকায় বৈপ্লবিক কর্মের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। তারপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জার্মাণিতে আসেন এবং ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অকস্মাৎ মারা যান।

৬। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ইনি এক্ষণে 'ইণ্ডো-সুইস্ ট্রেডিং কোম্পানীর ডিরেক্টার। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শ্রীত্রিমূল আচারিয়া। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম "মাণ্ডেয়ম্ প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ ত্রিমূল আচারিয়া"। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের আত্মীয়। যৌবনের প্রারম্ভেই লণ্ডনে যান এবং তথায় শ্রীসাভারকারের সহিত কর্ম করেন। ইনি পৃথিবী ঘুরিয়াছেন। সর্বত্রই বৈপ্লবিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বার্লিন কমিটির কর্ম সমাপন করিয়া অধ্যাপক বরকাতুল্লা ও কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত আফগানিস্থানে যান। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শ্রীআবদুল রব পেশোয়ারীর সহিত মিলিত হন এবং মধ্য-এসিয়ার তাসকেণ্টে "ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট সমিতি" স্থাপন করেন। এইস্থলে ভারতীয় "মুজাহারীণ" যুবকদের মধ্যে কার্য করিতেন। এইস্থান হইতে দক্ষিণে ফরগণা নামক স্থানে যান এবং তথা হইতে কাশ্মীর সীমান্তের মধ্য দিয়া ভারতে যাইবার পথ আছে কি না তাহা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। এই পথের মাধ্যমে ভারতে অস্ত্র আমদানি করিবার উদ্দেশ্য ছিল। ইনি পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বর্তমানে বোম্বাইতে অবস্থান করিতেছেন। সুয়েজেতে কর্মকালে তাঁর সঙ্গে বীরেন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তারকনাথ দাসও ছিলেন।

৭। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

৮। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের নিকট বার্লিন কমিটি যে অর্থ ও বৈপ্লবিক সংবাদ পাঠাইয়াছিল তাহা সঠিকভাবেই উপনীত হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনে পুণার চিত্রশালা প্রেসের সত্বাধিকারী 'বাসু কাকা' লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপরোক্ত সংবাদ দেন। লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, বার্লিন কমিটির দেওয়া টাকা তাঁহারা পাইয়াছিলেন কি না এবং কেন দেশের মধ্যে বিপ্লবোত্তম করেন নাই? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন, "টাকা আমরা পাইয়াছি এবং তাহা খরচও করিয়াছি; কিন্তু আমাদের কোন বৈপ্লবিক শক্তি ছিল না, যে কিছু প্রচেষ্টায় লিপ্ত হই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জার্মাণি হইতে কারামুক্ত বোম্বাই-প্রদেশের জনকতক ব্যবসায়ী লণ্ডনে তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "বার্লিন কমিটি বলিয়া পাঠাইয়াছে, আপনারা পূর্ণোত্তমে কার্য চালান"। তাহার উত্তরে তিনি বলেন, "বার্লিন কমিটিতে এখন কে কে আছেন? একবার একজন আমার কাছে আসিয়াছিল, আমার নাম করিয়া তাহাদের বলিও, "যতক্ষণ লৌহটি গরম আছে ততক্ষণ জোর কোরেই যেন আঘাত করে (Tell them to strike the iron while it is hot—ইহা তিলকের নিজের ভাষা)"। আবার শ্রীখানখোজে যখন ইরাণ হইতে ছদ্মবেশে ভারতে আসেন তখন তিনি গোপনে তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিলক মহোদয় সেই সময় খানখোজেকে সোভিয়েট রাশিয়াতে যাইয়া অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে উপদেশ দেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নিখিল-ভারতীয় শ্রমিক সংঘের নাগপুর অধিবেশনে শ্রীদেশমুখ নামে একজন বিশিষ্ট নাগরিক লেখককে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুও এই সময়ে তাঁহার বাড়ীতে অতিথিরূপে ছিলেন। শ্রীদেশমুখ পুরাতন বৈপ্লবিক কথার উত্থাপন করেন এবং

খানখোজের সহিত তিলকের সাক্ষাৎ ও তাঁহার উপদেশের সত্যতা বিষয়ে সমর্থন করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ভাই পরমানন্দের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ-কালে তিনি বলেন, "আমি বার্লিন হইতে প্রেরিত টাকাও পাই নাই এবং তোমাদের কোন সংবাদও পাই নাই। আন্দামানে আমি তোমাদের কার্যের কথা শুনি"। অথচ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিশ্চন্দ্র, যিনি মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত ইউরোপে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন, তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া জেনেভায় উপনীত হন এবং কমিটিকে সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি তখন রিপোর্ট দেন, পরমানন্দকে যে জহরতাদি পাঠান হইয়াছিল তাহা তিনি পাইয়াছেন।

৯। ফণী চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং শ্রীভূপতি মজুমদারও এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

১০। শ্রীমতিলাল রায় চন্দননগরস্থিত বৈপ্লবিকদলের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক চারু রায় দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে অদৃশ্য হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আত্মগোপন করেন (শ্রীমতিলাল রায়ের প্রবন্ধ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্পাদিত "নির্ণয় পত্রিকা", অরবিন্দ সংখ্যা, পৌষ—মাঘ ১৩৫৭ দ্রষ্টব্য)। ইনি জাপানে প্রবাসস্থিত রাসবিহারী বসু এবং ব্রেজিলে প্রবাসস্থিত সর্দার অজিত সিংহের সহিত পত্রাদি দ্বারা যোগাযোগ রাখিতেন।

১১। অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্যবসায়ী স্যার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার বাড়ী ছিল কলিকাতাস্থ সুকিয়া ষ্ট্রীটে; বাড়ীর অজ্ঞাতসারে জাপানে চলিয়া যান। ইনি পূর্বে জার্মাণিতে Textile-এর কাজ শিখিয়াছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

দলের কেহ তাঁহাকে চিনিতেন না এবং এই বিষয়ে কিছু জানেনও না। অবনী লেখককে বলিয়াছিল, "আমি পার্টির লোক ছিলাম না, যতীনবাবুর কথায় বৌদিদির কাছ হইতে টাকা লইয়া গিয়াছিলাম"। তাঁহার ভ্রাতারা ইহা সমর্থন করেন এবং আরও বলেন যে, "বৌদিদির অজ্ঞাতসারে তাঁহার টাকা লইয়াছিল।"

১২। এই উক্তির সমর্থক কোন তথ্য আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। অবনী আমাকে বলেন, "বারানসীর বিখ্যাত ৺শিবপ্রসাদ গুপ্তকে বাঁচাইবার জন্যই আমি স্বীকারোক্তি করি তত্রাচ আমার প্রাণদণ্ড হয়। অবশেষে এক আইরিশ জেলারের সাহায্যে সুমাত্রায় পলায়ন করি এবং তথা হইতে একজন ডাচ ব্যবসায়ীর মালয় চাকররূপে ইউরোপে আসি"।

কিন্তু গৌহাটী কংগ্রেসে শিবপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় লেখককে বলেন, "তাঁহারা কেবল সাতদিন হাজতবাস করেন, পরে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়"। এতদ্বারা পরস্পর বিসম্বাদী সংবাদ পাওয়া যায়। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরের এসিষ্টান্ট সার্জেন ডাঃ ঘোষ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শীতকালে কলিকাতায় লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। লেখকের সহিত বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আলাপ ছিল। তিনি বলেন, "অবনী গভর্ণমেণ্টের 'ওয়ার-ফাণ্ড' তুলিবার জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন, হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হন। পুলিশ তাঁহাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে তল্লাসী করিতে থাকে"।

এতদ্বারা আমরা এই তথ্য উপলব্ধি করি, তিনি পুলিশের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের মন জুগাইয়া চলিতেন, পরে সুবিধা পাইয়া পলাইয়া যান।

১৩। এই পুস্তক রচনাকালে এই প্লানের সংবাদ অবনী লেখককে বার্লিনে দিয়াছিলেন। ইহার সত্যতার যাচাই করিবার কোন উপায় আজ লেখকের নাই।

১৪। অবনী লেখককে বলেন, ধৃত শিখ-সিপাহীদের উপর ভীষণ-অত্যাচার ও প্রতিহিংসা গ্রহণ করা হয়। ইংরেজ সৈনিকেরা তাঁহাকে বলিয়াছে, "We made a pan cake of their mouths"—ইহার অর্থ, বন্দুকের কুঁদা মুখের বীবরে চালাইয়া তাহা চটকাইয়া দিয়াছিলাম!

১৫। এই তথ্য সম্বন্ধে গরমিল আছে। ৺অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলিয়াছিলেন, "ফণী ও আমি সাংহাইয়ের এক হোটেলে থাকিতাম। তথায় তিনি ধৃত হন এবং বৈকালে আমিও ধৃত হই"। তিনি পরে মুক্তি পান। ফণী চক্রবর্তী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শুনা যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মীরা তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখেন। জার্মাণ এজেণ্টকে (Herr Euphrat, ইনি হাঙ্গেরীয়, এই নামটি অবশ্য তাঁহার ছদ্মবেশী নাম) ইংরেজ পুলিশ কথা বাহির করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।

১৬। 'Black Dragon Society' নামক উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের এক নেতার বাড়ীতে তাঁহাদের লুকাইয়া রাখা হয়। এই নেতার কন্যাকেই রাসবিহারী পরে বিবাহ করেন। ইঁহাদের এক পুত্র হয়, নাম ভরতদাস। বিগত যুদ্ধের সময়ে ইনি জাপানী নাগরিক হিসাবে সৈন্যদলে একজন অফিসাররূপে কার্য করিতেন।

১৭। ইন্দোনেশীয় জাতীয় আন্দোলনে ইঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। ইঁহাদের সঙ্গে আর একজনও ছিলেন; তাঁহারাই ইন্দোনেশীয় জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি বা উদ্বুদ্ধ করেন। (দিল্লী হইতে প্রকাশিত, Indonesiion News Information Bulletin দ্রষ্টব্য)

১৮। অস্ত্রাদি লইয়া এই জাহাজ করাচী উপনীত হইয়াছিল, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহা ডুবাইয়া দেয়। এই বিষয়ে ২নং পাদটীকায় ডাঃ বর্মার উক্তি দ্রষ্টব্য।

১৯। ইঁহার নাম শ্রীনরেনাথ ভট্টাচার্য। "জন মার্টিন" নামে ইনি পূর্ব-এসিয়ায় ঘুরিতেন। ইনি বলেন, ৺যতীন মুখোপাধ্যায় জার্মাণদের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহার্থে তাঁহাকে ব্যাটেভিয়াতে প্রেরণ করেন। কমিটির প্লানানুযায়ীই এই সকল আয়োজন হইয়াছিল। ভিনসেণ্ট ক্রাফ্‌ট ছিলেন জাতিতে জার্মাণ। কিন্তু তিনি ইন্দোনেশীয়াতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি ডাচ নাগরিক ছিলেন এবং ডাচ ভাষা বেশ ভালই জানিতেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া এই কার্যে নিয়োজিত করা হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মে বা জুন মাসে লেখক যখন ছদ্মবেশে দক্ষিণ ইউরোপে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন সেই সময়ে কমিটির অনুরোধে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট লেখককে গ্রীস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তুর্কি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে। লেখক তাহাদের সাহায্যে কন্সটাণ্টি-নোপল হইয়া অবশেষে বার্লিনে উপনীত হইলে সেইদিনই কমিটির গৃহে ক্রাফ্‌টের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কমিটি তাঁহাকে বিদায় ভোজ দিতেছিল। সেইদিন কমিটির সভাগৃহে একটি বিশাল জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা ছিল। লেখক ক্রাফ্‌টকে বলেন, "অনেকেই এই পতাকার জন্য মরিয়াছে"। ক্রাফ্‌ট বলিলেন, "আরও অনেকে ইহার জন্য মরিবেন"।

ক্রাফ্‌ট ব্যাটেভিয়ায় উপনীত হইয়া বার্লিনে, সংবাদ পাঠায়, "আমি যে হোটেলে থাকি, সেইখানে জনকতক ভারতীয় বৈপ্লবিক থাকেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ হইয়াছে"। অনুমান হয়, ফণী চক্রবর্তী প্রভৃতির বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমেরিকায় গিয়া এম.এন. রায় নাম ধারণ করেন। এই নামেই তিনি মস্কো অভিমুখে রওনা হইয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে আসেন এবং লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন কমিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই সময়ে ভূতপূর্ব কমিটির সভ্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (ইনি "আলী হাইদার" নামে তুর্কিতে কার্য করিতেন) পীড়িত হইয়া লেখকের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া লেখক, এম. এন. রায়কে বলেন, "আমি বার্লিন কমিটির

ভূতপূর্ব সেক্রেটারী, আপনি যে জন মার্টিন তাহার প্রমাণ কি? তারপর আপনার নামে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অভিযোগ আছে এবং টাকার বিষয়ে আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে, আপনি কেবল তাহাদের কাছে টাকা চাহিতেন"। পিকিংস্থ জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ হিন্‌টসে (Hintze), (ইনি পরে জার্মাণ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 'Reich-Kauzler হইয়াছিলেন) এই রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরায় কলিকাতার সংবাদ পত্রে নিজের আত্মজীবনী বিবৃতির কালে এই ঘটনা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে বলিয়াছেন, "লেখককে খানা খাওয়াইতে ঠাণ্ডা হয়"। একটা খানা খাওয়াইয়াই যদি লেখককে ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লেখক কখন শ্রীরায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নাই কেন? আর যে টাকাতে তিনি মেক্সিকো, বার্লিন প্রভৃতি স্থানে নবাবীচালে থাকিতেন, সেই টাকা যে "বার্লিন কমিটির"। বৈপ্লবিক কমিটির টাকায় যখন তিনি বিদেশে 'Indian Prince' বলিয়া পরিচিত হইতেন, তখন দেশে ও বিদেশে বৈপ্লবিকেরা অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেন। এক্ষণে তিনি তাহাদের বিপক্ষে অযথা এবং মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিতেছেন। এই অপচেষ্টা কোন স্বার্থ প্রণোদিত?

৩ ২০। সৈয়দ টাকেজাদে একজন বড় ইরাণী জাতীয়তাবাদী এবং Persian Democratic Party-র নেতা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি রুষ আক্রমণের বিরুদ্ধে তেব্রিজের অবরোধ উঠাইয়া দেন। পরে ইনি আমেরিকায় আসেন এবং যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডে ও সোভিয়েট রাশিয়ায় ইরাণী রাষ্ট্রদূতরূপে নিয়োজিত হন। বর্তমানে ইরাণে অবস্থান করিতেছেন। যুদ্ধের সময় ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা তাঁহাকে নিউইয়র্ক হইতে বার্লিনে আসিয়া ভারতীয় কমিটির সহযোগে কার্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। ইহার ফলেই "ইরাণী ন্যাশনালিষ্ট কমিটি" বার্লিনে স্থাপিত হয়।

২১। অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে নাগপুরের লোক। তিনি মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য ছিলেন। এই মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক সমিতির কেন্দ্র ইয়োতমল নামক স্থানে ছিল। পাণ্ডুরঙ্গ আমেরিকায় যাইয়া এম.এস.সি উপাধি গ্রহণ করেন। ডক্টরেট পড়া ছাড়িয়া বিপ্লব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে তুর্কি হইয়া ইরাণে যান। ইহার প্রদত্ত বিবৃতি তাঁহার এবং তাঁহার সহযোগীদের কর্মের পরিচয় প্রদান করে।

যুদ্ধের পরে তিনি ইরাণ হইতে বার্লিনে আসেন এবং লেখকদের সঙ্গে মস্কো যান। সেখান হইতে ফিরিয়া মেক্সিকোতে যান। সেখানকার কৃষি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার পিতা মরণাপন্ন হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে চান; কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করে নাই। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে মধ্য-প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহার বন্ধু শ্রীআনে (বিহারের প্রদেশপাল) উদ্যোগ করিয়া তাঁহাকে ভারতে ফিরাইয়া আনেন। তিনি এক্ষণে পুনরায় মেক্সিকোতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীআগাসে একজন মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক যুবক। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থে মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিকদল তাঁহাকে ইরাণে প্রেরণ করেন। তথায় "মহম্মদ আলি" নামে তিনি ইরাণী নাগরিক হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আসেন, কোনও একটি সামরিক কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি West Point Academy-তে ভর্তি হইবার অনুমতি পান, কিন্তু তদনুযায়ী অর্থ তাঁহার ছিল না। খানখোজের সঙ্গে ইরাণে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম করেন। ইনি এক্ষণে তথায় বিবাহ করিয়া বসবাস করিতেছেন।

২২। সুফী অম্বাপ্রসাদ পঞ্জাবের একজন বড় বৈপ্লবিক নেতা। ইনি যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে সর্দার অজিত সিংহ, ঋষীকেশ লাট্টা প্রভৃতির সহিত পারস্যে পলাইয়া যান। অজিত সিংহ পরে প্যারিস

হইয়া ব্রেজিল যান, হৃষীকেশ আমেরিকায় যান। সুফীকে যুদ্ধের সময়ে ইংরেজেরা হত্যা করিয়াছিল। হৃষীকেশ বার্লিন কমিটির আহ্বানে ইউরোপে আসেন এবং গুজরাটী যুবক নায়ক, পঞ্জাবী তরুণ কেদার নাথ আমীন শর্মা, পার্শী যুবক কেরসাপ্সের সহিত ইরাণে যান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পরে হৃষীকেশ পুনরায় ইরাণে যান এবং তথায় গতায়ু হইয়াছেন।

মির্জা আববাস হায়দ্রাবাদের যুবক, আমেরিকায় শিক্ষার্থে গমন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে প্যারিসের বৈপ্লবিকদের সহিত আলাপ করিয়া আসেন। ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর মামলায় জড়িত হন ও পরে ইরাণে পলায়ন করেন। শুনা গিয়াছিল, তথায় তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেন। (ইরাণে বেদান্তের ভাব শিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতেছে। সুফী মতবাদ ইহার মুলে আছে বলিয়া অনুমান হয়)। ইনি যুদ্ধের সময়ে বার্লিন কমিটির প্রেরিত বৈপ্লবিকদের সহিত সহযোগিতা করেন। ইনি এক্ষণে ইরাণে আছেন।

এইস্থলে আর একজনের নামোল্লেখ না করিলে ঐতিহাসিক তথ্যের অসম্পূর্ণতা থাকে, তিনি হইতেছেন জাতীয় কংগ্রেসের "সেনাপতি" বাপ্‌ট। ইনি ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাঙ্গলার বৈপ্লবিকদের সহিত সংযুক্ত হন এবং আলিপুর মামলায় আসামী হন। ইনিও আববাসের ন্যায় ফেরার হন। বোধ হয় না যে, ইনি বিদেশে পলাইয়া ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে ইনি সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। ইহার সহিত বৈপ্লবিকদের আর কোন সংযোগ ছিল না।

২৩। এই কথা ইরাণের মেসিদ নগরের ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের ভারতীয় ডাক্তারের নিকট ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, কেদারনাথকে খাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে লইয়া আসা হইত।

২৪। খানখোজের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ইহার বিষয় লেখকের প্রণীত 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক পুস্তকের ১১১—১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৫। আবদুল জাব্বার খৈরি এবং আবদুল সাত্তার খৈরি নামে দুইজন দিল্লীর পুরাণবংশের লোক। ইহারা প্যান-ইসলামীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সিরিয়ায় বেইরুট নামক নগরে একটি স্কুল করেন। তথায় সেই স্কুলটি পাকাপাকিরূপে স্থাপনের জন্য চারিদিক হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং এই উদ্দেশ্যেই স্তাম্বুলে আসেন। ইঁহাদের নিকট হইতেই লেখক প্রথম "Two Nation" মতবাদ শ্রবণ করেন। তুর্কির পতনের পর, ইঁহারা মস্কোতে পলাইয়া যান। শুনা যায়, তথায় "কম্যুনিষ্ট" সাজেন এবং ভারতে কম্যুনিজম্ প্রচারের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যও পাইয়াছিলেন। মস্কো হইতে বার্লিনে আসিয়া উভয় ভ্রাতাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছোট ভাই হিন্দুদের সঙ্গে মিশিতেন, তিনি তথায় বিবাহ করেন। দেশে ফিরিয়া ডাঃ সাত্তার আলিগড়ে অধ্যাপকের কর্মে নিযুক্ত হন। তিনি এক্ষণে গতায়ু হইয়াছেন; শ্রীজাব্বার, ফকিরের ন্যায় একটি দরগায় কাল যাপন করিতেছেন।

আবদুল জাব্বারের সহিত এন্‌ভার পাশার কথোপকথন বিষয়ে মিশরের সেখ আবদুল আজিজ-আল-সাবিস্ আমাদের বলিয়াছিলেন। তিনি এন্‌ভার পাশার বন্ধু ছিলেন এবং জাব্বারকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "জাব্বারের কথাবার্তা ও ভঙ্গী দেখে আমি লজ্জিত হই"। যখন এন্‌ভার, জাব্বারকে বলেন, "তুমি ইসলামের জন্য কার্য করিতেছ, তাহা হলে পল্টনে ভর্তি হও না কেন"। ইহাতে এই ভদ্রলোক বলেন, "যুদ্ধে যাইতে আমি ভয় পাই"। ইহার উত্তরে এন্‌ভার বলেন, "যুদ্ধে পাঠান তো আমার হাত, আমি জঙ্গীলাট"।

ফলতঃ, তিনি জেহাদেও যোগদান করেন নাই এবং অর্থ সাহায্যও পান নাই।

ইঁহারা দুই ভ্রাতা মিলিয়া স্তাম্বুলে "ভারতীয়-মোসলেম কমিটি" নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির তরফ হইতে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের কাছে এক প্রস্তাব পাঠান যে, "কাশ্মীরের চারিদিকে রণ-কুশল স্বাধীন জাতিদের "রিপাবলিক" আছে, তাহাদের মধ্যে ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন। এই কর্মে যদি জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট রাজী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমিতি এই উদ্যোগের ভার লইতে স্বীকৃত আছে"। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব বার্লিন কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠান। বার্লিন কমিটি উপরোক্ত প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "এইসব স্থান কাশ্মীরের অন্তর্গত, তাহারা মহারাজার অধীনে বাস করে। ইংরেজের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কি জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রকারে টাকা আদায় করার একটি ফন্দি"? কমিটি তৎকালে ভারত মধ্যে কোন অন্তর্যুদ্ধ চাহিতেন না; এতদ্বারা কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধই আরম্ভ হইত।

২৬। এই মুজাহারিণ মহাশয় পঞ্জাবের লোক। তুর্কি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মেক্কায় যান, তথা হইতে তিনি বেইরুটে যাইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন প্যান-ইসলামিষ্টরা কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। অসুস্থের সংবাদ পাইয়া স্তাম্বুল কমিটির অধিনায়ক তাঁহাকে স্তাম্বুলে আনয়ন করেন এবং শ্রীকর্তারাম সিংহ নামক গদর দলের এক যুবকের সহিত বার্লিনে আসেন। পরে স্তাম্বুলে প্রেরিত হন। তুর্কির পতনের পর ইনি সেখ সাবিসের সঙ্গে রুষ হইয়া বার্লিনে আসেন। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট যখন প্রাচ্য বিভাগের কর্ম গুটাইতেছিল তখন সেই তহবিল হইতে ইনি কিঞ্চিৎ সাহায্য পান। কিন্তু হঠাৎ তথা হইতে অন্তর্ধান

করেন। কিছুদিন পরে দুই ভারতীয় ব্যবসায়ী লণ্ডন হইতে বার্লিনে ফিরিবার পর লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহারা পূর্বে বার্লিনে থাকিতেন এবং এই মুজাহারিণকেও চিনিতেন। তাঁহারা লেখককে জিজ্ঞাসা করেন, "অমুক কোথায়?" লেখক বলেন, "শুনিতেছি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে"। তাঁহারা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "সে লণ্ডনে গিয়াছে, ইংরেজ পুলিশ তাহাকে গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য স্তাম্বুলে পাঠাইয়াছে"।

২৭। ট্রট্‌স্কি ব্রেষ্ট-লিটোস্কে জার্মাণির সহিত সন্ধির আলোচনা কালে বলেন, "মিত্রশক্তি নিজেদের অধীনস্থ জাতিদের 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণ' অধিকার প্রদান করুক; যথা—ইংলণ্ড, ভারত, ঈজিপ্‌ট ও আয়র্লণ্ডে তাহাদের Right of Self-determination প্রদান করুক। আর মধ্য-শক্তিরাও তাহাদের অধীনস্থ জাতিদের তদ্রূপ ব্যবস্থা করুক।" এই বক্তৃতার ফলেই জার্মাণ সেনাপতি হফ্‌ম্যান ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, "মহাশয়েরা, আপনারা ভুলিয়া যাইতেছেন, আপনারা আমাদের দেশের ভূমিতে বা আমরা আপনাদের দেশের ভূমিতে"। এই সংবাদ ইউরোপীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। অথচ ট্রট্‌স্কি তাঁহার "My life" নামক পুস্তকে এই ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহা কি তাঁহার জীবনের বস্তুতান্ত্রিক-দ্বন্দ্বভাবের পরিচায়ক নয়?

২৮। ইহার নাম চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী। ইহার কাছে কমিটির অনেক টাকা গচ্ছিত ছিল। তাহা তিনি এক পত্রে কমিটিকে জানান। ইনি সেই টাকাতে নিজের নামে একটি বাড়ী এবং তাঁহার জার্মাণ বন্ধু সেকুনার (Sekuner) নামে এক বাগান ক্রয় করেন। আর নগদ টাকা যাহা ছিল তাহা আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে। যুদ্ধের পরে লেখক তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে, তাহার কাছে কমিটির যে গচ্ছিত টাকা আছে তাহা বৈপ্লবিক কর্মে নিয়োজিত করা হউক। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তিনি

বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটির হস্তে ইহা ন্যস্ত করিবেন। কিন্তু তাহার কিছুই করা হয় নাই। উপরোক্ত. ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইয়া হুমকি দিয়াছিলেন, তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইতেছে!

আজ ভারত স্বাধীন। ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক মালমসলার উপাদানস্বরূপ বৈপ্লবিক সত্য ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে আমরা বাধ্য। লেখক যে সমস্ত ঘটনা এবং যাঁহাদের কথা জানেন তাহা সমস্তই যখন প্রকাশ করিতেছেন তখন ইহার নাম ও কার্যাবলীই বা অপ্রকাশিত রাখিবেন কেন? 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' প্রকাশিত হইয়াছিল তখন ইহার নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডাঃ তারকনাথ দাস অনেকের সম্মুখে ইহার কীর্তি কলাপ প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯। এই মামলাতে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের ফরেণ সেক্রেটারী ডাঃ জিমারম্যান (Dr. Zimmermann) এবং লেখক অভিযুক্ত হন। লেখক তখন জার্মাণিতে ছিলেন, তত্রাচ তিনি তথা হইতে আমেরিকার "নিরপেক্ষতা" ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। শুনা যায়, সেখানে তাঁহার নামে স্থায়ী গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা ছিল। যেমন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ব্যারিষ্টার স্থরেন্দ্রনাথ হালদারের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, আলিপুর বোমার মামলাতে তাঁহাকে লিপ্ত করিয়া একটি স্থায়ী গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা আছে।

৩০। ক্রাফ্‌টের এই পত্রে লিখিতছিল, চারিজন বৈপ্লবিক জার্মাণ দূতবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ সেন ভূপেন দত্তকে চিনেন। হেরম্বলাল ও ধীরেন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগে আমেরিকায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন। উভয়ই ব্রাহ্ম সমাজের লোক। ইঁহারা

নানা কারবার ও চাকরী করিয়া সেখানে জীবিকা অর্জন করিতেন। ধীরেন্দ্রনাথ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এক বৎসর হার্বার্ট বিশ্ববিত্থালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে অর্থাভাবে পড়া ছাড়িতে বাধ্য হন। হেরম্বলাল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলোম্বিয়া বিশ্ববিত্থালয়ের ভর্তি হইয়া বি. এ. অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন; কিন্তু রাজনীতিক কর্মে জড়িত আছেন বলিয়া ডিক্রি পান নাই। উভয়েই এক্ষণে গতায়ু হইয়াছেন।

ক্রাফটের এই পত্র আসিলে, লেখক বলেন, "যখন ধীরেন সেন এই দলে আছেন তখন তাহারা খাঁটি লোক হবে। ইহাদের সাহায্য প্রদান করা হউক"। পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (এম. এন. রায়) সহিত ক্রাফ্টের ভাব হইয়াছিল। / কেহ কেহ বলেন, এম. এন. রায় তথায় "যুগান্তর পার্টির" জন্য অস্ত্রাদি ক্রয়ার্থে বহু পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এম. এন. রায় যখন বার্লিনে আসেন তখন তাঁহার পত্নী শ্রীমতী এভেলিন রায় (ইনি শান্তি দেবী নামে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকাতে লিখিতেন) লেখকের কাছে বলেন, টাকার হিসাব তিনি তাঁহার পার্টিকে দিবেন। হল্যাণ্ডের কমরেড রাটগারস্-এর (Rutgers) নেতৃত্বে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের এক সভা হয়, সেখানেও শ্রীমতী রায় ঐ কথাই বলেন। এই সভাতে শ্রীমতী রায় ও হেরম্বলাল পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। এই সময়েতেই তিনি এই স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন।

এম. এন. রায় বলেন, "বার্লিন কমিটির সহিত তাঁহার কোন যোগাযোগ ছিল না। তিনি তাঁহাদের সহিত কখন কর্ম করেন নাই ইত্যাদি"। ইহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই এইস্থলে এই তথ্য উদঘাটিত হইল। ভারত ছাড়িয়া যাওয়া হইতে মস্কো উপনীত হওয়া পর্যন্ত তিনি বার্লিন কমিটির অর্থেই পুষ্ট। বিপ্লব কর্মের জন্য সকলেই সাহায্য পাইয়াছেন ইহা অস্বীকার করিয়া অহমিকা প্রকাশ করিবার কি সার্থকতা আছে? বাড়ী হইতে তিনি নিশ্চয়ই অর্থ সাহায্য পান নাই।

শুনা যায়, যুদ্ধের পরে মেক্সিকোস্থিত এই বৈপ্লবিকদের মধ্যে কলহ

হয়। তাহার ফলে এম. এন. রায় আলাদা হন। তিনি নাকি একজন ভারতীয় "প্রিন্স" নামে সেখানে পরিচিত হন এবং নবাবী চালে থাকেন। এই সময়েই চার্লি (Charlie) নামে একজন আমেরিকান ইহুদি যুবক সোভিয়েট রাশিয়ার প্রচারক রুষীয় ইহুদি গ্রুসেনবার্গ (Grussenberg ওরফে বরোদীন-কে (Barodin) লইয়া এই ভারতীয় প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রিন্সটি "বোলশেভিষ্ট" হন এবং মেক্সিকান পাশপোর্ট ও একটি মেক্সিকান সোসালিষ্টদলের "আদেশ" (mandate) লইয়া মস্কো অভিমুখে যাইবার কালে বার্লিনে লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

এই সময়েই নিউইয়র্ক হইতে শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তারকনাথ দাসের এক পত্র লেখকের কাছে উপনীত হয়। শৈলেন্দ্র বলেন, ভূপেন-বাবু, আপনাদের টাকা অমুক অমুক মারিয়াছে। money and more money এই তাহাদের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে। ক্রাফ্‌ট কত টাকা রায়কে দিয়াছে শৈলেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাও লেখককে বলিয়াছিলেন। শ্রীরায় কি তাহা তাঁহার "যুগান্তর পার্টির" কাছে হিসাব দাখিল করিয়াছেন? তিনি বার্লিনের বৈপ্লবিকদের নামে ভূয়া কুৎসা রটনা করিতেছেন। অথচ এই সমস্ত সত্যকথা লোক মধ্যে বহুদিন হইতেই বিদিত আছে।

৩১। হাইণ্ডম্যান একজন ভারত-বন্ধু ইংরেজ মহিলা দ্বারা বীরেন্দ্র নাথকে সংবাদ পাঠান। যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি আসিয়া চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শত্রুর দেশের লোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন, এই অজুহাতে তিনি ইংরেজ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া যুদ্ধ কালীন 'অন্তরীণ' হন। এই মহিলাটি একজন রাজভক্ত Country Squire-এর কন্যা এবং "Significance of Indian Nationalism" বা এইরূপ নামে একটি বই লিখিয়াছিলেন। যুদ্ধের পরে মুক্তি পাইয়া তিনি লণ্ডনস্থিত ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভারতবাসীকে বিবাহ

করেন। ১৯২২ কিংবা ২৩ খৃষ্টাব্দে Seague of Nation-এর প্রচারক হিসাবে ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক বার্লিনে আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় শাড়ী পড়িয়া তথাকার ভারতীয় ছাত্রদের সভায় আসিতেন। সেই সময়ে তিনি বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

৩২। একটি কন্যাস্থানীয়া জার্মাণ বালিকা ক্ষয়কাশ রোগে পীড়িত হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে উত্তর ফ্রান্সে ছিলেন। ফ্রান্সের সহিত জার্মাণির যুদ্ধ বাধিলে এই কন্যাটির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার সুবিধা হয় নাই। তখন চট্টোপাধ্যায়ের এক ভারতীয় বন্ধু ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহিত কন্যাটিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ড তখনও জার্মাণির বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে নাই, সেইজন্য ঐস্থান তখন জার্মাণের পক্ষে নিরাপদ ছিল। কিন্তু ইংলণ্ড জার্মাণির বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে এই জার্মাণ কন্যাটিকে কয়েদ করা হয়। পরে জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে বীরেন্দ্রনাথের নামে এক পত্র আদায় করে ; যাহাতে তিনি সুইজর্লণ্ডে আসিয়া এই ইংরেজটির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে নিশ্চয়ই 'স্কট্ লণ্ড-ইয়ার্ড' ছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ-শত্রু বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ইহ জগৎ হইতে অপসারণ করা। এই গুণ্ডাটি বলে, "আমি এই কন্যাটির প্রেমে পরিয়াছি তজ্জন্যই তাহার পিতামাতার নিকট তোমার মাধ্যমে সংবাদ পাঠাইতে চাই"। কিন্তু সুইস্ পুলিশের সতর্কতায় বীরেন্দ্রনাথের প্রাণ রক্ষা হয়।

সুলতান জাদে লেখক ও তাঁহার বন্ধুদের বলেন, "আমি এই অভিমত প্রকাশ করি যে, এসিয়াতে সর্বত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে জাতীয়তা আন্দোলন চলিতেছে। এক্ষণে তাহার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রবেশ করাইলে জাতীয় আন্দোলন ব্যাহত হইবে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা হইবে"। তিনি বলেন, "ক্ষুদ্র-বুরো" তাঁহার এই অভিমত গ্রহণ করে।

শুনিয়াছি, এসিয়া সম্বন্ধে জেনোভিয়েভেও এই প্রকারের অভিমত ছিল। এই সময়ে লেনিনের প্রদত্ত Colonial thesis এই প্রকারের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্ব শ্রেণীকে একত্রভাবে কর্ম করিতে উপদেশ প্রদান করা হয়। পরে পেশোয়ারী মহোদয় তুর্কিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ত্রিমূল আচারিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৩৩। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে স্তাম্বুল হইতে আনাইয়া সুইর্জলণ্ডে রাখা হয়। যুদ্ধের পরে তিনি ভারতীয় বৈপ্লবিকদের তরফ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লুর্জান সোসালিষ্ট কনফারেন্সে যোগদান করেন। ম্যাকডোনাল্ড এবং হেণ্ডারসনের সহিত বিবাদের পর তাঁহাকে এবং আবতুল ওয়াহেদকে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ওয়াহেদ ভারতের অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৩৪। অযোধ্যার তালুকদার রাজা খুসালপাল সিংহ। হরিশচন্দ্র ইঁহারই নাম করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপের "World Federation" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, "রাজা খুসালপাল সিংহ শুনিয়া অবাক যে, তাঁহার নাম বার্লিন কমিটির কাছে উত্থাপিত করা হইয়াছিল ও টাকা লওয়া হইয়াছিল। তিনি মনে করেন, কেহ তাঁহার নাম ব্যবহার করিয়া ধাপ্পাবাজী দ্বারা বার্লিন কমিটি হইতে এত টাকা লইয়াছে"।

৩৫। ডাঃ মোরপন্থ প্রভাকর, বোম্বাইয়ের, চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ প্রভাকরের পুত্র। বিদ্যাশিক্ষার্থে তিনি অল্প বয়সেই জার্মাণিতে যান এবং হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিদ্যা সমাপনান্তে কোন ফ্যাক্টরীতে চাকরী করিতে থাকেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে তাঁহার

অধ্যাপক সলোমোনের কাছে প্রস্তাব করেন, তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কর্ম করিতে আগ্রহান্বীত। অধ্যাপক তাঁহাকে বার্লিন কমিটির কাছে পাঠাইয়া দেন। তথায় তিনি আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষক ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং পর বৎসর তাঁহাকে সুইর্জলণ্ডে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হয়। তথায় আরোগ্য লাভ করিয়া এক পাদরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্বশুরালয়ে নিউমোনিয়াতে মারা গিয়াছেন।

৩৬। ঠাকুর যশোরাজ সিংহজি শিশোদিয়া যুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে "The Rajput" নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তথায় পণ্ডিত কেশবদেও শাস্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন শিশোদিয়া ঘোর ইংরেজ ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, ইংরেজ ব্যতীত রাজপুত রাজাদের গতি নাই। তিনি হঠাৎ সুইর্জলণ্ডে আসিয়া ঘোর বৈপ্লবিক সাজেন। সুইর্জলণ্ডে লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলেন, বিপিন চন্দ্র পালের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, মনে পড়ে এই লোকটাকে বিপিনচন্দ্র পালের নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লেখক যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিপিনচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের পর ঠাকুর শিশোদিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, "এই লোকটি বরাবরই ইংরেজের গোয়েন্দা ছিল। তাহার কার্য ছিল, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হইয়া রাজপুত রাজাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা। লণ্ডনে ডুঙ্গারপুরের রাজার এক পুত্র থাকিত (যুদ্ধের সময়েও ছিল) ডুঙ্গারপুরের রাজা শিশোদিয়াবংশীয়। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া যশোরাজজিও নিজেকে শিশোদিয়া বলিয়া আবিষ্কার করিল।"

৩৭। লেখক স্বহস্তে তাঁহাকে এই টাকা দেন এবং রসিদও গ্রহণ করেন। এই লোকটার কার্যে প্রকাশ পাইত না যে, একটা গুপ্ত কর্ম করিতে সে আসিয়াছে।

৩৮। ইঁহার নাম হরিদাস সিংহ, পঞ্জাবের ডোগরা রাজপুত। একজন ফরাসী ধোপাণীকে কাপড় ধৌত করিবার জন্য জিনিষ দিবার সময়ে কথা বলিয়াছিলেন। সেইজন্য শাস্তি স্বরূপ তাঁহাকে হাবিলদার পদে অবনমিত করা হয়। সেই রাগে তিনি একজন কর্ণেলকে হত্যা করিয়া জার্মাণদের দিকে পলাইয়া আসেন। তিনি জার্মাণিতে বিবাহ করিয়াছেন এবং ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন।

৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বৈপ্লবিকবাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প সম্বন্ধে :—

দ্বিতীয় জাপানী যুদ্ধের সময়ে এই প্রচেষ্টাই আই.এন.এ. রূপে প্রকট হয়। প্রথমে বৈপ্লবিক রাসবিহারী বসু জাপানে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সংগঠন কর্ম আরম্ভ করেন, পরে সুভাষচন্দ্র বসু ইহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। পুরাতন বার্লিন কমিটির শ্রীকর্তারাম সিংহ, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি যে কয়জন লোক সেই সময়ে জার্মাণিতে ছিলেন, তাঁহারাও সেই স্থানের আই. এন. এ. দলে যোগদান করেন। কর্তারামের বাড়ীতেই, সুভাষচন্দ্র প্রথমে নিজের আত্মপরিচয় প্রদান করেন। ইনি ভারতে আসিয়া গতায়ু হইয়াছেন।

৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মেজর ডিয়াজ সম্বন্ধে :—

মেজর ডিয়াজ (Major Diaz) আমেরিকার চিকাগো সহরে কোন এক কারখানায় কাজ করিতেন। সেখানে ইনি ভারতীয় বিপ্লবীদের পদাতিক সৈন্যদলের অফিসার হইবার জন্য যে ঔপপত্তিক (Theoretical) শিক্ষার প্রয়োজন তাহা দিতেন। কুতালামারার পতনের পূর্বে তিনি বার্লিনে ছিলেন। তাহার পরে আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

৬১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত লালা হরদয়াল সম্বন্ধে :—

লালা হরদয়াল যখন গোপনে ইংরেজ ভক্ত সাজিলেন, তখন লেখক কমিটির সম্পাদকরূপে তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন। ইহাতে

তিনি লিখিয়া পাঠান, আমি ভারতীয় জাতীয়তা কর্মের ভবিষ্যতে সন্দিহান, আমি অন্যদিকে কর্ম করিতে চাই। ("I am despaired of the future of Indian Nationalism, I want to work in another direction.") এই সময় হইতেই তাঁহার সহিত কমিটির এবং ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের স্বামী সত্যদেব বার্লিনে চক্ষু চিকিৎসার্থে আসেন। তিনি সুইডেনে যান এবং হরদয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। (হিন্দিতে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী দ্রষ্টব্য)। ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল হরদয়ালকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করাইয়া গান্ধীজীর প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু হরদয়াল ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিতেন না। তিনি শেষে ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং এক সুইডিস্ মহিলাকে বিবাহ করেন। আমেরিকায় যাইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি অধ্যাপক ডাঃ হেল্‌মথ ফন্ গ্লাসেনাপ্ UNESCO-র দর্শন সম্মেলনে (Philosophical conference) যোগদানের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি জার্মাণিতে ফিরিয়া লেখককে ২৮শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "ভারতে যাইয়া আমি আশ্চর্য হইলাম যে, হরদয়ালকে তথাকার লোকে পূজা করে। তাহারা তাহার সুইডেনে অবস্থানকালের স্বধর্ম ত্যাগীতার অর্থাৎ মত ত্যাগের কথা জানে না"। (I was astonished to see that Har Dayal is almost venerated like a saint. It seems that his apostasy in Sweden in 1918 is quite unknown.)

ইনি একজন বিখ্যাত ইণ্ডো-লজিষ্ট। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত আধা-সরকারি Nachrichtenstelle der Orient নামক প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে ভারতীয় কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেন। ইনি তিন বার ভারতে আসিয়াছেন। লালা হরদয়ালকে বার্লিনে বিশেষভাবে চিনিতেন।

লালা হরদয়াল নিজের স্বার্থেই মত পরিবর্তন করিয়া তাহার পুস্তকে ইংরেজ সরকারের তরফদারী করে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহার এই পুস্তক সর্বত্র বিলি করে। সম্প্রতি হরদয়াল শ্রীএম. এন. রায়কে একজন পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছে। ইনি ভারতীয় কমিটির নানা কুৎসা রটাইয়া সংবাদ পত্রে লিখিতেছেন। লেখক যে কথা কখনও তাহাকে বলেন নাই, সেই সমস্ত কথা লেখকের মুখ দিয়া বলাইয়া কাগজে ছাপিতেছেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ফরেণ অফিস এবং ভারতীয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত-বিভাগ যাহা করে নাই বা বলে নাই, সেই সব শ্রীএম. এন. রায় করিতেছেন। কাল্পনিক মিথ্যা গল্প প্রচার করিয়া ৺বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীদের বদনাম রটনা করার উদ্দেশ্য কি?

৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত:—

৩ আবদুর্ রব পেশোয়ারী পেশোয়ার নগরের লোক। তিনি গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 'Mekrau Gazetter তাঁহার সংগৃহীত মালমসলার দ্বারা লিখিত হয়। তিনি অনেক ভাষা জানিতেন এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে বাগ্‌দাদের ইংরেজ কনসুলাটে কর্ম করিতেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ বাধিলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তথায় রাখিয়া চলিয়া আসে। উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কিদের বিপক্ষে ইংরেজকে সংবাদ যোগাইবেন। কিন্তু তিনি ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং প্যান-ইস্‌লামীয় রাজনীতিক ধারণাযুক্ত লোক ছিলেন। সেইজন্য তিনি তুর্কির বিপক্ষে কার্য করিতে অস্বীকার করেন এবং তুর্কির পক্ষেই চলিয়া যান। তুর্কির পতনের পর, তিনি অন্যান্য ভারতীয়দের সহিত রুষের মধ্য দিয়া বার্লিনে উপনীত হন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি, কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ, ও ত্রিমূল আচারিয়া রুষ হইয়া আফগানিস্থান অভিমুখে রওনা হন। কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে লেখকের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, "আমানুল্লা খাঁ ভারত বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীয় মনোভাব পোষণ করেন"। ভারত বিষয়ে পেশোয়ারী মহোদয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

কাবুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ও ত্রিমূল আচারিয়া উভয়ে ভারতীয় মুজাহারিণদের লইয়া তাসকেন্ট নগরে একটি জাতীয়তাবাদী সমিতি স্থাপন করেন। এই সময়ে এম. এন. রায় (কম্যুনিষ্ট) তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংঘের এজেন্টরূপে তথায় প্রেরিত হন। রায় মহাশয় তখন উৎকট চরমপন্থীয় কম্যুনিষ্টরূপে তথায় উদিত হইয়াছিলেন। এই উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অবশেষে পেশোয়ারী মস্কোতে আসিয়া লেনিনের কাছে এই বিষয়ে নালিশ করেন। লেনিন হুকুম দেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও কম্যুনিষ্টরা যেন একযোগে কার্য করেন। এই সময়ে লেনিনের আদেশে তৃতীয় আন্তর্জাতিক একটি কমিশন বসাইয়া এই কলহের মীমাংসা করিতে চান। লোকমুখে শুনিয়াছি যে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতি জিনোভিয়েভ্ অভিমত প্রকাশ করেন, "ভারতীয় আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন"। বুখারিন রায়কে ধমক দিয়া বলেন, "Bolschevism in not fanaticism" (বোলশেভিক মতবাদ ধর্মান্ধতা নহে)। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন পারস্যের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা সুলতান জাদে। লেখকও তাঁহার বন্ধুরা যখন মস্কোতে যান তাহার পূর্বেই এই কমিশনের বৈঠক বসে। তাঁহারা সুলতান জাদের নিকট সমস্ত ব্যাপারটা শুনেন। তিনি বলেন, তাঁহার অভিমত "ক্ষুদ্রবুরো" (Mali বা Small Bureau) গ্রহণ করেন। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সর্বোপরি এই ক্ষুদ্রবুরো থাকিত। ইহার অভিমত আন্তর্জাতিকের কাছে স্বীকৃত হইত। সেই সময়ে জেনোভিয়েভ, রাডেক এবং বেলাকুন এই তিন ব্যক্তি এই বুরোর সভ্য ছিলেন।

৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত :—

ক্যাপ্টেন নিদারমেয়ার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইরাণে ছিলেন। ভারতীয় জার্মাণ মিশন যখন ইরাণের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের আদেশে এই মিশনের জার্মাণাংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ফারসী ভাষাতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ব্যাভেরিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশজাত।

৮১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত :—

কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপের বার্লিন কমিটির সহিত সংযোগ স্থাপন এবং কাবুল যাত্রা বিষয়ে এম. এন. রায় তাঁহার প্রবন্ধে নিছক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি বাহিরের লোক এই সব বিষয়ে কিছুই জানেন না। অথচ নির্জলা মিথ্যা কথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্য কি? কাবুল যাত্রার পূর্বেই মহেন্দ্রপ্রতাপকে কাইজার গ্রহণ করেন এবং আমীরের নামে এক স্বহস্ত নামা পত্র প্রদান করেন। কাইজার মহেন্দ্রপ্রতাপকে Second Order of the Eagle নামক এক স্বর্ণ পদক প্রদান করেন। স্তাম্বুলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহেন্দ্রপ্রতাপ তাহা লেখককে এবং শ্রীহেন্‌টিস্‌কে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেন্‌টিস্ বলেন, এই পদক-প্রাপ্তির জন্য অনেক জেনারেল তাহার বাম হস্ত কাটিয়া ফেলিবে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শীতকালে রুষ হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্তনকালে পুনরায় কাইজার তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সেই সময় মহেন্দ্রপ্রতাপ আমীরের পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করেন এবং এই সঙ্গে আফগানিস্থান হইতে সংগৃহীত কতকগুলি গ্রীক মুদ্রা কাইজারের হস্তে উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন। কাইজার এই সাক্ষাতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, মোটা সোনার ফ্রেমে বাঁধান একটি নিজের ফটোগ্রাফ মহেন্দ্রপ্রতাপের হস্তে প্রদান করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত কাইজারের এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎকালের ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কথা উঠিয়াছিল। লর্ড কার্জন এই বিষয়ে পার্লামেণ্টে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি :—

"British rule in India Condemned by the British themselves" এবং সপ্তমটি "Socialist Conferences on British rule in India" নামক পুস্তক দুইটি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত। বাকী অন্যান্যগুলি লেখকের রচনা। "Is India loyal" নামক পুস্তকটির বিষয়ে মজার গল্প আছে। ইহার জন্য ইংরেজ পুলিশ বহু বৃথা অন্বেষণ করিয়াছিল। পঞ্চম সংখ্যাটি "How England acquired India" একটি বড় ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহা ইংরাজি এবং জার্মাণ ভাষায় ছাপা হয়। ঐতিহাসিক Edward Mayer এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করেন এবং তিনি উক্ত গ্রন্থটি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে reference পুস্তকরূপে ব্যবহার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সময়ে বিদেশস্থিত অনেক ভারতবাসীই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক "Indian Nationalist Party"র দ্বারা প্রকাশিত এই নামে প্রকাশিত হইত। জার্মাণদের নিকট বার্লিন কমিটির চিঠি পত্রাদি ও প্রচারাদির কর্ম Indische Gesellschaft (ভারতীয় সমিতি) এই নামে বিনিময় হইত।

৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যুবকের সম্বন্ধে :—

যুদ্ধের পরে উড়া খবরে শুনা গেল যে, এই যুবক এক ইউরোপীয় অভিনেতৃকে লইয়া স্পেনে লুকাইয়া আছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই যুবকের স্ত্রী শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী কলিকাতায় লেখকের নিকট আসেন এবং ক্রন্দন করিয়া বলেন যে, তাঁহার স্বামী "কুন্দনলাল" নামে লণ্ডনে আছে এবং স্বদেশের বিপক্ষে কার্য করিতেছেন। (হরিশ্চন্দ্র যে দুইজন সোসালিষ্ট কর্মীর নাম দিয়াছিল এবং যাহারা ফ্রান্সে ভারতীয়দের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতেন তাহাদের একজনের নাম ছিল কুন্দনলাল আশ্চর্য সাদৃশ্য)। তিনি তথায় যাইতে চান, কিন্তু তাঁহার শ্বশুরালয়ের আপত্তি উঠিতেছে। ১৯৩৫

খৃষ্টাব্দে এই যুবকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক ইন্দ্রের সহিত কলিকাতায় লেখকের এই বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল। এই সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ বার্লিনে লেখককে বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী তাঁহার পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য সংবাদ পত্রে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছেন। আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া লেখক কোন এক ভারতীয়ের সুইস্-আমেরিকান স্ত্রীর (ইঁহার সুইস্ বন্ধুরা বৈপ্লবিকদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন) নিকট হইতে শুনেন, "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন"।

পরিশিষ্ট : দ্বিতীয়

আলিপুর মামলার পরে বাঙ্গলার বৈপ্লবিক কর্ম

(১৯০৮—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

লেখকের অনুরোধে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় আলিপুর মামলার পরে বাঙ্গলার বৈপ্লবিক ইতিহাসের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাঁচি

৯-৮-'৪৮

"প্রীতিভাজনেষু,

ভূপেনবাবু, আপনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন তাতে অর্থাৎ রাজনীতিক ইতিহাস প্রকাশে আমার পূর্ণসহানুভূতি আছে। এ কার্যটি কয়েকজনের সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত হবার নয়। আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছি :—

প্রথমেতেই কয়েকটি নাম জানাই। এদের নিয়েই ১৯০৮-১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বৈপ্লবিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে। যে নামগুলি আমি প্রয়োজনীয় মনে করি সেইগুলিই দিলাম। এছাড়া আরও নাম থাকতে পারে। এ সময়ে কোন এক ব্যক্তি কর্তা ছিলেন না, এ যেন গণ-যুদ্ধের পূর্বাভাস।

আমি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে কয়েকটি বন্ধুসহ স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু করার চেষ্টায় ছিলাম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমার প্রভাস দেব[১] (ডাক নাম মাণিক, দ্বিতীয় আলিপুর মামলার আসামী) ও বাসুদেব ভট্টাচার্যের[২] সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পূর্ব থেকে সবন্ধু আমরা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, নৌকার মাঝি, ট্রাম ড্রাইভার ও কণ্ডাকটারদের মধ্যে ভাব প্রচার করতাম; কিছু কিছু ছাত্রদের মধ্যেও। প্রভাস ও বাসুদেব সঙ্গে আসায় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আমরা খুব ঢুকে পড়ি। প্রভাস আমাদের অনুশীলন সমিতিতে ভর্তি হতে বলেন, কারণ আমরা চাইতাম চতুরঙ্গ বিপ্লব—অর্থাৎ ছাত্র, মজুর, কৃষক ও সৈন্য নিয়ে বিপ্লব। অনুশীলনে

আরও বন্ধু লাভ ঘটে। এখানে আমার সঙ্গে ঢাকা সমিতির কর্মীদের পরিচয় ঘটে। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য[৩] (বর্তমানে এম, এন, রায়), হরি কুমার চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত কর, লাডলি মিত্র[৪] প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। শশীদার[৫] (সোদপুরের) সঙ্গেও। এছাড়া শ্রীরামপুরের সতীশ সেন, আশু দাস[৬] (পরে ডাক্তার), জীতেন লাহিড়ী[৭] প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমরা কয়েকটি বন্ধু চতুরঙ্গ বিপ্লবের খসড়া তৈরী করি। এতে ছিলেন শরৎ ঘোষ, যতীন শেঠ[৮], নলিনী গুপ্ত, মহেন্দ্র দাস ও আমি। আমি ডাকাতি প্রভৃতির বদলে ঐ খসড়া দিই। বন্ধুরা সে সময়ের জন্য ওটা মেনে নেন। আমরা কলিকাতায় কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় খুলি এবং সোদপুরে শিক্ষকতা করতে কয়েকজনকে পাঠাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর সমিতি বে-আইনী-ঘোষিত হওয়ায় আমাদের দৃঢ়তা আরও বেড়ে যায়। বে-আইনী কারা, তা আমরা কাজে প্রমাণ করবো। এইবার আমরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে থাকি। একটা লোক-সেবা, একদম এই কর্মীদের আলাদা করে দিলাম। অপরটা গুপ্ত-সমিতির। আমার দুই ভাইকে বিদেশে পাঠাই। বড় ক্ষীরোদ গোপাল যায় বর্মায়। আমার ছোট ধনগোপাল[৯] যায় আমেরিকায়। আমরা ছুটিতে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে চলে যেতাম।

গুপ্ত-সমিতির প্রধান কর্মীরা ছিলেন, বিনয় ভূষণ দত্ত, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (এরা দু'জনে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় গোড়ায় ধরা পড়ে। ভোলানাথ পুণা জেলে আত্মহত্যা করে), সতীশ সেন,[১০] আশু দাস, নরেন ভট্টাচার্য। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে আত্মোন্নতি নেতাদের সঙ্গে চাক্ষুষ চেনা হয়। পরে সতীশ সেনের মাধ্যমে প্রভাস দে, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে (এরা আসলে আত্মোন্নতির লোক) আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে খুব ফুটে উঠেন। তিনি দাবানো আইন মেনে চুপ করে থাকার মানুষ ছিলেন না; এই জন্য নরেন ভট্টাচার্য, নলিনী কর, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর মত বিশেষ করে মেনে নিয়ে ছিলেন। এদের মারফৎ তাঁর সঙ্গে আমাদের ভাবের বিনিময় ঘটত। আমরা প্রস্তুতির জন্য একটা সময় নিয়ে চলবার পক্ষে ছিলাম। একই ধারা এখানে বিভিন্ন হয় সাময়িকভাবে। এ সময় নরেন ভট্টাচার্য অসাধারণ কর্মী হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন। এই অবস্থায় তাঁকে সামসুল আলম হত্যা ব্যাপারে জড়ান হয়। তিনি তখনকার অবশিষ্ট কর্মীদের কাছে আরও বড় হয়ে উঠেন। এই মামলায় তিনি ফাঁসি থেকে বেঁচে যান, সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় পড়েন। এতে তাঁর স্থান আমরা যারা বাইরে ছিলাম, তাঁহাদের কাছে আরও উচ্চে উঠে যায়। কেন? ইহা সময়ের গুণ। যে যত কঠোর অপরাধে অপরাধী সে তত দেশপূজ্য। তাঁর নির্ভীক বে-পরোয়া ভাব তাঁকে অধিকতর জনপ্রিয় করেছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ললিত চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি Confess (স্বীকারোক্তি) করে। সে ৩২ জনের নাম বলে দেয়। তাদের মধ্যে ছিলেন ননী গুপ্ত, যতীন মুখার্জি, নরেন ভট্টাচার্য, ভূষণ মিত্র, কেশব দে, শরৎ মিত্র, তারানাথ রায়চৌধুরী[১১]। যতীন্দ্রনাথকে সে Sectional leader বলে। আসামীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্যদের মধ্যে রাজসাহীর সতীশ সরকার,[১২] পবিত্র দত্ত,[১৩] হেম সেন, নরেন বসু[১৪] ছিলেন। সুরেশ মজুমদার (আনন্দ বাজার পত্রিকার) এই মামলায় আসামী হন। যতীনবাবুকে ধরার সময় তাঁর ঘরে একখানি কাগজ পাওয়া যায় (The scheme and formation of Vigilance Committee)। এই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষ বহু গ্রুপের উল্লেখ করে। শিবপুর গ্রপ[১৫], খিদিরপুর

গ্রুপ মজিলপুর গ্রুপ, হলদিবাড়ী গ্রুপ, কৃষ্ণনগর গ্রুপ, যুগান্তর গ্রুপ, ছাত্র-গ্রুপ, রাজসাহী গ্রুপ। এই থেকে বুঝতে পারা যায়, যতীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের জন্য সকলের মনোনীত নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা জেলেই কাটান। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুক্ত হন। এখন থেকে অনুশীলন ও অপর কর্মীরা মিলে কাজ করতে লাগিলেন। অনুশীলনের সভ্যদের সংখ্যা বেশী।

ইতিমধ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা থেকে কয়েক জনকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে দেশান্তরী করা হয়। তার মধ্যে পুলিন দাস ছিলেন। তাঁর তখনকার কার্যের জন্য আমরা তাঁকে খুব সম্মান করতাম। ১৪ মাস অন্তরীণ থাকার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ফেরেন। আবার আগষ্ট মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফ্‌তার হন। মিত্র সাহেব[১৬] মনে অত্যন্ত আঘাত পান এবং apoplexy (সন্ন্যাস) রোগে মারা যান। এই পর্যন্ত সারা বাঙ্গলায় একটি মাত্র "অনুশীলন সমিতি" ছিল। মিত্র সাহেবের মৃত্যুর পর পরস্পরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। পুলিনবাবুর পর মাখন সেন নেতা হন, ঢাকার কেন্দ্রকে তিনি বিবেকানন্দের পদাঙ্কানুসারী করাতে চান। কিন্তু যুবকেরা তাহা পছন্দ করে না। নরেন সেন এবার নেতা হয়ে যে Organization (সংঘ) চালান, তাহাই এখন থেকে "ঢাকা অনুশীলন" বলে বিখ্যাত হল।

পুলিনবাবুর অধিনায়কত্ব পূর্ব-বঙ্গের কিছু কর্মী ও চিন্তাশীল লোকের পছন্দ হয় নাই। তারা কলিকাতায় প্রধান কেন্দ্র খুঁজছিল; এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর (পূর্ব নাম সতীশ মুখোপাধ্যায়) অধিনায়কত্বে চালিত দল; ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র আচার্যচৌধুরীর[১৭] দল; মাদারীপুরের পূর্ণ দাসের দল। পুনঃ "শ্রমজীবি-সমবায়" অমর চট্টোপাধ্যায়, মতি রায়,[১৮] যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থাপন করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বরিশাল দল (এদের শাখা ছিল নোয়াখালীতে) আত্মোন্নতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান ও কাঁথিতে বন্যা হয়। বন্যা প্লাবিতদের সেবার জন্য বাঙ্গলার তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। যতীন্দ্রনাথও আসেন। তাঁর যশসৌরভ আগে থেকেই বহমান ছিল, এবার তাঁকে সামনে পেয়ে কর্মীরা খুব খুসী। এই বন্যা পীড়িতদের সেবায় আমার সঙ্গে বরিশাল দলের ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সতীশ সেন আমায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। কাঁথিতে কর্মস্থলে মনোরঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। বরিশাল দল ময়মনসিংহের দলকে টেনে আনে। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, পূর্ণবাবুর[১৯] মাদারীপুরের দলকে আনে। বগুড়ার যতীন রায় ও রাজসাহীর সতীশ সরকারের পরিচিতিতে উত্তর-বঙ্গের দল আসে। যতীন্দ্রনাথ এইভাবে সারা বাঙ্গলায় জনপ্রিয় হন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রডার অস্ত্র লোটা হয়। বিপিনদা আমায় অস্ত্র সরিয়ে দিতে বলেন। এই ব্যাপারে যতীনদার সঙ্গে বিপিনদার যোগ আমি করিয়ে দিই। এ সময় এবং এর পরেও ঢাকা অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা ছিল, যদিও তারা পৃথক সত্ত্বা রেখে চলছিল। আমরা বহু ব্যাপারে তা'দের সাহায্য করেছি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি একটি পরামর্শ সভা হয়। তাতে যতীন্দ্রনাথ সর্ব-সম্মতিতে নেতা হন। রাসবিহারী বসু[২০] যতীনদার বন্ধু ছিলেন, মুরারীপুকুর থানাতল্লাশীর সময়ে তাঁর দু'খানি চিঠি ধরা পড়ে। শশীদার চেষ্টায় ঠাকুর বাড়ীর guardian-tutor হ'য়ে রাসবিহারী দেরাদুন চলে যান। "শ্রমজীবি-সমবায়" বলেছি যতীন্দ্রনাথ, অমর চট্টো এবং চন্দননগরের মতি রায় ও শ্রীশ ঘোষ[২১] স্থাপন করেন। রাসবিহারী এদের বন্ধু ছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সব আড্ডা উঠে যাওয়ায় এইখানে বিপ্লবীদের একটা মিলনের স্থান হয়। বেনারসে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী যতীনদাকে

ডেকে পাঠান। তাঁকে বাঙ্গলার ভার দিয়ে তিনি নিজে উত্তর ভারতের চার্যে থাকেন। ইতিমধ্যে আমরা ফৌজের মধ্যে কাজ স্থরু করে দিয়েছিলাম।

ঢাকা অনুশীলন এই যুদ্ধের অবস্থায়, দেশব্যাপী বিপ্লবে এইভাবে না এলেও জার্মাণি থেকে অস্ত্রশস্ত্র এসে গেলে তাদের সাহচর্য পাওয়া যাবে, এই ভরসা আমাদের ছিল।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের বিবর্তন কি ভাবে হয়েছিল, তা সংক্ষেপে দেখান হল। ঢাকা অনুশীলন, রাসবিহারীর সঙ্গে সরাসরি যোগ রেখেছিল।

অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয় আগাগোড়া মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কঠোর দারিদ্রে নিপীড়িত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু আত্ম-মর্যাদা ও আত্ম-প্রত্যয় কোনদিন হারান নাই। তাঁর চরিত্র মধুর ও উচ্চাঙ্গের ছিল। তাঁর ত্যাগ, ক্লেশবরণ ও নির্যাতন ভোগ ইতিহাসে আদর্শ-স্থানীয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা কোনদিন শুনি নাই। কোনরূপ হীনতা বা নীচতা তাঁর মধ্যে স্থান পায় নাই। He stooped to poverty but never to disgrace (তিনি দারিদ্রের ভারে অবনমিত হয়েছিলেন কিন্তু কলঙ্কে নামেন নাই।

ইতি

(স্বাক্ষর) শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

রাঁচি ৯।৮।৪৮

পুঃ—ঢাকা অনুশীলন সকেন্দ্রিক ছিল। আমরা ছিলাম বিকেন্দ্রিক ; উদ্দেশ্য পুলিশ যদি একটার খবর পায়, সেইটাই ভাঙ্গবে, বাকিগুলি বেঁচে যাবে। এবং কর্ম চলতেই থাকিবে। আমরা সংগঠনের কোন নাম করণ করি নাই। সরকারী দপ্তর মধ্যে আমাদের "যুগান্তর" আখ্যা দিয়েছে। অবশ্য আমাদের গুপ্ত পত্রিকার নাম ছিল "যুগান্তর"। তাই থেকে মনে হয় নাম করণ হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ সঙ্গে আসায় আমরা আসাম, পূর্ব-বঙ্গ, রঙ্গপুর, দিনাজপুরে ছড়াবার স্থবিধা

পাই। পাবনায় গোপেন রায়, রাজসাহীতে সতীশ সরকার, বগুড়ায় যতীন রায় ছিলেন। মেদিনীপুরে ছিলেন রামসুন্দর সিংহ। তাছাড়া সর্বত্র লোক তো ছিলই। এ যুগের অসাধারণ কর্মী ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি।

গ্রন্থকারের টিপ্পনী

১। প্রভাসচন্দ্র দেব—ইঁহার কলিকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বাড়ী। প্রথমে ইনি টাহালরাম গঙ্গারামের সঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মে যোগদান করেন এবং স্বদেশী যুগের প্রাক্কাল হইতেই তিনি একজন সাধারণ ক্ষেত্রের কর্মী ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রাস্তায় একটি হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত করিয়া পুলিশ তাঁহাকে কয়েক মাসের জন্য জেলে প্রেরণ করে। লালবাজারে সার্জেণ্টরা তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। এই বিষয়ে তিনি আদালতে নালিশ করেন এবং বলেন, "শুনেছি ইংরেজেরা বীরের জাতি, এই কি বীরত্বের পরিচয় ? এই কথা শুনিয়া 'ইংলিসম্যানের' সংবাদদাতা তাঁহাকে বলেন, "আমি লজ্জিত যে আমি একজন ইংরেজ"। জেলে তাঁহার সহিত লেখকের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার আর একবার জেল হয় বলে অনুমান হয়। পরে আর তাঁহার সহিত বৈপ্লবিক দলের সোজাসুজি কোন যোগাযোগ ছিল না। তিনি বাহিরেই থাকিতেন।

২। বাসুদেব ভট্টাচার্য—ইঁহার বাড়ী দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণায়। ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে ইনি অতি তরুণ ছিলেন। বাগানে স্বদেশী বক্তৃতা করিতেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে "সোনার বাঙ্গলা" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করেন। পুলিশ তাহার লেখার উপর আপত্তি করিয়া মামলা রুজু করে। কিন্তু তাঁহাকে Warning দিয়া ছাড়িয়া দেয়। ইনি প্রেমতোষ বসুর সঙ্গে ইংলণ্ডে যান, পরে আমেরিকায় যান। বিদেশে তাঁহার কোন রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল না।

৩। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ইনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চিংড়িপোতার ষ্টেসন্

অফিস ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলেন। পরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী হন। বিদেশে অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার দ্বারাই প্রেরিত হন। বিদেশে জন মার্টিন নাম গ্রহণ করেন, পরে আমেরিকায় গিয়া এম-এন রায় নাম পরিগ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য চিরকালই "যুগান্তর" মণ্ডলীর সম্পর্কীয় লোক ছিলেন।

৪। লাড্‌লি মোহন মিত্র—ইনি পরে রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।

৫। শশীকুমার চৌধুরী—ইঁহার বিষয়ে লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিই তেখোরিয়ার "শশীদা" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, ইঁহার প্রধান কৃতিত্ব কৃষক ও শ্রম-জীবিদের মধ্যে বিদ্যামন্দির স্থাপন করা। ইনি ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

৬। ডাঃ আশুতোষ দাস—ইনি শহীদ কানাইলাল দত্তের আত্মীয় এবং সতীশচন্দ্র সেনের দলের লোক ছিলেন। পরে গান্ধীবাদী হইয়া হরিপালে দাতব্য চিকিৎসকরূপে সাধারণের মধ্যে কর্ম করিতেন। ইনি বর্তমানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

৭। জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—ইহার বাস হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে। আমেরিকায় শিক্ষাকালে যুদ্ধের সময় বার্লিন হইতে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জন্য বার্লিন কমিটির সংবাদ ও অর্থ লইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপরে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নানা উৎপাত করে। পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন, এক্ষণে ব্যবসায় করিতেছেন। উপস্থিত ইনি বঙ্গীয় আইন সভায় কংগ্রেস পক্ষের এম-এল-এ হইয়াছেন।

৮। যতীন্দ্রনাথ শেঠ—ইনি স্বদেশী কর্মী এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ ৺নরেন্দ্রনাথ শেঠের জ্ঞাতি ভাই। স্বদেশীযুগের তরুণ কর্মী। ইনি যুদ্ধের সময়ে অন্তরীণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে মারা গিয়াছেন।

৯। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—আমেরিকায় যাইয়া কালিফোর্নিয়াতে

পড়িতেন। তথায় তাঁহার কোন রাজনীতিক সংযোগ ছিল না। পরে তিনি একজন বিখ্যাত লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

১০। সতীশচন্দ্র সেন—ইনি মেট্রোপোলিটন ইনিষ্টিটিউসন-এর প্রধান শিক্ষকরূপে বহুদিন কর্ম করিয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মারা যান। পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগ দলের গান্ধীবাদী কর্মীদের অনেকে ইঁহার তরুণ সহকর্মী ছিলেন। যথা :—ডাঃ আশু দাস, প্রফুল্লচন্দ্র সেন (বর্তমানে মন্ত্রী) ইত্যাদি।

১১। তারানাথ রায়চৌধুরী—ইহার নাম লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি একজন পুরাতন বৈপ্লবিক কর্মী ছিলেন। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে লেখক তাঁহাকে এই কর্মে লইয়া আসেন। ইনি জেল খাটিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি পরলোকে।

১২। সতীশচন্দ্র সরকার—ইনি ১৯০৮-১০ খৃষ্টাব্দে যুগান্তর দলের একজন কর্মী ছিলেন। লেখককে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা আসিয়া পুলিশের তাড়নায় লুকাইয়া থাকিয়া কার্য করিতে হইত। পরে ইনি নাটোর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হন। বর্তমানে স্বামী নিরালম্ব (৺যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়) স্থাপিত মঠের সন্ন্যাসী হইয়া হাওড়ায় অবস্থান করিতেছেন।

১৩। পবিত্র দত্ত—আত্মোন্নতি সমিতির একজন সভ্য এবং ছাত্রাবস্থাতেই বৈপ্লবিক দলে যোগদান করেন। ইনি ৺যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সার্কুলার রোডস্থ আখড়ায় লেখকের তথায় যোগদান করিবার পূর্বেই আসিতেন। পরে "ছাত্র-ভাণ্ডার" নামক স্বদেশী দোকান চালাইবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ইনি বর্তমানে চুঁচুড়ায় নিজের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

১৪। নরেন্দ্রনাথ বসু—শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী তাঁহাকে সংগ্রহ করেন। ইন্দ্রনাথের সঙ্গেই ইনি কার্য করিতেন। বর্তমানে পরলোকে।

১৫। এই সব গ্রুপ আসলে একই দল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আলিপুর মামলার পরে নিখিল বঙ্গীয় দলের কেন্দ্রীভূত কর্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে সকলে কার্য করিতেন। যাদুবাবুর বর্ণিত

বি-কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি অনুযায়ীই এই আন্দোলন চলে। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, যাদবপুর টেকনিক্যাল স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস লেখককে বলেন যে, তথাকার ছাত্রেরা বৈপ্লবিক কর্মে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেন। তাঁহারা হাওড়ার ঘুসুড়ীতে এক কাঠের গোলায় একত্রিত হইতেন এবং তথা হইতে সর্বত্র অস্ত্র সরবরাহ করিতেন। এই সব গ্রুপ একই দলের বিভিন্ন অংশ মাত্র।

১৬। প্রমথনাথ মিত্র—১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রচলিত হয়। প্রথম হইতেই ইনি নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সমিতির সহকারী সভাপতিদ্বয় ছিলেন —চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কার্যকরী সমিতির অন্যতমা সদস্যা ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। উক্ত পাঁচজনকে লইয়া প্রথম নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের কার্যকরী সমিতি স্থাপিত হয়। ভগ্নী নিবেদিতা যে কার্যকরী সমিতির (National Council) অন্যতমা সভ্যা ছিলেন এই সংবাদ শ্রীঅরবিন্দ মাডাম হারবার্টকে লিখিয়াছেন। মাডাম হারবার্ট একজন ফরাসী মহিলা। ইনি ভগ্নী নিবেদিতার একখানি জীবনী লিখিয়াছেন।

১৭। পূর্বেই বলা হইয়াছে এইসব অমুকের দল বা অমুক স্থানের দল প্রাক্তন নিখিল বঙ্গীয় দলেরই অংশমাত্র। কেন্দ্রীভূত পরিচালনার অভাবেই সকলে বি-কেন্দ্রীভূত হইয়া কর্ম করিতে থাকেন। হেমেন্দ্রবাবু ছিলেন যুগান্তরের দল ও লেখকের মন্ত্র শিষ্য। যখন কেদার চক্রবর্তী ও তাঁহার সুহৃদ সমিতি "যুগান্তর" পরিচালক-মণ্ডলীর সহিত সরাসরি কাজ না করিয়া প্রমথনাথ মিত্রের সাক্ষাৎ অধীনস্থ হয় তখন হেমেন্দ্রবাবুকে লেখক ময়মনসিংহের কর্মের নেতৃত্বভার দিয়া আসেন। সেখানকার সহরের একদল যুবকের তিনি নেতা ছিলেন। জয়কা গ্রামের তালুকদার রাজেন্দ্রনাথ রায় এই দলের লোক ছিলেন, তাঁহারাই লেখকের সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। এই হেমেন্দ্রবাবুরই শিষ্য বর্তমানের কংগ্রেস

নেতা শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। ইনি বলেন যে, সুহৃদ-সমিতি পরে স্থানীয় যুগান্তর দলের সহিত মিলিয়া যায়।

১৮। মতিলাল রায়—চন্দননগরের বিখ্যাত কর্মী, বর্তমান প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি চারুচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। শহীদ কানাইলাল দত্ত ইঁহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়া কর্মে অবতীর্ণ হন। ইনি বলেন, "জেলে আমিই কানাইলালকে রিভলবার পাঠাইয়া দিয়াছিলাম"। কিন্তু রাজসাহীর সতীশ সরকার বলেন, তিনিই রিভলবার পাঠান। ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া রাসবিহারী বসু বৈপ্লবিক ভাব প্রাপ্ত হন।

১৯। পূর্ণচন্দ্র দাস—ইঁহার তরুণ সহকর্মীদের মধ্যে চিত্তরায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কয়েকটিকে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে সমর্পণ করেন। শহীদ চিত্তপ্রিয় রায় বালেশ্বরের যুদ্ধে মারা যান।

২০। রাসবিহারী বসু—এই চিঠিতেই প্রমাণিত হয় যে, রাসবিহারীর সঙ্গে যুগান্তর দলের সংযোগ ছিল। তথা হইতেই তিনি বৈপ্লবিক কর্মে যোগদান করেন। রাসবিহারীর সহকর্মী শ্রীনলিনী মুখোপাধ্যায় লেখককে বলিয়াছেন, রাসবিহারী এবং তাঁহারা নিজেদের "যুগান্তর দল" বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা পশ্চিমে একটি পৃথক দল ছিলেন। অথচ এই লইয়া বাঙ্গলায় অনেকদিন যাবৎ দলাদলির সৃষ্টি হয়। আসলে সকলে একই দল। যে, যে উপদল বা লোক হইতে কার্যের সুবিধা পাইয়াছে সেই তাহাদের বা তাহার সঙ্গে মিলিয়াছে। বস্তুতঃ সব দল-গুলি একই আন্দালনের বিভিন্ন কেন্দ্রমাত্র।

২১। শ্রীশ ঘোষ—ইনি চন্দননগরবাসী ছিলেন। শেষে প্রবর্তক আশ্রমে যোগদান করেন। কিন্তু পরে আবার তাহা ছাড়িয়া দেন। ইনি কয়েকবার জেলে যান। ইহার সহিত শহীদ গোপীনাথ সাহার সম্পর্ক ছিল। কয়েকবার ইঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এবং অবশেষে আত্মহত্যা করেন।

পরিশিষ্ট : তৃতীয়

উত্তর-পশ্চিমে বিপ্লব কর্ম

(১৯১২—১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিপ্লব কর্মের একটি সুবৃহৎ বিবৃতি দিয়াছেন। তাহা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে প্রকাশ করা হইল।

"রাসবিহারী বসু কলিকাতার সন্নিকটবর্তী চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থলে তিনি বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসেন। বাঙ্গলার বৈপ্লবিকদল কর্তৃক তিনি উত্তর-ভারতে প্রচার ও সংঘ স্থাপনের জন্য প্রেরিত হন। তথায় যাইয়া দেরাদুনে বন-বিভাগে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। এইস্থান হইতেই তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়ে তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হয় যে, ভারতের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে হইলে, বিদেশী শাসকদের ভিতর ও বাহির হইতে আঘাত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুপ্ত-সমিতিসমূহ স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং কর্মীদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, নিজ চরিত্রগুণে তিনি তাঁহাদের নিকট বিশেষ প্রিয় হন। তিনি নিজের কর্ম তৎপরতা দ্বারা উত্তর-ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই সময়েই আমি, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শেঠ দামোদর স্বরূপ, আউধবিহারী, বঙ্কিমচন্দ্র সিংহ[১] প্রভৃতি তরুণেরা তাঁহার সহকর্মীরূপে কার্য করিতে থাকি। এই দলের সহিত বাঙ্গলার বৈপ্লবিক-দের যোগাযোগ ছিল। বাঙ্গলা হইতে অর্থ প্রেরণ করা হইত। শ্রীঅমরেন্দ্র

১। ইঁহার প্রকৃত নাম বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র। শ্রীসুকুমার সিংহের মতে উপরোক্ত নাম।

।।

নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা বসন্ত বিশ্বাস ও মন্মথনাথ বিশ্বাস[১] বাঙ্গলা হইতে প্রেরিত হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা একটি বাড়ীর ছাদ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ভাইসরয় হার্ডিঞ্জকে আঘাত করেন।[২]

এই কর্মের ফলে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া রাসবিহারী এবং তাঁহার সহকর্মীদের ধরিবার জন্য নানা জাল পাতিতে লাগিল, নানা পুরস্কারও ঘোষিত হইল। এই সম্পর্কে শ্রীআউধবিহারী এবং অন্য একজন ভদ্রলোক ধৃত হন। তাঁহাদের উপর নৃশংস অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁহারা স্বীয় দীক্ষায় অটল থাকেন এবং একটি নাম মাত্র বিচার দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রাসবিহারী তিন বৎসরের জন্য তাঁহার কর্ম-কেন্দ্র কাশীতে স্থানান্তরিত করেন। তিনি তথা হইতে উত্তর-ভারতের সমস্ত গুপ্ত-সমিতির নেতাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমি তখন কাশীতে ছাত্র ছিলাম। শচীন্দ্র সান্যালের নেতৃত্বে আমাদের দ্বারা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তথায় "যুবক সমিতি" স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। শারীরিক, ধর্মগত এবং সাহিত্যিক চর্চার জন্য ইহার অন্তর্গত কয়েকটি বিভাগ ছিল। সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মী ছিলেন। এখন তিনি এলাহাবাদের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। ইংরেজ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য পুরস্কারস্বরূপ এখন ইনি 'রায়-বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছেন।

১। বসন্ত বিশ্বাস ও মন্মথ বিশ্বাস নদীয়া জেলার পোড়াগাছার লোক ছিলেন এবং মুড়াগাছার হাইস্কুলে পড়িতেন। শেষোক্তস্থানে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্মৃতি-স্মরণার্থে একটি শহীদ বেদী সংস্থাপিত হইয়াছে।

২। তাঁহারা স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ছাদে স্ত্রীলোকদের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম বিস্ময়জনক কার্য করেন। পরে দিল্লী মকদ্দমায় অধ্যাপক আমীর চাঁদ এবং আউধবিহারী প্রভৃতির সহিত ধৃত হইয়া পশ্চিমেই ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করেন—গ্রন্থকার।

এই সমিতির আর একটি বিভাগ ছিল ; "গুপ্ত বা ভিতরকার গণ্ডী"। কুইনস্ কলেজের ছাত্র ৺শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি জনপ্রিয় এবং স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই ভারতের মুক্তিকামী ছিলেন। তিনি আমাদের অনেককে এই ভিতরকার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা কাশীর বিভিন্ন মহল্লায় সমিতির শাখা স্থাপন করিয়া ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহাতে ছাত্রদের মধ্য হইতে ভালভাবেই সাড়া পাওয়া যায়। "হাউইট-ক্ষত্রিয় হাই স্কুলের" অন্তর্ভুক্ত ছাত্রেরা সমিতির কর্মে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত, মদনপুরায় "আদর্শ বিদ্যালয়" নামক একটি বিদ্যালয় বালকদের জন্য স্থাপন করা হয়। বালকদের মনকে বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

ইতিমধ্যে আমরা বাঙ্গলার বৈপ্লবিক দলের সহিত সংযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কলিকাতার সাংবাদিক শ্রীমাখনলাল সেনের মারফৎ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বাঙ্গলার দলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হন। বাঙ্গলা হইতেই অর্থাদি পশ্চিমে কর্মের জন্য প্রেরিত হইত। এই সময়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী বসু কাশীতে আসেন। রাসবিহারীর সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল বৈপ্লবিকদের কর্ম-তৎপরতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা নূতন জীবন, প্রেরণা এবং উদ্দম প্রাপ্ত হই। একজন অবসর প্রাপ্ত হেলথ্ অফিসারের বাড়ীতে রাসবিহারীর বাসের জন্য ঘর ভাড়া করা হয়। বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির সভ্যেরা শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য সেখানে আসিতে লাগিলেন। একদিন যখন তিনি, কি প্রকারে একটা বোমাতে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে ফেলিতে হয় এই শিক্ষা দিতে ছিলেন, তখন তাহা হঠাৎ ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায়। আমরা সামান্য আঘাত পাইয়া বাঁচিয়া যাই। আমরা বাড়ীওলাকে বলি যে, একটা সোডার বোতল ফাটিয়া এই শব্দ হইয়াছে। আমরা তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাসস্থল উঠাইয়া লইলাম।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের রাজনীতিক আকাশ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে আমরা বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে আঘাত দিবার একটা উপযুক্ত সুযোগ দেখিতে পাই। আমাদের কর্ম-স্থলের প্রসার বৃদ্ধি হয়। আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিকভাব প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহাতে উত্তর-ভারতের ছাত্র-সমাজের মধ্যে বেশ সন্তোষজনক ভাবেই সাড়া পাওয়া যায়! কিন্তু জনসাধারণ ইহা হইতে তফাৎ হইয়া থাকে। তখন বিশেষ সমস্যা ছিল অস্ত্র প্রাপ্তির কথা। কিন্তু জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে অস্ত্র প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্মাণি এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এতদিনের ঈপ্সিত মুহূর্ত অবশেষে প্রকট হয়। আমরাও এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলাম। এই সময়ে আমাদের মনে এইভাবই বিশেষভাবে উদ্বেলিত হয়। আমাদের উপর দেশের মুক্তি নির্ভর করিতেছে—সেই শক্তি কি আমাদের আছে? জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অস্ত্র প্রেরণের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সর্বত্র সশস্ত্র বিপ্লব করিবার পরিকল্পনা চলিতে লাগিল। আমরা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক পদক্ষেপ তীক্ষ্নরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের কর্মশক্তি নিয়োজিত করিল এবং বেশীরভাগ সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিল। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্য-দলও গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত চুক্তি-ভঙ্গ করার জন্য বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়। জার্মাণদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের বিদেশে প্রেরণ করা হয়। দেশে প্রবল আন্দোলন হয়, ভারতীয় সংবাদ পত্রসমূহ স্পষ্ট ভাবেই দেশী সৈন্যদের মনোভাবের পক্ষ গ্রহণ করে। বৈপ্লবিকেরাও এই সুবিধা গ্রহণ করিতে থাকেন। তাঁহারা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার জন্য একটি সৈন্যদলকে এই উদ্দেশ্যে প্রচার কর্মে নিযুক্ত করেন। বেশীরভাগ ভারতীয় সৈন্যেরা এই প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রাসবিহারী বসু সৈন্যদের মধ্যে প্রেরণা প্রদান করিতে থাকেন। একটি জরুরী সভায় ভারতের বিভিন্ন উপদলের নেতাদের আহ্বান করা হয়। কাশীতে এই সভার অধিবেশন হয়। যে সব বিশিষ্ট কর্মী এই সভায় যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপিঙ্গলে (ইনি মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত-সমিতির একজন তরুণ কর্মী। পুণায় প্রাদেশিক গভর্ণরকে গুলি করার ব্যাপারে ইহার যোগাযোগ ছিল), শ্রীপ্রতাপ সিংহ (ইনি রাজপুতানার গুপ্ত-সমিতিগুলির নেতা এবং নিমাইচ মন্দিরের অত্যাচারী মোহন্তকে হত্যার ব্যাপারে যে রাজপুত বীরের ফাঁসি হইয়াছিল, তাঁহার পুত্র), শ্রীদামোদর স্বরূপ শেঠ (ইনি বেরিলির নেতা। পরে কংগ্রেসনেতা হন, এক্ষণে সোসালিষ্ট নেতা) ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু (ইনি পূর্ববঙ্গের একজন বৈপ্লবিক নেতা)।

ইহা ব্যতীত অমৃতসর, লাহোর, দিল্লী, কানপুর, আজমীর এবং বাঁকীপুর হইতে নেতারা ঐ সভার কার্যে যোগদান করেন। একটা সাময়িক কর্ম-পদ্ধতি ঐ সভায় গৃহীত হয়। দলের নিকট হইতে নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্মীরা বিভিন্নস্থানে সৈন্যদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় যোগদান করাইবার ইচ্ছায় তাহাদের দলে আকর্ষণ করণার্থ প্রেরিত হন। আমি জব্বলপুরে প্রেরিত হই। তথায় একজন মুনসেফের পেসকারের গৃহে আমি থাকিতাম। সেইস্থানে একজন শিখ জমাদারের সহিত আলাপ হইলে আমি তাহাকে আসল কথা বলি। ঐ জমাদারটি জাতীয় মনোভাবের অন্যান্য অফিসারদের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেয়। বেশীরভাগ অফিসারেরা আমাদের উদ্দমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ইতিমধ্যে শ্রীশচীন্দ্র সান্যাল আমাকে জানান যে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৈপ্লবিক উত্থানের দিন ধার্য হইয়াছে। বিদ্রোহ প্রথমে লাহোর ক্যান্টন্‌মেন্ট হইতে আরম্ভ হইবে। আমাকে জব্বলপুরের কার্য সমাধার পর সদলবলে প্রধান বৈপ্লবিক সৈনিক দলের সহিত যুক্ত হইবার জন্য এলাহাবাদে আহ্বান করা হয়।

ইহা স্থির ছিল যে, রাসবিহারী এবং পিঙ্গলে লাহোরের বিদ্রোহ পরিচালনা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন জমাদার বিশ্বাসঘাতকতা করে। রাসবিহারী ইহা জানিতে পারেন এবং এই বিশ্বাসঘাতককে গুলি করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে পলাইয়া যায়। ২৩শে তারিখে অর্থাৎ বৈপ্লবিক উত্থানের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে, একটি বোমা সমেত পিঙ্গলে ব্যারাকে ধৃত হন এবং পরে ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি বিনায়ক রাও-এর সাহায্যে কাশীতে পলাইয়া যান। বিদ্রোহ থামাইবার জন্য ইউরোপীয় পল্টন প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। ইহা ব্যতীত সর্বত্র সজাগ থাকিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তার প্রেরণ করে। এইসঙ্গে বৈপ্লবিকদের ধরিবার বিশেষ চেষ্টা হয়। বাধ্য হইয়া আমরা চন্দননগরে পলাইয়া আসি। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য পরে নবদ্বীপে চলিয়া যাই। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার বিশেষ চেষ্টা হওয়ায়, তাঁহাকে জাপান হইতে কার্য করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বিনায়ক রাও, যিনি এতদিন দৃঢ়ভাবে রাসবিহারীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে কর্মে সাহায্য প্রদান করিতেন, অবশেষে তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি উপস্থিত হয় এবং তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তের ক্রীড়নক হন। বৈপ্লবিক দল এহেন মীরজাফরকে সহ্য করিতে পারে না, সেইজন্য লক্ষ্ণৌতে প্রকাশ্য দিবালোকে তাহাকে গুলি করিয়া ইহজগৎ হইতে অপসারিত করা হইল।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট বৈপ্লবিক দলের সব সভ্যদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। লাহোরে অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা উপস্থাপিত করা হয়।* শচীন্দ্র সান্যাল,

* মামলায় ভাই পরমানন্দের ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু তিনি আপীলে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে নির্বাসিত হন। যুদ্ধের পরে, মুক্তি পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই মামলায় কর্তার সিংহকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিনি ১৯ বৎসরের শিখ তরুণ। যুদ্ধের প্রাক্কালে আমেরিকার গদর পার্টি দ্বারা ভারতে প্রেরিত হন।

দামোদরস্বরূপ শেঠ এবং বিভূতি হালদার কাশীতে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের লইয়া গভর্ণমেণ্ট বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা উপস্থাপিত করেন। বিভূতি হালদার রাজসাক্ষী হন।

নবদ্বীপ হইতে আমি কাশীতে দলের কার্য করিবার জন্য প্রত্যাবর্তন করি। সেখানে আমি জানিতে পারিলাম যে, পুলিশ আমার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। তৎক্ষণাৎ আমি লক্ষ্ণৌতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে থাকিবার জন্য যাই। পুলিশও আমার অনুসরণ করিতে থাকে এবং অবশেষে ঐ স্থানেই আমাকে গ্রেপ্তার করে। আমি সেই সময়ে তথাকার O.R. Rly-এর চিফ্ এক্সামিনারের অফিসে ক্লার্কের চাকরি করিতেছিলাম। গ্রেপ্তার করিয়া আমাকে কাশীতে লইয়া আসা হয় এবং জেলের ভিতরই অন্যান্যদের সহিত আমার বিচার হয়। এই বিচারে আমার ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আমাদের বৈপ্লবিক সমিতির জন্য যে শক্তি ও সামর্থ আমরা নিয়োজিত করিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের নূতন উৎসাহ ও পরস্পরের মধ্য হইতে স্বতঃ স্ফূর্ত সহায়তা থাকায় উহার সন্তোষজনক উন্নতি হইতেছিল।

কাশীতে রাসবিহারীদা'র বাড়ীতে যাইবার পথে শচীন্দ্র আমাকে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী যুবক পিঙ্গলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। পিঙ্গলের দেহ ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। তিনি জাতিতে মারাঠী ব্রাহ্মণ। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। সেদিন তিনি পাঠানদের মত পোষাক ও মাথায় তুর্কি ক্যাপ পরিয়াছিলেন। সেই পোষাকে তখন তাহাকে বেশ চটপটে ও চতুর দেখাইতেছিল। শিবাজীর অভ্যুদয়ের জন্য মারাঠীদের মধ্যে একটি সামরিক বীরত্বের ঐতিহ্য আছে। মারাঠীরা সেই সৌর্য, সাহস ও বীরত্বের ঐতিহ্যের প্রতীক ছিলেন। লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টে তিনি যেরূপ দক্ষতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহিত বিপ্লবের আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহাতে সত্যই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের অমর বীর নানা সাহেবের প্রেরণাদায়ক বীরত্বের স্মৃতি জাগ্রত করে।

প্রতাপসিংহ তখনকার দিনে রাজপুতনার বিপ্লবী দলের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। ইনি আমাদিগকে রাসবিহারীর অন্যতম অনুরক্ত ও সুযোগ্য বিপ্লবী সহকর্মী খারাওয়াবাসী (Kharawa) রাও সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। রাও সাহেব আমাদিগকে অনেকবার রিভলভার ও কার্ত্তুজ জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। আজমীরে ইংরেজ সরকারের সেনাদের আসন্ন বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কার্যে প্রতাপকে পাঠানো হইয়াছিল। আজমীর হইতে এলাহাবাদের মধ্যে যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আন্দোলন চলিতেছিল তাহাতেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার জমাদারের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ঐ স্থানে আমাদের ভাবী বিপ্লবের সমস্ত আশাই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।* প্রতাপসিংহ গ্রেপ্তার হইলে বন্দী অবস্থায় খারাওয়ার রাও সাহেবের সহিত তাঁহাকে কাশীতে জেলখানায় লইয়া আসা হইল। কেননা রাও সাহেবের সহিত আমাদের দলের যে গোপনীয় সম্বন্ধ ছিল তাহা কোনও রকমে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। কাশীতে মনিরাম নামে একজন গুজরাটি বাস করিত। সেই লোকটি রাও সাহেবকে পুলিশের কাছে সনাক্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু রাও সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কেননা ইংলণ্ডের রাজা এবং রাজপুতনার সমস্ত রাজ্য শাসকদের (Princes) মধ্যে তখন একটি চুক্তি (treaty) হইয়াছিল। এই চুক্তির বলে রাও সাহেবকে একজন রাজপুত পুরোহিত ও দ্বাররক্ষকরূপে প্রমাণ দিয়া মুক্ত করা সম্ভব হইয়াছিল।

আজমীরের বিপ্লব-প্রচেষ্টার নাটকের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন—প্রতাপ সিংহ। তিনি গ্রেপ্তার হইয়া রাজবন্দীরূপে আদালতে কোনও জবানবন্দী

* কথিত হয়, পরলোকগত মৌলানা মহম্মদ আলী বলিয়াছিলেন, "History of India is a record of a series of treacheries at the point of sucess". (ভারতের ইতিহাস কৃতকার্যতার মুখেই ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতার একটা লম্বা নজির মাত্র)।

দেন নাই। পুলিশের দ্বারা তাঁহার উপর অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প ও সাফল্যের সহিত সেই সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। যেরূপ অটলভাবে তিনি নিজের সঙ্কল্পে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা ইংরেজ সরকারের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছিল। ইহার দ্বারা অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, বিপ্লববাদীদের চরিত্র এমন এক উপাদানে গঠিত যে, ইংরেজ সরকারের আমলাতন্ত্রের নির্যাতনে তাহা কখনই অবনত হইতে পারে না। প্রচুর স্বর্ণরাশি অথবা অন্য কোন পুরস্কারের প্রলোভনে সেই বিপ্লবীদের কিনিতে পারা সম্ভব নয়। প্রতাপসিংহকে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি আমার সহিত বেরিলির জেলখানায় ছিলেন। আমাদের দুইজনকে সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় রাখিবার জন্য জেলের অফিসারদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি অন্যান্য বন্দীদের সহিত আমাদের মিশিতে দেওয়া হইত না। ইহা ছাড়া আমাদের কারাবাসের সময়ে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' শাসন যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। এই শাস্তি ভোগের জন্য প্রতাপসিংহ-এর দেহ হইতে তিলে তিলে জীবনী শক্তি ও রক্ত শোষণ করা হইয়াছিল। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের উপরে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাইয়াছিল। তাহাতে আমাদের দেহে নানাপ্রকার রক্তাক্ত ক্ষত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এইভাবে উচ্চশ্রেণীর দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ যোদ্ধা ও মহৎ প্রকৃতি প্রতাপসিংহ বেরিলি জেলের নির্জন বন্দীগৃহে মৃত্যুর কোলে সমস্ত যন্ত্রণা হইতে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আমার কাণে আসিয়া পড়িয়াছিল। জেলের প্রাচীর এই সংবাদকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ইহা আমার কাছে একটি নির্মম আঘাতরূপে আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমি একজন প্রিয়বন্ধুকে এবং ভারতমাতা একজন মহৎ সন্তানকে হারাইলেন। প্রতাপসিংহের

মৃত্যু নাই। তিনি তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও বীরত্ব-দীপ্তিময় কার্যাবলীর দ্বারা অমর হইয়া আছেন। যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস লেখা হইবে—তাহাতে প্রতাপসিংহ ভারতের জাতীয় জীবনাকাশে একটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকিবেন।

বেরিলিতে সেনাদলের মধ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পাদনের পথ প্রস্তুত করিবার দুঃসাধ্য কর্মভার দামোদর স্বরূপকে দেওয়া হইয়াছিল। দামোদর স্বরূপ বেরিলি জেলারই অধিবাসী ছিলেন। শরীর তাঁহার তেমন সবল না হইলেও তাঁহার মনের মধ্যে জাতীয়তা-বাদের অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকিত। স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন অনুরক্ত সৈনিকরূপে সকল ঝড়ঝাপটায় তিনি অটল ও অবিচলিত হইয়া থাকিতেন। বেনারসে দামোদর স্বরূপ, শচীন ও বিভূতি একটি বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেন। এখানেই তিনি শচীন ও বিভূতির সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক হইয়া বিভূতি দামোদর স্বরূপের নামে নানাপ্রকার কল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করিয়া ও গুজব রটাইয়া নিজের জঘন্য অপকৌশলের পরিচয় দিতে লাগিল। কোনও স্বার্থনিষ্ঠ ব্যক্তি অথবা দলের প্ররোচনায় বিভূতি এইসব মিথ্যা গুজব ও কুখ্যাতি প্রচার করিতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তাহার ঐসব মিথ্যা প্রচারকে আমল দিই নাই। দামোদর স্বরূপকে সাত বছর মেয়াদের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। জেল হইতে ছাড়া পাইয়া যথার্থ ও অকপট দেশপ্রেমিক যোদ্ধারূপে দামোদর স্বরূপ আবার স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি উত্তর-প্রদেশের একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও সোসালিষ্ট মতবাদে অনুরাগী।

আসামে, বিশেষতঃ গৌহাটীতে সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থানকে আসন্ন করিয়া তুলিবার কঠিন কর্মভার নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। পুলিশের চতুর ও সতর্ক দৃষ্টিকে সর্বদা

এড়াইয়া নীরবে ও আন্তরিকভাবে তিনি এই দুরূহ কার্য করিয়া গিয়াছিলেন। লাহোরে বিপ্লব প্রচেষ্টায় আমাদের সমস্ত কর্মই পণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এক বৎসর পরে নরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া বেনারসে লইয়া আসা হয়। বিচারে তাঁহাকে সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ড এবং অন্যান্য কতকগুলি আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অপরাধের জন্য আরও অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

পরলোকগত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রাজনৈতিক বিপ্লবের সংগঠন ও সংগ্রামের ব্যাপারে সত্যই রাসবিহারী বসুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। বিপ্লবী নেতারূপে শচীন্দ্রের মধ্যে অনেক অসাধারণ গুণাবলী ছিল। রাসবিহারী দাদাকে যদি আমাদের দলের 'মস্তিষ্ক' বলা হয়; তাহা হইলে শচীনকে আমাদের দলের 'হৃদয়' বলা উচিত। বিপ্লবের ব্যাপারে তিনি যে অসাধারণ নেতৃত্ব ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার শুধু পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন স্বাধীনতা-যুদ্ধের সুবিখ্যাত নেতাদের শক্তির সহিতই তুলনা হইতে পারে। শচীন্দ্রনাথের আরও তিনজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—রবীন্দ্র নাথ, জিতেন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথ। অকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। শচীন্দ্রনাথের মাতা তাঁহার পিতারই আদর্শে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত ছিলেন। নিজের স্বর্গীয় স্বামীর কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি অনুরাগপূর্ণ অশ্রুতে পূর্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এই মহিলা আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সন্তানদের মধ্যে স্বদেশিকতার প্রকৃতিকে (Spirit) জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন। শচীন্দ্র এবং তাঁহার আর দুই ভ্রাতা রবীন্দ্র ও জিতেন্দ্র বিপ্লবী ভারতের আকাশে উজ্জ্বল তারকার মত ছিলেন। বারানসী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় এই তিন ভ্রাতাকেই আসামীরূপে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার ফলে শচীন্দ্রকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও জিতেন্দ্রকে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্র এই

মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শচীন্দ্র বারানসীতে ইয়ংমেন্স য়্যাসোসিয়েসন্ নামে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি সুদক্ষ যুবকদের সভ্যরূপে সংগ্রহ করিতেন এবং যথাযথ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে ঠিকভাবে কার্য করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেন। বারানসীতে মদনপুরা পল্লীতে আদর্শ বিদ্যালয় নামে আমাদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ সম্বন্ধে যুবকদের মনকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইত। আদালতে আমাদের বিচারাধীন অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে ইংরেজ সরকার অবৈধ (unlawful) বলিয়া ঘোষণা করেন ও উঠাইয়া দেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরের অনুগ্রহবাণী ঘোষণার ফলে, শচীন্দ্র দ্বীপান্তর হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর শচীন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে শচীন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতা কাকোরী ষড়যন্ত্র আন্দোলনে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কাকোরী ষড়যন্ত্র আন্দোলনে শচীন্দ্রই সর্বপ্রধান নির্দেশ-দাতা ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত হইয়া শচীন্দ্রের প্রতি আবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বিচারে রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসি হয়। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে শচীন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে উত্তর-প্রদেশের সকল শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে বিপুল সম্মানের সহিত অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের মন্দিরের নিঃস্বার্থ, অশ্রান্ত, অকুণ্ঠ ও মৃত্যু-শঙ্কাহীন পূজারী শচীন্দ্রকে তাঁহার গুণমুগ্ধ জনসাধারণ যুক্ত-প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের বহু রাজপথে বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া তাঁহার প্রতি নিজেদের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সারা জীবন ধরিয়া কারাবাস এবং পরাধীন ও শৃঙ্খলিত ভারতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। জীর্ণদেহে শচীন্দ্র বেশীদিন আর অবস্থান করিতে পারিলেন না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বহুকাল ধরিয়া প্রাণপণ সংগ্রামের ফলে ভারতবর্ষ আজ পরাধীনতার অবসানে স্বাধীনতা লাভ করিয়া গৌরবের আলোকে প্রদীপ্তা হইয়া বিরাজ করিতেছে। শচীন্দ্র আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু মৃত্যু-শঙ্কাহীন তাঁহার দুর্জ্জয় জীবন চিরকাল আমাদের সকলের নিকট দেশসেবার প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে। দেশের স্বাধীনতা আনিবার জন্য বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহার দুর্ল্লভ গুণরাশি ও কর্মশক্তি, তাঁহার অননুকরণীয় সংগঠন শক্তি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রদীপ্ত আলোকের মত চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তিনি ছিলেন সকল দিক দিয়া যোগ্য ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। শারীরিকভাবে শচীন্দ্রের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের মহত্ত্ব ও বীরত্বের জন্য অমর হইয়া আছেন।

লক্ষ্ণৌ হইতে আমাকে বেনারসে বন্দী অবস্থায় লইয়া আসিবার পরে পুলিশ আমার নিকট হইতে রাসবিহারীদা ও আমাদের 'বৈপ্লবিক সমিতি' সম্বন্ধে নানাপ্রকারে তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ ইংরেজ সরকারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই কৌশলকে পরিবর্তন করিয়া আমার সহিত সভ্য ও ভদ্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর আমলাতন্ত্র এই সময়ে একটি নতুন ফাঁদ পাতিলেন। জেলখানায় আমাকে বিভূতির সঙ্গে একই সেল-এ (cell) আনিয়া রাখা হইল। এই বিভূতি এক সময়ে রাসবিহারীদা'র একজন বিশেষ অনুরক্ত সহকর্মী ছিল, পরে সে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ইংরেজদের সেই পুরাতন চতুরতার নীতি কৌশল আবার

চালানো হইল বটে, কিন্তু আমাকে তাহা অভিভূত করিতে পারিল না। জেলের কর্তৃপক্ষ যখন সমস্ত সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়া জানিতে পারিল যে, বিভুতির ঐ হীন চেষ্টা আমার উপরে সফল হইবে না তখন তাহারা আমাকে একটি নির্জন অন্ধকার সেল-এ বন্দী করিয়া রাখিল। এখানে আমার জন্য নরক যন্ত্রণার দুর্ভোগ অপেক্ষা করিতেছিল। আমার উপরে ছুঁচ ফোটানো এবং আরও নানা রকম নির্যাতন চালানো হইতে লাগিল। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া তাহারা আমাকে শিক্ষা দিল যে, পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে দেশকে ভালবাসা জঘন্য পাপ। আদালতে আমাকে বারানসী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে হাজির করা হইল। বিচারে আমি পাঁচ বৎসব সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের শাস্তি পাইলাম।

ভারতবর্ষের এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের কালানুক্রমিক একটি যথার্থ ও সম্পূর্ণ বিবরণ সত্যই একটি চিত্তাকর্ষক ছবি প্রকাশ করে। বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার অগৌরবজনক নিদ্রাঘোর হইতে দেশ-বাসীদের জাগ্রত করিবার জন্য আত্মচেতনার প্রদীপ্ত মশাল হস্তে ভারতবাসী বিপ্লবীরা ক্রমেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। দেশের এমন এক সময়ে তাঁহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল যখন ভারতবাসীরা 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না। সে সময়ে আমাদের 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (Indian National Congress) শুধু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনকারী ও আরামকেদারায় উপবেশনকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রতিষ্ঠান মাত্রই ছিল। ভিক্ষার দানস্বরূপ স্বাধীনতা কখনও কোনও জাতির কাছে আসিতে পারে না, বিদেশীর হাত হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে হয়—ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল।

রাসবিহারী বসু এই বিপ্লব-আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতুলনীয়ভাবে তিনি এই বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিজের শক্তি সামর্থ্য ও কর্ম প্রচেষ্টাকে চালাইয়া গিয়াছিলেন—যাহাতে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের আধিপত্য এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ মূক ও নিরীহ নরনারীর

পরাধীনতার অবসান হইতে পারে। প্রভাতের উদীয়মান সূর্য্যেরই মত তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল—তিনি দেশের চারিদিকে আশা ও আত্ম-বিশ্বাসের রশ্মিরাশি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। ভারতের মহান সন্তানেরা সেই পথই রচনা করিয়াছিলেন যাহার উপর দিয়া ভারতের অধিবাসীরা জীবন্তরক্তে পূর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে পারে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই সমস্ত যোদ্ধাদের অনেকেই কোনও স্বীকৃতি ও সম্মান পান নাই—অনেকের নাম আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই দিন সমাগত হইয়াছে—যাহাতে আমরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানকারী এই সমস্ত বিখ্যাত ও বিস্মৃত শহীদ ও যোদ্ধাদের দেশসেবা, এবং বীরত্ব ও মহত্বপূর্ণ জীবনের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে পারি। এই সমস্ত যোদ্ধারা আমাদের দেশের অলঙ্কার ও গৌরবস্বরূপ। ইঁহাদের জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করিতে পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা কখনই আমাদের ক্ষমা করিবে না।

৩০বি, রাণী সংকরী লেন, কালিঘাট।

১৩।১২।'৪৭ (স্বাক্ষর) শ্রীনলিনী মোহন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের টিপ্পনী

দিল্লীতে যে মামলা হয় তাহার প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক আমীরচাঁদ। তাঁহারই অন্নে পালিত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হন। আমীরচাঁদের ফাঁসি হয়। এই মামলায় আউধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাস অভিযুক্ত হন এবং তাঁহাদেরও প্রাণদণ্ড হয়।

ইহা ব্যতীত লাহোরে অনেকগুলি ষড়যন্ত্র মামলা উপস্থাপিত করা হয় এবং তাহার ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বহু সংখ্যক লোককে ফাঁসি

দেয়। এই যুগে আজমীরের বিপ্লবী কর্মী অর্জুনলাল সেঠীও জেল খাটেন। ইনি পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কৃষকদের মধ্যে কর্ম করেন। এক্ষণে তিনি মৃত।

রাসবিহারী বসুর বিষয়ে নলিনীবাবু যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সহিত ডাঃ যাদুগোপালের বিবৃতির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। রাসবিহারী আসলে বর্ধমান জেলার লোক। চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায়ের সহিত তাঁহার বরাবরই সংযোগ ছিল। স্বদেশীযুগে অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ই এই স্থলের বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বন্দুক লইয়া আমরা জঙ্গলে গুলি ছোড়া অভ্যাস করিতে যাইতাম। তাঁহার সহিত পরামর্শ হইত কিপ্রকারে ফরাসী দোকানের মারফৎ বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানি করা যায়। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি (চারুবাবু) অভিযুক্ত হন। কিন্তু ফরাশী প্রজা বলিয়া ছাড়া পান। কানাইলাল দত্ত ইহারই গঠিত চক্রের সংস্পর্শে আসেন। ইনি পরে রাজনীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যুক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। অনুমান হয়, ফরাসী বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে চারুবাবুর মৃত্যু হইয়াছে।

নলিনীবাবু এবং অন্যান্যদের বিবৃতি ও লেখনী পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে, বাঙ্গলা হইতে ১৯০৩-৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিমে যাতায়াতের ফলে যে সব সহানুভূতিশীল স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল, রাসবিহারী এবং তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসেন নাই। বরোদা হইতে অরবিন্দের দ্বারা আনীত "ভবানী মন্দির" স্থাপন প্রচেষ্টা উপলক্ষে বারীন্দ্র, হরিশচন্দ্র ঘোষ এবং লেখক বিহারে যাতায়াত করিয়াছিলেন এবং বাঁকীপুর প্রভৃতি স্থানে বিহারী ও বাঙ্গালী উকিল ও ছাত্রদের মধ্য হইতে সহানুভূতিও পাওয়া গিয়াছিল। পাটনার বাবু পুনিতলাল এবং তাঁহাদের পূর্বতন কর্মী বন্ধুরা, বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে অনেকে, আরার বৃদ্ধ উকিল ৺বন্দোপাধ্যায় এবং তাঁহার

বাড়ীর ছেলেরা, উকিল বাবু মঙ্গল চরণ ও তাঁহার উকিল বন্ধুরা, এবং কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেলে অবস্থিত ছাপরা ও আরা জেলার বিহারী ছাত্রেরা সকলেই সহানুভূতিশীল হন। এই দলের আশেপাশেই ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ থাকিতেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ইন্দ্রনাথ নন্দী ম্যাজিক লাণ্টার্ন লইয়া গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যান এবং সেই সময়ে গ্রামে 'স্বদেশী' ভাব প্রচার করিতেন। এই সময়েই বাবু পুনিতলালের সহিত ইন্দ্রনাথের আলাপ হয়। এককালে তাঁহাদেরও একটা বৈপ্লবিক দল ছিল। তিনি লেখককে বলিয়াছিলেন: "আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়িলে আজ হাঁসি পায়। যে যেমন করিয়া পারি, ভাঙ্গা বন্দুক, ভাঙ্গা তরবারী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতাম"। বিহারের সাধারণ লোক বলিত, "আমরা কুমারসিংহের দেশের লোক, আমরা তৈয়ারী আছি"। হিন্দু হোষ্টেলের বিহারী ছাত্রদের অন্যতম ও মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম ছাত্র বলবন্ত সিংহ বলিতেন: "ছাপরাস্থিত আমার রাজপুত কুল (Clan) বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছেন।" ইনিই "হিন্দি যুগান্তর" প্রকাশের জন্য লেখককে পাঁচশত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পঞ্জাবের চরমপন্থীয় বিশিষ্ট কর্মী ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৺হরিনাথ মুখোপাধ্যায় আম্বালায় বাস করিতেন। তাঁহার কর্ম বিষয়ে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "যুগান্তর" আফিসে আসেন এবং কর্মীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লেখকের মামলার সময়ে পুনরায় আসেন এবং চারুচন্দ্র রায়ের সহিত পঞ্জাবে অস্ত্রাদি আমদানি করিবার উপায় বিষয়ে পরামর্শ করেন। ইঁহারা লালা লাজপত রায়কে সম্মুখীন করিয়া স্বদেশী এবং জনহিতকর কর্ম করিতেন। ইঁহার সহিত বোধ হয় সুফী অম্বাপ্রসাদের দলের যোগাযোগ ছিল। সর্দার অজিতসিংহের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল। কবি 'ফলক', পেশোয়ারের আমীর চাঁদ, সুফীর শিষ্য

ঋষিকেশ ও তাঁহার মামা আমীদ চাঁদ শর্মা প্রভৃতি এই দলের তরুণ কর্মী ছিলেন। অনুমান হয় রাসবিহারীও এই দলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে যুদ্ধের প্রাক্কালে 'গদর পার্টির' দ্বারা প্রেরিত শিখেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহারই ফলে পুলিশের দ্বারা লাহোরে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র মামলা সৃষ্ট হয় এবং ইহাতে বহুলোকের ফাঁসি হয়।

এই প্রকারে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আসাম পর্যন্ত বৈপ্লবিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া একযোগে উত্থানের প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট : চতুর্থ

বিহারে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদ প্রচারের মূলকথা

(১৯১২—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

বিহারের বিপ্লবী কর্মী ৺সুধীর কুমার সিংহের সহোদর যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা জানেন তাহা এই বিবৃতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বাঙ্গলায় যেরূপ সভা, সমিতি, নগর-কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা চালান হইয়াছিল, বিহারীবাসী বাঙ্গালীরাও সেইরূপ বিহারের প্রতি সহরে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, ফলে বিহারবাসী বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর দেশাত্মবোধ প্রথম জাগিয়া উঠে। অবাঙ্গালীরাও অনেকে এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিত এবং প্রেরণা পাইত।

৺অধ্যাপক কামাখ্যানাথ মিত্র ঐ সময়ে "বিহার ন্যাশনাল কলেজে" ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পাটনা 'ল কলেজের' ল-লেকচারারও ছিলেন। কামাখ্যাবাবু স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং ভারত যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতা তাঁহাকে ছাত্রদের নিকট প্রিয় ও আদর্শস্থানীয় করিয়াছিল। পাঠ্য বিষয়ের অঙ্গস্বরূপ ছাত্রদের মধ্যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার দ্বারা স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাধীনতার প্রেরণা তিনি সর্বদাই দিতেন। বাঁকীপুরের অনেক সভা-সমিতিতে কামাখ্যাবাবু বক্তৃতা দিতেন এবং প্রত্যেকটিতেই দেশ-ভক্তি ও স্বাধীনতার কথা বিশেষ করিয়া বলিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সর্বপ্রথম তিনিই বিহারবাসীদের শুনান। ফলে তিনি Pioneer of Swadeshi movement in Behar বলিয়া খ্যাত হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিহার ইয়ংমেনস্ ইনষ্টিটিউট-এ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি এক বক্তৃতা দেন।* ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে ছাপা হয়। তদানীন্তন

* কামাখ্যাবাবু বলেন, স্বামীজি প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর কামাখ্যাবাবু ছাত্রাবস্থায় যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন স্বামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "What India needs today is bomb."—গ্রন্থকার

Director of Publio Instruction, Behar, ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া জানান যে, অধ্যাপক কামাখ্যানাথ মিত্রের "Lectures are positively detrimental to the peace and tranquility of Behar" (বক্তৃতা বিহারের শান্তির বিশেষ ক্ষতিকারক)। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিহার গভর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী কলেজ (Behar National College) কর্তৃপক্ষ কামাখ্যাবাবুকে কলেজ ছাড়িয়া যাইতে বলেন এবং তিনি কলেজ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক কামাখ্যানাথের ভাগিনেয় ও সুযোগ্য ছাত্র ৺সুধীর কুমার সিংহ কামাখ্যাবাবুর নিকট স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। সুধীর তাঁহার বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের সহিত সর্বপ্রথম বিহারে বিপ্লববাদ প্রচার আরম্ভ করেন। এই দুইজনে বাঁকীপুর সহরে অন্যান্য ছাত্র সভ্য সংগ্রহ করিয়া গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করেন। বিহারে পুলিশের বাড়াবাড়ি তখন বিশেষ হয় নাই। এই কারণে সুধীর ও বঙ্কিম সহজেই বিহারের বিভিন্নস্থানে গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করিতে ও সভ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। মুজঃফর-পুরে ক্ষুদিরামের মামলায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সুধীর ও বঙ্কিমের বিহারী ছাত্রদের মধ্যে প্রচার কার্য চালাইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

পরে, সুধীর ও বঙ্কিম বিহার দলের সহিত বিপ্লবীদলের ও বাঙ্গলার অনুশীলন সমিতির সংযোগ স্থাপন করেন। এই সময় অনুশীলন সমিতির গিরীজাবাবু, কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল এবং পঞ্জাবের বিপ্লবীনেতা রাস-বিহারী বসু মাঝে মাঝে পাটনায় আসিতেন এবং বিহারের বিপ্লবীদলকে আর্থিক ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য করিতেন। বাঙ্গলা হইতেও অর্থ সাহায্য আসিত। গিরিজাবাবুর চেষ্টায় সুধীরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের কাজে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গলা হইতে কয়েকজন বিপ্লবপন্থী ছাত্র বিহারে আসেন। তাঁহারা ছদ্ম নামে বিহারের স্কুল ও কলেজে ভর্তি হইয়া প্রচার কার্য চালান। বহু দরিদ্র বিহারী ছাত্র যাহারা বিপ্লবী দলে যোগ দেয় তাহারা বাঙ্গলা হইতে প্রেরিত অর্থে নিয়মিত সাহায্য লাভ করিত।

রাসবিহারী বসু যখন ভারত ও ব্রহ্মদেশব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ করিতে চেষ্টিত, সেই সময় সুধীর ও বঙ্কিম দানাপুর কেল্লাস্থ দেশী সৈন্যদের এই বিদ্রোহে যোগদান করাইবার জন্য প্রস্তুত করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন এক বিশ্বাসঘাতক সভ্য এই ষড়যন্ত্রের কথা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় এবং লাহোর ও অন্যান্য স্থানে একই সময়ে হানা দিয়া পুলিশ বহুলোককে গ্রেপ্তার করে। এই সময় কর্ম উপলক্ষে সুধীর ও বঙ্কিম উভয়ে যখন টঙ্গা করিয়া দানাপুর সৈনিক ব্যারাকের অভিমুখে যাইতেছিলেন তখন রাস্তায় একজন সিপাহীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে-ই ইঁহাদের সাবধান করিয়া বলে, "আপনারা ওই দিকে যাইবেন না, সব সিপাহীকে নিরস্ত্র করণ করা হইয়াছে, কারণ জানি না"। অতঃপর তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। ভাগ্যক্রমে রাসবিহারী বসু ধরা পড়েন নাই। লাহোর, বেনারস ও বিহার ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব এইরূপে হয়। বানারসে বিভূতি ও বিহারে রামকৃষ্ণ পাঠক (পাণ্ডে) রাজসাক্ষী হইয়া সকল ঘটনাই যথাযথ ব্যক্ত করে। বঙ্কিম ধরা পড়ে কিন্তু সুধীর ফেরার হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর সুধীর জ্বরে আক্রান্ত হইয়া এলাহাবাদে মারা যায়। বিহারে স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্ব এইখানেই শেষ হয়। পরবর্তীকালের আন্দোলন যাহা কিছু বিহারে হইয়াছে, সেইগুলির মূলে আমরা সুধীরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সর্বাগ্রে অধ্যাপক কামাখ্যানাথ মিত্রের সুনিপুণ পরিচালনাই দেখিতে পাই। বিহারে বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কামাখ্যাবাবুর প্রাক্তন ছাত্র। বাঙ্গালীই যে বিহারকে প্রথম স্বাধীনতার বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, একথা তাঁহারা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না"।

আসানসোল (স্বাক্ষর) শ্রীসুকুমার সিংহ
২৫।৬।'৪৯

পরিশিষ্ট : পঞ্চম

আমেরিকায় কার্য

(১৯০৭—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

পুরাতন বৈপ্লবিক অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে ভারতের মধ্য-প্রদেশের গভর্ণমেণ্টে একটি কৃষি-সম্বন্ধীয় কমিশনে পরামর্শ দান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। কলিকাতায় তাঁহার বার্লিনের ভূতপূর্ব সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, লেখক তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজিতে স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি গ্রহণ করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ বাঙ্গলায় প্রদত্ত হইল :—

প্রায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে আমেরিকার কালিফোর্নিয়াস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্য হইতে শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র দাস, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, তারকনাথ দাস, অধরচন্দ্র লস্কর প্রভৃতিরা একত্রে মিলিয়া "ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ" স্থাপন করেন। তাঁহাদের একমাত্র কার্য ছিল, শিখ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে প্রচার করা। সামরিক শিক্ষা লাভার্থে আমি এবং অধর লস্কর 'মাউণ্ট কামালপইস (Mount Kamalpais) মিলিটারী একাডেমি'তে যোগদান করি। আমরা তথায় টেবিলে খাদ্য আনয়নকারী খানসামার (waiter) কার্য করিতাম। এই উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা তথায় প্রবেশ লাভ করি। এই সংঘ এবং শিখেরা রাওয়ালপিণ্ডিতে এক তাড়া বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্র লালা পিণ্ডিদাসকে প্রেরণ করে। ইহার ফলে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডিতে লালা পিণ্ডিদাসের বিপক্ষে মামলা উপস্থাপিত করা হয় এবং তাঁহার ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।*

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্নিয়ার সাক্রামেণ্টো এবং অরিগন ষ্টেটের পোর্টলাণ্ড নামক স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

---

* এই কাগজের তাড়াটি আমেরিকা হইতে পিণ্ডিদাসের নিকট প্রেরিত হয়। দিল্লীতে লেখকের সহিত সাক্ষাৎকালে ইহা তিনি জানান। —গ্রন্থকার

কালিফোর্নিয়া, অরিগন, ওয়াশিংটন এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়া (কানাডা) ষ্টেটসমূহে বৈপ্লবিক প্রচার কর্ম চালান হয়। এই সময়ে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কামাগাটামারু জাহাজ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যানকুভার নগরে উপস্থিত হয়। কানাডার Immigration act-এর (প্রবেশ লাভের আইন) সহিত দ্বন্দ্ব করিবার জন্য এই জাহাজ হংকং-এর শিখদের কানাডায় লইয়া যাইবার জন্য ভাড়া করা হয়। শিখেরা বলেন, তাঁহারা যখন ব্রিটিশ প্রজা তখন ভারতীয়দের কানাডায় প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইবে না কেন? কানাডার এই পক্ষপাত মূলক আইন তাঁহারা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।* শিখেরা কানাডায় আসিতে চান এবং বৈপ্লবিকদেরও তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ থাকায় তাঁহারা তাঁহাদের

---

* "কামাগাটামারু" সম্বন্ধে গুরুদিত সিং নামক একজন শিখ কারবারী বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জাহাজ ভাড়া করিয়া কানাডা অভিযান করেন।

বজবজে উত্তরণকালে ইংরেজ পুলিশ যখন এই প্রত্যাগত শিখদের নৃশংসভাবে গুলি করিয়া হত্যা করিতেছিল তখন একজন বাঙ্গালী পঞ্জাবী বাবাকে দাড়ী চুল কামাইয়া ছদ্মবেশে বাঙ্গালী পরিচয়ে নদী পার করাইয়া স্বীয় গৃহে আশ্রয় প্রদান করেন। ইহার পর বাবা গুরুদিত সিং ছদ্মবেশে ভারত পর্যটন করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ছদ্মবেশে তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পণ্ডিত নেহেরুই তাঁহাকে গান্ধীজীর নিকট লইয়া যান! গান্ধীজী তাঁহাকে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলেন। পরে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি কংগ্রেসের কর্মী হন। সেই সময়ে কলিকাতাতেই বেশীরভাগ থাকিতেন এবং জীবন বীমার দালালী করিতেন। কামাগাটামারুর ব্যাপারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লোকসান হয়। তিনি কলিকাতার আদালতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে খেসারতের দাবী করেন। কিন্তু মামলায় হারিয়া যান। "কামাগাটামারু" ব্যাপার সম্বন্ধে ইংরেজিতে তিনি একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার পাঠ করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই বাবার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা এইস্থলে প্রদত্ত হইল। বাবা গুরুদিত সিং বলেন, এই জাহাজের অভিযানে কোন রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল না। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া অযথা তাহাদের হত্যা করে। —গ্রন্থকার

আমেরিকায় আনিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের অবতরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। অবশেষে এই জাহাজের শিখদের কলিকাতার সন্নিকটে বজবজে নামাইয়া দেওয়া হয়। তরুণ কর্তার সিংহ এই সময়ে বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি জাহাজ হইতে এই সংবাদ পাইয়া ছিলেন যে, শিখেরা এমন কি শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তীরে অবতরণ করিতে চায়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দেয় এবং কানাডার রণতরী এই জাহাজকে বন্দর হইতে বাহির সমুদ্রে তাড়াইয়া দেয়। সেই সময়ে তাহাদের জলকষ্ট হয়।†

গদর পার্টির উৎপত্তি (১৯১৩—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)

১৯১০ খৃষ্টাব্দে পোর্টলাণ্ডই কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্র হয় এবং তাঁহারা তথা হইতে Cyclostyled পুস্তিকাসমূহ ছাপাইতেন। এইস্থলের প্রকৃত নেতা ছিলেন কাশীরাম। এই সময়ে শ্রীসোহন সিংহ গ্রন্থীলে যোগদান করেন। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে এই দল খুব শক্তিশালী হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহরদয়াল এবং ভাই পরমানন্দ কালিফোর্নিয়াতে আসেন। পরমানন্দ দলে যোগদান করেন নাই, কিন্তু হরদয়াল যোগদান করেন এবং দলের নাম পরিবর্তন করিয়া "গদর পার্টি" নাম গ্রহণ করিতে মন্ত্রণা দেন। গদর পার্টির দুইটি বিভাগ ছিল : একটি হইতেছে প্রচার বিভাগ (Propaganda), অন্যটি হইতেছে "প্রহারক-বিভাগ (military) শ্রীহরদয়াল প্রচার বিভাগের কর্মসচিব (Secretary) নিযুক্ত হন এবং আমি "প্রহারক-

---

† শুনা যায়, হংকং-এর শিখ পল্টনের বশ্যতায় সন্দেহ করিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চাকরি হইতে বরখাস্ত করিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা জীবিকা অন্বেষণের জন্য সমুদ্র পার হইয়া কানাডায় যাইতে চান। কারণ তথায় এবং সংযুক্ত-রাষ্ট্রে পূর্ব হইতেই শিখ ঔপনিবেশিকেরা বাস করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছিলেন।

—গ্রন্থকার।

বিভাগের" কর্মসচিব পদে মনোনীত হই। আমাদের মধ্যে একজন মুসলমান কর্মীর প্রয়োজন হওয়ায়, আমরা জাপানের টোকিও হইতে অধ্যাপক বরকাতুল্লাকে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিতে আমন্ত্রণ করি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় আসেন। এই সময়ে পণ্ডিত রামচন্দ্র সান্‌ফ্রানসিস্‌কোতে আসেন এবং গদর পার্টিতে যোগদান করেন। পিঙ্গলে নামক তরুণটি মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত-সমিতির সভ্য ছিলেন এবং তথা হইতে পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের নামে একটি পত্র লইয়া আমেরিকায় আসেন। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ সেন দলে যোগদান করেন। তিনি এই সময়ে দলের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা-ভাষী সভ্য ছিলেন। ১৯০৯-১৯১০ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ দাস 'ভারমণ্ট মিলিটারী ইউনিভারসিটি'-তে পড়িতে ছিলেন এবং পরে পশ্চিমের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।*

গদর পার্টির কর্মতৎপরতার মধ্যে এই কার্যগুলি ছিল: গদর পত্রিকাটি পঞ্জাবী, উর্দু, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতে প্রকাশ করা। এই পত্রিকার একটি ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হইত। কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে বাহির হইত না। বৈপ্লবিক গান রচনা করা এবং তাহা প্রচার করা। বৈপ্লবিক গানসমূহ পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষাতে শিক্ষা প্রদান করা—"গদরকাগুন্ধ" তাহাদের অন্যতম। দলে লোক ভর্তি করাও অন্যতম কর্ম ছিল।

---

* ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদ্যায়তন হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিতাড়িত করে: গ্রন্থকার সেই সময়ে নিউইয়র্কে ছিলেন। তিনি তারককে ভর্ৎসনা করেন, "সামরিক কলেজে ভর্তি হয়ে রাজনীতিক হৈ চৈ করার কি প্রয়োজন ছিল, চুপচাপ করে পড়াই ভাল ছিল।" তাঁহার বিতাড়নে ভারতীয় আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তারপর তিনি পশ্চিম প্রান্তের সিয়াটেল (Seattle) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং তথা হইতে বি. এ., এম. এ., পাশ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বার্লিন কমিটির আহ্বানে তথায় যাইবারকালে তারক জাহাজে উঠিবার সময় বলেন, "তোমার বকুনিই আমায় আজ এম. এ., ডিপ্লোমায় ভূষিত করেছে"।

প্রহারক বিভাগে সামরিক ড্রিল, বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য ল্যাবরেটারীতে শিক্ষা প্রদান, পিস্তল ছোড়া, রাইফেল ড্রিল এবং সামরিক বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইত। বোমা প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা উপলক্ষে শ্রীহরনাথ সিংহের কনুই পর্যন্ত একটি হাত উড়িয়া যায়। পার্টিকে এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুপ্ত রাখিতে হইয়াছিল। হরদয়াল আমেরিকা ত্যাগ করিবার পর বরকাতুল্লা, রামচন্দ্র এবং কাশীরাম প্রচারক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন। পণ্ডিত কাশীরাম কণ্ট্রাকটার ছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত জীবন ও ধন স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসর্গ করেন।

আমি এম.এ. ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়া মিনিসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পড়িতেছিলাম, তখন পার্টির নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম একটা জরুরী কাজের জন্য কালিফোর্নিয়াতে আসিতে হইবে। কালিফোর্নিয়াতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। তখনও জগৎ-ব্যাপী যুদ্ধ বাধিয়া উঠে নাই। এইজন্য আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে, আমেরিকাস্থ ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে ছায়া-চিত্র যোগে প্রচার করা এবং তাহাদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করা। এই সময়ে সংযুক্ত-রাষ্ট্রের পশ্চিমদিকে কয়েক সহস্র ভারতীয়েরা বাস করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে পল্টনে ছিলেন, ইহা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আমাকে উপরোক্ত পরিকল্পনা লইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশ করা হয়। পঞ্জাবের অধিবাসী বিষণদাস কোছার আমার সঙ্গ গ্রহণ করেন। বিষণদাস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গ্রাজুয়েট, তিনি আমার সহিত চিকাগো হইয়া নিউইয়র্কে যান।* আমরা উভয়ে

* চিকাগোতে উভয়ে গ্রন্থকারের সহিত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের পর সাক্ষাৎ করেন এবং গদর পার্টির নিমন্ত্রণ তাঁহাকে দেন, যেন তিনি তথায় যাইয়া পার্টিতে যোগদান করেন এবং এইসঙ্গে পাঠ সমাপন করেন —গ্রন্থকার।

ভারতের পশ্চিম-প্রান্ত আমাদের গম্যস্থান স্থির করিয়া নিউইয়র্ক ত্যাগ করি। এইস্থলে বক্তব্য যে, ইংরেজরা এই গল্প প্রচার করিয়াছিল যে, জার্মাণ সেনাপতি বার্ণহার্ডি গদর পার্টির লোকদের বলিয়াছিল, জার্মাণির সহিত ইংলণ্ডের শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা (it is a definite lie that the German-general Bernhardi met the Gadar People at California and told them about the impending war between Germany and England)।

নিউইয়র্কে শ্রীআগাসে (ওরফে মহম্মদ আলী) আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে পূর্ব অভিমুখে যাত্রা করি। শ্রীআগাসে মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত-সমিতির সভ্য ছিলেন, তাঁহাকে সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য পারস্যে প্রেরণ করা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যে "মহম্মদ আলী" নামে পরিচিত হইয়া সামরিক অফিসাররূপে চাকরী করিতেছিলেন।

গদর পার্টির উৎপত্তি এবং তাহার কার্য সম্বন্ধে অনেকেই অন্ধকারে আছেন বলিয়া এইস্থলে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই দলের পরের কর্ম (১৯১৪-১৯১৭) বার্লিনের "ভারতীয় কমিটির" সহিত সংযোগ। বার্লিন কমিটির নিকট হইতে গদর পার্টি অর্থ সাহায্য পাইত। যুদ্ধের পরে এই পার্টি পুনর্গঠিত হয় এবং সেই সময়ে তাহার অনেকগুলি বিভাগ ছিল। এই সময়ে বেশীরভাগ ঔপনিবেশিকেরা ভারতে প্রত্যাবর্তন করায় পার্টির তেমন লোকবল ও অর্থবল ছিল না। একজন কৃষক যুবক, ভাই সন্তোখ সিংহ, নিজের জীবিকা ছাড়িয়া এবং অর্থ দান করিয়া পার্টিতে যোগদান করেন। ইনি পার্টির কর্মসচিব নিযুক্ত হন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ কর এই পার্টির একটি বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অন্যতমরূপে মনোনীত হন। ইতিপূর্বে সুরেন্দ্র কর ভারতীয় বৈপ্লবিক বলিয়া জেলে নিক্ষিপ্ত হন।

প্রাচ্যের কর্ম

আমেরিকা হইতে আমরা একটি গ্রীক জাহাজে গ্রীসের বন্দর পিরেউসে উপনীত হই। তথা হইতে বিষণদাসকে চলৎ-চিত্র যন্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য দিয়া ভারতে প্রেরণ করি। বিষণদাস ভারতে উপনীত হইলে তৎক্ষণাৎ ধৃত হন এবং অন্তরীণ হন। তিনি এখন মধ্য-ভারতে অবস্থান করিতেছেন এবং একটি চালকলের মালিক। তৎপর আমি ও মহম্মদ আলী তুর্কির স্মিরণা নগরে যাই। তথা হইতে আমরা কন্সটানটিনোপলে যাই। তথায় আমরা আবু সৈয়দ[১] ও প্রমথনাথ দত্ত[২], এনৃভার পাশা এবং তালাৎ পাশার সহিত সাক্ষাৎ করি। এনৃভার পাশা ও তালাৎ পাশাকে আমরা বলি: "আমরা ভূতপূর্ব সামরিক লোকদের লইয়া গঠিত গদর পার্টির সভ্য। এই পার্টির সামরিক শক্তির পরিচালকরূপে আমি জানাইতেছি যে, মহামারা বা বসরাতে এই দলকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা এই দলকে লইয়া ভারত আক্রমণের বন্দোবস্ত করিব। এই সময়ে তুর্কি যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু আমরা তথাকার জার্মাণ রাজদূতাবাসের মাধ্যমে উক্ত পাশাদ্বয়ের সাক্ষাৎ লাভ করি। পাশারা আমাদের প্লান গ্রহণ করেন এবং এই বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন। আমরা সেখান হইতে গদর দলকে একটি ঘোষণা পত্র প্রেরণ করি যে, রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে, সৈন্যদলকে প্রেরণ কর। এই ঘোষণাপত্রের শিরোনামা ছিল "গদরকী সিপাইয়োঁ কো নোটিশ" (গদর সৈন্যবাহিনীর প্রতি ঘোষণা)

১। পঞ্জাবের অধিবাসী; এনভার পাশা তাঁহাকে ত্রিপোলী হইতে আনয়ন করেন এবং একটি বৃত্তি দিয়া "জাহানে-ইসলাম" নামক আরবী ভাষার একটি পত্রিকা প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। —গ্রন্থকার।

২। তথায় তিনি দাউদ আলী নামে বাস করিতেছিলেন। —গ্রন্থকার।

ইহা তুর্কি এবং জার্মাণ রাজকীয় দপ্তর মারফৎ কালিফোর্নিয়াতে প্রেরণ করা হয়।

তাহার পর আমি, প্রথম দত্ত এবং আগাসে একত্রে কন্সটানটিনোপল্ হইতে স্কান্দারিয়েট-এ (Alexandriette) যাই। ইহার পর তুর্কি যুদ্ধ ঘোষণা করায় উক্ত নগরে ইংরেজরা বোমা ফেলে। সেইজন্য তথা হইতে আমরা হালেবে (Aleppo) যাই। পরে তথা হইতে কারাভানের সঙ্গে বাগ্দাদে যাই। এই সময়ে জার্মাণদের দ্বারা একটি অভিযান করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বৈপ্লবিক মত প্রচার এবং ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কর্মে সাহায্য প্রদান করা। বাগ্দাদে আসিয়া আমরা পারস্য সীমানার দিকে একটি বড় অভিযান প্রস্তুত করি এবং আমাদের উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক প্রকাশ করিতে থাকি। এই সমস্ত পুস্তক লইয়া আমরা পারস্যের বুসারা নগরে যাই। তথায় ইংরেজরা এই ভারতীয় দলকে ধরিতে চেষ্টা করে। বুসারা হইতে আমরা সিরাজে পলায়ন করি। তথায় আমরা স্থফী অম্বাপ্রসাদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তথায় তিনি স্থফী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন এবং একটি পারস্য বিদ্যালয়ের অধিকর্তারূপে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে সেখানকার গদর পার্টির প্রতিনিধি-রূপে বরণ করি। তারপর আমরা নেহেরিজ এবং কেরমান অভিমুখে যাত্রা করি এবং এখানেই আমরা আমাদের শেষ পল্টন গঠন করি। এই পল্টনেতে পারস্যবাসী এবং ভারতীয়দেরই গ্রহণ করা হয়। পারস্য ডেমোক্রেটিক পার্টির যাহারা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিশীল ছিল[১] তাহাদের সাহায্যে ভারতের সহিত সহানুভূতিশীল পারসীকদের পল্টনে গ্রহণ করা হয়। কেরমানে আসিয়া আমরা

১। বার্লিনের ভারতীয় কমিটির আহ্বানে এই পার্টির নেতা সৈয়দ টাকেজাদে তথায় একটি কমিটি গঠন করেন এবং উভয় কমিটিই সহযোগে কার্য করেন। এই দলই বর্তমানে ইরাণে শাসন যন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন।—গ্রন্থকার।

সুস্পষ্টভাবে বার্লিনের ভারতীয় কমিটির সংবাদ পাই। তথায় আমাদের বার্লিন কমিটির লোক কেরসাস্পের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কেরসাস্প কেরমান ত্যাগ করিবার পর হইতে তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই।*

আমরা প্রমথকে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের সীমানা আবিষ্কার করিবার জন্য সেই দিকে প্রেরণ করি। রাস্তায় তিনি ইংরেজ কর্তৃক গুলিতে আহত হন। তাঁহার পায়ে গুলি লাগে এবং এখনও তাহাতে ভুগিতেছেন। তাহার পর আমাদের দল দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রমথ এবং আগাসে কেরমানে থাকিলেন আমি বাম-এ (Bam) গমন করি এবং বেলুচিদের সংঘবদ্ধ করি। বেলুচিদের একজন কৌমের সর্দার (tribal Chief) জীহান খাঁ আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। আমরা সংযুক্তভাবে সীমানার প্রদেশটি আক্রমণ করি এবং সেখানে একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হয়। জীহান খাঁকে তথাকার প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করা হয়। এই সময়ে আমাদের দল তুর্কির সুলতানের "জেহাদ" ঘোষণার ফতোয়া প্রাপ্ত হয়। এই ফতোয়া লইয়া আমরা পারস্য-বেলুচিস্থানের আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, তিনি সুন্নী সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক ছিলেন। আমীর অস্ত্রাদির সরবরাহ চান। ইংরেজরা ইহা জানিতে পারিয়া আমীরকে ঘুষ দিয়া হাত করে এবং তিনি ভারতীয়দের

---

* কেরসাস্প জার্মাণিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেন। তিনি বার্লিন কমিটির সভ্য ছিলেন এবং সেই সমিতি দ্বারা ইরাণিদের সহযোগে বৈপ্লবিক কার্য করিবার জন্য পারস্যে প্রেরিত হন। ইনি সিরাজে কন্সালের আবাস আক্রমণে জার্মাণদের সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে ইনিও বসন্ত সিংহ কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপের অনুসন্ধানে কাবুলে যান। বসন্তসিংহও গদর পার্টির সভ্য ছিলেন এবং বার্লিন কমিটির দ্বারাই পারস্যে প্রেরিত হন। আফগান সীমানা অতিক্রম করিয়া পারস্যে পদার্পণ করিলে ইংরেজ তাঁহাদের বন্দী করে এবং অন্যান্য ভারতীয়দের সহিত গুলি করিয়া হত্যা করে।—গ্রন্থকার।

আক্রমণ করেন। আমি পলায়ণ করি কিন্তু এক সহস্র বেলুচিদের লইয়া সুসংগঠিত সৈন্যদল বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আমি পুনরায় বাম-এ প্রত্যাবর্তন করি এবং সংবাদ পাই যে, প্রমথ, আগাসে এবং সমভিব্যাহারী কয়েকজন জার্মাণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাস্ত নামক স্থানে পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। আমি দলের অবশিষ্টাংশ লইয়া বাস্ত-এ যাই, কিন্তু ইংরেজ সৈন্যেরা আমাদের ঘিরিয়া ফেলে। সারাদিন-ব্যাপী যুদ্ধ হয় এবং আমি আহত হইয়া যুদ্ধ-বন্দী হই। তথায় আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রমথ এবং আগাসের দল সিরাজে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পরে আমি পলায়ণ করি। একজন দরবেশ আমায় নেপ্রিজ নামক স্থানে লইয়া যায়। তথায় যাইয়া দেখি, সেই স্থানীয় রাজধানীটি ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং প্রমথ, আগাসে এবং তাহাদের সঙ্গী জার্মাণরা কয়েদ হইয়াছে। আমি তাহাদের পলায়ণের বন্দোবস্ত করি। তারপর আমরা তিনজন ভারতীয় সিরাজে যাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। এই সময়েই সুফী অম্বাপ্রসাদকে ইংরেজরা হত্যা করে। আমি অতঃপর পারস্য সৈন্যদলে যোগদান করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করি। কিন্তু পারস্য সৈন্যদল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমাকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করে। এবারেও আমি পলাইতে সক্ষম হই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই আমি গুপ্তভাবে বোম্বাইতে আগমন করি এবং তিলক ও অন্যান্য পুরাতন বৈপ্লবিকদের সহিত সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তাঁহারা কেহই আমাকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া আমি ইউরোপে পলাইয়া যাই। ফ্রান্স হইয়া জার্মাণিতে যাই। তথায় শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দত্তের সহিত পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হয় এবং বার্লিন কমিটির ভূতপূর্ব কর্মীদের সহিতও আলাপ হয়। ভারতে লুকাইয়া আসিবার কালে তিলক মহোদয় আমায় রুষদেশে গমন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কারণ হয়ত তথা হইতে কোন সাহায্য পাইতে পারি (as something

may turn out from there)। আমি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সহিত মস্কো যাত্রা করি এবং তথায় তিন মাস থাকি। তথায় আমরা রুষ বিদেশীয় বিভাগের সাহায্যে প্রমথনাথকে পারস্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করি। প্রমথ পারস্যে একটি কৌমের (Clan) মধ্যে লুকাইয়া থাকেন। যেদিন আমি, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আগ্নেশ স্মেডলী মস্কো পরিত্যাগ করি প্রমথ সেইদিনই তথায় উপস্থিত হয়। তিনি এখন লেলিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল-সেমিনারী বিভাগে শিক্ষকতার কার্য করিতেছেন। তিনি তথায় বিবাহ করিয়াছেন এবং ইগর দত্ত নামে একটি পুত্রও হইয়াছে। বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমি, বীরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের সহযোগে নূতনাগত ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্যকল্পে "Indian News and Information Buero" নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি। পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমি মেক্সিকোতে যাই। শ্রীহেরম্ব লাল গুপ্ত যিনি আমেরিকা হইতে আসিয়া বার্লিনে ছিলেন এবং আমাদের সহিত মস্কোয় গিয়াছিলেন তিনি আমার অগ্রেই মেক্সিকোতে গমন করেন। আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করাতে অনেক বৈপ্লবিকই তথায় পলায়ন করেন এবং সেখানে একটা আড্ডা স্থাপন করেন। আমি মেক্সিকোতে 'কৃষি-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে অধ্যাপক নিযুক্ত হই। একবার ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে আমার ভারতে প্রত্যাগমন জন্য দরখাস্ত করি। কারণ সেই সময়ে আমার পিতা মরণাপন্ন ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করে নাই। অবশেষে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইলে মধ্য-ভারতের গভর্ণমেণ্ট আমাকে ভারতে আনয়নের ব্যবস্থা করেন।

আজ I. N. A. সৈন্যদল দ্বারা সৃষ্ট অভিবাদন ধ্বনি "জয় হিন্দ্" বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ইহা অনুধাবণের বস্তু যে, পারস্যে এবং অন্যান্যস্থানে আমাদের গদর দলের সৈন্যরা

নিম্নলিখিত গান গাহিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিত। তাহাতে "জয়হিন্দ" শব্দটি ছিল ঃ

"জয় জয় জয়জী হিন্দ্‌!
তোফোঁ বন্দুক হাতিয়ারোঁ সে,
আজাদ করোজী হিন্দ্‌ ॥
হিন্দ, হামারা জান হ্যায়,
আউর হিন্দ হামারা প্রাণ,
ভগৎ বনে হাম হিন্দকী,
আউর হিন্দকে কোরবাণ ॥"

(স্বাক্ষর) পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে
কলিকাতা. ৭ই জুন ১৯৪৯

পরিশিষ্ট : ষষ্ঠ

মস্কো-যাত্রা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিন কমিটি কর্ম প্রসারের জন্য সুইডেনে একটি শাখা কমিটি স্থাপন করেন। এই সময়ে প্রথম রুষ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। রাশিয়াতে কেরেন্সকির গভর্ণমেণ্ট তখন স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে সুইডিস্ ও ডাচ্ এই দুইটি নিরপেক্ষ জাতির সোসালিষ্ট নেতারা যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের দেশের দাবী উত্থাপন করিবার জন্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কিন্তু এই নিরপেক্ষ দেশদ্বয়ের নেতারা মধ্য-শক্তিদের (জার্মাণ, অষ্ট্রিয়া ও তুর্কি) দ্বারা শাসিত জাতিদের (যথা—আর্মেণীয়) তথায় স্থান দেয়। কিন্তু মিত্রশক্তিদের (ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষ) দ্বারা প্রপীড়িত জাতিদের যথা,—ভারত. আয়র্লণ্ড, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের ডাকিয়া বলেন যে, তাঁহারা নাকি জার্মাণদের এজেণ্ট।

এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত রুষ-বোলশেভিক মহিলা মাডাম বালাবানোভা (Balabanova)* এবং ষ্টকহলম-এর মেয়র হ্যালগ্রেন মহোদয়ের সহিত আলাপ হয়। ইঁহারা বামপন্থীয় সোসালিষ্ট ছিলেন এবং প্রাচ্য-দেশসমূহের স্বাধীনতা আকাঙ্খী ছিলেন। এই সময়ে রুষ হইতে কয়েকজন বোলশেভিক বৈপ্লবিকও আসেন। এই দলে কার্ল রাডকে্ (Carl Radek) ছিলেন। ইঁহাকেই লেনিন সুইজর্লণ্ড হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। রাডেক্ তাঁহার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী গুস্‌ম্যানকে (Guzmann) সঙ্গে লইয়া ষ্টকহলমের এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার বাড়ীওয়ালীর ভাগিনেয়ী গ্রেটে (Grete) বলেন, "আশ্চর্যের কথা, গুস্‌ম্যান ব্যাঙ্ক হইতে অত্যধিক সংখ্যায় জার্মাণ মার্কের পরিবর্তে রুষ রুবল (Rouble)

* ভবিষ্যতের ইতালীয় কম্যুনিষ্ট নেতা সেরাটির (Serrati) স্ত্রী।

ক্রয় করিতেছেন"। বীরেন্দ্রনাথ এই কথা মাডাম বালাবানোভাকে অবগত করান। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া যান যে, ব্যাপার কি? লেনিন-শিষ্যদলের লোক এত অধিক পরিমাণে জার্মাণ মার্ক পাইতেছে কোথা হইতে এবং রুবলই বা ক্রয় করিতেছে কেন? ইহার উদ্দেশ্য কি?

ইহার পরই লেখক সুইডেনে যান। এই সময়ে একজন রুষ-বৈপ্লবিক ষ্টকহলমে আসেন। গুজব উঠিল যে, কেরেন্সকি ইঁহাকে জার্মাণির সহিত পৃথকভাবে সন্ধি করিবার জন্য ষ্টকহলমে পাঠাইয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি সমাজ-বিপ্লবী (Social Revolutionary Party) দলের লোক এবং একটি সোভিয়েট কৃষক প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ষ্টকহলমে বিবাহার্থে আসিয়াছেন। তাঁহার ভাবী স্ত্রী সুইজর্লণ্ডের জার্মাণ-ভাষী একজন শিক্ষয়িত্রী। এই বৈপ্লবিককে বীরেন্দ্রনাথ একটি চা-এর আসরে নিমন্ত্রণ করেন। এই আসরেই তাঁহার সহিত লেখকের প্রথম আলাপ হয় এবং রুষ রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেন। ইঁহার নাম ট্রয়ানোস্কি (Troyanosky)। ইনি জাতিতে উক্রেণীয়; জার্মাণি ও সুইজর্লণ্ডে পলায়ন করিয়া নির্বাসিত জীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এলোমেলো চুল, অপরিষ্কার ও ক্ষেপাটে চেহারা পুস্তকে বর্ণিত রুষ-বৈপ্লবিকের চেহারার সহিত মেলে। এইখানে একটি হাসির গল্পের উল্লেখ করিতেছি। এই চা-এর আসরে বীরেন্দ্রনাথ কয়েকজন সুইডিস্ সংবাদপত্রসেবী মহিলাকেও আমন্ত্রণ করেন। লেখক এই সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার পরে বীরেন্দ্রনাথের কাছে শুনিলেন যে, সভাস্থ সুইডিস্ মহিলারা লেখকের আকৃতি বিষয়ে নরতাত্ত্বিক গবেষণা করেন। তাঁহারা বলেন, "লেখকের মুলাটোর আকৃতির সহিত মিল আছে"। কিন্তু ট্রয়ানোস্কি মহোদয় তাহা খণ্ডন করিয়া বলেন,—"না, ইনি একজন মুসলমানের ন্যায় আকৃতি

বিশিষ্ট" (He looks like a Mohammedan) ! লেখক এই শেষোক্ত মন্তব্যের অর্থ প্রথমে বোধগম্য করিতে পারেন নাই। পরে মস্কো যাইয়া ইহার অর্থ উপলব্ধি করেন। আমেরিকায় শ্বেতজাতি এবং কৃষ্ণকায় জাতির সংমিশ্রণে একটি মিশ্রিত জাতি উদ্ভূত হইতেছে; তাহারা অনেকটা ভারতীয়দিগের ন্যায় (চুল ব্যতীত) আকৃতি বিশিষ্ট। এইজন্যই ভারতীয়দিগের তথায় অনেক সময়ে বর্ণ-বিদ্বেষ ভোগ করিতে হয়। অন্যদিকে লেখক মস্কোতে যাইয়া আরমেণীয়, ককেসাসের ইরাণি এবং জর্জীয় জাতিসমূহের লোক দর্শন করেন। ইহারা অনেকেই গাত্রবর্ণে এবং আকৃতিতে ভারতীয়দিগের ন্যায়। ককেসাস্ অঞ্চলের বেশীরভাগ লোকই মুসলমান। এইজন্যই দক্ষিণ-রুষের লোক বলিয়া ট্রয়ানোস্কির এই ধারণা সম্ভবপর হইয়াছিল। লেখক এই লইয়া পরে মস্কোতে ট্রয়ানোস্কিকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "আমিই সেই Der Mohammedaner" (মুসলমান ব্যক্তি)। ট্রয়ানোস্কির ষ্টক্হলমে থাকাকালীন রুষে অক্টোবার বা বোলশেভিক বিপ্লব হয়। লেখক তখন সহরতলীতে বাস করিতেন; বীরেন্দ্রনাথকে টেলিফোন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এই বিপ্লব কি প্রকারে সম্ভব হইল?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, "ফলানা ডিরেক্টর উন্ লোগোঁকো বহুত রূপেয়া দিয়া হ্যায়"। লেখক পুনরায় বলেন, "এই বিষয়ে ট্রয়ানোস্কি কি বলেন?" উত্তর আসে, ট্রয়ানোস্কি বলিতেছেন, "বহুত আচ্ছা হুয়া"।

এই সময়ে সুইডেনে সোসালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। সোসালিষ্ট নেতা ব্রান্টিং (Branting) প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া গেল যে, পূর্বোক্ত ষ্টকহলমের সোসালিষ্ট কন্ফারেন্স রুষের প্রধানমন্ত্রী কেরেন্সকি দ্বারা প্রণোদিত হয় এবং তাঁহার গভর্ণমেণ্ট কন্ফারেন্সকে অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। ফলে ব্রান্টিং মন্ত্রীত্ব-পদে ইস্তফা প্রদান করেন।

ষ্টকহলম কমিটি ট্রয়ানোস্কিকে রুষে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতের

স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং সেইজন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদানও করেন।

ট্রয়ানোস্কি পেট্রোগ্রাডে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর রুষের সহিত জার্মাণির সন্ধির জন্য উভয়পক্ষীয় প্রতিনিধিরা ব্রেষ্ট-লিটোস্কে (Brest-Litowsk) উপনীত হন। বীরেন্দ্রনাথ কমিটির পক্ষ হইতে ট্রট্স্কিকে একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন, "তিনি যেন ভারতের ভাগ্য-বিষয়ে আত্ম-শাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেন"। ইরাণি জাতীয়তাবাদীরাও এইরূপ দাবী করেন। ট্রট্স্কি রুষ প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন। তিনিও আয়র্লণ্ড, ঈজিপ্ট এবং ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য দাবী করেন। তিনি বলেন, "মধ্য-শক্তিরা তাহাদের অধীনস্থ জাতিদের এই অধিকার প্রদান করুক; মিত্রশক্তি অর্থাৎ রুষ, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সেই নীতি গ্রহণ করুক, আমরাও (রুষেরা) আমাদের অধীনস্থ জাতিদের প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করিব"। ইহার ফলে, ক্রুদ্ধ হইয়া জার্মাণ সেনাপতি হফ্ম্যান (Hoffmann) বলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, বলুন, আপনারা আমাদের ভূমি দখল করিয়া আছেন বা আমরা আপনাদের ভূমি দখল করিয়া আছি"! এই বক্তৃতা জার্মাণ সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয় নাই; সন্ধ্যার কাগজে সংবাদ বাহির হইল যে, রুষ ডেলিগেট্রা নির্লজ্জভাবে কথা কহিয়াছেন, কিন্তু হফ্ম্যান উপরোক্ত কড়াভাবে তাহার জবাব দিয়াছেন। এই লইয়া বার্লিনে হৈ-চৈ পড়িয়া যায়, জার্মাণরা কড়া জবাবের কথা পাঠ করিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ইহার পরই লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথের পত্র পান, "ট্রট্স্কি সুন্দরভাবে (splendidly) ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন"। কিন্তু জার্মাণ সংবাদপত্রে তাহা চাপা দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় কমিটির বাহিরের ঘরে লেখক দেখিলেন, একটি বৃহৎ কাগজে কোন এক অজ্ঞাত ছাপাখানায় মুদ্রিত ট্রট্স্কির বক্তৃতাটি টেবিলে পড়িয়া আছে। লেখক আশ্চর্যান্বিত হইলেন, বে-আইনীভাবে মুদ্রিত এই কাগজ কোথা হইতে আসিল।

বোধ হয় বাড়ীর চাকরাণী বা আর কেহ অজ্ঞাতভাবে রাখিয়া গিয়াছে। এতদ্বারা উপলব্ধি হয় যে, ঐ সময় হইতেই জার্মাণিতে অন্তঃসলিলারূপে কি প্রবাহিত হইতেছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে যখন রুষের মধ্য দিয়া কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ বার্লিনে আসেন তখন তাঁহার সহিত ট্রট্স্কির সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি যে বীরেন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ট্রট্স্কি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে (My Life-দ্রষ্টব্য) ভারতের 'আত্ম-শাসন নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে বক্তৃতার কোন উল্লেখ করেন নাই এবং জার্মাণ নেতা কুলম্যানের (Kuellmann) হায়দ্রাবাদের নিজামের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বিষয়ে মত ও হফ্ম্যানের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই ট্রট্স্কির জীবনের ডায়লেকৃটিক বস্তুতন্ত্রবাদের এক পর্যায়। এই পুস্তক লিখিবার সময়ে তিনি আর পূর্বতন জগৎ-বৈপ্লবিক (World-Revolutionist) নন। তিনি ইহা সাম্রাজ্যবাদীয় ধনতান্ত্রিক দেশের লোকদের পাঠের জন্যই লিখিয়াছেন ; কাজেই সুর বদলান প্রয়োজন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ ষ্টকহলমে ট্রয়ানোস্কির নিকট হইতে এক পত্র পান যে, তিনি ট্রট্স্কির অফিসে কার্য করিতেছেন এবং একটি রুষ-ভারতীয় সমিতি (Russo-Indian Association) সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে কলিকাতাস্থিত ভূতপূর্ব রুষ কন্সাল-জেনারেল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ঠাট্টা করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, তাহা একটি "ব্লু-বুক" দ্বারা প্রকাশ করেন। ইহাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। ইহা একজন জার্মাণ অধ্যাপককে দিয়া জার্মাণ ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া বার্লিন কমিটি পুনরায় প্রকাশ করেন। ইহাতে রুষ কন্সালের জবানির প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রয়ানোস্কি বার্লিন কমিটিকে এক পত্র পাঠান যে, রুষ গভর্ণমেণ্ট একটি প্রাচ্য-বিভাগ স্থাপন করিতেছেন।

সেই বিভাগকে ভারত-বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য একজন লোক পাঠাও, সমস্ত খরচ রুষ গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তখন ষ্টকহলমের কার্যে ব্যস্ত থাকায় এবং লেখক বার্লিনের ভার-প্রাপ্ত থাকায় রুষে যাইয়া কে এই ভার গ্রহণ করিবে এই হইল সমস্যা। এইজন্য পরামর্শ করিয়া লেখক লালা হরদয়ালকে কমিটির সহিত পুনরায় কার্য করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাকেই রুষে প্রেরণ করা স্থির হইল। কিন্তু জার্মাণি হইতে বাহির হইবার জন্য পাস্‌পোর্ট সংগ্রহ করিতে হরদয়ালের অপেক্ষা করিতে হইল। অষ্ট্রীয়া হইতে পাশপোর্ট সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ষ্টক্‌হলমে প্রেরণ করা হয়। তথায় যাইয়া তিনি গোপনে ইংলণ্ডের সহিত ভাব করেন এবং ইংরেজি সংবাদপত্রে জার্মাণির বিরুদ্ধে লিখিতে থাকেন। এই ব্যাপার ধরা পড়িলে তিনি কমিটি হইতে পৃথক্ হইয়া যান। কিন্তু বর্তমানে এম, এন, রায় হরদয়ালের বিষয়ে নির্জলা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয় লেখকের মুখ দিয়াও নিছক মিথ্যা রচনা দ্বারা বীরেন্দ্রনাথকে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের নাম করিয়া মিথ্যা কথা রচনার বিষয়ে লেখক তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কিছু না জানিয়া বার্লিনের বৈপ্লবিকদের বিষয়ে কল্পনা দ্বারা রচনা করিয়া এই সব মিথ্যা কথা দেশের মধ্যে প্রচার করিবার অর্থ কি? দেশের লোক কি এতই বোকা এবং অজ্ঞ? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে, তাহা শ্রীএম, এন, রায় মহাশয়ের ভূতপূর্ব পৃষ্ঠপোষক (patron), বর্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু ভালভাবেই জানেন। তিনিও বীরেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন।

ইতিমধ্যে ট্রয়ানোস্কির উপদেশানুসারে লেখক রুষ-দূতাবাসের সেক্রেটারীর সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করেন। তথাকার সেক্রেটারী ডাঃ মূলারকে (Dr. Mueller) কমিটি চা-পানে নিমন্ত্রণ করেন! তিনি আসিলেন, দেখা গেল, পশ্চিম-ইউরোপের আদব কায়দানুযায়ী

বৈকালিক নিমন্ত্রণ রক্ষার সময়োপযোগী পোষাক (cutaway coat) পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। (ষ্টকহলমে ট্রয়ানোস্কিও এই পোষাক পরিধান করিয়া চা-ভোজে আসিয়াছিলেন)। তিনি বলিলেন যে, তিনি একজন আইনের ভূতপূর্ব ছাত্র। তৎকালীন সৈনাধ্যক্ষ ক্রিলেঙ্কোর (Krylenko) সহপাঠী ছিলেন। তিনি জার্মাণ-বংশীয় রুষ ; কাজেই তাঁহার জার্মাণ উচ্চারণ জার্মাণবাসী হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্, ইহা নজরে পড়িল। তিনি পুনঃ পুনঃ ভারতীয় জমিদারী প্রথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভারতীয় বিপ্লবোদ্যমে জমিদারী প্রথার বিষয়ে কি কর্ম-পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে এবং জমিদারদের এই প্রচেষ্টায় স্থান কোথায় তাহাই তিনি জিজ্ঞাসু ছিলেন। রুষেরও এক সময়ে ইহাই প্রধান সমস্যা ছিলো, কাজেই এই বিষয়ে তিনি কৌতূহলী ছিলেন। দূতাবাসের মাধ্যমে রুষে ভারতীয় বৈপ্লবিক সাহিত্য পাঠাইবার কথাও ঠিক হইল। পরে, লেখকও ডাঃ মূলারের সহিত দূতাবাসে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ডাঃ মূলার রুষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলিয়া যান যে, তাঁহার পদাভিষিক্ত শ্রীরোসেনবার্গ (Rosenberg) ভারতীয়দের সহিত আলাপ রাখিবেন। এইজন্য রোসেনবার্গকে চা-পানে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারী টেলিফোনে জবাব দেন যে, তিনি অতি ব্যস্ত, শ্রীদত্ত যেন তাঁহার নিকট চা-ভোজে আসেন। কিন্তু তিনি আসেন নাই বলিয়া লেখকও তথায় যান নাই। রোসেনবার্গ যুবক ও ইহুদি-বংশীয়। পরে রাপোল্লো কন্‌ফারেন্সের সময় লেখকের সহযোগী আবদুল ওয়াহেদের সহিত চিচেরিনের সাঙ্গপাঙ্গ-দের আলাপ হয়। সেই সময়ে রোসেনবার্গ ওয়াহেদকে বলেন, "আমি দত্তকে জানি"।

ইহার পর শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ রুষের মধ্য দিয়া বার্লিনে উপনীত হন। তিনি ট্রট্‌স্কির সহিত ভারত বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "জার্মাণেরা যদি ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহায্যকল্পে রুষের মধ্য দিয়া অস্ত্রাদি পাঠাইতে চায় তজ্জন্য

তিনি অনুমতি দিতে রাজী আছেন; কিন্তু জার্মাণির সহিত কি প্রকারে ভাব হইতে পারে?

ইহার পরই জার্মাণ-বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং সোভিয়েট রুষের সহিত বার্লিন কমিটির যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে রুষ হইতে প্রত্যাগত মূলার নামধেয় একজন জার্মাণ যিনি আধা-সরকারী Nachrichtenstelle der Orient (প্রাচ্যীয় সংবাদস্থল) নামক আফিসে যাতায়াত করিতেন, তিনি লেখককে বলিলেন, "আপনার রুষে যাইবার বন্দোবস্ত আমি রুষ-বোলশেভিক রাষ্ট্রদূত কমরেড যোফের (Comrade Joffe) মাধ্যমে করিয়া দিব"। তখন বৈপ্লবিক কর্ম রুষে স্থানান্তরিত করা স্থির হয়। বীরেন্দ্রনাথ ষ্টক্‌হলম ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, সেইজন্য বার্লিনের কর্ম গুটাইয়া লেখকের রুষ যাত্রা স্থির হয়। মূলার বলেন, "আমি আপনার জন্য কমরেড যোফের কাছ হইতে ভাল পরিচয় পত্র আনিয়া দিব"। কিন্তু রাজনীতিক কারণ বশতঃ অকস্মাৎ জার্মাণ গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট রুষ-রাষ্ট্রদূতকে জার্মাণি হইতে বাহির করিয়া দেয়। যোফে যখন রুষে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন তখন মূলার তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "তা'হলে শ্রীদত্তের রুষ যাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?" যোফে উত্তর প্রদান করেন, "আমার সঙ্গে যাইলে লইয়া যাইতে পারি"। তখনও বার্লিনের সমস্ত কার্য গুছাইয়া শেষ করা যায় নাই, কাজেই লেখক তৎক্ষণাৎ যাইতে অস্বীকার করেন। বার্লিন কমিটির সহিত রুষ-বোলশেভিকদের ইহাই শেষ আলাপ। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লেখক এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি যখন ষ্টকহলমে একটি কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে যান তখন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে এই কথা শ্রবণ করেন যে, কামেনেফ্ (Kameneff) ইংলণ্ড হইতে রুষ প্রত্যাবর্তনকালে ষ্টকহলমের মধ্য দিয়া যান এবং তথাকার কম্যুনিষ্ট নেতা ষ্ট্রোম (Strom) তাঁহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। কামেনেফ্ চট্টোপাধ্যায়কে মস্কো যাইতে আমন্ত্রণ করেন। অবশ্য এই দুই ঘটনার সহিত বার্লিন কমিটির

কোন সম্বন্ধ নাই ; ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার। জার্মাণ বিপ্লবের পর বার্লিন কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় ; প্রত্যেক বৈপ্লবিক নিজের মতানুযায়ী কর্ম করিতে পারেন। এখন হইতে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হইবে তাহা কোন বৈপ্লবিকদলের সংঘবদ্ধ কর্ম নয়, তথাপি তাহা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অধ্যায়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় শ্রীতারকনাথ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, বসন্ত কুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি জেল হইতে মুক্ত হইয়া নূতন ভাবে কর্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাকামী আমেরিকান বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া "Friends of Indian Freedom" (ভারতের স্বাধীনতার বন্ধু) নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র (Bulletin) দ্বারা ভারতের রাজনীতিক অবস্থা বিষয়ে তৎ-দেশের লোকদের অবহিত করিতে থাকেন। এইসঙ্গে কালিফোর্ণিয়াতে শিখ শ্রমিকেরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হইতে থাকেন এবং গদর পার্টিকে পুনর্জীবিত করেন।

এই সময়ে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শীতের শেষে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ওরফে আলী হাইদার স্থইজর্লণ্ড হইতে বার্লিনে লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি বলিলেন, আমেরিকা হইতে সুরেন্দ্র কর তাঁহাকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন যে, একজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। এমন সময়ে বীরেন্দ্র দাসগুপ্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং লেখকের ঘরেই থাকেন। সেই সময় একদিন প্রাতে অকস্মাৎ গৃহকর্ত্রীর চাকরাণী আসিয়া লেখককে বলিল, "একজন আমেরিকান ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন"। লেখক বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, একজন মলিন বর্ণের দীর্ঘ লোক তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আমার নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে জন মার্টিন, আমি অবিনাশ ভট্টাচার্যের জ্ঞাতিভাই (Cousin)"* লেখক তাঁহাকে

* এই সম্বন্ধে লেখকের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তকে অবিনাশ ভট্টাচার্যের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

ঘরের ভিতর লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন, "আমি মস্কো যাইতেছি, একটি মেক্সিকান পাশপোর্ট দ্বারা যাইবার সুবিধা হইয়াছে। একটি মেক্সিকান শ্রমিকদলের ডেলিগেট্ রূপে মস্কো যাইতেছি, তথায় একটি বিশ্ব-শ্রমিক সম্মেলন হইবে"। তিনি আমেরিকাতে এম. এন. রায় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন, "আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে আনি নাই, আপনারা তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। তিনি জাতিতে ইংরেজ, তজ্জন্য আমেরিকায় ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা তাঁহার উপর সন্দেহযুক্ত ছিলেন"। লেখক ইহার উত্তরে বলিলেন, "আপনি তাঁহার বিশ্বস্ততার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, আমাদের আপত্তি নাই"। লেখক পরে বলিলেন, "আপনি যে জন মার্টিন তাহার কোন প্রমাণ আছে?" তিনি বলিলেন, "না"। লেখক তখন বলিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের অর্থ বিষয়ে বিশেষ অভিযোগ আছে; যদিও কমিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবুও আমি ভূতপূর্ব সেক্রেটারী হিসাবে আপনার নিকট টাকার হিসাব চাহিতেছি।" ইহাতে তিনি চটিয়া যান এবং বলেন, "টাকার হিসাব দিতে আমি আসি নাই"। এম, এন, রায় তাঁহার বিবৃতিতে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। ঐ দিনই বৈকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী সমভিব্যাহারে লেখকের কাছে আসেন! তাঁহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়াই গালি দিতে লাগিলেন, "তোমরা এখানেও দলাদলি করিতেছ যেমন আমেরিকাতে ভারতীয়েরা করিতেছে!"

লেখক প্রাতে এম, এন, রায়কে তাঁহার বিরুদ্ধে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের নালিশের কথা বলিলে, তিনি এক গঙ্গাজল কথা বলেন। পিকিং-এর জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ভন হিন্টসে-এর (Von Hintze) সহিত কথা হইয়াছিল, তাহারা ভারতীয়দের বৈপ্লবিক কর্মে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক ইত্যাদি। তৎপর শ্রীরায় ও তাঁহার পত্নী লেখককে সান্ধ্য-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া সোরব্রয় (Pschorr-Brau) নামক রেস্তোরাঁতে লইয়া যান। এই প্রকারে নানা দিনে নানা কথার আলাপ হয়। কিন্তু লেখকের ভদ্র আদব-কায়দায়

রায় কি প্রকারে বুঝিলেন যে, লেখক খানারূপ ঘুষ খাইয়াই টাকার বিষয়ে চুপ করিয়া যান। এই আদব কি তিনি মস্কোতে শিখিয়াছিলেন?

এই সময়ে শৈলেন ঘোষ এবং তারকনাথ দাসের পত্রসমূহ যাহাতে তাঁহার বিষয়েও উল্লেখ থাকিত, তাহা তাঁহাকে দেখান। লেখক রায়ের বার্লিনে আগমনের কথা তারক দাসদের জানান এবং তাঁহার নূতন কর্মপন্থার কথাও জানান। কিন্তু লেখককে পত্রের জবাবে দাস লেখেন. "তুমি কি আমাদের আমেরিকা হইতে বহিষ্কৃত হইতে দেখিতে চাও যে, এইরূপ পত্র লিখিতেছ? অনেক আন্তর্জাতিক (Internationalist) এই দেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছে; ঐ সব মত আমরা মানি না"।

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, প্রথম দিনে রায় যখন লেখকের কাছে আসেন তখন তিনি রায়কে বলিয়াছিলেন, "ভালই হইয়াছে, আমাদের সহিত মস্কোর সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, তবে আপনি যদি তাহা পুনরায় সংযোজিত করিতে পারেন, ভালই হয়"। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার হোটেলে লেখক দেখা করিতে যাইলে তিনি বলিলেন, বৈপ্লবিক কর্ম পুনরায় শৃঙ্খলিত করিতে হইবে, একটা কন্‌ফারেন্স করিয়া নূতন কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে, রাসবিহারী বসুকে জাপান হইতে এই কন্‌ফারেন্সে আনাইতে হইবে—ইত্যাদি। এই সময় চম্পকরমণ পিলাই বলিলেন, "একজন বাঙ্গালী বার্লিনে আসিয়াছেন; তিনি বলিলেন, ছেলেবেলায় যুগান্তর অফিসে যাইতাম, এখন দত্ত কি আমায় চিনিতে পারিবেন"? পরে রায়ের গৃহেই সেই বাঙ্গালী যুবককে দেখি। পিলাইয়ের গৃহেই তাঁহার সহিত রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহার নাম অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি বলিলেন, একজন ডাচ ব্যক্তির মালয় চাকররূপে সুমাত্রা হইতে হল্যাণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমষ্টার্ডামে একজন বার্লিনবাসী নিগ্রো ভদ্রলোকের সহিত লেখকের আলাপ হয়। তাঁহাকে কুমার মহেন্দ্র প্রতাপের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমি

বার্লিনে অবস্থিত একজন ভারতীয় প্রিন্স্‌কে আমি চিনি। তাহার পর তিনি অবনীকে পিলাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন।*

তৎপর রায় তাঁহার হোটেলে রুষিয় বোলশেভিক বরোডিন (Borodin) নামক ব্যক্তির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইনি ইংরেজি ভালরূপ জানিতেন। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়া "কম্যুনিষ্ট পার্টি" সংগঠিত করিতেছেন। ইনি রায়ের সঙ্গে মেক্সিকো নগরে পরিচিত হন। চার্লি নামক একজন সোসালিষ্ট আমেরিকান-যুবক যুদ্ধকালে তথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন; তিনি ও বরোডিন রায়ের সঙ্গে পরিচয় করেন। শুনিয়াছি, হেরম্ব গুপ্ত প্রভৃতির সহিত কলহ হইলে রায় পৃথক্‌ভাবে বাসা করিয়াছিলেন, নবাবীচালে থাকিতেন এবং 'প্রিন্স্' নামে পরিচিত হইতেন। চার্লি এই ভারতীয় প্রিন্সের কাছে বরোডিনকে লইয়া যান এবং বরোডিনের সংস্পর্শেই রায় বোলশেভিক মতাবলম্বী হন। সেইজন্য, বরোডিনই রায়ের মুরুব্বী ছিলেন এবং শেষে ইঁহার সহিত চীনেতে কলহ হইলেই রায়ের রুষে পতন হয়।

বিভিন্নসূত্রে শ্রুত বরোডিনের ইতিহাস এইরূপ: রুষ দেশে তিনি এক গরীব ইহুদি-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আসল নাম গ্রুসেনবর্গ (Grussenberg) রুষের সোসালিষ্ট-মেন্‌চভিক দলের লোক ছিলেন, আমেরিকায় পলাইয়া যান, তথায় প্রবাসী রুষ দলে কলহ বাধাইতেন, বোলশেভিক দলের বিপ্লব কৃতকার্য হইলে তিনি বলিতেন, "লেলিনকে ফাঁসি দেওয়া উচিৎ"। কিন্তু ইংরেজি জানেন বলিয়া বোলশেভিক অধ্যাপক লমনসফ্ (Lomonosoff) তাঁহাকে রুষে প্রত্যাবর্তন করাইয়া বোলশেভিক দলের কর্মীরূপে নিযুক্ত করেন। ইনি অন্যান্য বৈপ্লবিকদের ন্যায় একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। শুনিয়াছি, বরোডিন নামটি পুরাতন রুষিয় অভিজাত-বংশের নাম।

* পিলাইকে অনেকে বার্লিনে ভারতীয় প্রিন্স বলিতেন। কাহার দোষে এই গল্পের সৃষ্টি হয় তাহা লেখক জানেন না।

বুখারিন চট্টোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, বরোডিন একজন পুরাতন কর্মী। ইনি ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ছদ্মবেশে স্কট্‌ল্যাণ্ডে যাইলে তথায় ধরা পড়েন এবং ছয় মাস জেল খাটেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কমিনটার্ণ ইঁহাকে চীনে পাঠাইয়া দেন, সঙ্গে যান রায়। তথা হইতে চিয়াংকাইশেক ইঁহাদের বিতাড়িত করিলে রুষে প্রত্যাবর্তন করেন। রুষ-জার্মাণ যুদ্ধের সময় মস্কো হইতে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক "মস্কো-নিউজ" নামক পত্রিকায় সম্পাদক বলিয়া বরোডিনের নাম দেখা যাইত।

তৎপর রায় একদিন সান্ধ্য-ভোজনের পর লেখককে তাঁহার কাছে আসিতে বলেন। লেখক তথায় যাইলে তিনি তাঁহার রচিত একটি বিজ্ঞপ্তি (manifesto) লেখককে পড়িয়া শুনান। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতীত আলি হাইদারের নাম স্বাক্ষরিত দৃষ্ট হইল। তিনি এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করিয়া মস্কোয় চলিয়া যাইতে চান। এতদ্দ্বারা মস্কো যাইবার অগ্রেই তিনি কম্যুনিষ্টদের জানাইতে চান যে, তাঁহারা ভারতীয় শোষিত শ্রমিকদের তরফদারী দল। শুনা যায়, তিনি বোলশেভিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতীয় বিপ্লব-আন্দোলনের মোড় ফিরাইবেন। লেখকের সহিত বিতর্ক হয়, লেখক ঐ বিজ্ঞপ্তিতে সহি করেন নাই। অবশ্য তাঁহাকে অনুরোধ করাও হয় নাই। কিন্তু আমন্ত্রণের ও তর্কের অর্থই ইহা। ইহার পর যেদিন তিনি সস্ত্রীক ফিন্‌ল্যাণ্ড হইয়া মস্কো যাত্রা করিলেন, লেখক তাঁহার কাছে যাইয়া বিদায় অভিনন্দন করিয়া আসেন। তিনি পত্রাদি লিখিবেন প্রতিশ্রুত হন। লেখক এই সময়েই বলেন, আপনি যাইতেছেন, অবনীর কি ব্যবস্থা হইবে ? তিনি বলিলেন, "আমি তাহার জন্য অর্থ রাখিয়া যাইতেছি, সমস্ত বন্দোবস্ত আছে, আপনার ভাবিবার কোন কারণ নাই।

এই সময়ে অবনী হল্যাণ্ড গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিলে রায়ের সংবাদ লেখক তাঁহাকে বলেন। তিনি পুনরায় হল্যাণ্ড যান এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন, তিনিও মস্কোয় যাইতেছেন, "ডেলিগেট্

ম্যানডেট” লইয়া আসিয়াছেন। ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে রায় একটি পত্রে লেখককে জানান যে, তিনি আশা করেন লেখক যেন নির্দেশানুযায়ী তাঁহার কার্য করেন। তাঁহার সহিত বা তাঁহার নূতন দলের সহিত লেখকের কি সম্পর্ক তাহা ভুলিয়া গিয়া এই পত্র লেখায় লেখক বিস্ময়ান্বিত হন। কিন্তু ইহার অর্থ পরে প্রকট হয়। ইহারা লেখককে বৈপ্লবিক গুপ্ত-পথের একটি ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে চান, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল এবং কিছুদিন হইয়াছিলও তাহাই।

ইতিমধ্যে একটি টেলিগ্রাম লেখক পান, “বার্লিনে উপনীত হইতেছি—গুপ্ত”। তৎপর একটি ইংরেজি-ভাষী জার্মাণ মহিলার সহিত একজন ভারতীয় লেখকের নিকট আসেন। ভারতীয়টীর নাম “শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত”। তিনি এক পায়ে খোঁড়াইতেছেন। তিনি বলিলেন: তাঁহার বাড়ী বরিশাল জেলায়। ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন যুদ্ধের সময় কারখানায় কার্য করিতে; সেই সময়ে একটি ভারী গোলা পায়ে পড়িয়া যায়, তাহার ফলে একটি পা শুকাইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের ডাক্তাররা ভাল করিতে পারে নাই। যখন জিজ্ঞাসা করা হইল জার্মাণিতে আসার উদ্দেশ্য কি? তিনি বলিলেন, “বোলপুর শান্তিনিকেতনে আমার কর্ম-প্রাপ্তি ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাকে ভারত প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয় নাই। কারণ আমি কারখানায় নানাপ্রকার অস্ত্রাদি তৈরী শিক্ষা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ আমাকে রুষে যাইয়া ভাগ্যানুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। তজ্জন্যই আমি জর্মাণিতে আসিয়াছি”। তৎপর অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীঅরবিন্দ বসু ইংলণ্ড হইতে পুনরায় জার্মাণিতে আসেন। তাঁহাকে নলিনী গুপ্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গুপ্তের কথা সমর্থন করেন। কিন্তু পরে ভারতে প্রকাশিত একটি পত্রিকা যাহা কানপুরের শ্রীসত্যভাকা বাহির করিতেন, তাহাতে শ্রীরায়ের সঙ্গীদের বিষয়ে বর্ণনাকালে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, বৈপ্লবিক শ্রীত্রিমূল আচারিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্রে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি নলিনী গুপ্তকে জানেন কি না? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন "আমি এই লোককে চিনি না"। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লেখক দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহুত হইয়া যখন শান্তিনিকেতনে যান তখন রবীন্দ্রনাথকে নলিনী গুপ্তর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, "বল কি? আমি এই লোকটির বিষয় কিছুই জানি না"। লেখক বলিলেন, "গুপ্ত আপনার লিখিত একটি সার্টিফিকেট পত্র দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষরিত আছে। আমি আপনার হস্তলেখা চিনি না, কাজেই কিছু ধরিতে পারি নাই"। তিনি বলিলেন, "হয়ত সাধারণভাবে একটা সার্টিফিকেট দিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু এই লোকটিকে আমি চিনি না"। এই অনুরোধ সাধারণ ভাবেই লিখিত হইয়াছিল যথা: "যদি কেহ এই লোককে সাহায্য করেন তাহাতে আমি সুখী হইব"।

নলিনী গুপ্ত বার্লিনে আসিবার পর লেখক তাঁহাকে ডাক্তারের নিকট লইয়া যান এবং অস্ত্রোপচারের জন্য হাঁসপাতালে পাঠান হয়। এই সময়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বার্লিনে আসেন। তাঁহাদের এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের কাছ হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া গুপ্তের হাঁসপাতাল খরচ সম্পন্ন করা হয়। এই সময় এম. এন, রায়কে লইয়া ভারতীয় বৈপ্লবিক দলের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্রের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মেক্সিকো হইতে হেরম্বলাল বার্লিনে আসেন। তিনি আসিয়া তথাকার কলহের কথা বলেন, ইত্যাদি। সকলেই বলে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এত লোক জেলে যাইল, ধরা পড়িল, কিন্তু এই লোকটি আজ পর্যন্ত ধরা পড়িল না। অথচ পৃথিবী ঘুরিতেছে, ব্যাপার কি? এইস্থলে উল্লেখ্য যে, যুদ্ধের পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম যে সব বাঙ্গালী ছাত্র বার্লিনে আসেন, তাঁহারা লেখকের আনসবাখার ষ্ট্রাসের (Ansbacher Strass) ঠিকানা কোথা হইতে পাইতেন? লেখক এই সমস্ত মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিতেন। কিন্তু পরে অধ্যাপক সাহা

আসিয়া বৈপ্লবিকদের সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন, অমুকের নামে পার্টিতে বিশেষভাবে বদনাম শুনিয়াছি, অমুক ধরা পড়িয়া গুপ্তকথা পুলিশকে বলিয়া দেয়, ইত্যাদি। ইঁহারা সবাই অন্তরীণ মার্কাধারী যুবক। এম, এন, রায় সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না"। অন্যপক্ষে, অধ্যাপক ঘোষ বলিলেন, "আমি কোন পার্টির লোক নই, কিন্তু যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত এক মেসে থাকিতাম। তিনি বলিতেন, নরেন ভট্টাচার্য আমার দক্ষিণ হস্ত"।

নলিনী গুপ্ত যখন বাঙ্গালী বৈপ্লবিকদের ঘাড়ে পড়িল, তখন তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সময়ে একবার বরোডিন কর্তৃক আহুত হইয়া লেখক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। নলিনীকে মস্কো পাঠাইয়া ভাগ্যানুসন্ধান করিবার কথা লেখক তাঁহাকে বলেন। বরোডিন বলিলেন, "তুমি ইঁহাকে চেন"? লেখক বলিলেন, "না"; তাহাতে তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। অবশেষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লেখকেরা যখন মস্কোতে যান, তখন নলিনীকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় তিনি নিজের রাস্তা খুঁজিয়া লইলেন।

রুষ-বিপ্লবের পর হইতে ইউরোপে অবস্থিত প্রবাসী বৈপ্লবিকদের মনে একটি আলোড়ন হয়। কেহ কেহ পূর্ব হইতেই বামপন্থীয়-সোসালিষ্ট মতভাবাপন্ন ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ত্রিমূল আচারিয়া প্যারিসে এনার্কিষ্ট-কম্যুনিষ্ট দলের সভ্য হইয়াছিলেন। লেখক ছাত্রাবস্থায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসপার্ক (Bronxpark) সোসালিষ্ট ক্লাবের সভ্য হইয়াছিলেন; মাডাম কামা বামপন্থীয় ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি রুষ বোলশেভিক মতবাদে সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লেখক যখন প্যারিসে তাঁহার কাছে বিদায় লন তখন তিনি ইংরেজি ও ফরাসী মিশ্রিত ভাষায় লেখককে বলেন, "Keep your flag high like Admiral Togo and organise the Ouvriers et paysans of India." (এ্যাডমিরাল টোগোর ন্যায় তোমার পতাকা উচ্চ রাখিও এবং

ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ কর) ফরাসী সোসালিষ্ট নেতা জয়রে (Jaures) এবং কার্ল মার্ক্সের দৌহিত্র লংগে (Longuet) প্যারিসে ইঁহাদের বন্ধু ছিলেন। ভারতীয় বৈপ্লবিক বিদেশে থাকিবারকালে তাহার দেশের স্বাধীনতার জন্য কেবল বামপন্থীয় ইউরোপীয়দের কাছেই সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সোসালিষ্ট-নেতা হাইণ্ডম্যান হইতে রুষ এনার্কিষ্ট নেতা পিটার ক্রপ্ টকিন্, বোলশেভিক নেতা লেনিন ইঁহারা সকলেই ভারতের স্বাধীনতাকামী ছিলেন। কাজেই ইঁহাদের একদল যখন বিপ্লব করিয়া রাষ্ট্র-স্থাপন করিলেন তখন সর্বপ্রকারের বামপন্থীয় লোক তথায় যাইবে। এইজন্যই সর্বপ্রকারের বৈপ্লবিক মস্কোর মুখপানে চাহিতে লাগিল। মস্কোর নাম তখন হইয়াছিল "New Mecca" (নব মক্কা)।

রাশিয়ার এই নব বিপ্লব, বামপন্থীয় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের চিত্তও আলোড়িত করিয়াছিল। যাঁহারা মস্কোমুখী হইয়াছিলেন তাঁহারা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহলমে একটি কন্ফারেন্স আহুত করিয়া নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করেন। তথায় লেখক এবং ইরাণ হইতে আগত পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং ডেনমার্কে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র বিশ্বামিত্র একত্রীত হন। পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, যাঁহারা জাতীয়তাবাদী থাকিবেন তাঁহারা একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করুন ; যাঁহারা বামপন্থীয় অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী হইবেন তাঁহারা অন্য আর একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করুন ; কিন্তু সর্ব দলই ভারতের স্বাধীনতার জন্যই কার্য করিবেন। এই কর্ম-পদ্ধতি আমেরিকার গদর পার্টিকে পাঠান হয়। এই কন্ফারেন্সের ব্যয় বহন করেন সুইডেনের কম্যুনিষ্ট নেতা ষ্ট্রোম্। তথাকার কম্যুনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও হয়। তাঁহারা বলিলেন, আমরা এইস্থল হইতে কিছু করিতে পারিব না। মস্কোতে গিয়া ব্যবস্থা করুন। এইজন্যই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে মস্কো পাঠান স্থির হইল। ইহার পূর্বেই এম, এন, রায় বীরেন্দ্রনাথকে মস্কোতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

এইকালে লেখক কৌতূহলী হইয়া বীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলে—"ফলানা ডিরেক্টর উনলোগোকোঁ বহুত রুপেয়া দিয়া হ্যায়,"—ইহার অর্থ কি? উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। তিনি বলিলেন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহলমে জার্মাণ রাষ্ট্রদূত তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "বোলশেভিকরাই হইতেছে রুষে সর্ব বৃহৎ দল। দুই মিলিয়ন রুবল (অথবা মার্ক তাহা লেখকের স্মরণ নাই) একজন ডাচ ভদ্রলোককে (তাঁহার নাম বীরেন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন) দিয়া পেট্রোগ্রাডে পাঠান হইতেছে। যদি এই ব্যক্তি ধরা পড়ে তাহা হইলে তোমরা অর্থাৎ প্রাচ্য-দেশীয় বৈপ্লবিকেরা তাহা কি ঢাকিতে পারিবে যে, তোমরা তোমাদের রুষ-বৈপ্লবিক সহকর্মীদের এই টাকা পাঠাইয়াছ? বীরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তর করেন, "প্রাচ্য-দেশীয় সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি জবাব দিতে পারিব না।" বীরেন্দ্রনাথ ইরাণি-নেতা সৈয়দ টাকেজাদে (ইনি এক্ষণে ইরাণে আছেন), ইজিপ্টীয়-নেতা ফরিদ বে (ইনি পরে মারা যান) প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে এই দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। বীরেন্দ্রনাথ লেখককে বলেন, "আমি কি করিব, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এইজন্য এই গুপ্ত-সংবাদ তোমাকে বলিতে পারি নাই"। তৎপর শ্রীমতী গ্রেটে কর্তৃক গুসমান দ্বারা মার্কের বদলে রুবল্ ক্রয় করিবার ঘটনা একত্রীত করিলে এই ঘটনার অর্থ অন্য হয়। এই সময়েই লেখককে বীরেন্দ্রনাথ ইহাও জানান যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহলম কন্ফারেন্সের সময়ে কার্ল রাডেক্ গুসমান্কে বীরেন্দ্রনাথের সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি একজন "জার্মাণ-এজেন্ট"। বীরেন্দ্রনাথ যে, রাডেক্দের গুপ্ত লেনদেনের সংবাদ কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, এই রাগ রাডেক মস্কোতে বীরেন্দ্রনাথের উপর বিশেষভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে, লেখক দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া রুষ-বিপ্লবের

সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তক পাঠ করেন। তন্মধ্যে কেরেনস্কি লিখিত "The Great Catastrophe" নামক পুস্তকে উপরোক্ত গুসমান্ ঘটিত ব্যাপার প্লেখানফ্ একটি রুষ-সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনা দ্বারা প্লেখানফ্ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বোলশেভিকরা জার্মাণ-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিপ্লবের জন্য অর্থ সাহায্য লইয়াছে। ষ্টক্হলমে গুস্মানের মধ্যবর্ত্তীতাতেই এই টাকা গৃহীত হয় বলা হইয়াছিল। প্লেখানফের এই নালিশ বোলশেভিকদের দ্বারা প্রতিবাদ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া উপরোক্ত পুস্তক বলিতেছে।

রুষ-বিপ্লব হইবার পর, ইউরোপীয় সংবাদপত্রে এবং লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইল যে, রুষ-বিপ্লবীরা বিপ্লব করিবার জন্য টাকা কোথা হইতে পাইল? প্রথম বিপ্লব ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের টাকায় সাধিত হইয়াছিল বলিয়া গুজব ওঠে। ইহা কথিত হয় যে, ইংরেজ-রাষ্ট্রদূত বুখানান্ তজ্জন্য অর্থ দেন, তদ্দ্বারা শ্রমিকদের ক্ষেপান হয়। ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল, জারের গভর্ণমেণ্ট উণ্টাইয়া মিত্র-শক্তির তাঁবেদার একটি গভর্ণমেণ্ট গঠন করা। কারণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রুষ-জার নাকি ষ্টকহলমে লোক পাঠাইতেছিলেন। এই ঘটনা লেখক তথায় বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া রুষ-নরনারী আসিয়া জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই ইংরেজ সাহায্যের কথা লেখক কোন বোলশেভিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে বোলশেভিকদের বিষয়ও নানাপ্রকার গুজব রটে, এই বিষয়ে একজন রুষ-মহিলা অনেক কথা বলিয়াছেন।[১] তিনি বলিতেছেন :— তিনদিন পর ২০শে জুলাই প্লেখানফ্ দলের আলেনিস্কি (Alenisky) এবং পুরাতন বৈপ্লবিক পানক্রাটিয়েফ্ (Pankratieff) বৈপ্লবিক

১। Adriana Tyrkova-Williams: "From Liberty to Brest Litowsk". London 1919. pp. 144—145.

সংবাদপত্রসমূহে লেখেন যে, তাঁহাদের কাছে দলিলগত প্রমাণ আছে যে, বোলশেভিকরা ষ্টকহলমের মধ্য দিয়া বার্লিন হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। এমন কি, তাঁহারা ব্যাঙ্কগুলির নাম, ডিস্‌কন্টোগেসেলসাষ্ট (Disconto Gesellschaft), নয়া ব্যাঙ্ক (Nya Bank), সিবিরীয়ান ব্যাঙ্ক (Siberian Bank) এবং মধ্যবর্তীদের নামগুলি যথা, পারভুস্ (Parvus), গেনেট্‌স্কি (Genetasky) ইত্যাদি বলিয়া দিয়াছেন।

পুনরায়, গ্রন্থকার বলেন যে, কেরেনস্কি গভর্ণমেণ্ট জুলাই বিদ্রোহের বিষয়ে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ৩রা আগষ্ট সরকারী-উকিল কেবল কতকগুলি তথ্য (data) প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা এইটুকু পেশ করিতে পারিয়াছিলেন যে, রুষ-ইহুদি হেলেফাণ্ট (Helefant) (যাহার আন্তর্জাতিক নাম ছিল পারভুস্)[২] দ্বারা অতি সংখ্যক অর্থ পেট্রোগ্রাডে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। জার্মাণ সোসালিষ্ট হাসে (Haase, ইনি বামপন্থী ছিলেন) পারভুসের সহিত জার্মাণ সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের অদ্ভুত সম্বন্ধ প্রকাশ করেন। এই লেখিকা আরও বলেন, রুষ গুপ্ত-সংবাদ বিভাগের (Russian Intelligence Department) হাতে দলিল ছিল যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বোলশেভিকদের সহিত জার্মাণ সৈন্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের (German General Staff) সংযোগ ছিল। কিন্তু এই সব সংবাদ প্রকাশ না করিয়া এবং এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট মতে উপনীত না হইয়াই কেরেনস্কি গভর্ণমেণ্টের পতন হয়।[৩]

তৎপর, এই গ্রন্থকার ফুটনোটে বলিতেছেন: "সামাজিক বৈপ্লবিক-দের হস্তেও অনেক অর্থ ছিল। বোলশেভিক বিপ্লবের পর 'জামিয়া

২। পারভুসের এই কার্যের কথা মধ্যে মধ্যে জার্মাণ সংবাদপত্রে বাহির হইত।

৩। Adriana Tyrkova-Williams: "From Liberty to Brest Litowsk". London 1919. p. 289.

ট্রুডা' (Znamia Truda) নামক বামপন্থীয় সামাজিক বৈপ্লবিক সংবাদ-পত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের একটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন যে, রুবেন (Ruben) নামক একজন আমেরিকান যিনি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রুষে গিয়াছিলেন, তাঁহার হস্ত দিয়া সামাজিক বৈপ্লবিকেরা দুই মিলিয়ন রুবল্ পাইয়াছে। এই নালিশের প্রতিবাদ হয় নাই।" তিনি পুনরায় বলিতেছেন: "বোলশেভিকদের সহিত জার্মাণ সৈন্য কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ পরোক্ষভাবেই প্রমাণিত হইতে পারে"।[৪] ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীদলই বিদেশী অর্থে কর্ম করিতেছিলেন।

শেষে তিনি বলিতেছেন, বোলশেভিক কমিশরদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা: অষ্ট্রীয় রাডেক একজন উপযুক্ত কিন্তু অসৎ যুবক এ্যাড্ভেনচারার (adventurer)। ইনি পূর্বে পোলীয় এবং জার্মাণ সোসাল-ডেমক্রেটিক পার্টি হইতে দুর্নীতিজনক ব্যবহারের জন্য বিতাড়িত হন। (Formarly expelled from the ranks of Polish and German Sccial Democracy for underhand dealing.)[৫] এই সকল পুস্তক এই দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেকেই পড়িয়াছেন। এইসব পুরাতন কথা এইস্থলে উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, রাডেকের কার্যের ছায়া পরে ভারতে আসিয়া পরিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লেখককে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা নয়। প্লেখানফের উক্তিতেই তাহা প্রকাশিত হয়। আর এই গুপ্ত ব্যাপারের কিছু সংবাদ বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন বলিয়াই পরে বীরেন্দ্রনাথের উপর রাডেকের জাতক্রোধ হয়। আর রাডেক আশ্রিত এম, এন, রায় তাহারই কুলক্রোধ (vendetta) বীরেন্দ্রনাথের উপর ভারতীয় সংবাদপত্রে চালাইয়াছেন।

৪। ঐ, পৃঃ ২৯০—২৯১ ৫। ঐ, পৃঃ ২৯৮

রাডেকের বোলশেভিক এবং কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের উপর শেষ যবনিকা পতন হয় বিখ্যাত মস্কো ষড়যন্ত্র মামলাকালে। "আঁতে ঘা না লাগিলে কেহ জাগে না" এই কথাই উপরোক্ত মামলায় প্রমাণিত হয়। জগতে বিপ্লবের নামে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র এবং লুটের রাজত্ব চলিতেছিল সে বিষয়ে কোন রুষ বৈপ্লবিকই সচেতন হন নাই যতক্ষণ না নিজেদের আঁতে ঘা না লাগিয়াছিল। ট্রট্স্কি, রাডেক্ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র পূর্ণ মাত্রায় উঠিলে পর ষ্টালিন এবং অন্যান্য নেতাদের তখন নিদ্রা ভাঙ্গে।

ইদানিং প্রকাশিত সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে উপরোক্তদের লীলা বিষয়ে ব্রেষ্ট-লিটোস্কে সন্ধি সম্বন্ধে প্রথমেই বলিতেছে : "প্রতি-বিপ্লবের দল…সন্ধির বিপক্ষে ছিল" তাঁহাদের সহায় ছিলেন ট্রট্স্কি এবং তাঁহার জুড়িদার বুখারিন এবং শেষোক্তের সঙ্গে রাডেক ও পিয়াটাকফ্ একটি দল গঠন করিয়াছিলেন যাহা পার্টির বিপক্ষে ছিল কিন্তু বামপন্থীয় কম্যুনিষ্ট নামে আত্ম-গোপন করিত"। "ইহা যথার্থতঃ লোক ক্ষেপান গোয়েন্দানীতি যাহা বামপন্থীয় বুলি দ্বারা লুক্কাইত ছিল"। ("All the counter-revolutionaries conducted a frenzied campaign against the conclusion of peace" Their allies in this sinister scheme were Trotsky and his accomplice Bukharin the latter, together with Radek and Pyatakov heading a group which was hostite to the party but camouflaged itself under the name of 'Left-Communists'. "This was really a policy of provocateurs, skillfully masked by Left phraseology.") ।[৬]

৬। "History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolscheviks). Authorized by the C. C. of the C. P. S. U., (B) 1938. p. 216.

পুনরায় এই পুস্তক "ট্রট্স্কি-পন্থী এবং জেনোভিয়েফ্ পন্থীদের পরাজয়" শীর্ষক অধ্যায়ে বলিতেছে : "পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর, বিতাড়িত লেনিন প্রতিপক্ষের দল বিবৃতি দিতে লাগিল যে তাহারা ট্রট্স্কিবাদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং পার্টিতে পুনরায় প্রবেশ লাভেচ্ছু। কিন্তু সেই সময়ে পার্টি জানিতে পারে নাই যে ট্রট্স্কি, রাকোস্কি, রাডেক প্রভৃতি অনেকদিন থেকেই জাতির শত্রু ছিল, বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচর ছিল এবং কামেনেফ্, জিনোভিয়েফ্ প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সোভিয়েট জাতির বিপক্ষে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে।" ("Shortily after the fifteenth party congress··· of course at that time the party could not yet know that Trotsky, Rakovsky, Radek" and others had long been enemies of the people, spies recruited by foreign espionage service, and that "were already forming connection with enemies of the U. S. S. R. in capitalist countries for the purpose of collaboration with them against the Soviet People") ।[৭]

"বুখারিন-ট্রট্স্কি গোয়েন্দাদের বিনাশ" অধ্যায়ে এই পুস্তক বলিতেছে : "১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বুখারিন ট্রট্স্কি দলের শয়তানি অপরাধের নূতন তথ্য প্রকাশ পায়। পিয়াটাকফ্, রাডেক্ এবং অন্যান্যদের বিচারে ইহাই প্রমাণ করে যে, ইহারা বহুপূর্বেই জাতির শত্রুরূপে দলবদ্ধ হইয়াছে।" ("In 1937 new facts came to light regarding the fiendish crimes of the "gang. The trial of Pyatakov, Radek and others all show" had long ago joined to form a common bond of enemies of the people.

৭। ঐ, পৃঃ ৩২৩

operating as the Bloc of Rights and Trotskyites.")[৮] এই মামলার শেষকালে উক্ত পুস্তক বলিতেছে : "সোভিয়েট আদালত ইহাদের গুলি করিয়া হত্যা করিবার হুকুম দেয় এবং তাহা পালিত হয়"। ("The Soviet Court sentenced" to be shot. The people's commissariat of Internal affairs carried out the sentence.")।[৯]

এ হেন ব্যক্তিরা জগৎ-ব্যাপী বিপ্লব দ্বারা পতিত জাতি ও জনসমূহের উদ্ধার করিতে লাগিয়াছিলেন। কিন্তু "বিস্‌মোল্লায় গলদ" বলেই তাহা কদর্যতা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হয়। অবশ্য অনেক নির্দোষ আদর্শবাদী-ব্যক্তি এই ফাঁদে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃথা পরিশ্রম হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে চট্টোপাধ্যায় মস্কোতে যান এবং তথাকার লোকেদের সহিত আলাপ করিয়া আসেন। তথাকার কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কর্তারা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অন্যান্য বৈপ্লবিকদের এইস্থলে আনয়ন কর এবং একটি কমিটি স্থাপন করিয়া কার্য কর। তিনিও অন্যান্যদের আনিবার কথায় স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। এইস্থলে একটি মজার ঘটনা হয় যাহা বিকৃতভাবে বাঙ্গলার মার্কপন্থীয় ও বিভিন্ন দলের তরুণদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। এই সময়ে মস্কোতে চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে কমরেড ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) নামক একজন ইংরেজ কর্মী বাস করিতেন। শীত বলিয়া চট্টোপাধ্যায় ত্রিমূল-আচারিয়ার একটি গরম ওভারকোট যাহা তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহলমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা সঙ্গে লইয়া যান। হঠাৎ ব্লুম্‌ফিল্ড একদিন ঘরে ঢুকিয়া চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন : "Comrade ! mobilize your overcoat for me"—ইহার অর্থ তাঁহাকে মফঃস্বলে যাইবার জন্য হুকুম হইয়াছে তজ্জন্য তোমার এই ওভারকোটটি আমায় দাও"। এক্ষণে এই

৮। ঐ, পৃঃ ৩৪৮ ৯। ঐ, পৃঃ ৩৪৭

কোটটি উত্তর-দেশীয় প্রথানুযায়ী চামড়ায় প্রস্তুত ছিল, তাহা উত্তরের প্রচণ্ড শীতের জন্য ক্ষীণকায় আচারিয়া ২০০০ ক্রোনার (kroener—স্থইডিস্ টাকা) দিয়া ষ্টকহলমে তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট কর্মী হইলে কি হয়? ব্লুমফিল্ড ইহুদি-জাতীয় ছিল, অন্যের এই মূল্যবান দ্রব্যটির উপর তাহার নজর ছিল। সেইজন্য এক ঢিলে দুই পাখী মারিল। কমরেডের প্রয়োজন হইয়াছে, আর সেই সময়ে এই দামী দ্রব্যটিও তথায় ছিল অবশ্য অন্য কোটও সেই ঘরে ছিল; অন্যপক্ষে পার্টির নির্দেশানুযায়ী সে কো-অপারেটিভ বা পার্টি অফিস হইতে একটা গরম কোট চাহিলেই পাইত। কারণ তথা হইতে প্রত্যেক লোকটি তাহার প্রয়োজনানুযায়ী দ্রব্য পাইবে (to each man according to his need) এই কম্যুনিষ্ট-নীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার লোভ ছিল ওই কোটের উপর কাজেই "কমরেডের প্রয়োজন" এই যুক্তি দিয়া তাহা আত্মসাৎ করেন। অবশ্য, কম্যুনিষ্ট-নীতি বলিবে ইহাতে আপত্তি করা বুর্জোয়ানীতি। কিন্তু এই কর্মের পশ্চাতে যে পরের দামী জিনিষটা আত্মসাৎ করার লোভ ছিল না তাহা কে অস্বীকার করিবে?

ইতিপূর্বে, কয়েকজন ভারতীয় মস্কোতে যাইয়া হাজির হন; তাঁহাদের মধ্যে সন্দেহজনক ব্যক্তিও ছিলেন। কাজেই যে কেহ বৈপ্লবিক বলিয়া তথায় হাজির হইবে এবং কি সন্দেহজনক কার্য করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, সেইজন্য তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লেখক তৎকালীন প্রাচ্য-দেশীয় কর্মের অধ্যক্ষ কমরেড ভিসিনিস্কির (Visinisky) ঠিকানায় লেনিনকে ভারতীয় বিপ্লব কর্মের সাহায্য প্রদানের জন্য একটি পত্র পাঠান। পরে মস্কোতে আচারিয়ার কাছে লেখক শ্রবণ করেন যে, ভিসিনিস্কি তাঁহাকে বলিয়াছেন, এই পত্র তিনি পাইয়াছেন এবং যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন উত্তর লেখক পান নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভিসিনিস্কির সহিত বার্লিনে সাক্ষাৎকালে লেখকের কাছে তিনি এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন।

নানাপ্রকারের লোক বিপ্লবী সাজিয়া মস্কোতে যাইতেছেন দেখিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য চট্টোপাধ্যায়ের একজন জার্মাণ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া মস্কোতে একটা পত্র লেখা আবশ্যক মনে হইল। সেফার (Scheffer) নামে এই জার্মাণ বন্ধুটি বলিলেন: কমরেড ক্লারা সেট্‌কিন (Klara Zetkin) মস্কোতে যাইতেছেন, তিনি এই পত্র বহন করিবেন। এই পত্রে মস্কোর কর্তাদের সাবধান করিয়া কতকগুলি লোকের নামোল্লেখ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ডাঃ মনস্থরের নাম উল্লেখ করিবার জন্য সেফার লেখককে বাধ্য করেন। তিনি তখন (বোধ হয় স্বীয় স্বার্থে) তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীর বদনাম ছিল এবং তিনি বহুদিন জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অন্তরীণও হইয়াছিলেন। এই পত্রে বলা হইয়াছিল অনেক সন্দেহজনক গোয়েন্দা দেখা যাইতেছে, তাহারা ভারতীয় বৈপ্লবিক নহে।

কমরেড ক্লারা সেট্‌কিন সেই পত্র পড়িলেন এবং বলিলেন, Das ist alles Schwindle (এইসব বাজে কথা); আর ইহাও লেখককে বলিলেন, "হিমালয় উত্তীর্ণ হ'য়ে তোমার অনেক স্বদেশ-বাসী মস্কোতে যাইতেছে লেনিনকে দেখিতে"। যাহাই হউক, মস্কোতে যাইয়া লেখকের মনস্থরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি সস্ত্রীক তথায় ছিলেন। কিন্তু কোন রাজনীতিক কর্মের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল না; বোধ হয়, ইংরেজি ভাষার শিক্ষা দান করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। পরে তথায় ডাঃ আবদুল হাফিজ উপস্থিত হন। ইনি ভূতপূর্ব বার্লিন কমিটির লোক, আমেরিকা হইতে কমিটি তাঁহাকে বার্লিনে আনয়ন করেন। তিনি ধোঁয়া বিহীন বারুদ এবং বোমা প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র জার্মাণ কারখানা স্পানডাও (Spandau) নামক স্থানে কমিটির সুপারিশে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে আফগান গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরি করায় নিযুক্ত-পত্র (Letter of appointment) তাঁহার ছিল। ইউরোপে সমস্ত কর্ম

শেষ হইলে তিনি রুষের মধ্য দিয়া কাবুল অভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লেখকদের দলের মস্কোতে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনিই এই প্রথম লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন মনস্থরকে গোয়ন্দা বলিয়া অভিযোগ করিয়াছ?" লেখক তজ্জন্য মাফ্ চান এবং ইহার ইতিবৃত্তও বলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যখন লেখক এবং তাঁহার বন্ধুরা, কর্মক্ষেত্র পুনরায় সংগঠিত করিতেছিলেন তখন মনস্থরকে এই সংঘে যোগদান করিতে বলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "তাহা হইলে তুমি কেন আমার বিপক্ষে মস্কোতে অভিযোগ আনিয়াছিলে? সেফারের আতিশয্যে এবং লেখকের দুর্বলতার জন্যই এই অভিযোগ পত্রে তোমার নাম সংযোজিত হইয়াছিল—তাহা লেখক বলিলেন এবং অনিচ্ছাকৃত পূর্ব অপরাধের জন্য তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি লেখকদের সহিত কার্য করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার সহিত বামপন্থীয় জার্মাণ সোসালিষ্টদের সংযোগ ছিল। তাঁহাদের সহায়তাতেই তিনি মস্কোতে যান।

রায় সংবাদ-পত্রে মনস্থরকে "ইংরেজ-গোয়েন্দা" বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই লোকটাই মস্কোতে পুলিশ দ্বারা গোয়েন্দা সন্দেহে নিপীড়নের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে ভারতে আমার বিপক্ষে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হইয়া সাক্ষী দিয়াছে। ইনি কি ইংরেজ গোয়েন্দা! ("যুগান্তর পত্রিকা" দ্রষ্টব্য) কিন্তু রায়ের মকদ্দমার সময়ে যখন মনস্থর পুলিশ কর্তৃক আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছিলেন তখন তিনি মনস্থরকে প্রশ্ন করেন "Are you the first President of the Berlin Committee?" (আপনি কি বার্লিন কমিটির প্রথম সভাপতি)। তৎপর তিনি মনস্থরকে বলেন, "I have heard good report about you." (আপনার বিষয়ে আমি ভাল সংবাদ রাখি।[১০]

১০। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের "সাময়িক" সংবাদপত্রে প্রকাশিত।

এই উক্তিদ্বয় পরস্পর বিরোধী। মনসুরের উপর রাগ ঝাড়িবার জন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় রায়ের সাহসে কুলায় নাই। এক্ষণে, স্বাধীন ভারতে এবং তাঁহার অবর্তমানে এই সব কুৎসা রটাইতেছেন।

মস্কোতে থাকাকালীন মনসুরের বিষয়ে কোন কথা রায় আমাদের বলেন নাই। আজ এই কলঙ্ক আরোপনের অর্থ কি? রায়ের কথাতেই বোধগম্য হয় যে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে ক্লারা সেট কিন্ দ্বারা বাহিত লেখকের পত্রের নালিশ অনুযায়ী কর্মে রুষ পুলিশ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিল! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মনসুরের সহিত অন্য যে একজন যুবক মস্কোতে গিয়াছিলেন এবং পেও গিয়াছিলেন তিনি এই বিষয়ে কোন কথা কাহাকেও বলেন নাই। ইংরেজ গোয়েন্দা বলে, "মস্কো-পুলিশের নিপীড়নের কথা রায় মামলার সময়ে উদ্‌ঘাটিত করেন নাই কেন?" যদি মনসুর মস্কোতে রুষ-পুলিশ দ্বারা উত্যক্ত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য লেখকই দায়ী। এই বিষয় পরিষ্কার করিবার জন্য এবং মনসুরের কলঙ্ক মুছিবার জন্য লেখক সমস্ত ঘটনাটাই উদ্‌ঘাটন করিলেন। ভিতরের কথা না জানিয়া পরকে কলঙ্কিত করা রায়ের উচিত হয় নাই।

ভারতে ইহার অব্যবহিত পূর্বে গান্ধিজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন ঘোরতরভাবে চলিতেছিল। অকস্মাৎ বার্লিনের কম্যুনিষ্ট মুখপত্রে প্রকাশিত হইল যে, "বার্লিনের ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জন্য কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক (Communist International) এক মিলিয়ন রুবল প্রদান করিয়াছে"। তৎপরে কিছুদিন পরে ঐ পত্রেই প্রকাশিত হয়: "ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ভারতে যে জোর আন্দোলন চলিতেছে তাহা অর্ধ-জাতীয় এবং অর্ধ-শ্রমিক আন্দোলন। আর কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার সহায়তা করিতেছে"। এই প্রকারের আজগুবি এবং মিথ্যা সংবাদ কম্যুনিষ্ট কাগজসমূহে বাহির হইতে লাগিল।

যখন চতুর্দিকের অবস্থা এইরূপ তখন চট্টোপাধ্যায় এক দল পুরাতন

বৈপ্লবিকদের মস্কোতে লইয়া যাইবার জন্য বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে পুরাতন সহকর্মী সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদের সঙ্গে রোমে খেলাফৎ আন্দোলনের নেতা মৌলানা মহম্মদ আলী, শ্রীসোয়েব খোরেসী, শ্রীআবদুল রহমান সিদ্দিকি, ডাঃ আনসরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং বার্লিনের পুরাতন কর্মের ও ভারতের বর্তমান আন্দোলনের সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। সিদ্দিকি পূর্বোক্ত খৈরী ভ্রাতাদ্বয় বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলেন, ইঁহারা বহুপূর্বেই ভারত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, বর্তমানের হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে অবগত নন। ইঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া ভাল হইবে না, মিলন ভঙ্গ করিবে—ইত্যাদি। ওয়াহেদ এই রিপোর্ট বার্লিনে দাখিল করেন। এই অভুতপূর্ব মিলনের সংবাদ শুনিয়া সকলে আশ্চর্য হন।

এই সময়েই বরোডিন বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। লেখক তাঁহার সহিত চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ করাইয়া দেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা ইতিমধ্যে বার্লিনে একটা কমিটি গঠন করিয়া কার্য আরম্ভ কর এবং ভারতের সহিত কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দাও।" আমরা লণ্ডনের পালমা দত্তের (Palme Datta) উপর এই ভার দিয়াছিলাম কিন্তু তিনি তাহা করিতে অপারগ বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি ১০,০০০ মার্ক এই নব স্থাপিত কমিটির হাতে কার্য করিবার জন্য দেন। চট্টোপাধ্যায় এই টাকা লইতে অস্বীকার করেন; কিন্তু তিনি বলেন, "এক্ষণে ইহা গ্রহণ কর, পরে আমাকে গালাগালিও করিবে। যেমন, আমি এক সময়ে এডওয়ার্ড বার্নষ্টাইনের (Edward Bernstein) (নরম-পন্থীয় জার্মাণ সোসালিষ্ট নেতা ইনি মার্ক্সবাদের নূতন নরমপন্থীয় ব্যাখ্যা করেন এইজন্য তাঁহাকে revisionist বলা হইত) নিকট হইতে ৫০০০ মার্ক লই এবং পরে তাহাকে Scoundrel বলিয়া গালাগালি দিই। নিজের বিষয়ে বরোডিনের এই কথা পরে ভবিষ্যৎ-বাণীর কার্য (Prophetic) হইয়াছিল।

এই ঘটনাবলীর পূর্বে অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায়ের মস্কো গমনের পূর্বেই লেখক ষ্টকহলম্ হইতে তাঁহার এক পত্র পান, গোলাম অম্বিয়া লোহানী নামক একজন যুবক বার্লিন হইয়া মস্কো যাইতেছেন, তাঁহাকে বার্লিনে অবস্থান করাইবেন। যতদূর মনে হয়, এই তরুণের নাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনীকে একটি সুইডিস্ মহিলা সমিতির দ্বারা আমন্ত্রণ করাইয়া ভারত বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা চট্টোপাধ্যায় করেন। সেই সময়েই বোধ হয় লোহানীর নাম তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তিনি চরম মার্ক্সপন্থীয় ভাবুক। লেখকের পত্র পাইবার কিছুদিন পরেই এক পায়ে খোঁড়া একটি তরুণ লেখকের আনস্‌ব্রোথার ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে উপস্থিত হন। নাম পরিচয়াদি হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহার বাড়ী পাবনা জেলায়, লণ্ডনে আইন পড়িতে আসিয়াছিলেন ; উপস্থিত মস্কো অভিমুখে যাইতেছেন। লণ্ডনস্থিত সোভিয়েট দূতাবাস হইতে পাথেয় পাইয়াছেন। পরে কয়েক বৎসর লেখক তাঁহার সহিত থাকিয়া সকল তথ্যই অবগত হইলেন। তিনি লণ্ডনে থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়াছেন এবং বরাবরই এক ভাবেই চলিতেছেন। পূর্বে আলিগড়ে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। লণ্ডনে একটি ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সহিত আর কোন সম্পর্ক নাই। বোধ হয়, দেশেও একবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ইংরেজি ভালই লিখিতে পারেন। সর্বোপরি, মস্কোমতাবলম্বী হইবার তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট হইল—তিনি কখনও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীনতাবাদ বা বিপ্লববাদ মত পোষণ করেন নাই বা তাহার সহিত যোগ স্থাপনও করেন নাই। লেখককে তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া বক্তৃতা করিতেন। ইহার উপর, তিনি খোদ কার্লমার্ক্স স্থাপিত Socialist Club" নামক সংস্থার সভ্য (ইহা তিনি একটি কমিশনে

সগর্বে বলিয়াছিলেন)। এহেন লোকই জগৎ-বিপ্লব তথা ভারতের জনগণের মুক্তির অগ্রদূত।

বরোডিন প্রণোদিত বৈপ্লবিক-সংস্থা (Indian Revolutionary Committee) বার্লিনে স্থাপিত হয়। ইহার পরই, লোহানী বার্লিনে উপস্থিত হন এবং চট্টোপাধ্যায়ও মস্কো হইতে তথায় প্রত্যাবর্তন করেন। চট্টোপাধ্যায়ের ইচ্ছা লোহানীকে দলে লইয়া মস্কোতে যান। কিন্তু লোহানীর বার্লিন খরচ চালাইতে হইবে। লেখক পুরাতন বার্লিন কমিটির লাইব্রেরী ও কাগজ পত্রাদি ব্যবসায়-কেন্দ্রে একটি ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং "Indische Gesellchaft" (ভারতীয় সভা) নামক পুরাতন সাইন বোর্ডটি দরজায় লাগাইয়া দেওয়া হয়। বার্লিন কমিটির প্রকাশ্য পত্র বিনিময় এবং প্রচার কার্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নামেই চলিত। কাজেই সেই নামই রাখা হইয়াছিল এবং কিছু কিছু প্রচার কার্য এই নামেতে চলান হইত। পুরাতন সেক্রেটারীকে কিছুদিন পরে ছাড়াইয়া দেওয়া হইলে লোহানীকে এই সময়ে সেই কার্যে নিযুক্ত করা হয়।

এই সময়ে একদিন অকস্মাৎ সন্ধ্যাকালে একটি যুবতী মহিলা লেখকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং বলেন, "are you Mr. Datta?" (আপনি কি শ্রীযুক্ত দত্ত)। লেখক বলেন, "হাঁ" তাহার পর তিনি বলিলেন, আমার নাম Agnes Smedley (আগ্নেশ স্মেডলি)। ইনি নিউইয়র্কে তারকনাথ দাস এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত ভারতীয় বিপ্লব বিষয়ে কার্য করিতেন এবং তাহাদের সহিত ভারতের জন্য চারি বৎসর জেল খাটিয়াছেন। তারক প্রভৃতি সকলে যখন কপর্দকশূন্য তখন তিনি উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সমস্ত খরচই বহন করিতেন। যুদ্ধের পরে তিনি "Friends of Indian Freedom" (ভারত-স্বাধীনতার বন্ধু) নামক সংস্থার একজন অগ্রণী সংস্থাপক ছিলেন। সংযুক্ত-রাষ্ট্রের (U. S. A.) সমস্ত ভারতীয়

বৈপ্লবিকদেরই সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। ভগ্নী নিবেদিতা ব্যতীত ভারতের জন্য এমন অনন্যকর্মা বিদেশী-কর্মী ভারতবাসীরা দেখেন নাই। পেন্‌সিলভেনিয়ার গরীব শ্রমিকের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একজন "ষ্টেনোগ্রাফার" এবং সংবাদপত্রসেবী ছিলেন। কলিকাতার 'মডার্ণ রিভিউ' নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার স্বাক্ষরিত প্রবন্ধাদি বাহির হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, আমেরিকার "Industrial Workers of the World" নামক উৎকট শ্রমিক-সংস্থার সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল প্রথমে তিনি একজন সুইডিস্ অধ্যাপকের সহিত বিবাহিত হন। কিন্তু পারস্পরিক বনিবনা না হওয়ায় উভয়তঃ ফারখত দিয়া বিচ্ছিন্ন হন।

এই সময় মেক্সিকো হইতে শ্রীহেরম্বলাল গুপ্ত বার্লিনে উপস্থিত হন। সকলেরই ইচ্ছা বার্লিনে ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম নূতনভাবে পুনরায় আরম্ভ হয়। হেরম্বলাল পুরাতন মতের বৈপ্লবিক। তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত মেক্সিকোতে এম, এন, রায়ের বিবাদ হয়। অন্যপক্ষে শৈলেন্দ্র ঘোষ সকলকেই গালি দিয়া পত্র লেখেন। যুদ্ধের পর চিঠি পত্রাদির আদান প্রদান আরম্ভ হইবার পরেই লেখক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্র প্রথম পান, "ভূপেনদা,—তিনজন আপনাদের সব টাকা মারিয়াছে। money and more money এবং মেক্সিকোতে যাইয়া আরও money (টাকা)"।

এই সব যোগাযোগের এবং পরস্পর বিদ্বেষের ফলে, ঝগড়ার একটা ভারতীয় "Armagaddon বার্লিনে সংঘটিত হয়। ইহার পূর্বেই শ্রী এম, এন, রায় মস্কোতে চলিয়া যান। যখন চট্টোপাধ্যায় মস্কোতে যান তখন রায় ও অবনী মধ্য এসিয়ার তাসখেণ্টে (Taskhent) চলিয়া গিয়াছেন। অবনী মস্কোতে যাইয়া একটি রুষ-ইহুদি মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা বাল্টিক-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং দরপাট (Dorpat) বিশ্ববিদ্যালয়ে দন্ত চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া দন্ত-চিকিৎসক হন।

ইঁহার নাম রোসা (Rosa)। ইঁহাদের একটি পুত্র হয়, অবনী তাহার নাম দিয়াছিল "গোরা"।

ইহার পূর্বে আরও কতকগুলি ঘটনা ঘটে যদ্বারা কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক কর্মীদের সহিত পরিচিত হওয়া এবং তাঁহাদের জীবনের গতি পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা লেখকের হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রী এম, এন, রায়ের সহিত যোগাযোগের ফলে, তাঁহার নূতন আন্তর্জাতিক বন্ধুরা লেখককে তাঁহাদের গুপ্ত যাতায়াতের একটি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেন। একদিন হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম আসিল, অমুক আসিতেছেন। তৎপর, সন্ধ্যায় লেখকের বাড়ীতে একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নাম স্নেফ্‌লিট্‌ (Snefliet)—হল্যাণ্ডবাসী, উপস্থিত মস্কোতে যাইতেছেন। ইঁনি পূর্বে বাটেভিয়াতে কর্ম করিতেন। তাঁহার স্ত্রী তথাকার শিক্ষয়িত্রী, পূর্বে সোসালিষ্ট ছিলেন, বর্তমানে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কর্মী। ইনি লেখকের ঘরেই রাত্রি যাপন করেন; পরে তাঁহার জন্য নিরাপদ বাসাবাটি স্থির করিয়া দেওয়া হয়। ইতিপূর্বেই চার্লি (Charlie) নামক একজন ইহুদি-আমেরিকান তরুণ বার্লিনে আসেন। ইনি যুদ্ধকালে মেক্সিকোতে পলাইয়া যান। কারণ তিনি একজন "Slacker" অর্থাৎ যুদ্ধে গমনেচ্ছুক নন। বরোডিন যখন আমেরিকা হইয়া মেক্সিকোতে দল সৃষ্টি করিতে যান তখন নাকি এই তরুণটির নাম নিউইয়র্কের বামপন্থীয় সোসালিষ্টরা উল্লেখ করিয়া দেন। বরোডিন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং তথায় কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের কার্যে লাগিয়া যান। শুনিয়াছি, এই চার্লিই একদিন বরোডিন্‌কে বলেন, "এইস্থানে একজন ভারতীয় "প্রিন্স" বাস করেন। চল, তাহার সহিত আলাপ করে দেখা যাক্‌"। এই সাক্ষাতের ফলেই শ্রীরায় কম্যুনিষ্ট হন এবং মেক্সিকোর একটি সোসালিষ্ট দলের "মানডেট্‌" (ভারপ্রাপ্ত পরিচয় পত্র) লইয়া প্রথমে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকে যোগদান করিবার জন্য মস্কো অভিমুখে গমন করেন। ইহা রায় নিজেই লেখককে বলিয়াছিলেন।

রায়ের বার্লিনে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বরোডিন ও চার্লি বার্লিনে আসেন। চার্লি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সে ভাল খাইত, ভাল পরিত এবং ভাল হোষ্টেলে থাকিত। সকলেই বলিত, এই প্রকারের কম্যুনিষ্ট হইতে তাহারাও রাজী! চার্লি পরে, মস্কো হইতে একটি রুষ-তরুণী লইয়া প্রত্যাবর্তন করে এবং আমেরিকাতে ফিরিয়া যায়। ভারতীয় বিপ্লব কর্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

ইহার পর একদিন বৈকালে একটি বিদেশী যুবক লেখকের কাছে উপস্থিত হন। তিনি হল্যাণ্ডের একজন কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড রাটগার্স (Rutgers)-এর পত্র লইয়া আসেন। ইনি স্পেনবাসী, তথাকার দলে বরোডিন কি গোল বাধাইয়া আসিয়াছে তাহার নিরাকরণ জন্য মস্কোতে যাইতেছেন। হল্যাণ্ডে রাটগার্স তাঁহাকে লেখকের ঠিকানা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "দত্ত কম্যুনিষ্ট নন, তিনি একজন বৈপ্লবিক। তিনি তোমায় বার্লিনে সব যোগাযোগ করিয়া দিবেন"। লেখক তাঁহাকে বলিলেন, "লেখকের পরিচিত সকলেই মস্কোতে চলিয়া গিয়াছেন। কাহারও সহিত আলাপ করিয়া দিতে অক্ষম"। এই ব্যক্তির সহিত পরে, মস্কোতে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। হেরম্ব গুপ্তের সহিত তাঁহার আলাপের সার মর্ম এই যে, বরোডিন যে সব গোলমাল পাকাইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ হইয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় একটি ফিট্‌ফাট্‌ তরুণ লেখকের কাছে আসিলেন, তিনি হল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক। লেখককে বলিলেন, "চল, হল্যাণ্ডে বেড়াইয়া আসা যাক্‌, তোমায় গুপ্তভাবে লইয়া যাইব।" পার্টির তৎকালীন কর্ম-পদ্ধতি ও মত বিষয়ে সমালোচনা করিলেন এবং এই বিষয়ে লেখকের অভিমত চাহিলেন। লেখক কথোপকথনকালে, এই সমালোচনা করেন, দেখিতেছি, কম্যুনিষ্ট কর্মীরা বুর্জোয়া বাবুদের মতই চালে (style) থাকেন। ইহার পর, তিনি পুনরায় সাক্ষাতের কথা দিয়াও আর আসেন নাই।

ইহার পর রাটগার্স মহোদয় স্ত্রী কন্যা সমভিব্যাহারে লেখকের বাড়ী

আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার জন্য অগ্রেই লেখক বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি বর্ষিয়ান ব্যক্তি, পুরাতন সোসালিষ্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে সাইবেরিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারীং কর্মে সাহায্যের জন্য সপরিবারে তথায় স্থায়ীভাবে যাইতেছেন। ইঁহার সহিত একটি তরুণী পোলিশ-ইহুদি যুবতী মস্কোতে যাইতেছিলেন। ইনি ছিলেন রাটগার্সের সেক্রেটারী।

রাটগার্স মহোদয় কিছুদিন বার্লিনে থাকিয়া মস্কো অভিমুখে রওনা হন। তথায় পুনরায় তাঁহার সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। লেখক তাঁহার কাছে মার্ক্সবাদের দুর্বোধ্য মতগুলির বিষয়ে বুঝিয়া লইতেন। লেখকের কাছে তখন লেলিনের "State and Revolution" নামক পুস্তকখানি দুর্বোধ্য ছিল। এই পুস্তক হইতে বিবিধ বিষয় জানিয়া লইতেন। তিনি বলিলেন, "যখন তুমি বুঝিয়াছ, "Society is Dynamic" (সমাজ-গতিশীল) তখন তুমি মার্ক্সবাদের অর্ধেক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ"। লেখক উত্তরে বলেন, "কেন! সমস্ত সমাজতত্ত্ববিদেরাই তো এই কথা স্বীকার করেন"। তিনি বলিলেন, "উহারা সামাজিক আচার-ব্যবহার, বেশভূষা বিষয়েই ইহা প্রয়োগ করেন; "শ্রেণী-সংগ্রাম" (Class-Struggle) বিষয়ে ইহা প্রয়োগ করে না"—ইত্যাদি।

ইহারই অব্যবহিত পরে শ্রীমতী এভেলিন রায় পুনরায় বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহাকে সর্বদাই মারমুখী (এ্যাংলোসাক্সন্-চরিত্র) দেখাইত। লেখকের বাড়ী আসিয়াই মারমুখী হইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুষে কি দেখিলেন?" তিনি বলিলেন, "রুষিয়দের কার্য তাহারা করিয়াছে, বাকিটা তোমাদের করিতে হইবে"। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত লেখকের মতৈক্য আছে। তিনি কি অর্থে বলিলেন, জানি না কিন্তু লেখকের নিকট ইহার অর্থ চিরকালই প্রাঞ্জল। মার্ক্সবাদীরা সোভিয়েট-রুষে যে সাম্যবাদ-সম্মত সমাজ গঠন করিতেছেন

এবং অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সভ্যতার উচ্চস্তরে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতি, ধর্ম, দেশ-নির্বিশেষে মানবের মধ্যে যে সাম্য আনয়ন-কল্পে সাধনা করিতেছেন তাহা প্রাচীন বুদ্ধ-শিষ্য ও খৃষ্ট-শিষ্যদেরই অনুরূপ। তবে ইঁহারা বর্তমানে অর্থনীতিক ক্ষেত্রেই এই সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। ইহা মঠগত-সাম্য নয় বা ফাঁকা আওয়াজ নয়। এইজন্যই লেখক এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান। লেখকের বরাবরের ধারণা বুদ্ধ, চৈতন্য, নানকের দেশবাসীদেরই হস্তে এই সাধনার ভার ন্যস্ত আছে। এইজন্যই পূর্বোক্ত স্নেফ্‌লিট যখন বলিয়াছিলেন, "It is written in the book that light comes from the East, that East is Moscow." [পুস্তকে (বাইবেলে) লেখা আছে, আলোক (জ্ঞান) পূর্বদিক হইতে আসিবে, মস্কোই হইতেছে সেই পূর্বদিক]। লেখক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, সেইদিক হইতেছে 'ভারত'। ইহা লেখকের জাতীয়তাবাদীয় কুসংস্কার হইতে পারে, জাতীয় অহমিকা হইতে পারে, কিন্তু এই ধারণা তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া আছে।

এই সময়ে লেখক শ্রীমতী রায়কে চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতির সহিত আলাপ করাইয়া দেন। রাটগার্সের সহিতও আলাপ হয়। চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, দলাদলি, ঝগড়া মিটাইয়া মস্কো যাওয়া উচিত। কারণ হেরম্ব গুপ্ত মেক্সিকোর ঝগড়া লইয়া তথায় আসিয়াছেন। রাটগার্স উভয় পক্ষের কথা পৃথক্‌ভাবে শুনিয়া বলিলেন, "উভয় পক্ষের পার্থক্য অতি সামান্য, তবে কলহটা একত্রীতভাবে মিটান প্রয়োজন। এইজন্য চট্টোপাধ্যায়ের হোটেলে রাটগার্স, গুপ্ত, ডাঃ হাফিজ, শ্রীমতী রায়, আগনেস স্মেডলি, লেখক প্রভৃতি উপনীত হন। শ্রীমতী রায় একটি লিখিত মন্তব্যে বলিলেন, "হেরম্ব গুপ্ত একজন অবিশ্বাস্য ব্যক্তি, অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে"—ইত্যাদি। হেরম্ব গুপ্ত বলেন, "রায় ৪০,০০০ হাজার ডলার জার্মাণ দূতাবাসের ভিনসেণ্ট ক্রাফ্‌টের নিকট হইতে লইয়া

আত্মস্মাৎ করিয়াছে" ।* শ্রীমতী রায় গুপ্তকে ইহার জবাবে বলেন, "তুমি মিথ্যাবাদী"। প্রত্যুত্তরে গুপ্ত তাঁহাকে বলেন, "তুমি মিথ্যাবাদী"। শেষে শ্রীমতী রায় বলিলেন, "যদি রায় টাকা লইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহার দলের কাছে হিসাব দিবেন। রায় যখন প্রথমে বার্লিনে আসেন তখন শ্রীমতী রায় লেখককে বলিয়াছিলেন, "যে টাকা রায় লইয়াছেন তাহা তিনি তাঁহার দলের কাছে হিসাব দিবেন"। অতঃপর আগনেস্ স্মেডলী প্রশ্ন করিলেন, "শৈলেনকে মেক্সিকো হইতে তাড়াইয়া ছিলেন কেন"? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "শৈলেনের কি মেক্সিকো হইতে ওই রকম ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করা উচিত ছিল, তুমিই বল না"? ইহাতে স্মেডলী বলেন, "না, শৈলেনের ইহা উচিত হয় নাই।"

শৈলেন ঘোষ যখন লেখককে পত্র লেখেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন: "রায় যখন আমাকে তাঁহার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন তখন আমি বিপদ মাথায় করিয়া রাইওগ্রাণ্ডে (Rio Grande) নদী রাত্রে সাঁতরাইয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করি" ।† ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা মেক্সিকোতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ পরোয়ানা তাঁহাদের বিরুদ্ধে ছিল। ইহারই ফলে, আমেরিকান পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া শৈলেনের চারি বৎসর জেল হয়। মস্কোয় রায়কে লেখক শৈলেন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তাহাতে তিনি বলেন, "আপনি ভিতরের কথা কিছু জানেন না, কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" লেখক ইহাতে লজ্জিত হন।

এই মিটিং-এ শ্রীমতী রায় আরও বলিলেন: "আমি এইস্থান হইতে কর্মী লইতে আসিয়াছি, ভারতের কর্মের সাহায্য জন্য। আমি জেনোভিয়েফ্‌কে

---

* দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ৺শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ লেখককে বলেন, এই টাকার সংখ্যা ৪০০,০০০ ডলার।

† এই ঘটনাটাই ৺বিনয় কুমার সরকার রঙ্গ চড়াইয়া "বাঙ্গালী তরুণের বীরত্বের কথা" নাম দিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কোন্ কোন্ বৈপ্লবিককে আসিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন" ?[১] তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি কেবল চট্টোপাধ্যায় ও দত্তর নাম জানি, সেইজন্য কেবল তাঁহাদেরই আসিবার জন্য পাশপোর্ট পাইবার আদেশ দিয়াছি"। অতঃপর, তিনি ভারতীয় কর্মের জরুরী বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ভারতীয় সীমান্তে ছয়জন তুর্কি পাশা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, উদ্দেশ্য ভারতে রাজ্য স্থাপন করা।" এই কথা শুনিয়া ডাঃ হাফিজ হাসিয়া ফেলিলেন। এইস্থলে বক্তব্য যে, যুদ্ধে তুর্কির পতনের পর, এইসব পাশারা ভারত সীমান্তে আসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বাবরের ন্যায় ভারতে ভাগ্যানুসন্ধান করিতে। মুসলমানেরা চিরকালই হিন্দুকে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভারতবর্ষকে বীরভোগ্যাবস্তু বলিয়া মনে করেন। এই মনস্তত্ত্ব বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় নাট্যকার খাডেলকারের "পাণিপথে মবেড়া" (পাণিপথের প্রতিশোধ) নামক নাটকে মহারাষ্ট্রীয় বীরের কথায় বলিয়াছেন : "কি ! বিদেশীরা ভারতকে মেওয়া মনে করে"। ইউরোপীয় সংবাদপত্রে জামাল পাশা ও এনভার পাশার ভারত-সীমান্তে আগমনের কথাই উল্লিখিত হয়। নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর জামাল একজন আরমানী বৈপ্লবিকের হস্তে নিহত হন। আর এনভার তুর্কিস্থানের সোভিয়েট বিপক্ষীয়দলের সহিত একত্র হইয়া তথায় একটি স্বতন্ত্র ইসলামীয়-রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে রুষ-সৈনিকদের হস্তে নিহত হন।

পুনরায় শ্রীমতী রায় প্রাচ্য-দেশসমূহের বিষয়ে জেনোভিয়েফের মত ব্যক্ত করেন। জেনোভিয়েফ্ মনে করেন, "দাড়ীওয়ালা মোল্লা প্রভৃতি দ্বারা প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে লোককে উত্তেজিত করা প্রয়োজন। তিনি দাড়ী-ধারী আবদুল রব পেশোয়ারীকে ভারতীয় মুসলমানদের নেতা বলিয়া সম্মানের সহিত করমর্দন করেন"। এই বাদানুবাদের শেষে রাটগার্স

১। এই সময়ে জিনোভিয়েফ কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সভাপতি ছিলেন।

বলিলেন, "উভয়দলের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই ; তবে জার্মাণদের কাছ হইতে টাকা লওয়ার কথা, বুর্জোয়াদের নিকট হইতে যে কোন উপায়ে মুচ্ড়াইয়া টাকা লইলে অপরাধ হয় না"। এই কম্যুনিষ্ট আধ্যাত্মিক-নীতি শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চার্যন্বিত হন। চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "এইকথা এইস্থলে প্রযোজ্য হয় না। বুর্জোয়ার টাকা ঠকাইয়া কম্যুনিষ্ট কর্মে লাগাইবার কথা, এই ঝগড়াতে খাটে না। এইস্থলে কম্যুনিষ্ট Ethics-এর মর্ম উপলব্ধি করা গেল।

শেষে সকলেই মস্কো অভিমুখে রওনা হইলেন! চট্টোপাধ্যায়, আগনেস্ স্মেডলি ও খানখোজে একত্রে যাইলেন। শ্রীনলিনী গুপ্তকে রুষে ছাড়িয়া দিবার জন্য পাঠান হয়। বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও লেখক পৃথক্ভাবে যান। নলিনী গুপ্ত ব্যতীত ইঁহারা সকলেই "Indian Revolutionary Committee" (ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি) যাহা বরোডিন দ্বারা বার্লিনে অনুমোদিত হয়, তাহার সভ্যরূপে মস্কোতে যান। তথায় যাইয়া তাঁহারা পুরাতন পরিচিত আবদুর রব পেশোয়ারী ও ত্রিমূল আচারিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁহারা তাসখেণ্ট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মস্কোতে যাইয়া বরোডিনের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। চট্টোপাধ্যায়কে তিনি বলেন, তোমাদের মস্কোতে আগমনে বিলম্ব সাধনের জন্যই আমি উপরোক্ত কমিটি স্থাপন এবং তথায় বিবিধ কার্য করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। ইহার অর্থ পরে পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয়। লেখক পুনরায় বরোডিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, "তুমি আসিয়াছ, ছয় মাস অপেক্ষা কর, সকলের সহিত দেখা হইবে। এইস্থানে এই প্রকার কার্যই হয়"। † পরে জানা গেল যে, তিনি আমাদের দলের কোনও একজনকে

† অসওয়াল্ড স্পেংলার প্রাচ্যের, কাল ও অনন্ত এবং স্থানও (space) অনন্ত বলে শ্লেষাক্ত্যা মিথ্যা দেয় নাই। কিন্তু লেখকের মতে এই প্রাচ্য ক্রান্স পর্বন্ত বিস্তৃত। অবশ্য ইহার অর্থ কৃষ্টিগত। জার্মাণি ইহার বাহিরে।

বলিয়াছিলেন, তোমরা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি সকলকে লইয়া সম্মেলন করিয়া একটি কমিটি স্থাপন কর।

ইতিমধ্যে তাসখেণ্টের ব্যাপার শোনা গেল। আচারিয়া ও আবদূর রব মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত কাবুল যান। ইহা মহেন্দ্রপ্রতাপের দ্বিতীয়বার তথায় গমন। তখন আমানুল্লা আমীর হইয়াছেন। পরে আচারিয়া ও আবদূর রব তথা হইতে মস্কো অভিমুখে যান। ইতিমধ্যে রায় মস্কোতে আসিয়াছেন; কম্যুনিষ্ট-আন্তর্জাতিক স্থাপিত হয় এবং প্রথম বৎসরের (১৯২০ খৃষ্টাব্দ) জন্য এম, এন, রায় এবং ত্রিমূল আচারিয়া ভারতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতিতে স্থান পরিগ্রহণ করেন। এইস্থলে জানিতে হইবে যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনেক পার্থক্যের মধ্যে একটি কথা এই যে, দ্বিতীয়টিতে প্রপীড়িত প্রাচ্য ও আফ্রিকার কোন প্রতিনিধি কার্যকরী সমিতিতে স্থান পান নাই অর্থাৎ কোন "রঙ্গিনবর্ণের" (Coloured) লোক এই আন্তর্জাতিকের উচ্চপদে নির্বাচিত হন নাই। ইহা কেবল সাম্রাজ্যবাদীয় দেশসমূহের শ্রমিকদলের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহার মত ও কার্যকলাপ কিঞ্চিৎ সাম্রাজ্যবাদীয় রঙ্গে রঞ্জিত ছিল। এই দলের উপর টেক্কা দিবার জন্য লেনিনের দল প্রাচ্য-দেশসমূহের লোকদের তোয়াজ করিতেছিলেন। কার্যকরী সমিতিতে "কালা আদমি"র প্রয়োজন, এইজন্যই ভারতবাসীকে আমদানি করা হইয়াছিল এবং হাতের কাছে যাহাকে পাওয়া গিয়াছিল তাহাকেই লওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) কার্যকরী সমিতিতে এম, এন, রায় একক ছিলেন। তখন আচারিয়ার সহিত রায়ের তুমুল কলহ হইয়াছে। ইহাই হইতেছে সত্য ঘটনা যাহা এই দেশের স্বাভাবিক অভ্যাস বশতঃ রঞ্জিত হইয়া গল্প প্রচারিত হয় যে, রায় তৃতীয় বা কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম স্থাপয়িতা।

তাসখেণ্টে তখন বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় বৈপ্লবিকের আগমন হইয়াছে।

মৌলবী ওবাইদুল্লার সহিত যে সব মুসলমান যুবক কাবুলে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে পলাইয়া তাসখেণ্টে সমবেত হইয়াছিলেন। আবদুর রব তথায় "Indian Nationalist Association" (ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংঘ) নাম দিয়া একদল এই মুজাহারিণ তরুণ লইয়া কার্য করিতেছিলেন। এই প্রাচ্যদেশীয় কর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য লেনিন একজন রুষিয় কমরেড প্রেরণ করেন। পরে উচ্চপদে আর একজন রুষও নিযুক্ত হন। তারপর রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায় উভয়ে সস্ত্রীক তথায় যান।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় যখন প্রথমে মস্কোতে যান তখন রায় তথায় ছিলেন না; তিনি কাবুলাভিমুখে রওনা হইয়াছেন। লোকমুখে শুনা গিয়াছিল যে, তিনি ট্রট্স্কিকে বলিয়াছিলেন, রুষিয় লালপণ্টন যেন ভারত সীমান্তে লইয়া যাওয়া হয়। ট্রট্স্কি বলেন, তাহা অসম্ভব; তৎপর, রায় ভারত সীমান্তে যাইয়া আড্ডা স্থাপন করিয়া তথা হইতে প্রচার করিতে ইচ্ছুক। ইহা তিনি বার্লিনে লেখকেও বলিয়াছিলেন। আরও শ্রবণ করা গেল যে, তিনি নাকি সমগ্র ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বোলশেভিক আন্দোলনরূপে পরিবর্তন করিবার আশ্বাস কম্যুনিষ্ট নেতাদের দিয়াছিলেন। তৎকালে যখন সোভিয়েট-রুষকে সাম্রাজ্যবাদীয় শক্তিসমূহ চারিদিক ঘিরিয়া ধ্বংস-সাধনে চেষ্টিত, তখন "জগৎ-বিপ্লব" জন্য মস্কোতে বড় ধূম পড়িয়াছিল। নানাপ্রকারের লোকদের তাহারা উস্কানি দিতেছিল। আসল বোলশেভিক নেতারা বাস্তববাদী লোক, তাঁহারা প্রাচ্য সম্বন্ধে বরাবরই বাস্তববাদী ছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক দলের অনেকে ধর্মান্ধ, অনেকে ভাববিলাসী, অনেকে সুবিধাবাদীও ছিলেন। বার্লিনে আসিয়া লোক-পরম্পরায় শুনা যায় যে, কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নেতার দল দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লণ্ডনের কম্যুনিষ্ট নেতা ভারতীয় শকলতওয়ালা (S. Saklatwala) মহোদয় ভারতীয় খেলাফৎ কমিটির ইংলণ্ডস্থিত প্রতিনিধিকে বলিযাছিলেন, তোমাদের এক মিলিয়ন পাউণ্ড দিতেছি,

তোমরা খেলাফৎ আন্দোলনটিকে বোলশেভিক আন্দোলনে রূপান্তরিত কর ; এমনই কম্যুনিষ্ট নেতাদের ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান, এমনই তাহাদের মার্ক্সবাদীয় কর্মের ধারা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আবদুর রহমান সিদ্দিকির* সহিত লেখকের বার্লিনে প্রথম আলাপ হয়। তাঁহাকে লেখক এই কথা সত্য কিনা যখন জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বলেন, "হাঁ"। সিদ্দিকিই খেলাফৎ কমিটির ইংলণ্ডস্থিত প্রতিনিধি ছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বোলশেভিক নেতারা ভারতের জাতীয়তাবাদীয় কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। এই বিষয়ে পরে আরও বক্তব্য আছে।

চট্টোপাধ্যায় প্রথমবার মস্কোতে যাইয়া একজন পাঠান যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই যুবক সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র পাঠান রাষ্ট্রের অধিপতির পুত্র। বোধ হয়, ইংরেজ বিদ্বেষ বশতঃ এই নবাবপুত্র ঘুরিতে ঘুরিতে মস্কোতে উপনীত হন। তিনি চট্টোপাধ্যায়কে একটি চমকপ্রদ সংবাদ দেন। রায় আফগানিস্থান অভিমুখে গমনকালে তাসখেণ্টে স্থিতি করেন এবং তথায় তাঁহার অসুখ হয়। ইহা শুনিয়া খলিল পাশা (কুতালামারা বিজেতা এবং এনভার পাশার ভাগিনেয়) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অনেক তুর্কি পাশাই ভারত সীমান্তে যাইবার জন্য মধ্য-এসিয়ায় সমবেত হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি তথাকার মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার করেন, রায় আমীর আমানুল্লাকে হত্যা করিতে চাহেন। ইহাতে প্যান্-ইসলামিয় মুসলমানেরা রায়ের বিপক্ষে ক্ষেপিয়া উঠেন। যতদূর স্মরণ হয়, উপরোক্ত পাঠান যুবকটি বলিয়াছিলেন, রায় খলিল পাশাকেই এই কথা বলিয়াছিলেন। এই যুবকটি চট্টোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "আমি

* ইনি পরে কালকাতার বিভিন্ন রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট পদাভিষিক্ত হন এবং পরে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্ণর হন। ইনি বার্লিনে বৈপ্লবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতেন।

চাই রায়কে কেহ মারিয়া ফেলুক; কিন্তু কাবুলে হিন্দু হত্যা হইলে গোলমাল হইবে সেইজন্য ইহা আমি চাই না"। ইহাতে চট্টোপাধ্যায় ব্যস্ত হইয়া মস্কোর ফরেণ অফিসে সংবাদ দেন, যেন রায় আফগানিস্থানে না যান। উক্ত অফিস রায়ের আফগানিস্থান যাইবার উদ্দম টেলিগ্রাম দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন। যে চট্টোপাধ্যায়ের নিন্দা রায় করিতেছেন, তাঁহারই প্রচেষ্টায় রায়ের জীবন এই যাত্রায় বাঁচিয়া যায়। পরে, রায়ের সঙ্গে লেখকের এই বিষয়ে মস্কোতে আলাপ হয়। তিনি বলিলেন, আমি আমার সহকারী আবদুর রব পেশেয়োরীকে বলিয়াছিলাম, "আমানুল্লাকে না সরাইলে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে অভিযান করিবার সুবিধা হইবে না"। লেখক বলেন, "আপনি কি জানিতেন না যে, উক্ত ব্যক্তি একজন গোঁড়া প্যান-ইসলামিষ্ট" ? তিনি বলিলেন, "আমি একজন সহকর্মীকে এই কথা বলিয়াছিলাম, কমরেড হইয়া তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন তাহা আমি কি প্রকারে জানিব"। পরে রায় লেখককে বলেন, "আপনি ওই পাঠান যুবককে জাতীয়তাবাদী বলেন" কিন্তু তিনিই এক্ষণে আমানুল্লার গভর্ণমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগ গঠন করিতেছেন"। কিন্তু ইংরেজের কবল হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার ইচ্ছার সহিত বিদেশের শাসনাধীন চাকরি লওয়ায় ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের কি বিপক্ষাচরণ হইল তাহা বোধগম্য হয় না। তখন রায়ও রুষিয়-এজেন্ট ছিলেন ! এই প্রকারেই রায়ের ধুমধাম করিয়া আফগান-ভারত সীমান্তে গমন বন্ধ হয়।

মস্কোতে উপনীত হইয়া আচারিয়া ও পেশোয়ারীর সহিত বার্লিনের দলের সাক্ষাৎ হইল। রায় তখন তাসখেণ্টে ছিলেন। পরে তিনি ও অবনী সস্ত্রীক এবং জনকতক মুজাহারিণ যুবক সঙ্গে লইয়া মস্কোতে প্রত্যা-বর্তন করেন। ইতিমধ্যে সময় বৃথা যাইতেছে দেখিয়া আন্তর্জাতিক অফিসের সেক্রেটারী সাবিটস্কি (Sabitsky বা Savitch) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লেখক বলেন, "আমরা এতদিন এখানে আসিয়াছি, কোন

কার্যই অগ্রসর হইতেছে না"। তিনি বলিলেন, "রায় প্রত্যাবর্তন করুক, তখন একটা কমিশন বসাইয়া কর্ম-পদ্ধতি স্থির করা যাইবে"। ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল বার্লিনের ভারতীয় "বৈপ্লবিক কমিটি"র সভ্যরূপে আমরা রাশিয়াতে আহুত হইয়াছি এবং এই পরিচয়ই লেখক তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, "এই কমিটির মূল্য আমাদের কাছে কিছুই নাই"। ইতিমধ্যে মস্কোতে চট্টোপাধ্যায় ও আগনেস স্মেডলী কম্যুনিষ্ট মতানুযায়ী উভয়ে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরে লেখক চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, "এই বিবাহ আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিয়া লও"। তিনি বলিলেন, "আমি প্যারিসে আমার পূর্ব-স্ত্রীর সহিত ডিভোর্স গ্রহণ করিবার জন্য ব্যারিষ্টার লংগেকে লিখিয়াছি। চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মঠে (convent) সন্ন্যাসিনী (nun) হইয়াছেন এইজন্য ডিভোর্স লওয়া সম্ভব হইতেছে না"।*

যাহা হউক যখন রুষে বৈপ্লবিকদের দুইটি দল হইয়াছে তখন তাহাদের কার্যকলাপ শুনিয়া নিজেদের গতি নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা চিন্তা করিয়া সকলকে একটি সভায় আহুত করা হইল। রায় স্বীয়দলের কার্যের জবানবন্দী দিতে লাগিলেন। যখন রায় তাঁহার এই জবানবন্দী দিতেছিলেন তখন আগনেস কি যেন বলিয়া উঠেন তাহাতে অবনী হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া বলেন, "who cares to hear such a woman as that" (এই প্রকার স্ত্রীলোকের কথা কে গ্রাহ্য করে)। ইহাতে চট্টোপাধ্যায় অবনীকে মারিতে উঠেন এবং সভায় ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হয়। অবনীর স্ত্রী তাঁহাকে সরাইয়া লইয়া যান। রায় আগনেসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন, "আপনি তো আমায় জানেন, আমার কোন অপরাধ নাই"—ইত্যাদি। অবনীর এই উক্তিতে একটি কুৎসিৎ ইঙ্গিত ছিল।

* আগনেস্ স্মেডলী তাঁহার "Eine Frau ohne Mann" (স্বামী-বিহীন একজন স্ত্রী) নামক পুস্তকে এই প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আশ্চর্যের কথা, ইঁহারা সকলেই নিজেদের "কম্যুনিষ্ট" বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের ইউরোপের বৈপ্লবিকদের জীবনের সহিত পরিচয় বা মার্ক্সবাদীয় সমাজ-দর্শনের সহিত একেবারেই পরিচয় নাই। রুষিয় বোলশেভিকরা যেন বাজার খুলিয়াছেন ; সেই লোভেই নানা মতলবের লোক তথায় জুটিয়াছে—তাই এত বিভ্রাট।

এই ঘটনার পর, পেশোয়ারী বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় সর্বস্থলেই এই প্রকারের গোলমাল করেন"। রায় লেখককে বলিয়াছিলেন, ইহা সত্ত্বেও আমরা পরের মিটিং-এ যাইব। কিন্তু মিটিং ডাকিয়া কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা বৃথা কারণ আন্তর্জাতিকের হস্তেই সমস্ত কর্ম-পদ্ধতি ঠিক করিবার ভার।

এই সময়ে অবনী মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বার্লিনাগত দল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে তাহাদের বদনাম করিয়া বেড়াইত এবং আরও নানা রকমের উৎপাত করিত। এইরূপ করিয়াই সে পার্টি পলিটিক্স চালাইত। শেষে উত্যক্ত হইয়া চট্টোপাধ্যায়, লোহানী প্রভৃতি ভে, চে, কা'র (Ve, Che, Ka) কর্মকর্তা মগিলোস্কিকে এক দরখাস্ত পাঠাইতে চায় যে, অবনী যে সকল কাজ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যেন সে একজন গোয়েন্দা (acting as if an agent-provocateur) সেইজন্য তাহাকে মস্কো হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক। লেখক চট্টোপাধ্যায়দের বাক জালে বাধ্য হইয়া সেই দরখাস্তে সহি করেন। ইহাতে কলহ আরও বাড়িয়া যায়। ইংরেজ ডেলিগেট্ কোয়েল্চ (Quelch) লেখককে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, লেখক তাহাতে নিরুত্তর থাকেন। কিন্তু রাটগার্স বলেন, "ভারতীয়দের ঝগড়া এতই প্রবল যে স্বয়ং ডেরজিন্সকিকে (Dzerjinsky—Ve, Che, Ka-র সর্বপ্রধান অধ্যক্ষ) ভারতীয় কমিশনের সভাপতিত্ব করিতে হইবে"। ব্যাপারটা পরে বুঝিলাম, মুখোপাধ্যায় বিদেশীয় ডেলিগেট্দের কাছে বলিয়া বেড়াইতেন, "বার্লিনাগত বৈপ্লবিকেরা "জার্মাণ-এজেণ্ট"। তাহারা জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কাজ করিত। তাহারা কম্যুনিষ্ট নহে"—ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, আরও অনেক রকমের খুনশুড়ি করিত। এইজন্যই

একজন ইংরেজ ডেলিগেট্ লেখককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি বার্লিনে কি করিতে ; জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের হ'য়ে কাজ করতে ?" লেখক ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এবং বাড়ী হইতে টাকা পাই।"

অবশেষে কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিশন বসিল, ইহাতে বরোডিন, কোয়েল্‌চ, রাটগার্স এবং সমস্ত ভারতীয়রা একত্রিত হইলেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন রাটগার্স। তিনি প্রত্যেকের নাম ডাকিয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, আমরা একদলস্থ-ব্যক্তি। দলের প্রতিনিধি হইয়া একজন মতামত দিবেন। ইহার প্রত্যুত্তরে বরোডিন বলিলেন, "আমরা কোন দলকে জানি না ; লোক যাচাই করিয়া, কার্যের উপযুক্ত বাছাই করিয়া লইব। ইহার অর্থ, তাঁহাদের পছন্দ মত "এজেণ্ট" ঠিক করিবেন। ইহাতে বার্লিনাগত-ব্যক্তিরা বলিলেন, "তাহা হইলে আমরা এই কমিশন বয়কট্ করিলাম। তত্রাচ ভারত সম্বন্ধে নিজেদের মত বলিয়া লোহানী তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বরোডিন ও রাট্‌গার্স পরে আবদুর রব পেশোয়ারী দলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পেশোয়ারী বলেন, "সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগে ইংরেজদের চর রহিয়াছে যাহারা ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্মকে সোভিয়েট সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে"। লোহানীর সহিত বরোডিনের পুনরায় সাক্ষাৎ হয় ; তিনি লোহানীকে বলেন, এই বার্লিনস্থ ভারতীয়েরা দেশে ফিরিবে না ; তুমি টাকা লইয়া দেশে যাও ও বিপ্লব কর। অন্যপক্ষে বার্লিনাগত ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা কমিশন বয়কট্ করাতে কর্মের কোন মিমাংসা হয় নাই। "ভারতীয়েরা কমিশনে যোগদান করিতে রাজি নহে", আন্তর্জাতিকে এই রিপোর্ট দিয়া রাটগার্স সাইবেরিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে কার্য ধামাচাপা পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে আগনেশ-স্মেডলীর তত্রস্থ আমেরিকান বন্ধুদের দলে লইয়া চট্টোপাধ্যায় নিজের

মত প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এখনকার ভারতের অবস্থায় শ্রমিক ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সম্ভবপর নহে; কেবল ইংরেজ তাড়াইবার জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু ইহা লেখক ও তাঁহার বন্ধুদের মত নহে। এই সময়ে আগনেসের ইংরেজ-বিদ্বেষ, লেখক ও তাঁহার বন্ধুদের কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ : একবার গুটিকতক বৈদেশিক ডেলিগেট্ রেল দুর্ঘটনায় মারা যান। মৃতদেহ মস্কোয় আনা হয়। বক্তৃতাদির পর কবরের জন্য শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। যে কফিনটিতে লেখক কাঁধ দিয়াছিলেন তাহাতে একটি ইংরেজের শব ছিল। লোহানী রাস্তায় ইহা লক্ষ্য করেন এবং বলেন, "It is chivalrous on your part Dutt for being an Indian to carry the dead body of an Englishman". (ভারতীয় হইয়া ইংরেজের শব বহন করা তোমার পক্ষে ঔদার্যজনক ব্যবহার)। অগানেস এই বিষয়ে তোমার সহিত কথা কহিবেন। পরে লোহানীর কাছ হইতে শুনিয়া আগনেস লেখককে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ভারতীয় হইয়া কি করিয়া ইংরেজের মৃতদেহ বহন করিলে"? লেখক প্রত্যুত্তর করেন, "এইস্থলে সেও ইংরেজ ছিল না আর আমিও ভারতীয় ছিলাম না। সে আমার কমরেড ছিল, কমরেডোচিত কর্ম করিয়াছি"—ইহাতে তিনি নিরুত্তর হন।

এই সময়ে ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট নেতা ভিয়া কুতুরিয়ে (Vaillant-Coutourier) মস্কোয় আসেন। তাঁহার সহিত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের আলাপ হয়। তিনি নামজাদা ব্যক্তি, সমস্ত বোলশেভিক নেতাদের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। তিনি চিচেরিণ প্রভৃতির সহিত ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিকদের বলেন, "রায়ের পতন হইয়াছে" (Roy et tombe)। ইহারা ভারত সম্বন্ধে রায়ের উৎকট কম্যুনিষ্ট ধর্মান্ধতা পচ্ছন্দ করেন না। এই সময় তিনি আরও বলিলেন যে, "তিনি আন্তর্জাতিকের কাছে এই মন্তব্য পেশ করিবেন যে,

ভারতের বিপ্লবের জন্য ইংরেজ কমরেডদের কাছে অস্ত্রাদি সংগোপনে রাখিতে হইবে"। ইহাতে চট্টোপাধ্যায়দের আপত্তি হয়। তাহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সিরিয়ানদের (Syrian) ফরাসীদের উপর অবিশ্বাস এবং ভারতীয়দের ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস" কুতুরিয়ো মহোদয় পরে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে চিচেরিণ প্রভৃতির সহিত আলোচনা করেন এবং বলেন, "সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যেন চট্টোপাধ্যায়কে ভারতীয় বিপ্লব কর্মে সাহায্য করেন"। চিচেরিণ প্রত্যুত্তর করেন, "আমি কিছুই করিতে পারি না"। পরে চট্টোপাধ্যায় বুখারিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, "ভারত বিষয়ে আমার কোন স্বার্থ নাই, আমি নিজের কাজেই ব্যস্ত"। তিনি আরও বলেন, "Roy is a fanatic, he does not know the A. B. C. of Communism, the pre-requisite of a Communist revolution does not exist in India." (রায় একজন ধর্মান্ধ ব্যক্তি; সে কম্যুনিজ্‌মের কিছুই বুঝে না; কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পূর্ব উপাদানই ভারতে নাই)। পরে বরোডিনের বিপক্ষে নালিশ শুনিয়া বুখারিন বলেন, "বরোডিন একজন পুরাতন কর্মী"। কিন্তু এই সময় ত্রিমূল আচারিয়া চিচেরিণকে ঘন ঘন পত্র লিখিতেন যে, বরোডিন একজন ইংরেজের চর, সেইজন্য সে ভারতীয় বিপ্লব কর্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন। এই উপলক্ষ করিয়া বহুপরে ইউরোপেতে চিচেরিণ লেখকের বন্ধু আবদুল ওহেদকে বলিয়াছিলেন, "বেচারা আচারিয়া অনুযোগ করে আমায় সুদীর্ঘ পত্র লিখিত আর আমি তাহা পড়িয়া হাসিতাম"।

এই প্রকারে তিনমাস কাটিল। নূতন কোন কমিশন বসিবার উদ্যোগ দেখা যাইল না। ইত্যবসরে রাকোসি (Rokosi) যিনি এখন হাঙ্গারীয় প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, তিনি কমিশনের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন এবং কার্য তৎপরতা প্রদর্শন করেন। ভারতীয়দের কর্ম-পদ্ধতি নির্দেশ দিবার জন্য তিনি একটি নূতন কমিশন আহ্বান করেন।

নলিনী গুপ্তের সাথে তাঁহার আলাপ ছিল। নলিনী রুষে আসিবারকালে রাকোসির সহিত এক জাহাজের সহযাত্রী ছিল। সে লেখককে জানায়ঃ রাকোসি বলেন, "আমি রায়ের দলও জানি না, আর দত্তের দলও জানি না; আমি উভয়কে সম্মিলিত করিয়া একটি দল গঠন করিব"। এই সময় শুনা যায়, তিনি জেনোভিয়েফের (Zinovieff) দলের লোক; প্রাচ্য সম্বন্ধে তাঁহার কর্ম-পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে চান। রাকোসি ওয়াহেদকে বলেন, "রায়েরা এক মিলিয়ন রুবল বৃথা ব্যয় করিয়াছে, কোন কর্ম করে নাই"। ইতিমধ্যে কমিশন বসিল, তাহার সভাপতি হইলেন স্কটল্যাণ্ডের ডেলিগেট্ জেমস্ বেল (James Bell)। ইহা শুনিয়া আগনেস স্মেডলী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন এবং লেখককে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলেন, "ধিক্, ধিক্, ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কমিশনে একজন ইংরেজ সভাপতি"। এই প্রকারের মনোবৃত্তি লেখকের বন্ধুদের কাছে বড়ই অপ্রিয় হয়। ইহাতে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা আরও বাড়িয়া যায়। এইস্থলে বক্তব্য যে, ইতিপূর্বেই চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার স্মেডলি, লোহানী, খানখোজে প্রমুখ দলের সহিত লেখক, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং আবদুল ওয়াহেদের মতভেদ হয় এবং রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্তি ঘটে। আদর্শ জনিত কর্ম-পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই এই মতভেদ হয়। অনুমান হয়, আগনেশ স্মেডলীর প্রভাবেই চট্টোপাধ্যায়ের মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বে আমেরিকাতে স্মেডলীর সহিত বোম্বাইয়ের শ্রমিকনেতা এন্ এম্ যোশীর সাক্ষাৎ হয়। যোশীর নিকট হইতে তিনি তদানীন্তনের শ্রমিক আন্দোলনের দুর্দশা শ্রবণ করেন যে, শ্রমিকদের মধ্যেও জাতিভেদ ও ধর্মভেদ বিশেষভাবে বর্তমান আছে। তাহাদের একজাতীয়তা বোধ নাই। নেতাদের মধ্যে কেবল গান্ধীই কিঞ্চিৎ গরীবের দরদী ইত্যাদি। তদুপরি স্মেডলীর মত এই উপস্থিত ক্ষেত্রে ভারতে ইংরেজ বিপক্ষে জাতীয়তা-আন্দোলনই প্রয়োজন।

এই মত চট্টোপাধ্যায়ের দল গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেনঃ "ভারতে শ্রমিক আন্দোলন করিবার ক্ষেত্র নাই, কেবল জাতীয় আন্দোলন কর"। এই তথ্যই তাঁহারা সর্ব দেশীয় ডেলিগেট্‌দের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রকারে উভয় দলের মধ্যে মতের এবং পথের পার্থক্য ঘটে। পরে যখন জেমস্ বেলের (James Bell) নেতৃত্বে কমিশন্ বসিল তখন সকল ভারতীয় বৈপ্লবিকই তথায় সমবেত হইলেন। কমিশনে বরোডিনকে উপস্থিত দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রথমোক্ত কি সম্পর্কে তথায় উপস্থিত আছেন"? সভাপতির নিকট হইতে উত্তর আসে, "কমিশনের সভ্য হিসাবে"। তাহাতে চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তাহা হইলে আমি এই কমিশনকে বয়কট্ করিব"। সভাপতি ইহা অগ্রাহ্য করিলে, চট্টোপাধ্যায় সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে বরোডিন একজন ভারতীয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "কিরূপে তাহারা এই কমিশনে যোগদান করিয়াছেন. ব্যক্তিগতভাবে না—দলগতভাবে"? তিনি বলিলেন, "ব্যক্তিগতভাবে"। ফলতঃ এই কমিশনে রায়ের একটি 'থিসিস্' যাহা তিনি ইতিপূর্বেই ছাপাইয়াছিলেন এবং আন্তর্জাতিকে পাঠাইয়াছিলেন; লেখক এবং তাঁহার বন্ধুদের একটি 'থিসিস্' এবং চট্টোপাধ্যায়দের একটি 'থিসিস্' উপস্থাপিত করা হয়।

রায়ের এই থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, প্রথমে রাজনীতিক-বিপ্লব তারপর সামাজিক-বিপ্লব। এই বিষয়ে লেখক রাটগার্স প্রভৃতিদের আলোচনা করিতে শুনিয়াছিলেন যে, বিপ্লবকে এইভাবে বিভাগ করা ঠিক হয় নাই। চট্টোপাধ্যায়দের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অগ্রে ধ্বংস করা প্রয়োজন। তজ্জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক একটি "Revolutionary Board (বৈপ্লবিক-কমিটি) স্থাপন করিয়া ভারতে বৈপ্লবিক কর্মে সহায়তা প্রদান করুক। ইহা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের অভিমত। ট্রয়ানোস্কি ইহা পাঠ করেন এবং বলেন, ইহা "ন্যাশনালিষ্ট থিসিস্"।

চট্টোপাধ্যায় তাঁহার থিসিস্ মহাত্মা লেনিনের নিকট পাঠাইয়া দেন। লেনিন তাহার উত্তর দেন :—

"প্রিয় কমরেড চট্টোপাধ্যায়,

আমি আপনার থিসিস্ পড়িয়াছি। আমি আপনার সহিত একমত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিতেই হইবে। কখন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তাহা আমার সেক্রেটারী আপনাকে জানাইবেন।

ভি. উলিয়ানফ্ (লেনিন)

পুনঃ—আমার ভুল ইংরাজি অনুগ্রহ করিয়া মাফ করিবেন"।*

লেখকের "থিসিসের" প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: যতক্ষণ বিদেশী শত্রু মাথার উপরে আছে, ততক্ষণ বিভিন্নশ্রেণীকে একত্রভাবে কর্ম করিয়া রাজনীতিক বিপ্লব সংসাধিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে তিনি মার্ক্সের "সিভিল ওয়ার ইন্ ফ্রান্স" নামক পুস্তক হইতে নজীরস্বরূপ মার্ক্সের মত উদ্ধৃত করেন। কিন্তু প্রথম হইতেই কম্যুনিষ্ট দল সংগঠিত করিতে হইবে যাহা রাজনীতিক বিপ্লবের পর সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা সোসালিজম্ দেশ মধ্যে স্থাপন করিবে।

লেখক তাঁহার "থিসিস্" লেনিনের নিকট রাকোসির মারফৎ পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন :—

"To

The Comrade Bhupendranath Datta

Dear Comrade Datta,

I have read your Thesis. We should not discuss about the Social classes. I think we should adide by

* ইহা সুবিদিত যে কাহাকেও ইংরেজিতে পত্র লিখিলে ভাষায় ভুল থাকিলে তাহা তিনি উক্ত প্রকারে মাফ চাহিতেন।

my thesis on colonial question. Gather statistical facts about Peasants' League if they exist in India.

Yours ...,
V. Ulianov (Lenine)"

"প্রিয় কমরেড দত্ত,

আমি আপনার থিসিস্ পাঠ করিয়াছি। সামাজিক-শ্রেণীসমূহ বিষয়ে আলোচনা করা আমার মতে অনুচিত। আমার মনে হয় আমার কলোনীয় সম্বন্ধের থিসিস্ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। যদি ভারতে কৃষক-সংঘসমূহ থাকে তৎ-বিষয়ে সংখ্যা-শাস্ত্রীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করুন।

আপনার ...,
ভি. উলিয়ানফ্ (লেনিন)"

এই উভয় পত্রের ভাব যে বিভিন্ন রকমের তাহা বেশ বোধগম্য হয়। প্রথমটিতে তিনি নিজের ইংরাজি লেখার মধ্যে ভুল থাকিলে তজ্জন্য লজ্জিত। দ্বিতীয়টি সেই ভুল থাকা সত্ত্বেও তাহার উপেক্ষা আছে। চট্টোপাধ্যায়ের থিসিস্ যেমন "ধরি মাছ না ছুঁই পাণি" লেনিনের জবাবও তদ্রূপ। উপরন্তু, লেখকের থিসিসের উত্তরে যে পত্র তিনি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি কমরেডগত কার্যের হুকুম ছিল। তদুপরি উভয় পত্রে লেনিনের এই মত ব্যক্ত হয় যে, ভারতে উপস্থিত সামাজিক দ্বন্দ্ব না বাধাইয়া বৈপ্লবিকেরা একত্রিত হইয়া ভারত স্বাধীন করুক।

কমিশনের সভ্য ছিলেন ভারতীয় বিভিন্ন দল এবং আন্তর্জাতিকের পক্ষ হইতে সভাপতি জেমস্ বেল, বরোডিন, ট্রয়ানোস্কি, ডাক্তার তাল-হাইমার (Thalheimer), ইনি জার্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ফ্রাই-হাইটের (Freiheit) সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিকের সেক্রেটারী রাকোসি।

কমিশন দুইদিন বসিয়াছিল। প্রথমদিনে লোহানী তাঁহাদের থিসিস্ পাঠ করিলেন। খানখোজে বলিলেন, "কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করিতে হয় কর, শ্রমিক আন্দোলন গঠন করিতে হয় কর,"। দ্বিতীয় দিবসে লেখকদের দলের থিসিস্ পড়িবার কথা। লেখক বলিলেন, "তাঁহার লিখিত থিসিসের একটি কপি লেনিনের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই থিসিস্ দীর্ঘ, এইজন্য তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সার তিনি পাঠ করিতেছেন"। থিসিস্ পাঠ করিবারকালে লেখক কার্লমার্ক্সের অভিমত অনেকবারই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া তালহাইমার ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "Our Indian Comrades have read too much of Karl Marx". (আমাদের ভারতীয় কমরেডরা খুব বেশী কার্লমার্ক্সের পুস্তক অধ্যাপনা করিয়াছেন)। এই সময়ে বরোডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ও রায়ের মতের পার্থক্য কোথায়"? লেখক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "রায় ন্যাশনালিষ্টদের সহিত কার্য করিতে চাহেন না। বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভারতে ন্যাশনালিষ্ট ছাড়া আর পাইবে কাহাকে"? তাহাতে বরোডিন বলিলেন, "ইহা ঠিক"। সর্বশেষে আগনেস্ স্মেডলী ভারত সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত ক্ষুদ্র মন্তব্য পাঠ না করিয়া সভাপতির হস্তে প্রদান করেন। বেল তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কমরেড, আপনি I.W.W-এর লোক হইয়াও এত ইংরেজ বিদ্বেষী? সর্বশেষে রায় উঠিয়া বলিলেন, "একটি নূতন কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের কথা হইতেছে; কিন্তু পূর্বেই তো একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে। তাহাতে ইঁহারা যোগদান করিলেন না কেন"? এই কথা বলিবামাত্রই লেখকের দল রায়ের উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ রাকোসির ইঙ্গিতে তাঁহাদের লিখিত টাইপ করা প্রতিবাদ কমিশনে পেশ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল: "আমরা সমস্ত কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী লোক লইয়া একটি ভারতীয় পার্টি গঠনের প্রয়াসী। দেশেও তজ্জন্য সংবাদ পাঠান হইয়াছে এবং কার্য করিবার উদ্যোগ হইতেছে। কিন্তু অকস্মাৎ আমাদের না জানাইয়া মস্কোতে বসিয়া

একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হইল। ইহাকে আমরা স্বীকার করি না এবং কোন প্রকার সহযোগিতাও করিতে অক্ষম।

এইস্থলে বক্তব্য যে কিছুদিন পূর্বেই হঠাৎ প্রাতঃকালে মস্কোর একটি কাগজে প্রকাশিত হইল যে, একটি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে এবং তাহা আন্তর্জাতিক দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে (affiliated)। এই কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য কাহারা ?—সস্ত্রীক রায়, সস্ত্রীক মুখোপাধ্যায় এবং মুজাহারিণ তরুণেরা। দ্বিতীয় কমিশন বসিবার পূর্বেই কোন এক মিটিং-এ লোহানী এই পার্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "It is a bogus party." (ইহা একটি মেকি দল)। পুনরায় কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাঁহাদের থিসিস্ পাঠ করিবারকালে লোহানী বলিয়াছিলেন, "তৃতীয় আন্তর্জাতিক হইতে এই পার্টির নাম খারিজ করা হউক এবং তাহাদের পরিকল্পিত রেভল্যুশনারি বোর্ড-এর মধ্য দিয়া ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনে সাহায্য করা হউক"। কমিশনের শুনানী শেষ হইলে রায় লেখকদের প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া দাসগুপ্তকে বলিলেন, "It is a great challenge to me"। তৎপর কথাবার্তা কহিবার সময় ডাক্তার তালহাইমার লেখকদের নিকট ব্যঙ্গ করিয়া এইরূপ মন্তব্যটি করেন ; "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে জার্মাণিতে সব বুর্জোয়া-ডেমক্রাটরা সোসাল-ডেমক্রাট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। মস্কোতেও ভারতীয়দের মধ্যে তদ্রূপ"। লেখকদের অনুমান যে ইহা চট্টোপাধ্যায়দের দলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল।

তৎপর কিছুদিন যাইল। শুনা গেল যে, রায় রাডেকের নিকট ঘোরাফেরা করিতেছেন। অকস্মাৎ একদিন লেখকদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে বরোডিন সহাস্যে বলিলেন, "রায় বাহির হইয়াছে," ইহাতে অনুমিত হইল যে, তিনি বড় খুশি। ইহার পর রাকোসি ওয়াহেদকে সবিস্তারে সব কথা বলেন। তিনি বলেন যে, যখন

তিনি কমিশনের রিপোর্ট "মালিব্যুরোতে" পেশ করেন তখন রাডেক চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়া তাঁহার বিপক্ষে এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়েন যে, তিনি একজন জার্মাণ-এজেন্ট, তাঁহাকে আন্তর্জাতিকে লইলে তিনি সমস্ত সংবাদ জার্মাণ গভর্ণমেন্টকে বলিয়া দিবেন। ভারতবর্ষ ধনীর দেশ, ন্যাশনালিষ্টরা জার্মাণিতে ফিরিয়া যাউক। তখন রাকোসি বলিলেন, "পশ্চিম হইতে আগতদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট আছে"। তাহাতে জবাব দিলেন, "হাঁ, কম্যুনিষ্টরা গরীব, তাহারা অর্থ পাইবে কোথা হইতে? তাহা হইলে মস্কোতে একটি ব্যুরো স্থাপিত হউক? উহার মাধ্যমে ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা কার্য করুক"। ইত্যবসরে শুনা গিয়াছিল যে, রায় যখন রাডেকের নিকট ঘোরাঘুরি করিতেছিলেন তখন রাডেক নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ছেলেদের (মুজাহারিণ তরুণদের) দেশে ফিরাইয়া দাও। তথায় গিয়া তাহারা বিপ্লব করুক"। ইহাই হইল মালিব্যুরোর ব্যবস্থা।

এই উক্তি শুনিয়া জার্মাণি হইতে আগত কেহই আর মস্কোয় থাকিতে রাজি হইলেন না, সকলেই ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন রাকোসি বলিলেন যে, ফিরিবার সময় প্রত্যেকেই যেন পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। তাঁহার সহিত প্রত্যেকের কি কথা হইয়াছিল লেখকের তাহা অজ্ঞাত। তবে ওয়াহেদের সহিত সাক্ষাৎকালে রাকোসি বিশেষভাবে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, "গান্ধীর সহিত আমাদের মিলাইয়া দাও"। তাহাতে ওয়াহেদ বলেন, "যদি ন্যাশনালিষ্ট নেতাদের সহিত মিলিতে চাও, তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায়কে ধর। তাহার ভগিনী সরোজিনী নাইডু গান্ধীর বিশিষ্ট পার্শ্বচর। আর যদি বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসিতে চাও তাহা হইলে দত্তকে ধর। সে প্রবাসী বৈপ্লবিকদের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।" ইহার পর লেখকের সহিত রাকোসির সাক্ষাতের পালা। রাকোসি লেখককে মস্কোতে অবস্থান করিবার জন্য অনেক অনুরোধ

করেন। তিনি বলেন, "আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আপনিই একমাত্র যিনি এইস্থানে থাকিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরী এখানে দুই আছে। আপনার সকল সুবিধাই এখানে করিয়া দিব"। লেখক প্রত্যুত্তরে বলেন, "এখানে কোনই কাজ নাই"। তাহাতে তিনি বলিলেন, "এ কথা ঠিক"। লেখক পুনরায় বলিলেন, "যদি কাজ থাকে তাহা হইলে বলিবেন, আমি পুনরায় এখানে আসিব"। শেষে রাকোর্সি বলিলেন, "যাইবার অগ্রে অধ্যাপক ভারগার (Varga) সহিত দেখা করিবেন"। যখন হাঙ্গেরীতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বেলাকুন-এর নেতৃত্বে সোসালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তখন অধ্যাপক ভারগা তাঁহার অর্থ-সচিব হইয়াছিলেন। ইনি একজন বিচক্ষণ অর্থনীতি-বিশারদ। কিন্তু পরে যখন প্রতি-বিপ্লব (Counter-Revolution) আরম্ভ হয় তখন ইঁহারা দল সমেত রুষে পলাইয়া আসেন। রাকোসি এই দলেরই অন্যতম। ইহারা সকলেই ইহুদি-বংশীয়।

অধ্যাপক ভারগার সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি লেখককে জিজ্ঞাসা করেন, "লেখক কি করেন এবং কিরূপে জীবিকা নির্বাহ করেন"। লেখক প্রত্যুত্তরে বলেন যে, "তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বাড়ী হইতে অর্থ সাহায্য পান"। তাঁহার থিসিসের উপর লেলিন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, লেখক এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করেন। ভারগা শেষে বলিলেন, "কমরেড লেলিন আপনাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাই আপনাকে করিতে হইবে"। লেখক বলিলেন, "তথাস্তু"। তৎপর ইঁহারা ফিরিবার পাথেয় দিলেন। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার কিছুদিন পূর্বেই ট্রয়ানোস্কি লেখককে বলিয়াছিলেন, আপনাকে এ দেশে থাকিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট প্রাচ্য-কৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিভাগ খুলিতেছেন। কথা হইয়াছে যে, আপনি ঐ বিভাগে থাকিবেন। ট্রয়ানোস্কি যথার্থই লেখকদের থাকিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন সকলে প্রত্যাগমন করিবার জন্য তৎপর তখন তিনি রাকোসিকে যাইয়া বলেন, "ইঁহারা যে চলিয়া যাইতেছেন, ইঁহাদের রাখিবার জন্য কি চেষ্টা

হইতেছে" ? ইহাতে রাকোসি বলেন, "হাঁ, ইঁহারা যে এখানে আছেন তাহাতেই ইহারা খুব খুশি (They are glad that they are here)। ইহার অর্থ এই যে, লেখকদের যেন বাড়ীতে ভাত জুটিত না, এইস্থলে তাহা মিলিতেছে। ট্রয়ানোস্কি লেখককে এই সব কথা বলেন এবং মন্তব্য করেন যে, "এই উক্তির দ্বারা রাকোসি তাঁহার নীচ মনেরই পরিচয় দিয়াছেন"। এই সব নানা দেশের ভবঘুরে বৈপ্লবিক রুষে পলাইয়া আসিয়া এক একটি পদ পাইয়া নিজেদের অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়াছেন। সেইজন্যই রাকোসি এই হীন মন্তব্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই জীবন অতি দুর্দশাগ্রস্ত। মস্কোতে লেখক ট্রয়ানোস্কিকে শাকসবজির স্যুপের সহিত শুকনা রুটি খাইতে দেখিয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি বলিতেন যে, "পূর্বাপেক্ষা ভাল আহার করিতেছেন"।

এখন ফিরিবার পালা, জার্মাণ ভিসা (vise) পাওয়া যাইবে কিরূপে ? চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "জার্মাণ ফরেণ অফিসে তোমার পরিচিত ডাঃ প্রুফারকে (Dr. Pruefer) জানাও যাহাতে তিনি আমাদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন"। চট্টোপাধ্যায়ের কথামত লেখক মস্কোর জার্মাণ কন্‌সুলেটে যাইয়া বলেন যে, "তিনি প্রুফারের পরিচিত, তাঁহাদিগকে ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হউক"। ডাঃ প্রুফার তৎকালের জার্মাণ ফরেণ অফিসের প্রাচ্য বিভাগের কর্তা ছিলেন। তিনি একজন আরবী ভাষাবিদ্ এবং নিকট প্রাচ্যে কর্ম করিয়াছেন। কয়েকদিন পরে লেখক পুনরায় কন্‌সুলেটে যাইয়া দেখিলেন যে, একজন অফিসার পাশপোর্টের ফটোর সহিত তাঁহার মুখ বিশেষভাবে মিলাইয়া দেখিলেন। ইহার পর, তাঁহাকে ভিসা দেওয়া হইল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রুফার তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছেন।

এখন নলিনীগুপ্তের বিষয়ে কিছু বলিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মস্কোতে আসা হইয়াছিল। রায়কে তাঁহার কথা লেখক বলেন এবং তাঁহাকে তথায় কোন চাকুরিতে ঢুকাইবার

জন্য অনুরোধ করেন। রায় ইহাতে জবাব দেন, "ইহারা নিজেদের ছেলেদিগকে চাকুরি দিতে পারে না আর বিদেশীকে চাকুরি দিবে কিরূপে"? পরে দেখি যে, রায়ের সহিত নলিনী বেশ ভাব করিয়াছে। এই ভাব যত গাঢ় হইতে লাগিল ততই তাহার হাবভাব আমাদের বিপক্ষে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার মন বুঝিবার জন্য একদিন লেখক বলেন, "কি বল নলিনী, রায়ের সহিত কাজ করিব"? সে ইহাতে বলিল, "খবরদার, ওকাজ করিবেন না, উহাকে বিশ্বাস কি? টাকা দিয়া কখনও বিশ্বাস করিয়াছেন কি"? জানিনা, সে কাহার সহিত মিশিত ও সমস্ত দিন কি করিত। সে নানারূপ অদ্ভুত গল্প লেখকের নিকট আসিয়া বলিত! একদিন আসিয়া বলিল, রুষের সর্বত্র একটি উপদলীয় ষড়যন্ত্র (clique) হইয়াছে। লেনিন যদি ইহার বিপক্ষে যান তাহা হইলে বিতাড়িত হইবেন। (ট্রট্স্কি তাঁহার একটি পুস্তকে এই ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়াছেন) রুষে বড় খাদ্যাভাব; ক্রেমলিনের (Kremlin) লোকেরা খাদ্যাভাবে কেবল মুরগী খায়। হঠাৎ সে আর একদিন লেখকের ঘরে আসিয়া বলিল, সে বার্লিনে ফিরিয়া যাইতেছে। তৎপর অকস্মাৎ সে লেখককে অতি অভদ্রভাবে অপমানসূচক কথা বলিতে লাগিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিতে লাগিল। লেখক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই সব কথা কে বলিয়াছে, তখন সে বলিল যে চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছে। তখন লেখক তাহাকে বলেন, "তুমি বস, আমি চট্টোপাধ্যায়কে ডাকিতেছি"। চট্টোপাধ্যায় তখন লেখকের পাশের ঘরেই থাকিতেন। যখন তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল তখন দেখা গেল যে, নলিনী ঘর হইতে পলাইয়াছে। শেষকালে সে Agent-Provocateur-এর কাজ করিত অর্থাৎ এক-জনের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কাইয়া দিত। বার্লিনে ফিরিয়াও সে এই সকল কাজ করিত।

মস্কো পরিত্যাগের সময় নিকটে আসিল। রায় ও তাঁহার গৃহিণীর

সহিত লেখক দেখা করিতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি এখানে থাকুন এবং সর্ব কর্মের ভারও গ্রহণ করুন। আমি জিতিয়াছি বলিয়া দুঃখ করিবেন না। লেখক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "রায় তাহা সত্য নহে, আপনিও জেতেন নাই আর আমিও হারি নাই। মালিব্যুরোর হুকুম যে, মস্কোতে একটি ক্ষুদ্র-ব্যুরো স্থাপিত হইবে। এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম জীবন এখানেই আরম্ভ করুন। আমি অন্যত্র যাই" (You make your career here, I make my career elsewhere)। তখন রায় বলিলেন, "এই জগতে কর্ম করিবার মত স্থান সকলেরই আছে" (The world is big enough for everybody)। পরে তাঁহারাও লেখককে বিদায় দিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মস্কোয় অবস্থানকালে মুজাহারিণ বালকদিগের মধ্যে দিল্লীস্থ আলিশা এবং রাজপুতানার শওকত ওসমানি লেখকদের সহিত মিশামিশি করিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার রায়ের পক্ষপাতি বা কম্যুনিষ্ট-মতবাদী ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ১৬-১৭ বৎসরের বালকও ছিলেন। অনেকে আবার জাতীয়তাবাদী ছিলেন। যখন লেখক ও লোহানী গাড়ী চাপিয়া বার্লিন অভিমুখে রওনা হন তখন আলিশা তাঁহাদিগকে শেষ বিদায় দিতে আসেন। আলিশা বলেন, "পরনের কাপড় ফেলিয়াও আমি এদেশ হইতে যাইতে রাজী আছি"। লেখকের বার্লিনে পৌঁছিবার সাতদিন পরে চট্টোপাধ্যায়ের দল বার্লিনে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা ফিরিয়া একটি অদ্ভুত গল্প বলিলেন যে, আমাদের কমিশনের শুনানী হইবার পর রাকোসির স্থলে একজন স্যুইডিস্ কমরেড তাঁহার পদাভিষিক্ত হন। ইনি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বার্লিন হইতে আগত বৈপ্লবিকের দল যে সব পত্র ও অভিযোগ কমিণ্টার্নে পাঠাইয়াছিলেন তাহা রাডেক বরাবরই ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন। এই স্যুইডিস্ কমরেডটি তাহা ভাষান্তরিত করিয়া জেনাভিয়েফ-এর হস্তে দেন। তিনি

ইহা পাইয়া রাডেকের উপর চটিয়াই অস্থির ; তিনি বলিলেন, "ইহারা যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার শুনানী হয় নাই কেন ? এবং তাহারা যদি দোষী হয়, তবে তাহাদের শাস্তি দেওয়াই বা হয় নাই কেন ? রায় এবং মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দুইটি Scoundrel রুষে আসিয়াছে, ইহাদের অন্তরীণ কর"। রাডেক ইহার উত্তরে কোন কথাই বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার সমস্ত ষড়যন্ত্রই ফাঁসিয়া যায়। এই সময়ে চট্টোপাধ্যায় এবং খানখোজে বলিলেন, "তাঁহাদের মস্কো ছাড়িবার দিন ইরাণ হইতে প্রমথ দত্ত আসিয়া হাজির হন"। পূর্বেই মস্কোর ফরেণ অফিসের মাধ্যমে তাঁহাকে ইরাণ হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তিনমাস চেষ্টার পর তিনি মস্কো আসিয়া হাজির হন। বার্লিন হইতে লেখক তাঁহাকে তথায় আসিয়া পুনরায় কাজে প্রবৃত্ত হইতে বলেন। তিনি তাহার উত্তরে বলেন, "আমি পার্টি ত্যাগ করিয়াছি ; আমি আর কোন কাজেই নাই"। পার্টি অর্থাৎ ইরাণি কম্যুনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করিয়াছি।

কিছুদিন পরে অবনী মুখোপাধ্যায় বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। মস্কো যাইবার সময়ে লেখকের জিম্মায় তিনি তাঁহার জামা কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইগুলি ফিরাইয়া লইতে আসেন। কথোপকথনকালে লেখক বলেন, "অবনী, তোমাদের সকলেই তো বেশ আরামে আছে দেখিতেছি, তোমার এ দৈন্য কেন ?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "সব ভারতীয় বৈপ্লবিকই যদি আমার মত honest (সাধু) হইত তবে ভাবনার কিছু ছিল না"। পরে আলাপ গাঢ় হইলে তিনি বলিলেন, "বহুদিন আগেই রায়ের সহিত ঝগড়া বাধিয়াছিল। কিন্তু তোমরা আসিয়া ঝগড়া করাতে তাহা ধামাচাপা থাকে—ইত্যাদি"। অবশ্য এই তথ্য মস্কোতে আবদুর রহমান লেখকদের বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "রায়ের স্ত্রী টাকার বস্তার উপর বসিয়া আছে, আর মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী কিছুই পায় না। অতএব দুইজনের মধ্যে ঝগড়া"। মুখোপাধ্যায় বলিতেন, "আমার স্ত্রী বেচারীকে ইহার মধ্যে টানিও না ; সে কোন কিছুর

মধ্যেই নাই"। ইহার পর অধ্যাপক বরকাতুল্লা আফগানিস্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মস্কোয় আসেন এবং তথায় কিছুদিন কাটান। তিনি সেই-স্থানের লোকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া "Bolschevism in Koran" নামক পুস্তকটি লিখিয়া দেন। চিচেরিণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। যখন মধ্য-এসিয়ায় এন্‌ভার পাশা রুষ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তিনি চিচেরিণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, "যখন তিনি উভয়দলেরই বিশ্বাসভাজন তখন তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তিনি এন্‌ভারকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবেন"। কিন্তু বরকাতুল্লা বলেন, "রায় যাইয়া নাকি তাঁহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন"। রায় বলেন, "মৌলবী একটি fanatic (ধর্মান্ধ), উহাকে পাঠাইবে কি" ?

ইহার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বরকাতুল্লা বার্লিনে আসেন। তিনি আসিয়া আরও চমকপ্রদ সংবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার মস্কো অবস্থানকালে রায় ও মুখোপাধ্যায় আমার নিকট আসিয়া দুঃখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের পূর্বেকার মান-সম্ভ্রম, পদ সমস্তই গিয়াছে। দেখিলাম, মুজাহারিণ বালকেরা মস্কোর শীতে অতিকষ্টে দিন কাটাইতেছে"। এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে, জেনোভিএফ্‌-এর রোষ কার্যকরী হইয়াছে। রাডেক রায়কে বাঁচাইতে পারেন নাই। বরকাতুল্লা পুনরায় বলিলেন, "আমার চেষ্টাতেই হউক বা তাঁহার নিজের চেষ্টাতেই হউক, রায় নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন"। ইহা প্রকাশ পাইল, যখন রায় বার্লিনে আসিয়া "ভ্যানগার্ড" নামক পত্রিকা বাহির করিলেন। বোলশেভিক বন্ধুদের নিকট শুনিলাম যে, রায় এই পত্রিকা পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে তিন মাস অন্তর একটি করিয়া "গ্রাণ্ট" পাইতেছেন। ইহার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ কর আমেরিকা হইতে বার্লিনে আসিয়াছিলেন। লেখক তাঁহাকে ইউরোপে আসিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, একে তিনি ক্ষয়কাশ রোগগ্রস্ত, তাহার উপর উত্তর-ইউরোপের জলবায়ু মোটেই তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। তত্রাচ তিনি রায়ের

কথামত আসিয়া হাজির হন। ইচ্ছা যে মস্কোয় যাইবেন। তিনি আসিয়া বলিলেন যে, "তিনি কোন দলেরই লোক নহেন"। কিন্তু তিনি রায়ের খরচেই প্রথমে বার্লিনে থাকিতেন এবং তাঁহার সহিত যোগদানও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আবার রায়কে পরিত্যাগও করিয়াছিলেন এবং লেখকদের দলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভূতপূর্ব বার্লিন কমিটির সভ্যগণ যাঁহারা মস্কোতে গিয়াছিলেন তাঁহারা বার্লিনে ফিরিয়া "Indian News and Information Bureau" স্থাপন করেন। "ইণ্ডিয়ান কমিটি"র বাসা বাড়ীর আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া ২০,০০০ মার্ক পাওয়া যায় এবং পরে ঐ অর্থ এই ব্যুরোর কার্যেই লাগান হয়। যুদ্ধের পরে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ও ব্যবসায়ীরা জার্মাণিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যথাভিলাষিত স্থানের সহিত সংযোগ স্থাপন করাই এই ব্যুরোর কার্য ছিল। এইরূপে প্রায় দুই শতের উপর ছাত্রকে টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারখানাতে ভর্তি করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শুনা যায় যে, সেই সময় ইংরেজ-কন্‌সাল এই ব্যুরোকে "ইণ্ডিয়ান কনস্থলেট" বলিতেন এবং কখন কখন রাগ করিয়া বলিতেন, "তোমাদের ইণ্ডিয়ান্ কনস্থলেটে যাও না কেন"? রায় যখন তাঁহার পত্রিকা বাহির করিয়া গুপ্তভাবে চারিদিকে পাঠাইতেন, তখন পুলিশ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য না বুঝিয়া বড়ই উৎপাত করিত।

এই সকল ছাত্রদের লইয়া "Hindusthan Association of Central Europe" (মধ্য-ইউরোপের হিন্দুস্থান সংঘ) নাম দিয়া আরও একটি সংঘ স্থাপিত হয়। পরে সস্তায় একটি বড় ঘর ভাড়া করিয়া তথায় ব্যুরো লইয়া আসা হয় এবং একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। ভারতের নানা স্থান হইতে পত্রিকাদি আসিত এবং ছাত্রদের সভা ইত্যাদিও এইস্থানে হইত। এইস্থানেই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্নার বক্তৃতা হয়। তিনি তখন চরম-জাতীয়তাবাদী

ছিলেন। হোটেলে লেখকেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে, তিনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "What is this, Mohammed Ali shouting with Koran in hand." (ইহা কি! মহম্মদ আলি কোরাণ হাতে করিয়া চীৎকার করিতেছেন)। ইহা মৌলানা মহম্মদ আলিকে লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও তিনি কংগ্রেসকে অনেক গালাগালি করিলেন। ব্যুরোর কাজ কয়েক বৎসর ভালভাবেই চলিয়াছিল। পরে ছাত্রদের আগমন বন্ধ হইলে ব্যুরোর কার্যও বন্ধ হইয়া যায় এবং মিউনিসিপ্যালিটি উপরোক্ত বড় বাড়ীটির ভাড়া অত্যধিক ধার্য করিলে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহা মিউনিসিপ্যালিটিরই সম্পত্তি ছিল এবং খালি পড়িয়া থাকিত। মিউনিসিপ্যালিটি বলেন যে, বিদেশীকে সুবিধা দিবেন কেন? এইজন্য ভাড়া বাড়াইয়া দেন।

এক্ষণে রাজনীতিক কর্ম-প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাউক। লেখক মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জাতীয়-কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এক স্মারক-লিপি পাঠাইয়া দেন। তাহাতে স্বাধীনতা কর্মের জন্য কংগ্রেস যেন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সৃষ্টি করেন সেই অনুরোধ ছিল। ঐ স্মারক-লিপি তখনকার কয়েকটি ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। চট্টোপাধ্যায়ও একটি স্মারক-লিপি পাঠাইয়া দেন, তাহাতে জাতীয়-কংগ্রেসকে কি প্রকারে একটি গণ-পরিষদে (Constituent Assembly) পরিণত করা যায় তাহারই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে কার্য আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে যাঁহারা মস্কোতে নিজেদের কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী বলিয়াছিলেন, তাঁহারা একত্রিত হইয়া একটি কম্যুনিষ্ট-পার্টি স্থাপন করেন। ইহার সভ্য হইয়াছিলেন লেখক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আবদুল ওয়াহেদ, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চিচেরিণ বলিয়াছিলেন, "মস্কোর সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইলে সেই সব সংবাদ যেন বার্লিনস্থিত রুষ-রাষ্ট্রদূত ক্রেটিনস্কির মাধ্যমে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নিকট পাঠাইয়া

দেওয়া হয়"। এই দল লেনিনের "থিসিস্‌কে" ভিত্তি করিয়াই কার্য করিতে থাকেন এবং তাঁহারা ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেসে প্রবেশ করেন। ইঁহাদের মধ্যে ওয়াহেদ ও সুরেন্দ্রনাথ গতায়ু হইয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া লেখক ব্যতীত বাকী দুইজন নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের সময় বঙ্গীয় আইনসভার গভর্ণমেন্ট মনোনীত শ্রমিক-সভ্য কে, সি, রায়চৌধুরী লেখককে বলেন যে, এম, এন, রায়ের সহিত জেনেভায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দত্ত, আমার উপর এক চাল চালিয়াছে"। বোধ হয় ক্রেটিনস্কির মারফৎ লেখকদের পৃথক্‌ পার্টি স্থাপনের সংবাদ উল্লেখ করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছিল।

এক্ষণে আরও দুই একটি কথা বলিব। নলিনী গুপ্ত, রায়ের এজেণ্ট হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিল। যাইবার পূর্বে সে লেখকের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছিল। ইত্যবসরে অবনীও বার্লিনে আসেন এবং রায়ের বিপক্ষে অনেক কথা লেখকদের নিকট বলিতে লাগিলেন। অধ্যাপক বরকাতুল্লা এবং লেখকেরা বলিলেন, "তোমাদের কম্যুনিষ্টদের ঝগড়া শুনিয়া আমাদের কোন লাভ নাই"। ইহার পরই রুষে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই উপলক্ষে একবার আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট নেতাদের বার্লিনে এক সভা হয়। তথায় পূর্ব পরিচিত হুগলুণ্ড (Hoegelund), ক্লারাসেট্‌কিন (Klarazetkin) এবং ইংলিশ পার্টির সভ্য কমরেড হোয়াইট্‌হেড (Whitehead) ছিলেন। হোয়াইট্‌হেড-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবারকালে অবনী তাঁহাকে বলেন, "ইনি জার্মাণ সাহায্যে ইংরেজকে ভারত হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন"। এই কথা না বলিবার জন্য লেখক অবনীকে ইসারা করিতেছিলেন, কারণ হোয়াইট্‌হেড একজন ইংরেজ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, হোয়াইট্‌হেড দুইবারই বলিলেন, "I wish he had done it". তারপর রায়ের স্ত্রী এভেলিনের লণ্ডন আগমনের বিষয়ে কথা উঠিল। দেখা গেল যে, তিনি শ্রীমতী রায়ের

উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট, ব্যাপারটি এই : পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে লেখকদের মস্কো যাত্রা করিবার অগ্রেই শ্রীমতী রায় বার্লিনে আসিয়াছিলেন। তিনি লেখককে বলিয়াছিলেন, "মস্কোয় একটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হইবে। আমার উপর থাঁটি হিন্দু-নারী (ভারতীয়) আনয়ন করিবার ভার পড়িয়াছে। দেখি, প্যারিসের মাডাম কামা যদি আসেন'। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ফ্রান্সে যাইতেছেন। লেখকদের মস্কোয় অবস্থানকালে কিছুদিন শ্রীমতী রায় তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। রায় একদিন বিষন্নবদনে বলিলেন, "সংবাদ খারাপ, আমার স্ত্রী লণ্ডনে গিয়াছিলেন, পুলিশ তাঁহাকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছে"। তারপর শ্রীমতী রায়ের সহিত মস্কোতে পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলেন যে, "তিনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন। পুলিশ তাঁহাকে তথা হইতে স্পেনে নির্বাসিত করে। তিনি স্পেনের পশ্চিম-উপকূল হইতে একটি জাহাজ লইয়া জেমেকায় (Jamaica) গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে আর একটি জাহাজ লইয়া ইউরোপে আসিয়া অবশেষে মস্কোয় পৌছিয়াছেন। গল্পটি তাঁহার নিকট হইতে শুনা গেল বটে, কিন্তু তাহা একটু cock and bull story-র মত (আষাঢ়ে গল্প) বলিয়াই মনে হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি স্থান ঘুরিয়া মস্কোয় প্রত্যাবর্তন কি করিয়া সম্ভব হইল? হোয়াইট্‌হেডের নিকট হইতে অন্যকথা শুনা যাইল এবং পরে আর একটি ইংরেজ মহিলা-কমরেডের নিকট হইতেও সেই কথা শুনা যাইল। তাঁহারা উভয়েই এই গল্প বলিয়া মাথা নাড়িয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। বুঝা গেল, লণ্ডনে কম্যুনিষ্ট মহলে এই গুপ্ত-রহস্য একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শকলতওয়ালা যখন ভারতে আসেন তখন তিনি দিল্লীতে ডাঃ কেশব দেও শাস্ত্রীর বৈঠকখানায় এই ঘটনাটি সবিস্তারে বলিলেন। তথায় গান্ধীপন্থী শ্রীযুক্ত বারুচাও (Barucha) উপস্থিত ছিলেন। শকলতওয়ালা প্রথমে লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীমতী রায় ইংরেজ না? তৎপর তিনি ব্যাপারটি খুলিয়া বলিলেন।

শ্রীমতী রায় লণ্ডনে শকলতওয়ালার বাড়ীতে তাঁহার শ্যালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার নামে শ্রীমতী রায় একখানি চিঠি রাখিয়া যান। কিছুক্ষণ পরেই 'স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড' নামক গুপ্ত-বিভাগের এক মহিলা আসিয়া বলিলেন, "অমুকের নামে যে চিঠি আছে তাহা দিন"। তিনি সেই চিঠি লইলেন এবং শালিকাও গ্রেপ্তার হইলেন। শকলতওয়ালা লেখককে বলিলেন, "আমাকে বুঝাইয়া দিন, গুপ্ত বিভাগের লোক এই চিঠির সংবাদ কি করিয়া পাইল"? অবশ্য এই বিষয়ে শকলতওয়ালার একটি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তারপর গয়াতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'রয়টার' শ্রীরায়ের স্মারক-লিপির সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করেন। 'রয়টার' সেই সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টেরই একটি বিভাগ ছিল। তাহা হইলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধবাদী বৈপ্লবিকের স্মারক লিপি কেন বহন করিল? ইহাও একটি গুপ্ত-রহস্য বলিয়া মনে হইল।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, যুদ্ধ থামিলে অনেক তরুণ-ভারতবাসী শিক্ষার্থে বার্লিনে আসেন এবং লেখকের সহিত আলাপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গলায় বৈপ্লবিকদলের কর্মী ছিলেন এবং যুদ্ধকালে তাঁহারা বাঙ্গলায় অন্তরীণ হইয়াছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্যেরা বার্লিনে আসেন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বিপ্লব কর্মে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা পার্টির মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে শুনিয়াছি যে অমুক সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং অমুক ধরা পড়িয়া সমস্ত গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের ইউরোপে পড়িবার সংস্থান নাই অথচ ইঁহারা কোথা হইতে অর্থ পাইতেছে"? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লেখকের ইহা বড়ই আশ্চর্য মনে হইত যে, ইহারা তাঁহার ঠিকানা পাইয়াছিল কোথা হইতে? তন্মধ্যে একজন লেখকের নিকটে স্বীকার করিলেন যে, হাঁ, এই বদনাম ছিল বটে। কিন্তু তাহা তাঁহার নেতা,

"অমুক দাদা" তাঁহাকে গুপ্ত কাজে লাগাইবার জন্য এই বদনাম স্বেচ্ছায় রটাইয়াছেন। আর অন্য একজনের কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। ইহার ফলে, এই সব যুবকেরা লেখকদের দলের নিকট হইতে সরিয়া যান। শ্রীযুক্ত রায় পরে বার্লিনে অবস্থান করিলে এই সব যুবকেরাই রায়পন্থী হয় এবং ইহাদের দ্বারা রায় ভারতে দল সৃষ্টি করিবার জন্য অর্থ পাঠাইতেন। যখন বোম্বাইতে এই অর্থ প্রেরণ ব্যাপার লইয়া একটি মামলা হয় এবং শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় ইহাতে অভিযুক্ত হন তখন প্রথমোক্ত যুবকই লেখককে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "রায় আমার মারফৎ যে সব টাকা পাঠাইয়াছেন তাহার একটিও ধরা পড়ে নাই"। অবশ্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহারা কেহই কম্যুনিষ্ট বা অন্য কোন আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন নাই। ইহাদের মধ্যে একজন উচ্চ ইংরেজ সরকারের পদাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন। দেশে আসিয়া লেখক শুনিলেন, আলটপ্পা টাকা পাইবার একটা সুবিধা হইয়াছে, অনেকেই "কম্যুনিষ্ট" সাজিয়াছেন এবং মস্কোর টাকার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মসাৎ করিয়াছেন। পরে কাবুলের রুষ রাষ্ট্রদূত রসকলনিকফ্ (Roskolnikoff) নাকি কাবুল হইতে ভারতে টাকা পাঠাইতেন। প্রাচ্যে টাকা বিতরণের ভার তাঁহার উপর ছিল। ইহা বরকাতুল্লা লেখকদের জানাইয়াছিলেন। অবনী ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ গল্প বলেন : "অমুক স্বরাজী-নেতা কোথা হইতে ৪০,০০০ টাকা পাইয়াছেন। বোধ হয়, তাহা রসকলনিকফ্ প্রেরিত টাকা। দেশবন্ধু সি, আর, দাস তাহা টের পাইয়াছেন এবং তাহা স্বরাজ পার্টির জন্য অমুকের কাছ হইতে উদ্ধারের চেষ্টায় আছেন।*

রুষে দুর্ভিক্ষ হইলে ভারতীয় ছাত্রদের কিছু কর্তব্য আছে বলিয়া

---

* মস্কোতে অবনী সাহঙ্কারে লেখককে বলিয়াছিলেন, "আমাদের পার্টির সহিত মৌলানা মহম্মদ আলীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহার লোক আসিয়া টাকা লইয়া গিয়াছেন।

লেখকেরা মনে করিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে, ভারতে কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃস্থ-রুষিয়দের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু তাহা শ্বেত-রুষ (whites) অর্থাৎ যে সব বুদ্ধিজীবি-রুষেরা দেশ হইতে পলাইয়া আসেন তাহাদের জন্যই সংগৃহীত হইতেছিল। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রেরাও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য লেখকদের মুখপত্র "Indian Independance" দলের পক্ষ হইতে অর্থ সংগ্রহের কার্য আরম্ভ হইল। এই সময় বার্লিনে জার্মাণ কম্যুনিষ্টরাও একটি "রুষ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ-তহবিল কমিটি" স্থাপন করেন। টাকা মস্কো পাঠাইবার জন্য সকলে তাঁহাদের হস্তেই প্রদান করিত। যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা অবনী মারফৎ সেই কমিটির নিকট পাঠান হয়। ইচ্ছা ছিল উক্ত কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্তি-সংবাদ পাইলে উপরোক্ত মুখপত্রে দাতাদের নাম ইত্যাদিও প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু অবনী অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিল। উপরোক্ত কমিটির নিকট হইতে কোন সংবাদও আসে নাই। শেষে লেখক তথায় অনুসন্ধান করিতে যান। তথায় যাইলে সেই সংস্থার কর্মকর্তা বলিলেন, "অবনী এই খামের মধ্যে এক তাড়া কাগজ রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার কোন সংবাদ নাই। আমরা তো আপনাদের সহিত কাজ করিতে চাই, কিন্তু অবনী কোথায় গেল"? খাম খুলিয়া দেখা গেল লেখকদের সেই চাঁদার খাতাপত্র রহিয়াছে। এইস্থলেই উপরোক্ত ইংরেজ মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি শ্রীমতী রায়ের কার্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ রায়ের সহিত ফ্রিডরিশষ্ট্রাসে (Friedrishstrasse) লেখকের সাক্ষাৎ হয়। রায় একটু মুচকে হেঁসে বলিলেন, "অবনী কোথায়"? লেখক বলিলেন, "সে আপনার লোক, আপনিই জানেন সে কোথায়"। তখন রায় বলিলেন, "সে ভারতে গিয়াছে এবং তথায় আমার বিপক্ষে গালিগালাজ করিতেছে। এই ব্যাপারে সে আপনার নাম ব্যবহার করিয়া বলিতেছে যে, সে আপনার লোক"। লেখক প্রত্যুত্তর করিলেন, "ইহা সর্বৈব মিথ্যা,

তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই"। তখন রায় বলিলেন, তাহা হইলে আপনি দেশে লিখিয়া পাঠান"। ইহার পর স্বদেশাভিমুখে যাঁহারা ফিরিতেছিলেন তাঁহাদের মারফৎ লেখক বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, "এই দুই পক্ষের ঝগড়ার মধ্যে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই"।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অবনী হঠাৎ লেখকের কাছে আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, "দেশে লুকাইয়া গিয়াছিলাম সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছি"—ইত্যাদি। দেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিলেন: "কলিকাতায় দিলীপ রায়ের নিকট হইতে বস্ত্র লইয়াছিলাম। বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ভ্রাতাদের বাড়ীতে গুপ্তভাবে থাকিতাম। তথায় যুগান্তর দলের বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। অন্যপক্ষে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সন্তোষ মিত্রের কাছ হইতে বক্ষ্যমান সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইল। বিপ্লবীরা প্রথমে অবনীকে সন্তোষ মিত্রের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখেন এবং তাঁহাকে (সন্তোষ তখন ১৬ বৎসরের বালক) বলিয়া দেন, "ইহার সহিত বাক্যালাপ করিও না"; কিন্তু দেখা যাইত যে, সন্ধ্যাবেলায় মুখ ঢাকিয়া বড় বড় বৈপ্লবিক নেতা অবনীর কাছে আসিতেন এবং কামান ও উড়োজাহাজ প্রভৃতির কথা কহিতেন। অবনী কাহার বাড়ীতে প্রথম আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা লেখকের ঠিক জানা নাই। কিন্তু বার্লিনে বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাছে লেখক শুনিয়াছিলেন যে, অবনী তাঁহাদের বাড়ীতেই গুপ্তভাবে প্রথমে ছিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কানপুর মামলায় পুলিশ একটি পত্র দাখিল (exhibit) করে যে, অবনী রায়-পন্থীয় মুজাফর আহমেদের বিপক্ষে এক পত্র লিখিয়াছিল এবং ঐ পত্র পুলিশের হাতে পড়ে। এই চিঠির বিষয়ে লেখক বার্লিনে অবনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবনী এই পত্র তাঁহার বার্লিনস্থ কম্যুনিষ্ট বন্ধু দ্বারা আন্তর্জাতিকের নিকট পাঠাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সরেজমিনে অনুসন্ধান

করিয়া আন্তর্জাতিককে রায়ের কর্ম-বিষয়ে জানাইয়া দিবেন। ইহার পশ্চাতে আন্তর্জাতিকের কে বা কাহারা ছিলেন লেখকের ইহা জানা ছিল না। অবনী সংবাদপত্রে ইহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "ইহা সত্য, আমি এই চিঠি লিখিয়া সন্তোষের হাতে পোষ্ট করিবার নিমিত্ত দিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ; "But I am glad that the letter has reached the hands of the police. (কিন্তু আমি আনন্দিত যে, পুলিশের হাতে এই চিঠি পড়িয়াছে)"। "রায় যতসব Loafer, Swindler, Pan-Islamist লইয়া কার্য করিতেছেন।" এই পত্র পুলিশ প্রকাশ করায় অবনীর অভিপ্রায় নিশ্চয় সিদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা মস্কোর দৃষ্টিতেও নিশ্চয় পড়িয়াছিল। লেখক স্বদেশে ফিরিয়া ঢাকায় শ্রীমুজাফর আহমেদের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয় ঢাকার 'যুব-সম্মেলন' উপলক্ষে। তিনি বলিলেন, সন্তোষ আমার নিকট একটি পত্র দেখাইয়া বলে, "দেখুন! অবনী আপনার বিপক্ষে কি লিখিয়াছে"! অবনী আরও বলেন, তিনি ছদ্মবেশে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। কাশীর ৺শিবপ্রসাদ গুপ্ত তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। তিনি বোম্বাইতে ছদ্মবেশে 'সোসালিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীডাঙ্গের (Dange) সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাঙ্গে তাঁহার নিকট "অবনী মুখোপাধ্যায়কে" গালি দেন। ডাঙ্গে তখন রায়-পন্থী ছিলেন। অবনী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া এই কথাই বুঝাইলেন যে, মস্কো টাকা দিবে না। অতঃপর তিনি পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন এবং তথায় ছদ্মবেশে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আধ্যাত্মিক কম্যুনিজম্ (Spiritual Communism) আসিবার পূর্বে, বস্তুতান্ত্রিক কম্যুনিজম্ (Material Communism) আসা অবশ্যম্ভাবী।"

অবনীর সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, কলিকাতার যুগান্তর দলের নেতারা যখন দেখিলেন, তিনি টাকা লইয়া আসেন নাই, তখন তাঁহার উপর তাঁহাদের বিপরীত ভাবের সৃষ্টি হইল। তিনি বলেন, "আমি

স্পষ্টই বলিলাম, আমার টাকা নাই, আমি টাকা লইয়া আসি নাই।” অন্যপক্ষে ঢাকার “অনুশীলন-সমিতি” তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লয়।

ইতিমধ্যে রায়ের এজেন্ট নলিনীর সহিত ঢাকার দলের এক ছোট দাদার আলাপ হয়। তিনি মস্কো হইতে অর্থ পাইবার লোভে জনকতক চেলা লইয়া একটি বোলশেভিক মস্কোমুখী উপদল গঠন করেন, এই উপদলটি নলিনীর প্ররোচনায় অবনীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে—ইহা অবনীর উক্তি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পাবনায় লাহিড়ী-মোহনপুরের “দাদা” লেখককে বলেন, “এ কথা সত্য এবং আমার ছোট ভাই সব কথা জানেন”। কিন্তু এই বিষয়ে লেখক আর অধিক অনুসন্ধান করেন নাই। ব্যাপারটা সকলেই চাপিয়া গিয়াছিলেন।

অবনী দেশে আসিলে, রায়পন্থীরা সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করেন ও অনেকে আবার বদনামও দিয়াছিলেন শোনা যায়। অন্যদিকে, তিনিও তাঁহাদের উল্টা বদনাম দেন এবং ঢাকার দল তাঁহার জীবনীও বাহির করেন। এক্ষণে বার্লিনে অবনীর কথায় প্রত্যাবর্তন করা যাউক। তথায় তিনি এক কম্যুনিষ্ট শ্রমিক বন্ধুর কাছে থাকিতেন। ইতিমধ্যে নলিনী বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ কর যাঁহাকে রায় আমেরিকা হইতে আনাইয়া ছিলেন, তিনি রায়ের সহকর্মী হন। সুরেন্দ্রনাথ একদিন লেখককে বলেন, “নলিনীর মোটামুটি খবর এই যে, টাকা পাইলে দেশে সকলেই কম্যুনিষ্ট পন্থায় কার্য করিতে ইচ্ছুক।” অবনীও লেখককে বলিয়া ছিলেন, অনুশীলনের এক “দাদা” বলিয়াছিলেন, “মশায়! টাকা দিবেন? সমস্ত বাঙ্গলা কম্যুনিষ্ট হইবে।” ইহাকেই বলে, ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ অবনী আসিয়া লেখককে বলেন: “রায়ের সহিত নলিনীর কলহ হইয়াছে। ভারতের কার্য সম্বন্ধে নলিনীর রিপোর্ট রায় তাঁহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকে পেশ করিতে চান। কিন্তু নলিনী তাহা করিতে অনিচ্ছুক, সে নিজেই সরাসরি রিপোর্ট

পেশ করিতে চায়। সকলেই নিজের career করিতে চায়। তারপর, "নলিনীকে আন্তর্জাতিক পুনরায় ভারতে পাঠাইতে চায়; কিন্তু সে রায়ের পক্ষ হইতে পুনরায় ভারতে যাইতে রাজি নয়। সে তোমার "মানডেট্" লইয়া যাইতে চায়"। ইহার উত্তরে লেখক বলেন, "আমি নিজে যাহা করিতে পারি না, তাহা অপরকে করিতে বলিতে পারি না। আমি নিজেই গুপ্তভাবে ভারতে যাইতে পারি না আর অপরকে তাহা করিতে বলিব কি প্রকারে?" অবশেষে অবনীর মারফৎ নলিনীর সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। নলিনীকে লেখক উপরোক্ত কথাই বলিয়াছিলেন, "তোমায় আমি যদি চিঠি দিয়া গুপ্ত ভাবে পাঠাই এবং তুমি ধরা পর তাহাতে আমারই বদনাম হইবে।" নলিনী পরে ভারতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে Worker's and Peasants Party-র বাৎসরিক অধিবেশনে 'ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন হল'-এ লেখকের সহিত নলিনীর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় তিনি রায়ের চীনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানান। তিনি বলেন যে, "বরোডিন তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে চীনে রায়কে লইয়া যান। কিন্তু রায় চীনে যাইয়া বরোডিনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। মস্কোর এক গুপ্ত চিঠির কথা ফাঁস করিয়া দেন। ইহাতে বরোডিন তাঁহাকে সরাইয়া দেন"।* ইহার পরে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখকের এক আত্মীয় লেখককে তাঁহার বাটিতে ডাকিয়া লইয়া যান। তথায় 'ইলিসিয়াম্ রো'র গুপ্ত-বিভাগের এক অফিসারকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। নানা কথার পর হঠাৎ অফিসারটি জিজ্ঞাসা করেন, "নলিনী কোথায়?" ইহাতে লেখক বলেন, "আমি কি জানি? আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবার অর্থ কি? সে তো আপনাদেরই লোক।" অফিসারটি বলিলেন, "বোম্বাই পর্যন্ত তাহার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার পর আর তাহার কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না।" ইহার

---

* Liang Li-র পুস্তক দ্রষ্টব্য।

পর লেখক তাঁহার ঐ আত্মীয়ের পুত্রের নিকট শুনিলেন যে, লেখকের উপর বিশেষভাবে পুলিশের নজর রাখার জন্য পুলিশ কমিশনার টেগার্টের হুকুম হইয়াছে। লেখক নাকি ছাত্রদের লইয়া বোলশেভিকবাদ শিক্ষা দিতেছেন। বস্তুতঃ ১৯২৬-২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখকের উপর পুলিশের অসহনীয় অত্যাচার চলিয়াছিল। এই সময় তিনি ভারতের সর্বত্রই যুবক আন্দোলন করিয়া ফিরিতেন। লেখক তখন সংবাদপত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশে কোন অভিযোগ থাকে তাহা হইলে হয় পুলিশ প্রকাশ্য আদালতে বিচার করুক নতুবা তাঁহাকে পাশপোর্ট দিক্ যাহাতে তিনি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারেন।

যখন পুলিশ নলিনীর সংবাদ জানিবার জন্য আসিয়াছিল তখন বরিশালের তালুকদার শ্রীতারাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনকে সেই স্থানের পুলিশ ধরিয়া লইয়া যায়। তাঁহার উপর এইরূপ সন্দেহ করা হয় যে, তাঁহার সহিত লেখকের সংযোগ আছে এবং লেখক তাঁহার সাহায্যে বোলশেভিকবাদ প্রচার করিতেছেন। বোলশেভিকবাদ সম্বন্ধে নানা রকম পুস্তকও তাঁহার মারফৎ বিতরণ করিতেছেন। ইহার পর নলচিরার যুব-সম্মেলন উপলক্ষে লেখক বরিশাল যান। সেই সময়ে তথাকার কংগ্রেস নেতা শ্রীসরলকুমার দত্ত এম-এল-এ, তাঁহাকে বলেন যে, তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব্ল্যাণ্ডি (Blandey) তাঁহাকে উপরোক্ত মর্মের পুলিশের টেলিগ্রাম দেখাইয়াছিলেন। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, লেখককে একটি বোলশেভিক মামলায় জড়িত করিবার চেষ্টা পুলিশের দ্বারা হইয়াছিল। ইহারও কিছুদিন পরে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন যে, "তিনি যখন ইউরোপ যাইবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ মেলে টিউটিকোরিণ যাইতেছিলেন তখন নলিনী হঠাৎ তাঁহার কামরায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বলেন, "ডি-সুজা" (De Souza) ছদ্মনাম লইয়া তিনি জার্মাণি

যাইতেছেন"। ইহাতে শ্রীদাসগুপ্ত তাঁহাকে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলেন, কারণ তিনি বলিলেন, পুলিশ যদি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তিনি নলিনীর আসল পরিচয় দিতে বাধ্য হইবেন। পরে তিনি পুলিশকে এই কথা বলিয়াও ছিলেন। প্রত্যুত্তরে পুলিশ শুধু হাসিয়াছিল। তৎপর শ্রীদাসগুপ্ত জার্মাণি যাইয়া দেখেন যে, নলিনী তাঁহার পূর্বেই সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এইস্থলে বক্তব্য যে, এই বিষয়ে শ্রীমুজাফর আহমেদ লেখককে জানান যে, "পার্টি" নলিনীকে গোয়ানী পাশ পোর্ট দিয়া ছদ্মবেশে বিদেশে পাঠাইয়াছিল। নলিনী প্রসঙ্গে আর একটি কথা এইস্থানে বলিতে হইতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মস্কো হইতে বার্লিনে ফিরিয়া পূর্বোক্ত অন্যান্য কথার সহিত লেখককে বলিয়াছিলেন, "আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাঃ ভন হেন্‌টিগ্‌ তাঁহাকে বলেন, একদিন একটি দুর্বল ও খোঁড়া ভারতীয় তরুণ আমার নিকট আসিয়া বলে, সে অসুস্থ এবং এই কারণেই সে রুষ হইতে জার্মাণিতে প্রত্যাবর্তন করিতে চায়। তাহার শারীরিক অসুস্থতা এবং সে ভারতীয় তরুণ বলিয়াই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, যদি ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তোমাকে ভিসা দেয় তবে আমিও তোমাকে পাশপোর্ট দিব। ইহা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় যে, এই তরুণটি আধ-ঘন্টার মধ্যেই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ভিসা লইয়া প্রত্যাবর্তন করে"। ইংলণ্ড হইতে নলিনী ইংরেজি পাশপোর্ট লইয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে শেষ সংবাদ লোকমুখে এইরূপ শুনা যায় যে, তিনি জার্মাণিতে একটি রেস্তোঁরা খোলেন এবং বিগত যুদ্ধের মধ্যভাগে জার্মাণি হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। লোকের কাছে বলেন যে, হিট্‌লার তাঁহাকে জার্মাণি হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং তিনি তুর্কি হইয়া ভারতে আসিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে কোনও ভারতীয় ছাত্র জার্মাণি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে

সংবাদপত্রে প্রচুর অনুযোগ করেন এবং লেখকের নিকটও অনেক অভিযোগ করেন—"ধর্মস্য-তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"।

এক্ষণে অবনীর কথায় প্রত্যাবর্তন করা যাউক। অবনী ফিরিয়া আসিয়াই লেখককে বলেন, "তোমাকে দেশে ফিরিতে হইবে"; কিন্তু যাওয়া যাইবে কি প্রকারে? আইন সঙ্গতভাবে দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার উপায় জন্য অবনী শকলতওয়ালার কাছে পত্র লিখেন। সেই সময়ে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। ইহাতে লেখক প্রভৃতি মার্ক্সবাদীয় বৈপ্লবিকেরা ম্যাকডোনাল্ডকে তারবার্তা প্রেরণ করিয়া অভিনন্দন জানান এবং অনুরোধ করেন যে, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট যেন ভারতের বিষয় বিবেচনা করেন। এই সময়ে শকলত-ওয়ালা অবনীকে লিখিয়া পাঠান, "আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির বাহিরে অন্য কোন উপায় নাই অর্থাৎ বার্লিন কন্‌সুলেটে দরখাস্ত করিতে হইবে"। এই সময় লেখক তাঁহার সোসালিষ্ট বন্ধুদের মাধ্যমে অতি বৃদ্ধ সোসালিষ্ট নেতা এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইন-এর (Edward Bernstein) সহিত পরিচিত হন। তিনি ইংলণ্ডে প্রায় সতের বৎসর নির্বাসিতের (Exile) জীবন যাপন করিয়াছিলেন। জার্মাণ সোসালিষ্ট পার্টি তখন তাঁহাকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পিত Dawes plan বিষয়ে আলোচনার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন। লেখকের সোসালিষ্ট বন্ধুরা বার্ণস্টাইনকে অনুরোধ করেন যে, "তিনি যেন লেখকের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে ম্যাক-ডোনাল্ডের সহিত আলাপ করেন। কারণ তিনিও এক সময়ে লেখকের ন্যায় ভুক্তভোগী ছিলেন"। বার্ণস্টাইন বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিয়া লেখককে অবগত করান যে, "তিনি ম্যাকডোনাল্ডের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিতে পারেন নাই"। ম্যাকডোনাল্ডের পার্শ্বচরেরা বলেন, এই কথা উত্থাপিত করিলে তিনি embarrassed (কিম্ কর্তব্যবিমূঢ়) হইবেন। আমলাতান্ত্রিক উপায়ে দরখাস্ত করিতে হইবে।

ইহার পূর্বে অর্থাৎ যুদ্ধের পরে বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ইংলণ্ডে যান।

সেখানে তাঁহার বিচার হইলে তিনি ফিরিবার পাশপোর্ট পান। তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন, "শ্রীমতী ল্যান্সবেরীর সহিত তোমার বিষয় আলাপ হয়"। তিনি তখন শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের একজন Under Secretary (?) ছিলেন। তিনি বলেন, "দত্ত যদি কোন প্রকারে ইংলণ্ডে আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমি পাশপোর্ট বিভাগীয় বন্ধুদের মাধ্যমে তাঁহাকে ভারত প্রত্যাবর্তনের পাশপোর্ট পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব"। বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লেখককে এইসঙ্গে ইহাও অবগত করান যে, "লণ্ডনে গভর্ণমেণ্ট দলে তোমাকে সোসালিষ্ট বলিয়া জানে এবং চট্টোপাধ্যায়কে সন্ত্রাসবাদী (Terrorist) বলিয়া জানে"।

এই সময়ে জেনেভাতে ওয়াহেদের সহিত শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের Under Secretary শ্রীমতী বোন্সফিল্ড-এর (Bonsfild) সহিত প্রবাসী বৈপ্লবিকদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে আলাপ হয়। তিনি বলিলেন, "যাঁহারা সোসালিষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের প্রত্যাবর্তনের দায়ীত্ব তাঁহারা লইতে পারেন না"। এই সময়ে একদল ভারতীয় ছাত্র বার্লিনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ লেখককে বলেন, "আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতীয় ছাত্র-সংস্থা "কেম্ব্রিজ মজলিসে" প্রবাসী বৈপ্লবিকদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে কথা উত্থাপন করিব। ইহার পর দেখা গেল, উক্ত মজলিস্ একটি মন্তব্য করিয়া প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছে, তিনি যেন প্রবাসী বৈপ্লবিক-দিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ঠিক এই সময়েই পার্লামেণ্টের একজন শ্রমিক-সদস্য তথায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের প্রত্যাবর্তনের বিষয় প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, উভয়স্থলেই প্রধান-মন্ত্রী উত্তর প্রদান করেন যে, এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

এই সময় লেখক শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষের নিকট হইতে এক পত্র পান যে,

ল্যান্সবেরী, (Lansbery), স্কট্ (Scott) এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক সদস্য বৈপ্লবিকদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে চিন্তা এবং চেষ্টা করিতেছেন। স্কট্ প্রভৃতি বলিয়াছিলেন যে, যদি বৈপ্লবিকেরা কি কি করিয়াছেন সেই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন তাহা হইলে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকটে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন। লেখক এই পত্র বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেখান। কিন্তু বৈপ্লবিকেরা কেহই অতীতে কি কি কর্ম করিয়াছেন তাহার লিপিবদ্ধ বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন। লেখক এই মর্মে ঘোষকে একটি পত্র দেন। ঘোষ প্রত্যুত্তরে জানান, স্কট প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সদস্যেরা বলেন: "মিষ্টার দত্ত যাহা বলিয়াছেন, আমরাও ঐ অবস্থায় ইহাই বলিতাম। কিন্তু এই অস্বীকৃতি আমাদের কার্যে সাহায্য করিতেছে না"। একজন স্বাধীন-চেতা এবং বিবেক সম্পন্ন ইংরেজ ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কর্ম বিষয়ে বলিয়াছেন: "আমাদের দেশের এই প্রকার অবস্থায় আমরাও এই কর্ম করিতাম"। এই মন্তব্য স্বীকার্য যে স্বাধীন ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন।*

অবনী ও বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের তাগিদে বাধ্য হইয়া লেখককে বার্লিনস্থিত বৃটিশ কনস্যুলাটে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দরখাস্ত করিতে হইল। সেই সময়ে লেখকের মনের অবস্থা যাহা হয় তাহা যিনি যথার্থ বৈপ্লবিক তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আজীবন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত কলহ করিয়া অবশেষে তাহারই নিকট মাথা নীচু করিতে হইল। যুদ্ধের সময় আমেরিকা হইতে ব্রিটিশ কনস্যুলাটের পাশপোর্ট না লইয়াই লেখক অজানা ইউরোপে পাড়ি দিয়াছিলেন। তখন মনের অবস্থা—"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"। আর

* ভারতে যে সব ব্রিটিশ কর্মচারী বৈপ্লবিকদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল তাহারা অনেকেই হয় আইরিশ না হয় অর্ধ ইউরোপিয়ান ফিরিঙ্গী। অবশ্য বেশীরভাগ কর্মচারী সাম্রাজ্যবাদীয় মনোভাবাপন্ন ইংরেজ-জাতীয় ছিল।

আজ এই নতি স্বীকার। আমেরিকা ত্যাগ করিবার সময় নিউইয়র্ক বন্দরের 'Statue of Liberty' দেখিয়া তাহাকে মিথ্যার প্রতীক বলিয়া লেখক গালিগালাজ করিয়াছিলেন; বার্লিনে স্বাধীনতার অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পরাধীন জাতির লোকরূপে শত্রুদ্বারে উপস্থিত। জীবনের সময় এখনও ঢের বাকি, কার্যও ঢের বাকি আছে। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" করিতে হইবে।

কনস্থলাটে দরখাস্ত দিবার সময় ধীরেন্দ্রনাথ সরকারকে লেখক সঙ্গে লইয়া যান! তাঁহাকে গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলেন। চীন বৈপ্লবিক স্থন-ইয়াৎ-সেনের যে দশা লণ্ডনের চৈনিক দূতাবাসে হইয়াছিল তদ্রূপ লেখকের না হয় অর্থাৎ তাঁহাকে নিজেদের আয়ত্বে পাইয়া কয়েদ করিয়া না রাখে। ধীরেন্দ্রনাথ সরকাররের প্রতি আদেশ ছিল যে, ব্রিটিশ দূতাবাসে অযথা বিলম্ব হইলে যেন তিনি জার্মাণ পুলিশকে সংবাদ প্রদান করেন।

লেখককে দেখিয়াই কনস্থলাটের প্রথম সেক্রেটারী বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলিয়া ছিলেন: "I know all about you, sooner you go, the better. You are doing thing which is not desirable. (আমি তোমার বিষয় সব জানি, যত শীঘ্র এই স্থান হইতে যাও ততই ভাল। তুমি যে কার্য করিতেছ তাহা বাঞ্ছনীয় নয়")।

আশ্চর্যের বিষয়, দরখাস্তের ১৫ দিনের মধ্যেই এই কর্মচারী জানাইলেন যে, "লেখক লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি পাইয়াছেন"। কিন্তু লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লণ্ডনে যাইবার অনুমতি বিষয়ে কি সংবাদ"? তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি চাই না যে, আপনি ইংলণ্ডে যান"। লেখকের অনেক অনুরোধের পর, তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকে পুনরায় লণ্ডনে লিখিতে হইবে"। যথা সময়ে পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলে, পূর্বোক্ত কর্মচারী বলিলেন, "জবাব আসিয়াছে—

You are not allowed to enter England! (তোমার ইংলণ্ডে প্রবেশ নিষেধ)"। অতঃপর তিনি লেখকের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের রাস্তার ছক চাহিলেন—তাঁহার অভিপ্রায় লেখক মধ্য পথে কোথাও অবতরণ না করিয়া যেন কোন এক বন্দর হইতে জাহাজ চাপিয়া সরাসরি দেশে উপনীত হন! লেখক প্যারিসে অবতরণ করিতে চাহিলেন কিন্তু তাহাতে অনুমতি পাইলেন না। কারণ তথায় অনেক "ভারতবাসী" আছে! অবশেষে বার্লিন—স্টুট্গার্ট-লিয়ন রেলপথে মারসাইতে (Marseilles) যাইয়া জাহাজ ধরিয়া একবারে কলম্বো উপনীত হইবার রাস্তার ছক তিনি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অবশ্য লেখককে নিয়মানুযায়ী পাশপোর্ট প্রদান করা হয় নাই। পাশপোর্টে সাধারণতঃ সময়ের একটা মেয়াদ থাকে এবং নানা স্থান ঘুরিয়া যাইবারও অনুমতি থাকে। ভারতবর্ষে যাইবার জন্য লেখককে কেবল Transit visa প্রদান করা হইয়াছিল। ভারতে নির্দিষ্ট সময়ে উপনীত হইলেই এই পাশপোর্টের মেয়াদ শেষ হইবে। এইজন্যই কলম্বোতে অবতরণ করিলে লেখককে কাণ্ডি (Kandy) নগরী দেখিতে তথাকার পুলিশ আপত্তি করে।

এই প্রকারের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইলে লেখক তাঁহার পুরাতন বন্ধু লণ্ডন ওয়াই.এম.সি.এ-র সেক্রেটারী শ্রীরঙ্গনাথানকে এই বিষয়ে জানান। তিনি লিখিলেন, "প্রত্যাবর্ত্তনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে সেই অনুযায়ী দেশে ফিরিয়া যাও"। অবশেষে যাইবার সময় ধার্য হইল। লেখক বলিলেন, "১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মার্চের পূর্বে তিনি বার্লিন হইতে রওনা হইতে পারিবেন না"। ইহা শুনিয়া উপরোক্ত কর্মচারী বলিলেন, "যাত্রার প্রাক্কালে পাশপোর্ট লইয়া যাইবেন"। জাহাজের টিকিট কিনিয়া দেখাইলে তারপর কনসুলাট পাশপোর্ট দেয়। কিন্তু লেখক বার্লিন পরিত্যাগ করিবার পূর্বদিন কনসুলাট হইতে এক জরুরী তার পাইলেন। ঐ তারে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দেওয়া ছিল। পরদিন সকাল বেলায় লেখক চট্টোপাধ্যায়কে টেলিফোনে বলেন, "জানিনা কেন

আমাকে ডাকা হইয়াছে, যদি উহারা কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করে তবে উহাদের সাম্‌নেই পাশপোর্ট ছিঁড়িয়া ফেলিবেন, দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন না।" অতঃপর কনস্থলাটে উপস্থিত হইলে, তথাকার দ্বিতীয় সেক্রেটারী বলেন যে, তোমাকে তার করিয়াছি এই জন্য : "The Passport is granted to you on the condition that the British-Indian Government may take any step against you when you reach their territory. I wonder whether you have understood it! (এই সর্তে আপনাকে পাশপোর্ট দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতীয় গভর্ণমেন্টের এলাকায় পৌছিলে তাহারা আপনার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। আপনি কি ইহার অর্থ বুঝিয়াছেন?")। লেখক প্রত্যুত্তরে বলেন, "I have understood it perfectly—অর্থাৎ আমি ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি"। তারপর বিদায় গ্রহণ করেন।

এইস্থলে বক্তব্য যে, প্রথম সেক্রেটারী যখন বলিলেন, "আমি আনন্দিত হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার ভারত প্রত্যাবর্তনের অনুজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে।" তখন লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "what about the amnesty?" (মাফ্ বিষয়ের কি সংবাদ?)। তাহাতে তিনি বলিলেন, "You do not fall under any sort of amnesty." (আপনি কোন প্রকার মাফের ভিতর পড়েন না)। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় এক জাতির নাগরিকেরা যদি শত্রু জাতির সহিত যোগদান করে তাহা হইলে যুদ্ধ বিরতির পর ইহাদের আম্‌নেষ্টি প্রদান করা হয়। এইজন্যই যে সব আইরিশ যোদ্ধা জার্মাণির সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং যে সব জাতীয়তাবাদী আইরিশ জার্মাণিতে বসিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছিলেন (Sir Roger Casement-এর দল) তাঁহারা যুদ্ধাবসানে আয়র্লণ্ডে ফিরিতে অনুমতি পান। ইহাদের নেতা ডাঃ চেটারটন্ ছিল (Dr. Chatterton

Hill) নামক ব্যক্তিও ডাবলিনে চলিয়া যান। যুদ্ধের পরে আম্‌নেষ্টির জোরে ভারতীয় বৈপ্লবিকদেরও আন্দামান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইজিপ্টের জাতীয়তাবাদীরাও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু লেখকের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের আম্‌নেষ্টি তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা হয় নাই; কেবলমাত্র ভারতে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। আর ভারতে পদার্পণ করিলেই ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট লেখকের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার অভিযোগ খাড়া করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার অক্ষুন্ন থাকে। লেখক স্বদেশে ফিরিলে, বন্ধুবর ব্যারিষ্টার ৺সুরেন্দ্রনাথ হালদার বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে উহাদের যে পুরাতন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তাহারই জোরে প্রকাশ্য আদালতে তোমার বিচার হইবে।" তদানীন্তন এ্যাড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল এস, আর, দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলেন, "It is hard for them to get hold of you in foreign lands so they have allowed you to come back. The case remains the same". (উহাদের পক্ষে আপনাকে বিদেশে ধরা শক্ত ছিল, সেইজন্য দেশে ফিরিতে দিয়াছে, মামলাটি যেরূপ ছিল ঐরূপই আছে)। যাহা হউক দেশে ফিরিবারকালে দেখা গেল, কলম্বো হইতে কলিকাতা পর্যন্ত স্থানে পুলিশ লেখককে দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিল। অবশ্য কাছে আসে নাই। কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লেখক দেশে প্রবেশ করিবার পর হইতেই পুলিশ বরাবরই উত্যক্ত করিয়াছে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে লেখকের কোন একজন আমেরিকান বন্ধু তাঁহাকে আমেরিকায় আসিতে বলেন। যখন লেখক তাঁহাকে জানান যে, "আমেরিকায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট আছে"। তদুত্তরে তিনি লিখেন: "লেখক যাহাতে বিনা বাধায় আমেরিকায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। তাহার সমস্ত দায়িত্ব তিনি লইবেন"। সোসালিষ্ট নেতা ডাঃ লোয়ে (Dr. Loewe) বলেন, "ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যদি আপনাকে

স্বদেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার করে, তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। বিসমার্ক রুষিয় বৈপ্লবিকদের ধরিয়া জার গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলে তখন আমরা যেরূপ আন্তর্জাতিক সোরগোল করিয়াছিলাম সেইরূপ আন্দোলন পুনরায় সুরু করিব''। আগনেস স্মেডলী লেখকের ফটো লইয়া আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠান এবং উহার সহিত "এই ভারতীয় বৈপ্লবিককে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি দিয়াছে''—এইরূপ লিখিয়া দেন।

লেখক পাশপোর্ট পাইয়া উহা চট্টোপাধ্যায়কে দেখাইতেই তিনি লাফাইয়া উঠেন এবং বলেন, "আমিও দরখাস্ত করিব''। কিন্তু লেখক তাঁহাকে বলেন, "দেখা যাক্ আমার ভাগ্যে কি আছে, তারপর দরখাস্ত করো''। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেশের হাবভাব দেখিয়া এবং ৺অবলা বসুর (অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণীর) সহিত পরামর্শ করিয়া লেখক আগনেস্‌কে লিখিয়া পাঠান যে, "দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কোন সুফল লাভ হইবে না; বিদেশে উপবাস করাও ভাল। দেশে আসিয়া কোন প্রকার সাহায্যই পাইবে না। ভারতের রাজনীতিতে আজ পর্যন্ত দাস্যবৃত্তি করাই কর্মীর কার্য। জনকতক ধনী আছেন, বাকী সকলেই তাঁহাদের দাস। ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা বা কর্ম দাসদের থাকিতে পারে না। উপরন্তু জার-রুষের আমলের টলষ্টয়বাদীয় 'অহিংস নীতির' প্লাবনে দেশ ভাসমান। এইস্থলে সহিংস বৈপ্লবিকের স্থান কোথায়? তাঁহারা ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য।'' এইস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিহারের ৺দীপনারায়ণ সিংহ ও তাঁহার পত্নী ৺লীলা সিংহ বার্লিনে আসেন। তিনি বৈপ্লবিকদের অনুরোধ করেন যে, "তাঁহারা যেন অহিংস-আন্দোলনের যুদ্ধে কোন প্রকার সহিংস গোলমাল করিয়া এই আন্দোলনকে ব্যাহত না করেন। তাঁহারা যেন অহিংস creed স্বাক্ষর করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। বৈপ্লবিকেরা এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

এই উপলক্ষে মানব হৃদয়ের একটি অদ্ভুত দাস্য-মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করিব। যুদ্ধের পূর্বে জার্মাণিতে অনেক ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ করিম হাইদার লোদী অন্যতম। অবশ্য যুদ্ধ বাধিলে বার্লিন কমিটির অনুকম্পায় ভারতীয়েরা মুক্ত ছিলেন। তবে কেহ কেহ সন্দেহজনক ব্যক্তি বলিয়া জার্মাণ গভর্ণমেন্ট তাহাদের অন্তরীণ করিয়াছিল ; কেহ কেহ স্বীয় স্বার্থে বাহিরে থাকিতে চায় নাই। ইহাদের সংখ্যা ২।৩ জনের বেশী হইবে না। এইজন্য ভারতীয় ছাত্রগণ বাহিরে থাকিতেন এবং পাঠ করিতেন। ডাঃ করিম হাইদারও মুক্ত ভাবে থাকিতেন এবং এইরূপেই পাঠ সমাপন করেন। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার স্বদেশে আসিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। বার্লিন কমিটির কোষাধ্যক্ষ ডাঃ মোরপন্থ প্রভাকর তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। লেখক ও চট্টোপাধ্যায় যখন তুর্কিতে ছিলেন তখন প্রভাকর তাঁহার দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুজ্ঞা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে লেখক জুলাই মাসে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করেন। করিম হাইদার লেখকের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাত জোর করিয়া বলেন, "দেশে বৃদ্ধা মা আছেন, বহুদিন জার্মাণিতে আছি, এখন আমায় দেশে ফিরিবার অনুজ্ঞা দাও"। জার্মাণি হইতে চলিয়া যাইবার পর, তাঁহার সহিত লেখকের পুনরায় সুইজর্লণ্ডের জুরিখ নগরে সাক্ষাৎ হয়। লেখক ছদ্মবেশে তখন ঐ স্থানে গিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত যশরাজ শিশোদিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। লেখক এক রেস্তোঁরায় চা খাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন যশরাজ একদল ভারতীয় লোক লইয়া উপস্থিত। করিম হাইদার লেখককে দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া অভিবাদন জানান। এইসঙ্গে কোচিনের রাজার পুত্র শ্রীমেননও ছিলেন। তিনি পূর্বে হাইডেলবার্গে পাঠ করিতেন। পোপের অনুরাধে জার্মাণ গভর্ণমেন্ট সসম্মানে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। তিনি লেখককে দেখিয়া যেন

চিনেন না এই ভাব দেখাইলেন। অবশ্য তাঁহারা রেস্তোঁরায় অন্যত্র যাইয়া বসিয়াছিলেন। এই আহাম্মুকীর জন্য লেখক যশোরাজকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাঁহার কোন দোষ ছিল না, কারণ সঙ্গী গোয়ানী ভদ্রলোকটি উক্ত স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন।"

লেখক দেশে ফিরিয়া আসিবার 'পর দিল্লীর আইন সভায় প্রবাসী বৈপ্লবিকদের প্রত্যাবর্তনের অনুজ্ঞা বিষয়ে কথা ওঠে। ফরেণ সেক্রেটারী মোডীম্যান (Muddieman) বলেন, যাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন, "তাঁহাদের বিপক্ষে গভর্ণমেণ্ট কোন পন্থা অবলম্বন করেন নাই। অবশ্য ইহা লেখককে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু বার্লিন কমিটির দয়ায় মুক্ত ও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত ডাঃ করিম হাইদারই বৈপ্লবিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন, কারণ তাঁহারা "অহিংস নয়"!

তৎপর ডাঃ করিম হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিতেনঃ "তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের সময় একটি হিন্দু-বালক নিৎবর হয়। তাঁহার গ্রামের কাহারও মৃত্যু হইলে হিন্দু-মুসলমান স্ত্রীলোকেরা একটি চাদরে সকলে মাথা ঢাকিয়া মৃত-ব্যক্তির গুণগান ও হুঁ হুঁ করিয়া সকলে একত্রে ক্রন্দন করেন"—ইত্যাদি। একদিন বলিলেন, "তোমরা এখানে "হিন্দু-মুসলমান" একতা করিতেছ, দেশে ফিরিয়া আমার সহিত একত্রে খাইবে?" প্রভাকর ও লেখক উত্তরে বলেন, "নিশ্চয়ই খাইব"। লেখক ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে দিল্লীতে যাইয়া আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে যখন তাঁহাকে পত্র লিখেন তখন তাহার কোন উত্তর পান নাই। তখন তিনি গভর্ণমেণ্টের খয়ের-খাঁ হইয়াছেন। ইনিই একদিন লেখককে বলিয়াছিলেন, "আমি কি করিব, আমি আর্য্য, সেমেটিক-বংশীয় নহি। বিদেশী-বিজেতারা আমার পূর্ব পুরুষের উপর ইস্‌লাম চাপাইয়াছে"। এই কথা শুনিয়া লেখক যখন বলেন, "তাহা হইলে তুমি হিন্দু-ধর্মকে কি চক্ষে দেখ"। তাহাতে তিনি

বলেন, "উভয়ই এই সত্যের দুইটি প্রকাশ মাত্র"। কিন্তু ভারত বিভক্ত হইলে, তিনি "পাকিস্তানী-নাগরিক" হইয়াছেন।

লেখক প্রত্যাবর্তনের পর শুনিলেন, লাড্‌লী প্রসাদ বর্মা, ত্রিমূল আচারিয়া, ডাঃ মহারাজ রাজনারায়ণ কৌল (ইনি পূর্বেই পাশপোর্ট পাইয়াছিলেন), বিষ্ণুনরহর যোশী (ইনি পুণার বাসু কাকার ভ্রাতুষ্পুত্র) ক্রমশঃ একে একে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কেবল কর্তারাম, আমীন শর্মা, তারাচাঁদ (ইনি পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন) ও ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (ইনি তথায় বিবাহ করিয়া একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছিলেন) ইঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে তারাচাঁদ ব্যতীত সকলেই বিবাহ করিয়া তথায় স্থায়ী হইয়াছেন। সংবাদপত্র মারফৎ এরূপ জানা যায় যে, ইঁহারা দ্বিতীয় জগৎ-ব্যাপী যুদ্ধের সময় I. N. A. আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ মিলিটারী মিশন ইঁহাদের উপর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখক গৌহাটী "Political Sufferer Conference"-এ সভাপতিত্ব করিয়া কলিকাতায় ফিরিলে চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত একখানি পত্র পান। এই পত্রখানি কলিকাতাতেই পোষ্ট করা হইয়াছিল। লেখককে ঐ পত্রে গৌহাটীর বক্তৃতার জন্য অভিনন্দিত করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, "যে বন্ধুর সহিত আমরা পূর্বে পৃথক্ হইয়াছিলাম তাঁহার সহিত এবং জার্মাণ-যুব-সংঘের তরুণ নেতার সহিত মিলিত হইয়া "League against Imperialism" স্থাপন করিয়াছি। আমি তাহার কর্ম-সচিব। এক্ষণে ব্রাসেলস্ (Brussels) নগরে এই লীগের একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন হইবে; আমি তথায় যাইতে চাই। রাজনীতিক নির্যাতিতদের কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে তোমরা আমায় একটি "ম্যানডেট" পাঠাইলে আমি তথায় যাইতে সক্ষম হইব"। ইহাতে বুঝা যায়, রায় চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে

এইক্ষেত্রে কার্য করিতেন। জার্মাণ প্রত্যাগত ছাত্রদের নিকট হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। অথচ রায় তাঁহার সহযোগীর কুৎসা ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছেন। কম্যুনিষ্ট হইয়াও কমরেডের সহিত unfriendly 'action তাঁহার বরাবরের স্বভাব। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "এইজন্যই তিনি মস্কোতে অভিযুক্ত হন।" তখন ঠাকুর মস্কোতে ছিলেন। সংবাদপত্রে রায়ের এক উক্তির প্রত্যুত্তরে ঠাকুর কলিকাতার সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। রায় তাহার উত্তর প্রদান করেন নাই।

চট্টোপাধ্যায়কে "ম্যানডেট" দেওয়ার বিষয়ে লেখক সহযোগী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করেন। তাঁহারা বলেন, "ম্যানডেট দিলে কোন স্থানে কি প্রকারে চট্টোপাধ্যায় তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভয়জনক হইবে"। কাজেই লেখক "ম্যানডেট" দিতে অপারগ বলিয়া জানান। ইহার পর সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তথায় ভারতীয়-প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন।

জার্মাণ প্রত্যাবৃত্ত ভারতীয় ছাত্রদের নিকট হইতে শ্রবণ করা গিয়াছিল যে, চট্টোপাধ্যায় নিজে যাইতে অপারগ হওয়ায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ম্যানডেটযুক্ত নেহেরুকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারাই লেখককে বলেন, "পিলাই ঠাট্টা করেন, চট্টোপাধ্যায় সাত দিনে নেহেরু পিতাপুত্রকে 'বোলশেভিক' করিয়াছিলেন"। তৎপর বোধ হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ কোম্পানীর ৺সুরেন্দ্রনাথ বসু ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লেখককে বলেন, "বার্লিনে "টমাস্ কুক্ কোম্পানীর অফিসে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী আগনেস স্মেডলীর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং আলাপ হইলে বলেন, "Tell our friend Dr. Datta not to rely on the Bolschevists. They are quarrelling among themselves. They are gone into pieces. I have told the Nehrus, the father and the son, to go and see things

for themselves.” (আমাদের বন্ধু ডাঃ দত্ত:কে বলিবেন যে, তিনি যেন বোলশেভিকদের উপর আশা আর না করেন। তাহারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেছে তাহারা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়াছে। আমি নেহেরু পিতা ও পুত্রকে তথায় যাইয়া স্বচক্ষে সব দেখিতে বলিয়াছি)। বলা বাহুল্য, নেহেরু পিতা ও পুত্র উভয়েই মস্কোতে গিয়াছিলেন এবং তথায় দুইদিন ছিলেন। শ্রী:সৌমেন্দ্র ঠাকুর বলেন, “তৎকালে তিনিও তথায় গিয়াছিলেন। তিনি বুখারিনকে ধরিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা ভারতীয় নেতা”।

একজন যুবক জার্মাণি হইতে ফিরিয়া লেখককে সংবাদ দেন যে, ষ্টালিন চট্টোপাধ্যায়কে মস্কোতে ডাকিয়া লইয়া কয়েদ করিয়াছে অর্থাৎ রাশিয়ার বাহিরে আর যাইতে দেয় না। তথায় তিনি উর্দু ভাষার অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত যুবক বলিলেন, তৃতীয় আন্তর্জাতিক দুই জন আমেরিকানকে ছদ্মবেশে ভারতে পাঠাইতেছিল। চট্টোপাধ্যায় ঐ ঘটনা কাহাকে বলিয়া দেন; ইহাতে সেই দুই জন ধরা পড়ে বা ভারতে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায় (ঠিক কথাটি লেখকের মনে নাই) এইজন্য ষ্টালিন রাগিয়া চট্টোপাধ্যাকে রুষে ডাকিয়া লইয়া আটক রাখিয়াছেন। এই সংবাদ কতটা সত্য তাহা কলিকাতায় বসিয়া নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু হিট্‌লারের অভ্যুত্থানে সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, জার্মাণির সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট নেতারা হয় প্যারিস্, না হয় মস্কোতে পলায়ন করিয়াছেন। জার্মাণ যুব-সংঘের যে যুবক-নেতার (ইঁহার নাম লেখকের ঠিক মনে নাই) সহযোগে চট্টোপাধ্যায় “League against Imperialism” স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ লেখক সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। এইসঙ্গে এই লীগের অফিসও বার্লিন হইতে অপসারিত করা হয় বরং তাহার অপমৃত্যুই হয়। এই লীগ সংস্থাপনে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হস্ত যে বিশেষভাবেই ছিল তাহা অনুসন্ধানকারীরা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই লীগ

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল ; ইহা চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরিত পত্রেই বোঝা যায়। জামসেদপুরের শ্রীসেঠী জেনেভা হইতে ফিরিয়া লেখককে জানান যে, উক্ত পত্র লীগের লোকের দ্বারা কলিকাতাতেই পোষ্ট করা হইয়াছিল।

১৯২৬-১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আগনেস স্মেডলীর নিকট হইতে লেখক একখানি পত্র পান যে, "চট্টোপাধ্যায় পীড়িত"। পরে জরুরী পত্র আসে, "শেষ হইয়া গেলে কি সাহায্য পাঠাইবেন" ? লেখক চট্টোপাধ্যায়কে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন কংগ্রেসী বন্ধুদের নিকট ভিক্ষায় যাইলেন। কিন্তু যিনি চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা উপকৃত তিনিই লেখকের কথার প্রকৃত সত্যতা (Bonafide) দেখিতে চাহিলেন। তাঁহার সহিত কংগ্রেসের নেতাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষার কথা লেখক উপস্থাপিত করেন। তিনি বলিলেন, "স্বরাজীরা বৈপ্লবিককে সাহায্য করিবে না"। বস্তুতঃ, এই উপকৃত ভদ্রলোক বা অন্য কেহই এই বিষয়ে সাড়া দেন নাই। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সহ-সহকারী সম্পাদক রাজা রাও দ্বারা চট্টোপাধ্যায়ের সহোদরা সরোজিনী নাইডুকে এই বিষয়ে লেখক জানান। তিনি উত্তর দেন, "অর্থ কোথায় পাইব ? ভগিনীর ব্যায়রামে সাহায্য করিতে হইয়াছে—" ইত্যাদি। শেষে আগনেসকে লেখক লিখিয়া পাঠান যে, কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

বিগত যুদ্ধের পূর্বে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅক্ষয় সাহা রুষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রটনা করিলেন যে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ভারতীয় প্রবাসী তথায় ষ্টালিন কর্তৃক জ সর অর্থাৎ ট্রট্স্কিপন্থী বলিয়া গ্রেফ্তার হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মামলidate (ইহজগৎ হইতে অপসারণ করান) করিবার হুকুম হইয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে লেখকের সহিত পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সাক্ষাৎ হয় এবং রাজনীতিক উপায়ে রুষ-প্রবাসী ভারতীয়দের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাইবার বিষয়ে আলোচনা হয়। যুদ্ধের পূর্বে, রুষে

চট্টোপাধ্যায়ের কয়েদ সম্বন্ধের কথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখান এবং বলেন, "আমাদের নিকট এই বিষয়ে কোন সংবাদ নাই"। অথচ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন চট্টোপাধ্যায়, লেখক প্রভৃতি রুষে গিয়াছিলেন তখন ব্রিটিশ ফরেণ সেক্রেটারী সামূয়েল হোর (Samuel Hoare) রুষ ফরেণ সচিব চিচেরিণকে লিখিয়া পাঠান, "তোমরা বৈপ্লবিক চট্টোপাধ্যায়কে কেন তথায় লইয়া গিয়াছ" ? ইহাতে চিচেরিণ জবাব দেন, "চট্টোপাধ্যায় রুষে নাই"। মস্কো যাত্রা এবং হোরের হুঙ্কারের ফল এই হইল যে, তিনমাস বাদে বার্লিনে যখন লেখকেরা প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন চট্টোপাধ্যায় এবং লেখককে জার্মাণি হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেন। অবশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন, "দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছেন, সে এই দেশে থাক কিন্তু চট্টোপাধ্যায় থাকিতে পারিবেন না"। অবশেষে, একটি বিদেশীয় নামে ও পাশপোর্টের সাহায্যে চট্টোপাধ্যায়কে জার্মাণিতে আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে শেষ সংবাদ এই : "ভারত স্বাধীন হইলে, মস্কোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এই তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় রুষ নাগরিক হইয়াছিলেন এবং 'Arterio—Sclerosis' নামক রোগে মারা গিয়াছেন। কিন্তু আসল তথ্যটি এখনও অজ্ঞাত।

এক্ষণে অবনীর কর্মের অনুসন্ধান করা যাউক। যখন তিনি লেখককে বলিতেছেন, "দেশে ফিরিব"। সেই সময়েই আর একদিন লেখকের কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমার কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা বলিতেছেন, তোমার সঙ্গে এখন দত্তদের ভাব হইয়াছে, এখন তাহাদের বল, তোমার বিপক্ষে অভিযোগ উঠাইয়া লউক"। লেখক ইহাতে বলেন, "আমি অন্যান্যের সহিত এই অভিযোগে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, সেইজন্য একেলা তাহা উঠাইয়া লইতে অপারগ"। ইনি পুনরায় আসিয়া বলেন, "আমার স্ত্রী রোসা (Rosa) লেনিন মিউজিয়ামের (Lenino Museum) curator হইয়াছেন।

একজন লোক মস্কো হইতে লেনিনের লিখিত চিঠিপত্রসমূহ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। তোমাকে লিখিত লেনিনের চিঠি তাহাকে কি দিবে'' ? পরে উক্ত ব্যক্তিও আসেন। লেখক তাঁহাকে বলেন, ''আসল পত্রটি আমি দিব না, তবে তাহার ফটোগ্রাফ করিয়া লইয়া যাইতে পারেন''। কিন্তু এই লোক আর ফেরে নাই ; বরং সে অবনীর কাছে যাইয়া বলে, ''কি প্রকার কমরেডের কাছে পাঠাইয়াছিলে, সে নেতাদের প্রতি অশ্রদ্ধাজনক কথা কয় ?'' অবনী বলে, ''লোকটা একজন মূর্খ বোলশেভিক। তাহার কাছে প্রত্যেক কম্যুনিষ্টনেতা দেবতা বা সমালোচনার অতীত। তাহার সঙ্গে নেতাদের বিষয়ে হাল্কাভাবে (light-vein) কথা কহা ঠিক হয় নাই।'' এইস্থলে ইহা লক্ষ্যের বস্তু যে, বোলশেভিক কর্মচারীরা মাহিনার চাকর, মনিবেরা তাহাদের নিকট তুরীয় অবস্থার লোক, তাঁহাদের বিষয়ে কোন মর-ব্যক্তির কোন সমালোচনাই চলিতে পারে না। নেতারা টাকা দিয়া লোকদের বোকা ও বোবা বানাইতে চাহেন। কিন্তু রুষ একটি প্রাচ্য-দেশ, তথায় মানুষের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্থান ও পতন হয়। আজ সেই সব তুরীয় দেবতা বোলশেভিক নেতারা কোথায় ? কি অপবাদ লইয়া তাহাদের ইহজগৎ হইতে অপসারিত হইতে হইয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

তারপর, অবনী পুনরায় মস্কো যাত্রা করেন। তিনি বলিলেন, ''তাঁহার পুত্র 'গোরা'কে দেখিতে যাইতেছেন''। ইতিমধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। ১৯২২ বা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার পেশোয়ারে ''বোলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা'' রুজু করেন। এই মামলায় রুষ প্রত্যাগত একটি তরুণের লম্বা জেল হয়। কিছুদিন বাদে রোম হইতে ওয়াহেদ বার্লিনে আসিয়া লেখককে সংবাদ দেন, ''আশ্চর্যের কথা পেশোয়ারের মামলায় অভিযুক্ত সেই যুবক রোমে আসিয়াছে, কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইল এবং ইহার অর্থই বা কি'' ?

অবনীর সঙ্গে এই যুবকের বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন যে, "এই যুবক এক্ষণে প্যারিসে আছেন, তাঁহার বর্তমান নাম ছদ্মবেশী নাম। যে যাই বলুক, আপনি তাহাকে বিশ্বাস করিবেন। সে আমার লোক। আমি না ফিরিলে, আমার কাপড়ের বাক্স তাহার কাছে পাঠাইয়া দিবেন"। ইহার পরই অবনী মস্কো চলিয়া যান। লেখক যখন দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছেন তখন হঠাৎ আমসটার্ডাম্ (Amsterdam) নগর হইতে লেখকের ঠিকানায় অবনীর নামে একটি বড় খামে একখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত হয়। খামে লেখকের নাম থাকায় লেখক তাহা খুলিয়া পড়েন। খাম খুলিয়া দেখা গেল, লণ্ডন হইতে একজন ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের পক্ষ থেকে আমসটার্ডাম সোসালিষ্ট ইন্টারন্যাসনাল বুরোর (Socialist International Bureau) সভাপতিকে লিখিতেছেন "কমরেড্ ম্যাকডোনাল্ড আপনার পত্র পাইয়াছেন, তিনি কমরেড মুখার্জী ও তাঁহার স্ত্রীকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য পাশপোর্ট দিতে এই সর্তে রাজী আছেন যে, তিনি ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের এলাকায় উপনীত হইলে, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যে কোন উপায় গ্রহণ করিতে পারিবে"। (Comrade Macdonald is willing to grant passport to Comrade Mukherjee and his wife on the condition that British-Indian Government may take any step against him as soon as he reaches their jurisdiction.)। এই সর্ত লেখককেও বলা হইয়াছিল। প্রবাসী বৈপ্লবিকদের বিষয়ে ম্যাকডোনাল্ড গভর্ণমেণ্টের ইহাই ছিল নীতি। ইহার অর্থ, ছলনা করিয়া বিপ্লবীদের ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে নিক্ষেপ করা। ইহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি বলা যায় না। এই পত্র অবনীর কম্যুনিষ্ট বন্ধুর কাছে লেখক পাঠাইয়া দেন। অবনীর বিষয়ে লেখকের আর কোন ঘটনা জানা নাই। দিল্লীবাসী জনৈক ভদ্রলোক বলেন, তিনি ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে তিন চার বৎসর রুষে ছিলেন। তখন তিনি অবনীর সঙ্গে

প্রত্যহই সাক্ষাৎ করিতেন। অবনী সেখানে সস্ত্রীক বাস করেন এবং শিক্ষকতা করিতেছেন।

লেখক বার্লিন পরিত্যাগ করিবার দুই একদিন পূর্বে অনাদিনাথ ভাদুড়ী নামক এক ছাত্রকে ভোজনে আহ্বান করিয়া বলেন, "অনাদি আমি দেশে ফিরিতেছি"। তাহাতে তিনি বলেন, "আমি তাহা জানি, এম, এন, রায় আমাকে ইহা বলিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলিয়াছেন যে, দত্ত, অবনীরা ফিরিবার জন্য পাশপোর্ট পাইবে; কিন্তু তিনি পাইবেন না"। পরে তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, "তিনি ম্যাকডোনাল্ডকে গালি দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ফিরিবার পাশপোর্ট দেওয়া হউক"। কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়।

মস্কো হইতে লেখক অবনীর একখানি পত্র পান। ইহাতে লিখিত হইয়াছিল: "এইস্থলে আমার বিচার হইয়াছিল। রায় আমার বিপক্ষে নালিশ আনিয়াছিল যে, আমি গুপ্তচর (spy)। তাহা হইতে আমি মুক্ত (exonerated) হইয়াছি। কিন্তু আমি এখনও কার্য পাই নাই"। ইহাই লেখকের নিকট অবনী মুখোপাধ্যায়ের বিষয় শেষ সংবাদ।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে লেখক বার্লিন ত্যাগ করেন। কন্‌সুলাটে মার্সাইয়ে জাহাজ ধরিবার জন্য যে রাস্তা ছকিয়া দিয়াছিলেন জার্মাণ পরিত্যাগ করিবার সময় ঠিক তার বিপরীত রাস্তার টিকিট লেখক খরিদ করেন অর্থাৎ সোজা প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করেন। প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রেরা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি তো habitual law breaker." (চিরন্তন আইন ভঙ্গকারী)। ভারতে আসিয়া যে কয়বার জেল হইয়াছিল তাহা এই কারণেই হইয়াছিল! প্যারিসে আসিয়া পেশোয়ার "বোলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায়" অভিযুক্ত উক্ত পেশোয়ারী যুবকের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। সকলে তাহাকে গুপ্তচর বলিয়াই সন্দেহ করে। মাডাম কামা কিন্তু লেখককে বলেন, "লোকে

যাহাই বলুক, আমি উহাকে দিয়াই 'আমার স্মৃতিকথা' লিখাইতেছি এবং তজ্জন্য পারিশ্রমিকও দিতেছি। লেখক তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তিনি বলেন, "কাবুল হইতে রুষে পলায়িত মুজাহারিণ তরুণদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি পাঠান-বংশীয়, পঞ্জাবে তাঁহার আত্মীয়রা আছেন। তথায় তিনি প্রত্যাগমন করিয়া কৃষক আন্দোলন করিবেন। এইস্থলে অর্থাভাবে কষ্টে আছেন। প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব (Sociology) পাঠ করিতেছেন, সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক লেভী (S. Levi) তাঁহাকে নানা কার্য দিয়া অর্থোপার্জনের সুবিধা করিয়া দিতেছেন; তিনি একজন স্বাবলম্বী-ছাত্র"। লেখক তাঁহাকে প্রবোধ দেন, "যে যাহাই বলুক তুমি কর্ণপাত করিও না; নিজের পড়া পড়; বিদেশে সকলেই exile-Psychology-তে ভুগিতেছেন। ইহার উপরে তুমি উঠিও।" লেখক দেশে ফিরিয়া প্যারিস প্রত্যাগত একজন ছাত্রের নিকট শ্রবণ করেন যে, "আশ্চর্য কথা! এই যুবকের মৃতদেহ সেন (Seine) নদীতে ভাসিতে দেখা যায়।

ভারতে শুনা গেল যে, রায়ের দলের মুজাহারিণ তরুণদের কেহ কেহ ভারতে আসিলে ইংরেজ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। আসলে তাহারা ইংরেজ পুলিশেরই লোক। মুজাহারিণদের মধ্যে যে যুবকটি লেখককে মস্কো ত্যাগ করিবারকালে বিদায় দিয়াছিল, সে নাকি মস্কোতেই পরে হাতেনাতে (red handed) ইংরেজ গোয়েন্দা বলিয়া ধরা পড়ে এবং জেলে নিক্ষিপ্ত হয়; রায় স্বয়ং লেখককে ইহা জানান। পরে কিন্তু অভাবনীয় উপায়ে সে রুষ-জেল হইতে পলাইয়া বার্লিনে আসে এবং পরে ভারতে আসে। সে স্বীকার করিয়াছিল যে, তাহার ভ্রাতা একজন ইংরেজ-পুলিশের কর্মচারী, সে ছদ্মবেশে মধ্য-এসিয়ায় গিয়াছিল এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেন্টের বিপক্ষে এক পুস্তক লেখে। পরে আর একজন প্রত্যাবৃত্ত-মুজাহারিণ যুবক ভারত হইতে পলাইয়া পদব্রজে পশ্চিম-এসিয়ার মধ্য-দিয়া রুষ যাইবার জন্য তাঁহাকে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া যান।

কিন্তু মস্কোতে গিয়া সেই পলায়িত পুরাতন আসামী বলিয়া ভে চেকা'র (Ve,Che,Ka) হস্তে তাহাকে ধরাইয়া দেয়। তাহাকে liquidate করা হয়। পরে স্বদেশে এই যুবক মীরাটের কম্যুনিষ্ট মকদ্দমায় একজন আসামী হয়। অকস্মাৎ তথায় পুলিশ গুপ্ত-বিভাগের একজন ইংরেজ কর্মচারী আসিয়া তাহার সহিত নিভৃতে আলাপ করেন। তিনি নাকি মস্কোতে গিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই এই অভিযুক্ত যুবকটি নিজের 'Worker & Peasant' পার্টির সহকর্মীদের কাছ হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকেন এবং দাড়ি, গোঁপ রাখিয়া নেমাজ পড়িতে শুরু করেন। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলে কানাঘুষা করে এবং উপরোক্ত তথ্য আবিষ্কার করেন (ইহা মীরাট মামলার একজন আসামীর কাছ হইতে শ্রবণ করা কথা)। এক্ষণে, তিনি স্বতন্ত্রভাবে কার্য করেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ জার্মাণ ফরেণ অফিস হইতে ডাঃ প্রুফারের (Pruefer) এক ডাক আসে। তাঁহার অফিসে যাইলে তিনি বলিলেন, 'অমুক কোথায়'? ইহা একজন ভারতীয় কম্যুনিষ্টকে উল্লেখ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আমি আপনাকে এবং চট্টোপাধ্যায়কে জানি বলিয়াই বলিতেছি, আমাদের লণ্ডনস্থিত "এজেন্ট" যিনি ইংরেজ ফরেণ অফিসের গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জার্মাণ গভর্ণমেণ্টকে জানান, তিনিই এই সংবাদ দিতেছেন। তিনি লণ্ডন হইতে দুইজন বাঙ্গালার নাম ও ঠিকানা দিয়াছেন। যাঁহারা বার্লিনে আছেন, তাঁহারা উভয়েই "বাঙ্গালী", একজন হিন্দু ও আর একজন মুসলমান। তাঁহাদের বিষয়েই রিপোর্ট আসিয়াছে"। ডাঃ প্রুফার আরও বলিলেন, "তাঁহাদের গুপ্ত-এজেণ্টের নাম বলিবেন না," কিন্তু তাহার সেই চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। লেখক অবাক হইয়া যখন এই রিপোর্টের বিপক্ষে মন্তব্য করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ইনি তাঁহাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং সঠিক খবর সংগ্রহ করেন। তোমরা সাবধান। ইহাদের বিষয়ে অপেক্ষা করিয়া দেখ (wait and see)"। চট্টোপাধ্যায়কেও ডাঃ প্রুফার এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ দেন। পরে দেখা

গেল, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধু শহিদ সুরাওর্দি যিনি তৎকালে বার্লিনে ছিলেন, তাঁহাকেও ইহা অবগত করান। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ প্রুফার দিল্লীতে এক বৎসর একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর অধীনে চাকরি করিয়া এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া মুজাহারিণদের কথা শেষ করিব। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লেখক সুইর্জলণ্ড হইতে সাংকেতিক ভাষাযুক্ত দুইখানি পত্র পান। তাহাতে শওকত ওসমানীর নাম স্বাক্ষর ছিল। ইনি লেখকদের সঙ্গে মিশিতেন। রাজপুতানার ফ্যাশানের শিরস্ত্রাণ এবং কেশরক্ষা করা দেখিয়া বন্ধুরা তাঁহাকে "That Marwari boy" (সেই মাড়োয়ারী যুবক) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই পত্রে লেখা ছিল, তোমরা আমায় অবিশ্বাস করিয়াছ; মৌলানা জাফর আলী এবং অন্যান্যেরা আমায় চিনেন। আমি তোমাদের সহিত কর্ম করিতে চাই। যাহাকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মস্কোয় দেখিয়াছিলাম, তাহার পত্র হঠাৎ সুইজর্লণ্ড হইতে পাওয়া গোলমালের কথা এবং সেই সময়ে সংকেতসমূহ পাঠ করাও অসম্ভব। কাজেই এই বিষয়ে কোন মনোযোগ তখন করা যায় নাই। পরে ত্রিমূল আচারিয়া বলেন, তিনিই লেখকদের সহিত যোগাযোগের জন্য এই সংকেত ভাষা ওসমানীকে দিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় ওসমানীর সহিত "Workers and Peasant Party"-র সম্মেলনে সাক্ষাৎ হয়।

এইস্থলে পুনরায় আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে শীতকালে কলিকাতা "অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ যে, মস্কোতে কম্যুনিষ্ট পার্টি জেনোভিয়েফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভারতের কর্ম বিষয়ে যে দশ মিলিয়ন রুবল (দেড় কোটি টাকার মত) বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহার কি হইল?" ইহার উত্তরে জেনোভিয়েফ্‌ বলেন, "ভারতের জন্য তাহা ব্যয়িত হইয়াছে।" ইহার উপর উক্ত সংবাদপত্র টিপ্পনী করিয়াছে, "তাই বাঙ্গলায় এত ধর্মঘট হইতেছিল, এইসব বোলশেভিক টাকার খেলা"।

এই সময়ে শ্রীদিলীপকুমার রায়, ব্যারিষ্টার জ্যোতিষচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভারতীয়েরা বার্লিনে ছিলেন। তাঁহারা লেখকদের এই অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা করেন। লেখকেরা তাহা শুনিয়া হাসাহাসি করেন। চট্টোপাধ্যায় বলেন, "The money was given to the wrong party. It never reached India." (ভুল দলকে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই টাকা ভারতে পৌছায় নাই)।

১৯৩৩ বা ৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার "সাম্যরাজ পার্টির" একজন সদস্য আসিয়া লেখকের কাছে বলিয়া যান, "Communist International Correspondence" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ষ্টালিনের এক বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বক্তৃতায় ষ্টালিন বলিয়াছেন, "ভারতীয় কর্মের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা জেনোভিয়েফ্, ট্রট্স্কি প্রভৃতি লোকেরা আত্মসাৎ করিয়াছে। এই নামের তালিকায় একজন ভারতীয়ের নামও উল্লিখিত ছিল।"

এই প্রকারের ঘটনা লেখক ইউরোপেই শুনিয়া আসিয়াছিলেন। লেখকের সম্মুখেই চার্দিকে বলিতে শুনিয়াছেন: Oh! the money was given to the wrong man (ভুল লোককে টাকা দেওয়া হইয়াছে)। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীয় কমরেডরা বেলাকুনের (Belakun) বিপক্ষে এক পুস্তক বাহির করিয়া বলেন, "পার্টি হাঙ্গেরীতে নাই, নেতারা মস্কোতে পলাতক আছেন, অথচ বেলাকুন পার্টির নামে মোটা টাকা লইতেছেন।

মস্কোতে দেখা গিয়াছিল প্রত্যেক দলেই ঝগড়া। ইংলণ্ডের মারফি (Murphy) নামক কমরেড যাইয়া বলেন, "আমাকে গোয়েন্দা বলা হইতেছে, তাহা হইলে আমার বিচার করা হউক"। উক্রেনীয় ডেলিগেট্রা অন্যান্য দেশের ডেলিগেট্দের দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রচার করিতে থাকেন, "আমরা বোলশেভিক পার্টিতে থাকিতে চাই, কিন্তু মস্কোর হুকুম মানিতে রাজী নই"। রাডেককে যখন ভারতীয়ের

নালিশ করেন, "তাঁহাদের কমিশন কেন বসিতেছে না"। তখন তিনি বলেন, "কি করিব, চল্লিশটি কমিশন আমার মস্তিষ্কে আছে"। অর্থ ও প্রাধান্য লইয়া সর্ব দলেই বিরোধ ; ইহারাই পতিত মানবের মুক্তিকামী কর্মী !

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, এম, এন, রায় 'কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল' হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনকালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠভ্রাতা কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এম, এন, রায়কে দেখিলে চিনিতে পারিবেন কি ? তিনি ছদ্মবেশে এইস্থলেই আছেন"। পরের বৎসর, কলিকাতায় আলবার্ট হলে সেখ তায়েবের নেতৃত্বে এম, এন, রায়ের নূতন দল সুভাষচন্দ্র বসুর দলের সহিত মিলিত হইয়া কম্যুনিষ্ট এবং অন্যান্যদের বিপক্ষে ঝগড়া করেন এবং শেষে হাতাহাতি ও ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হয় এবং ইহার ফলে "নিখিল ভারত শ্রমিক সংঘ" পুনরায় বিভক্ত হয়। তখন অনেক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। ঝগড়ার পরদিন পূর্বোক্ত অনাদি ভাদুড়ী নামক জার্মাণি প্রত্যাগত যুবকটি আসিয়া লেখকের কাছে উপস্থিত হন। ইনি রায়-পন্থী হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার কথায় বুঝা যায় যে, তিনি রায়-পন্থীয় hierarchy-র সর্বপ্রধান। রায়ের অবর্তমানে এই দলের তিনিই প্রধান পুরোহিত। তিনি লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What will be the case of Tyabjee now ?" (তায়াবজীর অবস্থা এখন কি হইবে ?)। লেখক উত্তর দিলেন, "Why did he join Subhas ?" (সুভাষের সহিত সে যোগদান করিল কেন ?) তাহাতে তিনি বলিলেন, "My strict order to him was not to join Subhas except in the case of affiliation of Girni Kamgar Union ?" (তাহার প্রতি আমার কড়া হুকুম ছিল যে, 'নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সংঘ' গিরনী কামগার ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করণের দ্বন্দ্ব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে সে যেন সুভাষের

সহযোগীতা না করে)। এইস্থলে বক্তব্য যে, ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বোম্বাইয়ের গিরনী কামগার সংঘ ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মস্কোবাদীয়-কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বিপক্ষে রায় নূতন দল গঠন করিলে তাঁহার পুরাতন কম্যুনিষ্ট দল ও নূতন "কন্‌ষ্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি" দল (রায়ের নূতন দলের ইহাই ছিল শ্লোগান) মধ্যে আসল গিরনী কামগার ইউনিয়ন কাহার দখলে ইহা লইয়া বিসংবাদ হয়। এই ঝগড়া সুভাষ বসুর পৃষ্ঠপোষকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আলবার্ট হলে মারামারিতে ও শ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় বিভাগে পরিণত হয়।

ইহার পর অনাদি ভাদুড়ী অনেক গোপন-কথা লেখককে ব্যক্ত করেন, "এম, এন, রায় গুপ্তভাবে ভারতে আসেন। করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তথায় যান এবং সুভাষ বসুর সহিত নানা পরামর্শ হয়। সমস্ত রাত্রি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত তর্ক হয়। রায় নেহেরুকে কংগ্রেসের বিপক্ষে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু জহরলাল তাহা অস্বীকার করেন"—ইত্যাদি। ভাদুড়ী বলেন, এইসব কথোপকথনকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সংবাদ দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, এলবার্ট হলে কেন সুভাষ বসু কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা করেন এবং রায়পন্থীদের সহিত তাঁহার দল সম্মিলিতভাবে কার্য করেন। কেন রায় জেল হইতে মুক্তি লাভ করিলে পণ্ডিত জহরলাল সংবাদপত্রে রায়ের তারিফ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধাদি লিখেন এবং পরে তিনি, ভুলাভাই দেশাই ও ধনকুবের বিড়লা, রায়ের পৃষ্ঠপোষকত্ব ও সাহায্য করেন। ইহা দ্বারাই বোধগম্য হয়, কেন করাচী কংগ্রেসে যে "মৌলিক-অধিকারসমূহ" (Fundamental rights) গৃহীত হয় সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে আসল লোকদের নামোল্লেখ না করিয়া পণ্ডিতজী শুধু এম, এন, রায়ের নামটিই তাঁহার 'আত্ম-চরিতে' উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বিষয়ে, আসল তথ্যটি এইরূপ : লেখকেরা কংগ্রেসের ডেলিগেট্-রূপে করাচীতে যাইবার পর চরখা ও খদ্দরের মাহাত্ম বিষয়ক গুন কীর্তন সূচক মন্তব্যসমূহ যাহা গতানুগতিকভাবে গৃহীত হয়, তাহা না করিয়া যাহাতে কংগ্রেসে একটি নূতন আলোক সম্পাৎ করা যায় তজ্জন্য লেখক "মৌলিক-অধিকার"রূপ কতকগুলি সংকল্প লিখেন। ইহা লেখক, ও তাঁহার সহকর্মী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী স্বাক্ষর করেন। কিন্তু 'নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে' ইহা পেশ করিবার কোন লোক নাই! লেখকদের তথায় স্থান নাই (ইহার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতেও লেখকের স্থান হয় নাই। লেখক স্বীয় ক্ষমতায় তথায় প্রবেশ করেন)। শ্রীবিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীকে তথায় এই প্রস্তাবটি (Resolution) পেশ করিবার নিমিত্ত লেখক অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল লেখকের নিকট আসিয়া বলেন যে, কংগ্রেসের মৌলিক অধিকাররূপ কতকগুলি সংকল্প পেশ করিতে হইবে। তখন লেখক তাঁহাদের লিখিত সংকল্প পত্র দেখান এবং বলেন, লোকাভাবে ইহা কংগ্রেসে পেশ করা হইতেছে না। শ্রীসান্যাল তখন বলেন যে, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এই সংকল্প পণ্ডিত জহরলালের হস্তে প্রদান করিবেন। তৎপর লেখক প্রদত্ত সংকল্প এই অধিবেশনে পড়েন এবং এই সংকল্পের নূতন সংস্করণ করা হয়। ইহার মধ্য যাহা লেখকের এখনও স্মৃতিগোচর আছে তাহা এই : "Labour will have right of association and right to strike. Peasant Leagues to be formed. Landlordism to be abolished. There should be State ownership of key industries".—ইত্যাদি।

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালও এই মন্তব্য পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং কমলা দেবীর হস্তে প্রদান করেন। পরে ডাঃ সান্যাল কমলাদেবী এবং পণ্ডিত নেহেরুর কথোপকথন লেখকদের জানান। পণ্ডিতজী ইহা পড়িয়া

বলেন, "আমরাও এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। ইহার কিছু কিছু আমরা লইব। কিন্তু বাপুজী যাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন তাহা আমি লইতে পারিব না"। তারপর, অধিবেশনের শেষদিন বৈকাল তিনটার সময় ডাঃ সান্যাল লেখককে জানান যে, মহাশয়, আপনার লিখিত শ্রমিকের "Right to Strike" মন্তব্যটি বুড়া (গান্ধীজী) স্বহস্তে কাটিয়া দিয়াছেন। তৎপরিবর্তে শ্রমিকের দ্বন্দকালে "Arbitration-Board" কথাটি ঢুকাইয়া দিয়াছেন। "State-ownership of key Industries." এর পরিবর্তে "State-Control of key industries". করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে লেখক হাসিয়া ওঠেন এবং বলেন, "The old man was hood winked. Allright! He does not know what State-Socialism is." (বুড়ো খুব প্রতারিত হইয়াছে! তিনি 'রাষ্ট্রীয়-সোসালিস্‌ম্‌' কাহাকে বলে তাহা জানেন না)।

পরে দেখা গেল, যাহা একটা নরমপন্থীয় সোসালিষ্ট সংকল্পরূপে পেশ করা হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজীর জাঁতায় পিষ্ট হইয়া ফ্যাসিষ্ট-সংকল্পরূপে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই সংকল্প ব্যাপারে লেখক বলিয়াছিলেন, "দেখা যাক্, এই ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাত বাঙ্গলার সুদূরপ্রান্ত হইতে নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্তর নিখিল ভারতয় কংগ্রেস কমিটির করাচী অধিবেশনে পৌছিতে পারে কিনা?" ইহা পৌছিয়াছিল ঠিকই; বাঙ্গলা ক্যাম্পের সব ডেলিগেট্‌রা বা অধিকাংশই এই বিষয়ের পূর্ণ সংবাদ জানিতেন। কিন্তু পণ্ডিতজী তাঁহার আত্ম-জীবনীতে ইহা নিজের কৃতিত্ব বলিয়া লিখিয়াছেন—ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এইসঙ্গে হঠাৎ তিনি লিখিলেন কেন, "বাজারে গুজব যে, ইহা এম. এন. রায় কর্তৃক প্রদত্ত; কিন্তু ইহা আমার সৃষ্ট"। অথচ সেই সময় সুভাষচন্দ্র বসু, তিনি স্বয়ং এবং রায়ের জন কয়েক সহকর্মী ব্যতীত ভারতের কেহই জানিতেন না যে, রায় ছদ্মবেশে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন! অজ্ঞাতকুলশীলদের নামোল্লেখে পণ্ডিতজীর আপত্তি থাকিতে পারে কিন্তু এম. এন. রায়ের

নাম ইহার সহিত বিজড়িত করায় পণ্ডিতজী নিজের কথাতেই ধরা পড়িয়াছেন। তখনকার "কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক" হইতে বিতাড়িত লোক দ্বারা ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দাবাইবার প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই পণ্ডিতজী প্রমুখ নেতাদের এই চেষ্টা।

এই উপলক্ষে দুইটি কথা মনে পড়ে, পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, হেরম্ব গুপ্তের সহিত শ্রীমতী রায়ের সাহায্য হিসাবে জার্মাণ গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত অর্থ লইয়া বার্লিনে বিবাদকালে মধ্যস্থ ডাচ্ কমরেড্ রাটগার্স বলিয়াছিলেন: "যে কোন উপায়ে বুর্জোয়াদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া কম্যুনিষ্ট কার্যে লাগাইলে কোন প্রকার অপরাধ হয় না"। সেইরূপ কোন কম্যুনিষ্ট যদি কম্যুনিষ্ট দলের অর্থ লইয়া বুর্জোয়া দলের সহিত হাত মিলাইয়া কম্যুনিষ্ট নৌকা ডুবাইয়া দেয়, তাহা হইলে বুর্জোয়ারা কি এই কার্যের তারিফ করিবে না? এই ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। শ্রীহারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করাচীতে বলিয়াছিলেন যে, "তিনি যখন মস্কো গিয়াছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা নিম্নলিখিত তথ্য তাঁহাকে জানাইয়াছেন: তাঁহারা কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে 'অমুক' আমাদের অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের অর্থেই আমাদের বিপক্ষে কার্য করিতেছে।" এক্ষণে রাডেক, রাটগার্স প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীরা কোথায়? "উল্টা সমঝলি রাম যে!"

এইসঙ্গে পণ্ডিতজী বিষয়ে আরও দুইটি ঘটনার উত্থাপন করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। নিখিল ভারত শ্রমিক সংঘের ঝরিয়ায় (Jheria) অধিবেশনকালে সকলে (লেখক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম) পণ্ডিত জহরলালকে সভাপতিরূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্ম-জীবনীতে এই সভাপতিত্ব বিষয়ে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। পুনঃ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে, মার্ক্সপন্থীয় কর্মীরা "নিখিল ভারত যুবক সোসালিষ্ট কনফারেন্স" আহ্বান

করেন! ঐ সম্মেলনে পণ্ডিতজীকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য লেখক ঝরিয়ায় গিয়া তাঁহাকে পূর্ব হইতে রাজী করান। কোন জায়গায় স্থান না পাইয়া অবশেষে রামমোহন রায় লাইব্রেরীতে এই কনফারেন্স আহুত হয়। পণ্ডিতজী তাহার সভাপতি হন এবং লেখক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। কিন্তু এই সোসালিষ্ট কনফারেন্সের বিষয়ে পণ্ডিতজী তাঁহার পুস্তকে নীরব।*

পণ্ডিতজী বার্লিনের ছত্রভঙ্গ বৈপ্লবিকদের কয়েকজনকে দেখিয়া তাঁহাদের ত্যাগের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করেন নাই। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে, বৈপ্লবিকেরা কর্মী, তাঁহাদের অনেকেই আজ শহীদ হইয়াছেন। কর্মীরা কোন দেশে বিদ্যা ও মননশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন? অন্যপক্ষে গান্ধীবাদীয় কংগ্রেস, তাহার মত ও তাহার কর্মীদের বিষয়ে এই হতভাগ্য-বৈপ্লবিকদের কি ধারণা ছিল তাহা কি কখন তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন? ব্রাসেলে যাইয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিবার যে সুবিধা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনা বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

বৈপ্লবিক শহীদগণ আজ স্তুতি বা নিন্দার অতীত। যখন শিক্ষিতেরা পরাধীনতাকে "Dispensation of God" (ভগবানের বিধান—৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে উক্তি) বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিল, যখন "আবেদন ও নিবেদনের থালা" একমাত্র রাজনীতিক পন্থা বলিয়া গণ্য হইত তখনই এই বৈপ্লবিকের দল দেশের লোকদিগকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলিয়াছিলেন: "এই অনার্য সেবিত, অধর্ম ও অকীর্তিকর মোহ তোমাদের কেন উপস্থিত হইল? ক্লৈব্য প্রাপ্ত হইও

* ইহা কি ট্রট্স্কির ন্যায় Capitalist Gallery-কে Cater করিবার জন্যই উল্লিখিত হয় নাই?

না, তুচ্ছ হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও"। তাঁহারা এইজন্যই ঘানি, বৈদ্যুতিক বাটারী চার্জ, ফাঁসি প্রভৃতি নানা প্রকারের অমানুষিক অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া স্বীয় জীবনাহুতি দিয়াছেন। ইহাদেরই উদ্দেশ্য করিয়া ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল মিন্টো বলিয়াছিলেন, "What makes the Bengali boy with Gita is one hand and bomb in the other, turn into a fanatical Ghazi ?" (কি কারণে এক হস্তে গীতা ও অন্য হস্তে বোমা লইয়া বাঙ্গালী তরুণ একজন ধর্মান্ধ গাজীতে পরিণত হয়)। ইহারা সুখ-দুঃখ, লাভালাভ এবং জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! বুর্জোয়াদের পিঠ চাপড়ানী তাঁহারা কখন প্রত্যাশা করেন নাই। দেশ চিরকালই তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়াছে। সখের জেল যাইয়া "এ" ক্লাস, "বি" ক্লাস তাঁহাদের ভাগ্যে লাভ হয় নাই। ইংরেজ পুলিশ তাঁহাদের প্রতি "চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু" ও "দাঁতের বদলে দাত" রাজনীতি অনুসরণ করিত।* অন্যপক্ষে, বিদেশে ভারত বিষয়ে প্রচার এবং ভারতের সর্ব প্রথম "Foreign-Alliance" ইঁহারাই স্থাপন করিয়াছেন।

এক্ষণে পূর্বপ্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাউক। আলবার্ট হলের মারামারির ছয় মাস পরে শ্রীএম, এন, রায় ধরা পড়িলেন। পুলিশ তাঁহার বিপক্ষে অনুযোগ করিল যে, তিনি বিনা পাশপোর্টে ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিয়া ছয় বৎসর জেলে নিক্ষেপ করে এবং তাঁহার

* ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুগান্তরের সম্পাদকরূপে যখন লেখক জেলে যান, তখন জেলের ব্যবহার লইয়া সুপারিনটেন্‌ডেন্ট ডাঃ মুলভানির (Dr. Mulvany) সহিত বচসা হয়। তাহাতে তিনি বলেন, "এই জন্যই তোমার এক বৎসর কঠোর পরিশ্রম (hard-labour) করিতে হইবে।" অতঃপর লেখককে ঘানিতে লাগান হইয়াছিল। এই বিষয়ে তখনকার সংবাদপত্রে আন্দোলন হয়। মুলভানি বাঙ্গালী জেল কর্মচারীদের প্রতি আদেশ দিয়াছিল, "স্বদেশী মামলার আসামীদের প্রতি যেন কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন না করা হয়। মুলভানি জাতিতে আইরিশ-ক্যাথলিক ছিল।

সঙ্গিনী জার্মাণ-ইহুদি-মহিলাটিকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সময়ে তাঁহার ভারত প্রবেশ উপলক্ষে নানা কথা ওঠে। শুনা যায়, লণ্ডনের কম্যুনিষ্টরা নানা কথা বলেন। কিন্তু কথা এই যে একজন মার্কা-মারা ভারতীয় এবং একটি ইউরোপীয় মহিলা যিনি জার্মাণস্থ অন্যান্য ভারতীয়দের কাছে অপরিচিত ছিলেন না, তাঁহারা একত্রে বোম্বাই ডকে অবতীর্ণ হইলেন আর ইংরেজ-ভারতীয় পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি তাঁহারা এড়াইয়া গেলেন? নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোন প্রকারের পাশপোর্ট ছিল, তত্রাচ পুলিশের নিকট তাঁহাদের আসলরূপ নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না।

অবশেষে শুনা গেল, মস্কোতে রায়ের বিপক্ষে কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ৭।৮ দফা চার্জ আনেন তন্মধ্যে চানের বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা এবং টাকার হিসাবের কথাও ছিল। এই চার্জ বিষয়ে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকটেও চার্জসিট অবগত করান হয় (কম্যুনিষ্ট নেতাদের নিকট শুনা)। রায় তখন জার্মাণিতে; তিনি মস্কোতে মামলায় হাজির হন নাই। সম্প্রতি একজন ভারতীয় যিনি কয়েক বৎসর মস্কোয় ছিলেন, তিনি বলেন, রায়কে যখন কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল হইতে বহিষ্কৃত করা হয় তখন তিনি ঐস্থানে ছিলেন। তিনি আরও বলেন, উপরোক্ত দুইটি চার্জও তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল।

আসল কথা এই: ট্রট্স্কির সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া ষ্টালিন "Socialism in one Country" (এক দেশেই সোসালিজম্‌বাদ গণ্ডীভূত থাকিবে)-রূপ মতবাদটি প্রথমোক্তের "Permanent Revolution" (স্থায়ীবিপ্লব)-রূপ মতটির বিপক্ষে খাড়া করিয়া আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিকদের 'পুলি-পোলাও' (to sack) করিতে লাগিলেন। "স্থায়ী বিপ্লব"-এর নাম করিয়া মার্ক্সবাদীয় জগতের যত ভবঘুরে, গ্রন্থীচ্ছেদী ও প্রতারক অর্থের জন্য মস্কোতে যায় এবং চরম-পন্থীয় শ্লোগান তুলিয়া ট্রট্স্কি, রাডেক দলের পৃষ্ঠপোষকত্ব লাভ করিতে থাকে। এই রাডেক দলের চরম-পন্থীয় শ্লোগান উঠান বিষয়ে রুষিয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মতামত ও রিপোর্ট পূর্বেই

উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই "আন্তর্জাতিক" দলের কাছে দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস কিছুই নাই। মানব সমাজ একাকার, জাতি এক। অবশ্য এইসব গালভরা কথাগুলি শুনিতে বেশ এবং আদর্শও উচ্চ। ইঁহারা মস্কো বসিয়া ইচ্ছামত পৃথিবীর পতিতদের মুক্তির আন্দোলন করিবেন বলেন এবং করিতেও লাগিলেন। কিন্তু এই জগত-বিপ্লব কর্মে রাডেক, বেলাকুন প্রমুখ যে উপদল কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক্‌কে দখল করিয়া পরিচালিত করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের তাঁবেদার ও পেটোয়া লোক দ্বারা পুষ্টিলাভ করান হয়। এই উপদল যাহা বলিবে, তাহাই "কম্যুনিষ্ট" মতবাদ। তাঁহারা যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই "কম্যুনিষ্ট কর্ম", তাঁহারা যে পেটোয়াকে খাড়া করিবেন তিনিই বিশ্বস্ত এবং খাঁটি কম্যুনিষ্ট কর্মী ও নেতা। ইহার ফলে, যে সব কর্মীদের এক সময় লেনিন প্রশংসা করিয়াছিলেন* তাঁহারা ইঁহাদের মতের সহিত একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া আন্তর্জাতিক হইতে "প্রতিক্রিয়াশীল" দল বলিয়া বিতাড়িত হইতে লাগিলেন। আর এইসব তাঁবেদার ও পেটোয়াদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইহারা জগৎ-বিপ্লবের নামে মোটা টাকা আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এই প্রকারেই ভারতের নামে দশ মিলিয়ন রুবল (প্রায় দেড় কোটি টাকা) আকাশে মিশাইয়া যায়; বলা হইল ভারতের কর্মে ব্যয়িত হইয়াছে? এই বিষয়ে ধরিবার বা ছুঁইবার কিছুই নাই। গুপ্ত-কর্মের আবরণে বড়ই সুবিধা ভোগ করা যায়।

এই উপদলের কর্মের ফলে, লোকের ও পার্টির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্থান ও পতন হইতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই স্থানে বলা হইতেছে: "১৯২২ খৃষ্টাব্দে লেখক সুইডেন হইতে এক মহিলার পত্র পান। এই মহিলা বেদান্তী মনোভাবাপন্ন এবং কম্যুনিষ্ট কর্মী। তিনি বার্লিন কমিটি প্রদত্ত চিত্রসমূহ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। ইনি এক পত্রে লেখককে অবগত

* "Leftwing Radicalism is Children's disease." দ্রষ্টব্য।

করান ঃ "কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক হুকুম দিয়াছেন, পার্টির সভ্য হইবার সময় যিনি নাম স্বাক্ষরিত করিয়া না দিবেন যে, তিনি 'ভগবান বিশ্বাস করেন না' তিনি সভ্য হইতে পারিবেন না। ইহাতে আমাদের নেতারা আপত্তি করিয়াছেন যে, এতদ্বারা স্থইডেনে কম্যুনিজম্ মতবাদ প্রচার করা অসম্ভব হইব"। লেখিকা আরও বলেন, "এইসব ইহুদিরা কেন ইউরোপীয়-খৃষ্টীয় নাম লইয়া ছদ্মবেশ গ্রহণ করে? ইহারা আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট করিতে চায়; আমাদের নেতারা এই আদেশ মানিবেন না"। ইহারা ফলে, স্থইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্কের পার্টিসমূহ আন্তর্জাতিক হইতে বিতাড়িত হয়।

এইস্থলে ইহুদি বেলাকুনের কীর্তির কথা স্মরণীয়। প্রথম যুদ্ধের পর হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, হইতে পৃথক হইয়া একটি স্বাধীন-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কাউন্ট আপ্পিওনী (Count Appyoni) ইহার প্রধান হন। পরে বিরক্ত হইয়া তিনি তথাকার সোসালিষ্ট পার্টির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই উপায়ে বেলাকুন তথাকার শাসনভার পালন এবং "কম্যুনিষ্ট-শাসন" গঠন করেন। তিনি কাগজে কলমে অতি চরম-পন্থীয় বিধান জাহির করিয়া হাঙ্গেরীকে একদিনে সোভিয়েট-রুষের ন্যায় পরিবর্তিত করিতে যান। শুনা যায়, লেনিনের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি এই প্রকারের চরম-পন্থীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চরম-পন্থার পরাকাষ্ঠা হইল, হাঙ্গেরীর প্রথম খৃষ্টান রাজা সেন্ট্ ষ্টিফানের (St. Stephan) লৌহ-মুকুট যাহা ব্যাপ্টাইজ হইবার সময়ে পোপ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন তাহা বিক্রয়ার্থে তিনি ভিয়েনার বাজারে পাঠাইলেন। ইহাতে খৃষ্টীয় ইউরোপ চমকিত হয়।* ইহারই ফলে, প্রতিক্রিয়া হয় এবং হর্থি (Horthy)

---

* হিন্দুর জগন্নাথের মন্দির যদি অহিন্দু ভাঙ্গে এবং দিল্লীর জুম্মা মসজিদ্ যদি অমুসলমান ভাঙ্গে তাহা হইলে তৎতৎ ধর্মীয়দের কি মনোভাবের উদয় হয়, পাঠক তাহা অনুধাবন করিলে এই বিষয়ে খৃষ্টানের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

শাসন কায়েম হয়। এইজন্যই বলা হয় "Extreme radicalism is a counter-revolutionary move". (চরম-পন্থা হইতেছে কার্যতঃ প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম)

এক্ষণে ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের কলহ মতবাদের আবরণে জাগিয়া উঠে। ষ্টালিন ক্রমশঃ জগৎ-বিপ্লব (World-Revolution) তরঙ্গের এক একটি বুদ্ বুদ্ ভাঙ্গিতে লাগিলেন। চন্দ্রলোকে বা সাহারার মরুভূমিতে "কম্যুনিষ্ট-বিপ্লব" করিবার জন্য আর অর্থ প্রেরণ করা বন্ধ হইতে লাগিল। ইহাতে ট্রট্স্কি চেঁচাইতে লাগিলেন, ফ্রান্সের "থার্মিডোরিয়ান" (Thermidorian) প্রতিক্রিয়ার ন্যায় ষ্টালিন "থার্মিডোর-যুগ" (রোবস-পিয়ারের পতনের পর, ধনী শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া) রুষে আনয়ন করিতেছেন। এই সময়ে কাউণ্ট মির্‌স্কি (Count Mirsky) নামক একজন রুষিয় ঐতিহাসিক যিনি বিপ্লবের সময় ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বোলশেভিক বিপ্লবকে "জাতীয়-বিপ্লব" বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাকে ইংলণ্ডের কেহ যখন জিজ্ঞাসা করেন, উভয়ের ঝগড়ার তাৎপর্য কি? তিনি একটি ক্ষুদ্র কথায় তাহার উত্তর প্রদান করেন; "ইহার অর্থ, ট্রট্স্কি হইতেছেন একজন ইহুদি এবং ষ্টালিন হইতেছেন একজন রুষ"। একজন রুষ রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়া "জগৎ-বিপ্লব" করিবেন; আর একজন রুষকে সোসালিষ্ট রাষ্ট্রে গঠন করিয়া তাহাকে পৃথকভাবে উন্নতি করিবেন। ফলতঃ অ-রুষ ষ্টালিনের* নেতৃত্বে রুষ আজ যে বিস্তৃতি এবং ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে তাহা প্যান-শ্লাভিষ্ট (Pan-Slavist) জারদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! এই প্রকারেই অ-ফরাসী নেপোলিয়ানের অধীনে ফ্রান্স

* ষ্টালিন গুর্জিস্থানের লোক। এই দেশের সুন্দরীরা এক সময়ে ভারতীয় হারেমের জন্য আমদানি হইত। পাঠক আওরাঙ্গজেবের উদিপুরী বেগমের ইতিহাস কি বিস্মরণ হইয়াছেন? ইউরোপীয় জাতীয় Chauvinism-ই ষ্টালিনকে ইউরোপীয় সাজাইয়াছে। ষ্টালিন নিজেকে "Asiatic" বলিয়াছেন কিন্তু তাহা ট্রট্স্কির অসহ্য। ইঁহার "Stalin" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ইউরোপে সর্বশক্তিমান হইয়াছিল। ইহা ফরাসী জাতির আজও গৌরবের কথা।

এই প্রকারে বুদ্‌ বুদ্‌ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জেনোভিয়েফ্‌ রাডেক প্রভৃতির কর্ম ধরা পড়ে। মস্কোর বিচারের পর পর বিচার হইয়া গুপ্ত কথা সব ফাঁস হইয়া গেল যে, এই জগৎ-বিপ্লবীর দল সোভিয়েট-রুষ রাষ্ট্রের ধ্বংসের চেষ্টায় ছিল। এইজন্য পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রুষ-কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস বলিতেছে চরমপন্থীয় শ্লোগান দিয়া শত্রু পক্ষীয় বৈদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের সহযোগীরা নিজেদের গোয়েন্দাগিরি আবৃত করিয়া রাখিত ঃ "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে। কতক্ষণ রহে শীলা শুন্যেতে ছুড়িলে"! ট্রট্‌স্কি, রাডেক দলের পতন হইলে, সাঙ্গ-পাঙ্গদেরও পতন হয়। চরমপন্থার বদলে প্রতিক্রিয়াশীল কার্য ও শ্লোগান ভারতেও শুনা যাইতে লাগিল। এম, এন, রায় সোভিয়েট রুষের বিপক্ষবাদী হইলেন, মার্ক্সবাদ নাকি পুরাতন, বর্তমানে প্রযোজ্য নয়! হায় রাডেকের দল, তোমাদের এই চরমপন্থীয়-কম্যুনিষ্টবাদ? এই ষড়যন্ত্রকারী উপদল যে তাহার শুঁয়া (tentacles) চারিদিকে ছড়াইয়াছিল তাহার দুইই প্রমাণ দিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, লেনিন চট্টোপাধ্যায়ের "থিসিস্‌" পড়িয়া লিখিয়াছিলেন, "আমার সেক্রেটারী আপনার সহিত সাক্ষাতের সময় ঠিক করিয়া জানাইবেন"। কিন্তু সে সময় আর হইল না। ইহাতে বোধগম্য হয়, লেনিন নিজের ঘরেই নজরবন্দী ছিলেন, তাঁহার হুকুম তামিল হইত না, (ট্রট্‌স্কিও এই কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়ে তিনি কতটা নির্দোষ তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ)। পুনরায় একটি সভাতে ট্রট্‌স্কিকে দেখা যায়; চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ফরাসী ভাষায় একটি চিঠি লিখিয়া একজন আমেরিকান মহিলা কমরেড দ্বারা তাহা ট্রট্‌স্কির হস্তে প্রদান করান। সেই সময়ে তাঁহার সহিত রাটগার্স কথোপকথন করিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়াই লেখক বলেন, এই চিঠির জবাব আসিবে না, কারণ রাটগার্স্‌ আমাদের জানে আর ঝগড়ার ব্যাপারও জানে, ফলতঃ

হইলও তাহাই। ট্রট্স্কি এই পত্রের জবাব দেন নাই। অথচ তিনি ব্রেষ্টলিটোস্কের সময় হইতে চট্টোপাধ্যায়ের নামের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই ব্যক্তিকে চাক্ষুষ দেখিবার কৌতূহলও তাঁহার হইল না।

আসল কথা এই : এই উপদল ভারতে বিপ্লব আন্দোলন রোধ করিবার জন্য সর্বভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতের বিপ্লব আন্দোলন স্বাধীনতাকল্পে "জাতীয়-আন্দোলন"। ইহা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে আন্দোলন। কাজেই ইংরেজ-প্রেমিক ইহুদি ও অন্যান্য স্বার্থের লোকেরা তাহা চাহিত না। এই দেশের লোকে সাধারণতঃ জানেন না যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে আছে ইহুদি জাতির মূলধন (Capital)। ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম ইহুদিরা রাজনীতিক-সাম্য পাইয়াছিল (Equal-right)। তজ্জন্য জগতের ইহুদিজাতি ইংলণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ। সাম্রাজ্যবাদীয় ভারতেও শোষণের মূলে আছে ইহুদির অর্থ। কাজেই এই দেশ স্বাধীন হইলে তাহাদের অসুবিধা হইবে। এইজন্য, নানা প্রকারের বনিয়াদী স্বার্থ সমন্বিত এই উপদল এমন একটি দল ভারতে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল যাহারা তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া তাহাদের চুরি ও লুণ্ঠনের কার্যে সহায়তা করিবে। এইজন্যই বরোডিন মস্কোতে গোড়া হইতেই বলিতেছিল : "আমরা অন্যত্রের কোন পার্টি বা দল মানি না ; যে লোককে আমাদের পছন্দ হইবে, তাহাকেই আন্তর্জাতিকের কর্মে বহাল করা হইবে। তাহারা তাঁবেদার পেটোয়া চাহিয়াছিল যে বা যাহারা তাহাদের "যো হুকুম" লোক হইবে। সরল লোকে এই অভিসন্ধি না বুঝিয়া চরম-পন্থীয় শ্লোগান দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া ধর্মান্ধ (fanatic) পাকা "কম্যুনিষ্ট-কমরেড" হইবে এবং ধুরন্ধরেরা ভিতরের কথা জানিয়া চক্রীদের সহিত হাত মিলাইবে। ফলে, "জগৎ-বিপ্লব" ফাঁসিয়া গেল। খাঁটি কম্যুনিষ্ট কর্মীরা, যাঁহারা ইউরোপে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহারা রাডেক কোম্পানীর "পার্জ" (Purge) দ্বারা বিতাড়িত হন। মহামতি ষ্টালিন এই প্রতারকদের ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মামলার পর মামলা

দ্বারা তাহাদের আইনাধীন করেন। আশ্চর্যের কথা, আমেরিকান লেখক লুই ফিসারের (Louis Fisher) সোভিয়েট-রুষ বিরুদ্ধতা এবং ষ্টালিন বিদ্বেষ এতবেশী যে তিনি মস্কোর মামলাকে মিথ্যা সাজান বলিয়া প্রমাণিত করিতে চান। তিনি ভারতীয় ভুক্তভুগীদের কাছ হইতে অনেক প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিতেন।*

লেখক যে সব অভিজ্ঞতা এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তাহার অনেক কথা মস্কো বিচারে Exhibit-রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। লেখক দেখাইতে চান যে, এই ষড়যন্ত্র কত অগ্রেই আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা কত দিগন্ত-প্রসারী। এই চক্রাকারদল, লেনিনের ইচ্ছা থাকিতেও ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রতিপদে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের স্থাপিত "ইণ্ডিয়ান কম্যুনিষ্ট প্যার্টি" ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষতা করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসই তাহার বিচার করিবে। চট্টোপাধ্যায় মস্কোতেই বলিয়াছিলেন, এই উপদল, একটি দল গঠন করিতে চায় যাহা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ভাঙ্গিবে। আবদুর রব কমিশনেই বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগেই ইংরেজের লোক আছে যাহারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন প্রকারের সাহায্য প্রদান করা বন্ধ করিয়া দিতেছে। এইস্থলে ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। সুরেন্দ্রনাথ কর একবার লেখককে বলেন, "তাঁহার বাড়ীওয়ালী বলেন, দুইজন ভারতবাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে"। তিনি বলেন, হয়ত "ইহারাই আমেরিকার গদর পার্টির লোক যাহাদের আসিবার কথা ছিল। পরে মস্কো হইতে ভাই

---

* ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লেখকদের মস্কো যাইবার অগ্রেই লুই ফিসারের সহিত লেখকের বার্লিনে আলাপ হয়। আগনেস স্মেডলী এই আলাপ করাইয়া দেন। তিনি লেখকদের অগ্রেই মস্কো যাইতেছেন বলেন, কিন্তু লেখক তাঁহাকে তথায় দেখিতে পান নাই। তিনি পরে গিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিয়া রুষের বিপক্ষে পুস্তক লিখেন।

সন্তোখ সিং এবং ভাই রতন সিং-এর পত্র পান। সন্তোখ সিং একজন শ্রমিক। নিজের যথা সর্বস্বাদি গদর পার্টিকে দিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের পরে, পার্টির সেক্রেটারী হন। লেখকের সঙ্গে তাঁহার পত্র বিনিময়ও হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন বাদে, লেখক মস্কো হইতে প্রমথ দত্তের এক পত্র প্রাপ্ত হন। প্রমথ তাহাতে লিখিয়াছিল যে, একটি বড় রাস্তায় (Boulevard) দুই জন ভারতীয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা বলেন, "তাঁহারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন, কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কাছে গদর পার্টিকে "বৈপ্লবিক শ্রমিক-সংস্থা" বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে। আন্ত-র্জাতিক, এম, এন, রায়ের উপরে এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্তি নির্ধারণ করিবার ভার দিয়াছিল। কিন্তু বহুদিন হইল, কার্য কিছুই অগ্রসর হইতেছে না"! পরে শুনিলাম, গদর পার্টির সন্তোখ সিং এবং রতন সিং উভয়ে আমেরিকা হইয়া মস্কোয় গিয়াছিলেন, কিন্তু উপদলের ষড়যন্ত্রের জন্য অন্তর্ভুক্তি (affiliation) লইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে আকালীদের আড্ডায় সন্তোখ সিং-এর সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি ক্ষয়কাশ রোগে মৃতপ্রায়। লেখকের সহিত পত্র বিনিময়ের কথা তিনি স্মরণ করেন। জ্ঞানী গোপাল সিং-এর কাছ হইতে শুনা গেল, রতন সিং পুনরায় ভারতের বাহিরে গিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের কাছ হইতে পরে শুনা যায়, "গদর পার্টি" একটি বৈপ্লবিক শ্রমিক-সংস্থা বলিয়া কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্ত (affiliation) হইয়াছে। ইহা কিন্তু উপরোক্ত উপদলীয় চক্রান্তের পতনের অগ্রে কিংবা পরে তাহা লেখকের অজ্ঞাত।

এইসব উদাহরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, লেনিন এবং তাঁহার সহকারীদের আদর্শগত ইচ্ছা থাকিলেও যে উপদলটি আন্তর্জাতিক পরিচালনা করিতেছিল, তাহা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। "লেনিন থিসিস" তাহারা অস্বীকার করে,

উপদলগত থিসিস জাহির করিয়া ব্যক্তিগত বা উপদলগত সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছিল।

বার্লিনে কমরেড ভিসিনিস্কির (Vishinisky) সহিত লেখকের বরকাতুল্লার বাড়ীতে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "যদি উপযুক্ত লোক পায়, তাহা হইলে রুষ গভর্ণমেণ্ট এখনও ভারতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক আছেন"। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত রুষ গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধ স্থাপন করিবার লোক পাইলেন না। ভিসিনিস্কি অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির লোক ছিলেন না এবং ভিতরের রহস্যও জানিতেন না। তিনি একজন রাজ-কর্মচারী মাত্র ছিলেন। এই বুলি আর একজন রুষিয় কমরেডের কাছ হইতে শুনা গিয়াছিল, যিনি তাসখেণ্টে পূর্বে ভারতের মুজাহারিণদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক সোভিয়েট-রুষ গভর্ণমেণ্ট একজনও ভারতবাসী পাইলেন না যাহাকে মধ্যবর্তী করিয়া বৈপ্লবিক ভারতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, অথচ ভারতের নামে অজস্র টাকা বরাবর ব্যয়িত হইতে থাকে।

ইতিহাসের ডায়লেক্‌টীক-নীতির একটি আশ্চর্য প্রকাশ যে, প্রতিক্রিয়াশীল এবং রক্ষণশীল জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট দুইটি জগৎ-ব্যাপী যুদ্ধের সময়েই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু জগৎ-বিপ্লবকারী পতিতের মুক্তি ইচ্ছুক সোভিয়েট-রুষ ভারতকে কোন সাহায্য করে নাই! বরং রুষিয় তাঁবেদারেরা চাহিয়াছিলেন সর্বত্র একটি দল যাহা তাহাদের হুকুমাধীন হইয়া নিজের দেশেই হুকুমমাফিক গোলমাল করিবে।* ফলে, আজ কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সর্বত্রই সোভিয়েট-রুষ

* এই বিষয়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালের নেতা পল্ লেভির (Paul Levy) "Wieder mit den Putschisten" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। তিনি অনুযোগ করেন, কেবলই মস্কোর হুকুমে জার্মাণিতে বিপ্লবোদ্যম হইতেছে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতেছে। ফলে, কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দমিয়া যাইতেছে। ক্লারাসেট্‌কিনের পুস্তকেও এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে।

রাষ্ট্রের সর্ব কর্ম সমর্থনকারীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আজ সেই আদর্শ নাই, পতিতের মুক্তির কথা নাই, শোষিতের উত্থানের কথা নাই, আজ এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতির চক্রে ঘুরিতেছে।

আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে রাজনীতিই হউক না কেন, যে আদর্শ লেনিন প্রমুখ নেতারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য ভূতপূর্ব রুষ-জারীয় গভর্ণমেণ্টের বিজিত ও পদদলিত জাতিসমূহ জীবনের সর্ব বিষয়ে মুক্ত হইয়া সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন। আজ মধ্য ও উত্তর এসিয়ার যাযাবর ও অসভ্য জাতিরা সর্ব বিষয়ে আধুনিক সভ্য মানব হইতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ও সমাজে মূল-জাতি (Race), গাত্রবর্ণ (Skin colour) বা শ্রেণী-বিভেদ (Class-Division) নাই। প্রতিভা-ই জীবন-যাত্রার পথ (Career is open to talent)। সাম্যবাদের এই প্রকার প্রয়োগ কোন ধর্ম, কোন জাতি, কোন রাষ্ট্র এযাবৎ করে নাই। তজ্জন্য সোভিয়েট-রুষের আদর্শের কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়। বহুপূর্বেই, যাহা স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "বেরুক নূতন সভ্যতা লাঙ্গলের ফলা হইতে, ভুন্‌রীর উনান হইতে......" তাহাই তথায় মূর্তিমান হইতেছে। গণশ্রেণীর দ্বারা একটি নূতন সভ্যতা উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ভারতীয় বৈপ্লবিকদের আসল আদর্শবাদী রুষিয়দের সহিত মিলিত হইবার স্ববিধা হয় নাই। যত ভাড়াটিয়া বিদেশীদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তুর্কিতেও সেই দশাই হইয়াছিল; যত বিদেশী মতলববাজেরা প্যান-ইসলামের নামে তথায় নিজেদের স্ববিধা গ্রহণ করিত। পরে কামালপাশা ইহাদের তাড়াইয়া দেন। কনস্ট্যান্টিনোপল্‌ ও মস্কোতে আন্তর্জাতিকতার নামে প্রতারক ও গ্রন্থীচ্ছেদীদের আবির্ভাব হইতে লেখক দেখিয়াছিলেন। তুর্কির স্বলতানের জেহাদ ঘোষণার ফলে, মুসলমান জগৎ সাড়া দেয় নাই। আর রুষিয় জগৎ-বিপ্লব ও সাধিত হয় নাই।

মস্কো হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লেখক প্রত্যেক প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে

রুষের সাম্যবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ইহার ফলে, লেখক কংগ্রেসীদের কাছে ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন (ভারতীয় কংগ্রেসও কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ন্যায় একটি উপদলীয় ব্যাপার উভয়ই একই দোষাক্রান্ত)। আর ইংরেজ পুলিশের কাছেও নানাভাবে নির্যাতিত হইয়াছেন! সোভিয়েট-রুষের সহিত লেখকের কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি কলিকাতা ইলিসিয়াম রো'র কর্তা কলসন্ (Colson) লেখককে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে "Agent of the III International" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। যাহাকে বাঙ্গলায় বলে, "ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়ান" তাহাই লেখক ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে করিতেছেন। যৌবনের প্রারম্ভে লেখক ম্যাট্সিনির রাজনীতিক সাম্যবাদের বাণী শুনিয়াছেন, যৌবনের মধ্যাহ্নে নিজের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক লেষ্টার ওয়ার্ডের "সমাজের শাসক সমাজ" (Sociocracy) এই বাণী শুনিয়াছেন, আর এই তথ্যই মার্ক্স-লেনিনবাদ স্পষ্ট করিয়া লেখককে বুঝাইয়া দিয়াছে।

জয়হিন্দ্